পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

গণরাজ্য

শ্রীসুধাকান্ত দে
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাধানগর রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয় (হুগলি)
ডিরেক্টার, বিনয় সরকার ইন্‌স্টিটিউট্‌ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস্‌ (কলিকাতা)
সম্পাদক, দি ইণ্ডিয়ান্‌ মেসেঞ্জার (ঐ)
সহ সভাপতি, রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি (ঐ)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

উৎসর্গ

জাতীয় অধ্যাপক

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

গ্রন্থকার

১৩ই আশ্বিন, ১৩৮২

দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

বেশ কয়েক বছর অমুদ্রিত থাকার পর ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ পাঠকদের কথা বিবেচনা করে ইতিহাস বিষয় সমিতি পুস্তকটি পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নেন। সেই অনুসারে পুস্তকটি পুনর্মুদ্রিত হল।

আশাকরি পুস্তকটি আগের মতই সকলের সমাদর লাভ করবে।

শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

মার্চ, ১৯৯০

অনুবাদকের ভূমিকা

প্লাতো-আরিস্ততলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়

স্কটিশ চার্চেস (এখন স্কটিশ চার্চ) কলেজে অনার্স পড়ার সূত্রে (1919) এ-পরিচয়। আরিস্ততলের সাধারণ বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান, আর প্লাতোর অপূর্ব দার্শনিকতা ও আদর্শপ্রিয়তা মুগ্ধ করল। এই মুগ্ধতা আরও বেড়ে গেল বার্কার প্রণীত প্লাতো ও আরিস্ততল নামক প্রকাণ্ড বই পড়ে। কী সুন্দর সুখবোধ্য ভাষায় উভয়ের মতাবলির আলোচনা! তখনকার দিনে রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন কোন বিষয়েই বাঙলা ভাষায় রচিত বই ছিল না, অথবা থাকলেও আমাদের জানা ছিল না, এত বিরল ছিল সেগুলি। কলেজে ঢোকা অবধি সব সময়ে বিবিধ বিষয়ে ইংরেজিতে বই পড়তে পড়তে মনে হত, আহা! বাঙলায় যদি বই থাকত।

সমাজ ও রাষ্ট্র ভাবনার এই অমূল্য সম্পদ্‌গুলি ভাষান্তর করার প্রেরণাতেই আমার প্রথম অনুবাদ প্রয়াস ডেভিড রিকার্ডোর 'অন প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অব পোলিটিক্যাল ইকনমি অ্যাণ্ড ট্যাক্সেশন' (অর্থনীতি ও করতত্ত্ব) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মারফৎ অধ্যাপক বিনয় সরকারের আনুকূল্যে 1954 খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।[1] এরপর 1971 সালে ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া আমার "সোক্রাতিসের বিচার ও মৃত্যু" প্রকাশ করেন। এরই মধ্যে প্লাতোর 'রিপাব্‌লিক' এবং কার্ল মার্কস-এর 'ডাস কাপিটাল' (800 পৃষ্ঠা)-এরও সম্পূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ শেষ করেছিলাম। কিন্তু উৎসাহী, বিশেষত রসগ্রাহী, প্রকাশন-সংস্থার সন্ধানে বহুকাল অপেক্ষা করতে হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ-মহলে আশাব্যঞ্জক সাড়া এসেছিল বিশেষ ভাবে স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায় ও পরবর্তী সময়ে শিক্ষা-সচিব অধ্যাপক ডঃ ভবতোষ দত্ত মহোদয়ের কাছ থেকে। বস্তুত মুদ্রণ ব্যয় নির্বাহ ও দায়িত্বশীল প্রকাশকের সম্মতি—এই দুটি সমস্যা আমার কাছে অনতিক্রম্য থেকেই যেত যদি না জানতে পারতাম

1 অধ্যাপক সরকার কিছু টাকা তুলে পরিষৎকে দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এই তহবিল ক্রমাগত বাড়বে আর তাঁর দেওয়া নাম 'সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থমালা'র পুস্তকের পর পুস্তক প্রকাশিত হবে। তাঁর বাসনা পূর্ণ হয়নি। দুটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—গিজোর 'ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস' আর রিকার্ডোর "অর্থনীতি ও করতত্ত্ব।"

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ বাঙলা ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের কাজে লেগেছেন।

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন

পর্ষতের মুখ্য প্রশাসন অধিকারিক মশায়ের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি পাণ্ডুলিপি দিতে এবং তাঁদের দরখাস্তে সই করতে বললেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে গিয়ে স্বল্পভাষী এই মানুষটির পরামর্শ আমার খুবই কাজে লেগেছে। মিত্র মশায় বরাবর আমার সঙ্গে যে সুন্দর ব্যবহার করেছেন, তা কোন দিন ভুলবার নয়। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আরও একজনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি হলেন বর্ধমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগের প্রধান ও অধ্যাপক ডঃ রাধা-রমণ চক্রবর্তী। বস্তুত তাঁর পরামর্শ ও সহায়তা ভিন্ন এই অপূর্ব গ্রন্থের অনুবাদ আজকের রূপ পরিগ্রহ করত না। তিনি পরিশ্রম করে দেখে দিয়েছেন, কী করতে হবে বলেছেন, সব সময়ে উৎসাহ দিয়েছেন। অনুবাদের এই নবরূপে যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য ও সর্বাঙ্গসুন্দর করবার প্রয়াস পেয়েছি তাঁরই যত্নে ও অমূল্য পরামর্শে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রেজিষ্ট্রার শ্রীআর্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার চিরহিতৈষী ও অকৃত্রিম সুহৃদ। আমার রাধানগর কলেজে অবস্থান কালে (প্রথমে অধ্যাপক রূপে পরে অধ্যক্ষ রূপে) আমি সর্ববিষয়ে যে ভালবাসা, সহায়তা ও উৎসাহ তাঁর কাছে পেয়েছি তা ভাষায় ব্যক্ত করবার সাধ্য আমার নেই। এই অনুবাদগুলি সম্বন্ধেও তাঁর অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ আমাকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে।

আরও একজন উৎসাহদাতা ও সত্যকার শুভার্থী আধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তীও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁর সৌজন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামমোহন বক্তৃতামালা (দ্বিশত জন্মোৎসব উপলক্ষে) দেওয়া ছাড়াও প্লাতোর অনুবাদ প্রকাশের ব্যাপারে সাহিত্য আকাদেমির সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ আমার হয়েছিল।

যুবক বন্ধু ও আমার অত্যন্ত হিতৈষী ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর সুন্দর ব্যবহার, প্রশস্ত মন ও অন্যান্য সদ্‌গুণ আমাকে আকৃষ্ট করে।

এই অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশের মুখে দু'জন মানুষকে স্মরণ করতেই হয়। প্রথম জন অধ্যাপক বিনয় সরকার যাঁর সম্পাদকতার 'আর্থিক উন্নতি' মাসিক পত্রিকায় রিকার্ডোর তর্জমার একাধিক পরিচ্ছেদ ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলি তখন

আত্মপ্রকাশ করে। আর একজন, স্বর্গত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়েও তিনি আমার পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টেছেন, আর আমাকে অগ্রসর হতে বলেছেন। বলেছেন, এই হল স্থায়ী কাজ। তাঁর সেই মন্তব্য আমার কাছে বিরাট পুরস্কার।

এই সঙ্গে আর একজনের নাম যদি না করি, তবে অন্যায় হবে। তিনি হলেন বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাদার ফালোঁ। তিনি ফরাসী, গ্রীক, ইংরেজি ও বাঙলায় সমান ব্যুৎপন্ন। তিনিই আমাকে গ্রীক নাম-গুলি গ্রীক উচ্চারণে লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন। উচ্চারণ নিজ হাতে বাঙলায় লিখে দিয়েছেন মানে শুদ্ধ। আর প্রায় গোটা তর্জমা প্রয়োজন মত মূল গ্রীকের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করে দিয়েছেন। অনেক দিন আগে জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মূল গ্রীক উচ্চারণ বজায় রাখতে বলেছিলেন। এতদিনে সে কথা রাখা হল। ফাদার ফালোঁকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই সম্পর্কে এলম প্রেস ও তার কর্তা শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মিত্র মহাশয় আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তিনি সজ্জন, নিজে বিদ্বান্ আর নিজ কাজে পারদর্শী। নিজে যত্ন করে সময় নিয়ে আগাগোড়া ত দেখেছেনই, নানা পরামর্শও দিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও ছাপার ভুল থেকেছে—সেটা তাঁর জন্য নয়—সেজন্য আমার অক্ষমতা দায়ী। তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে আরও একজনের কথা উল্লেখ করি। তিনি আমার স্বর্গতা স্ত্রী। আমার কাজের সঙ্গিনী ও উৎসাহদাত্রী—যিনি সংসারের যাবতীয় ঝুঁকি ও দায় কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে আমার প্রিয় কাজে যুক্ত রেখেছেন। খুব সাধ ছিল তাঁর, এই গ্রন্থ ও আমার অন্যান্য রচনা ছাপার অক্ষরে দেখবেন। হল না। তাই দুঃখ।

আরও অনেকের কাছে নানা উৎসাহ ও সহায়তা আমি পেয়েছি। এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় সকলের নাম করা সম্ভব নয়। আমি সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্লাতোর জীবন ও দর্শন (2)

(খৃঃ পূঃ 428 / 427—348 / 347)

প্লাতোর বাবার নাম আরিস্তোন [সোক্রাতেস্ কোথাও কোথাও তাঁকে আরিস্তোনের পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন], মায়ের নাম পারেক্তনিয়া। প্লাতো মে / জুনে জন্মেছিলেন। আর আশী বা একাশী বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার ঘটনা-পঞ্জী সংগ্রাহক এরাতস্থেনেস্-এর রচনা থেকে এই তারিখগুলি পাওয়া যায়। সুতরাং প্লাতোর জন্ম আর পেরিক্লিস্-এর মৃত্যু আর্খিদামি যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরের সমসাময়িক ঘটনা। তাঁর মৃত্যু ঘটে খেরনিয়া যুদ্ধের দশ বৎসর আগে। এই যুদ্ধের ফলেই মাকেদনের ফিলিপ (আলেকজান্দের যাঁর পুত্র) সমগ্র হেল্লাস জগতের একচ্ছত্র অধিপতি হন।

প্লাতোর পিতৃকুল ও মাতুল বংশ পেরিক্লিসীয় যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা অলংকৃত। বাপের দিকে অগ্রবর্তী পূর্বপুরুষরা আথেন্স-এ রাজত্ব করেছিলেন। গ্রীক দেব পসেইদন তাঁদের আদি পুরুষ বলে বিবৃত। মায়ের দিকের পূর্বপুরুষরা শুধু বিখ্যাত ছিলেন না, উপরন্তু তাঁরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন অর্থাৎ ইতিহাসে তাঁদের উল্লেখ আছে। প্লাতো নিজেও তাঁর তিমাএউস্ গ্রন্থে তা বলেছেন। মা পারেক্তনিয়া খারমিদিসের ভগিনী ও ক্রিতিয়াসের ভাগ্নী ছিলেন। পেলপন্নেসীয় যুদ্ধ (খৃঃ পূঃ 404-403) শেষ হবার পর আথেন্স-এ অল্পকাল স্থায়ী স্বল্পনায়ক নৈরাজ্যে খারমিদিস্ ও ক্রিতিয়াস্ শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। ক্রিতিয়াসের ঠাকুর্দা প্লাতোর মায়ের দিকে দাদামশায়ের বাবা, তাঁরও নাম ক্রিতিয়াস্, তাঁর কথা তিমাএউসে উল্লেখ করা হয়েছে। তিমাএউসের নিজের ঠাকুর্দার বাবা দ্রপিদেস্ ছিলেন সোলোনের জ্ঞাতি ও বন্ধু। সোলোন আদিম আইন-প্রণেতা রূপে খ্যাত। দ্রপিদেসের বাবা, তাঁরও নাম দ্রপিদেস্, এই বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তি ; তিনি খৃঃ পূঃ 644 এ আর্খন (শাসনকর্তা) হন।

প্লাতোর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আদিমান্তস ও গ্লাউকোন্ (এঁরা প্লাতোর বর্তমান গ্রন্থে যুবক মাত্র) আর এক ভগিনী পোতোনে। প্লাতোর বাল্য-কালেই আরিস্তোন মারা যান। তাঁর মা নিজের মামা বা কাকা প্যুরিলাম্পেস্‌কে (পেরিক্লিসের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও দলের সমর্থক) বিয়ে করেন। প্যুরিলাম্পেসের পূর্বস্ত্রীর গর্ভে দেমনের জন্ম হয়। তিনি অসাধারণ সুন্দর পুরুষ বলে পরিচিত ছিলেন। এই বিয়ের পর

পারেক্তনিয়ার এক পুত্র (আন্তিকন) হয়। প্লাতোর পার্মেনিদেস্ গ্রন্থে তিনি স্থান পেয়েছেন। তিনি দর্শন ছেড়ে ঘোড়ার ব্যবসাতে যোগ দেন।

প্লাতোর কাছে দর্শন ও দার্শনিকের স্থান খুব বড়। তিনি মনে করতেন, সারা জীবন দর্শনের চিন্তায় ও ধ্যানে কাটানর মত আনন্দদায়ক আর কিছু নেই। কিন্তু প্লাতোর চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, তিনি কথায় ও কাজে দেখিয়েছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় লোকহিতে ব্যয় করা, সুযোগ উপস্থিত হলে রাজনীতি ও আইন-প্রণয়নে ব্যাপৃত থাকা, দার্শনিকেরও কর্তব্য; তাতে যদি তাঁকে গভীর স্বার্থত্যাগ করতে হয়, সত্যানুসন্ধান ছাড়তে হয়—তাও বাঞ্ছনীয়। তিনি তাঁর পলিতৈয়া (রিপাবলিক) গ্রন্থে যা প্রচার করেছেন, নিজের জীবনেও তা আচরণ করেছেন। তিনি যে বংশ ও পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন ও বড় হয়ে উঠেছেন, সেটা একটা কারণ হতে পারে; সোলোন ও তাঁর পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যও কাজ করেছিল; এঁরা সবাই রাষ্ট্রীয় কাজে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'সরকারী মানুষের' বাড়ীতে লালিত-পালিত হওয়ায় সম্ভবত রাজনৈতিক জীবনের গুণাগুণ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। পেরিক্লিসীয় যুগের অন্যতম খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন তাঁর বি-পিতা, যাঁর বাড়ীতে তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল, একথা ভুললে চলবে না। গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর বিরূপতার কারণ তাঁর প্রথম জীবনের পরিবেশ-ফল বলে মনে করলে ভুল হবে। পেরিক্লিসের রাজনীতি মূলত তাঁর আশ্রয়স্থল ছিল; সত্যি যদি তাঁর বিতৃষ্ণা ঘটে থাকে, সেটা পরবর্তী জীবনের ঘটনা, আর তার কারণ আথেন্স-এ ও হেল্লাসে সংঘটিত অনেক ঘটনার নেপথ্যে তিনি বর্তমান ছিলেন। যদি তাঁর মনে গণতন্ত্রের প্রতি অপছন্দ জন্মে থাকে, তবে তা অজ্ঞতাপ্রসূত নয়; কিন্তু প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রসূত।

প্লাতোর 60 বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁর প্রকৃত জীবন সম্বন্ধে কমই জানা যায়। তাঁর নিজের দ্বৈত কথাবার্তাগুলিতে অল্প কয়েকটি জায়গা ছাড়া তিনি নিজের সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। 'জবাবদিহি'তে তিনি নিজেকে সোক্রাতেসের অন্যতম বন্ধু বলে ঘোষণা করে সোক্রাতেস্‌কে অনুরোধ করেন তিনি তাঁর জামিনের পরিমাণ এক মিনা থেকে বাড়িয়ে ত্রিশ মিনা করুন আর সেজন্য প্লাতোকে জামিন রাখুন; ফৈদোতে তিনি বলেন: অসুস্থ ছিলেন বলে সোক্রাতেসের মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকতে

পারেন নি ;[1] আরিস্ততল বলেন : প্লাতো তাঁর যৌবনে হেরাক্লিতীয় ক্রাত্যুলসের সঙ্গে পরিচত ছিলেন। এটা আরিস্ততলের আন্দাজ মাত্র। পরবর্তী লেখকরা প্লাতো সম্বন্ধে অনেক কাহিনী রচনা করে রেখে গেছেন। তবে এটুকু বলা যায়, তাঁর 26 বৎসর বয়স অবধি সোক্রাতেসের বন্ধুত্ব তাঁর মানসিক বিকাশের পক্ষে সব চেয়ে শক্তিশালী কারণ ছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার জীবনীকারেরা গল্পচ্ছলে বলেন যে আঠার বা কুড়ি বৎসরের সময় প্লাতো সোক্রাতেসের কাছে 'শুনতেন'। ঐ বয়সে তাঁর সোক্রাতেসের সঙ্গে পরিচয় নাও হতে পারে। প্লাতো নিজেই লিখেছেন যে, তাঁর মামা (অথবা কাকা) খারমিদিসেয় সঙ্গে সোক্রাতেসের পরিচয় ঘটে খৃ: পূ: 431 অব্দে। তখন তাঁর বয়স তিন কি চার বৎসর। তাঁর আগেই ক্রিতিয়াসের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। প্লাতো সোক্রাতেসের শিষ্য ছিলেন, এই আলেকজান্দ্রীয় বিবৃতি বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ইসোক্রাতেস্ আর প্লাতো নিজে বলেছেন : সোক্রাতেসের কোন দিন কোন 'শিষ্য' ছিল না যাদের তিনি 'শিক্ষা' দিতেন, আর জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে লেখা তাঁর এক চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি যে 404-403 খৃ: পূ:-এর নৈরাজ্যের কালে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করবেন বলে ভাবছিলেন। তখন তিনি 24/25 বৎসরের অল্প বয়সী যুবক মাত্র। বপ্লবীদের মধ্যে তাঁর আত্মীয়রা [তাঁদের মধ্যে ক্রিতিয়াস্ ও খারমিদেস্ অবশ্যই ছিলেন] তাঁদের সঙ্গে তাঁকে সরকারী কাজে ঢুকতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্লাতো তাঁদের ইচ্ছা তখনই পূরণ করেন নি ; তাঁদের নীতি কী হয় দেখবার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁদের অবৈধ হিংসা-প্রবণতা তাঁকে ভীত করে তুলল। বিশেষত তাঁরা যখন এক বন্ধু-নাগরিকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে বে-আইনী ভাবে বন্দী করে ফাঁসি দিলেন, আর এই অপকর্মে তখনকার কালের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি 'বয়স্ক বন্ধু সোক্রাতেস্'কে জড়াতে চাইলেন, তখন তাঁর বিরাগ আরও বাড়ল। পুনরুজ্জীবিত গণতন্ত্রের নেতারা আরও খারাপ সব কাজ করলেন। তার মধ্যে প্রধান, তাঁরা সোক্রাতেসের মৃত্যু ঘটালেন, হেতু দেখালেন তিনি জাতীয় দেবগণে ভক্তিহীন আর যুবজনের মনকে বিগড়ে দিচ্ছেন, তাদের নষ্ট করছেন। এই অভিজ্ঞতা প্লাতোর রাজনৈতিক

1 দ্রষ্টব্য : শ্রীসুধাকান্ত দে প্রণীত 'সোক্রাতেসের বিচার ও মৃত্যু' : সোক্রাতেসের জবাবদিহি পৃ 33-74 ; ফৈদো পৃ 97-202 : ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া : নিউ দিল্লি : 1971।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা নির্মূল করল। রাজনীতিতে দল ছাড়া কোন কাজ করা যায় না, কিন্তু উভয় রাজনৈতিক দল আথেন্স-এ সোক্রাতেসের প্রতি বর্বর আচরণ করল। প্লাতো স্বভাবতই মনে করলেন, এমন কোন দল নেই যার সঙ্গে খাঁটি লোকের কাজ করা সম্ভব। প্লাতো সোক্রাতেসের শিষ্য কি না সেটা বড় কথা নয়। আসলে একজন শিক্ষিত ও মার্জিত যুবা পুরুষের একজন শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান্ বন্ধুর প্রতি যে ব্যক্তিগত ভালবাসা থাকে, অন্তত থাকা উচিত, সোক্রাতেসের প্রতি তাঁর সেই ভালবাসা ছিল। মৃত্যুর পর থেকে সোক্রাতেস্ তাঁর কাছে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু সোক্রাতেসের অদ্ভুত বিচার ও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর চোখ খোলে নি। ঐ ঘটনার পর রাজনীতিতে যোগ দেবার বাসনা তিনি বরাবরের জন্য ত্যাগ করলেন। মূলে তিনি আশা করেছিলেন সমাজ ও আইন সংস্কারক হবেন, ভাবুক বা বিজ্ঞানী হবেন না।

প্লাতোর আকাদেমির প্রাথমিক সদস্যদের একজন, হের্মদোরস, বলেন যে, সোক্রাতেসের মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুরা নিজেদের নিরাপদ্ বোধ করলেন না। বিশেষত প্লাতো। তিনি তাঁর কতিপয় বন্ধুকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী মেগারা নগরে এউক্লিদেসের রক্ষণাধীনে চলে গেলেন। ঐ বিদেশী বন্ধুটি সোক্রাতেসের মৃত্যু-কালে উপস্থিত ছিলেন। উনিও একজন দার্শনিক। তিনি সোক্রাতেসের মত ও পার্মেনিদেসের সর্বমত-সমন্বয় মিলিয়ে একটা নিজস্ব তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন। প্লাতো ও তাঁর বন্ধুরা মেগারাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করবার জন্য আসেন নি। স্বদেশের মাথার উপর ঝড় বয়ে গিয়ে অল্পকালের মধ্যে নিঃশেষ হল; আর তাঁরা আবার দেশে ফিরে এলেন। প্লাতোর জীবনীকাররা বলেন: এর পর কয়েক বছরের জন্য প্লাতো দেশভ্রমণে বের হন, আর ক্যুরেন্সে, ইতালিয়াতে ও মিশরে যান। ফিরে এসে তাঁর সুবিখ্যাত আকাদেমি আথেন্স-এ স্থাপন করেন। এ কাহিনী কতটা সত্য বলা কঠিন। কারণ হের্মদোরস কোন সাক্ষী সাবুদ উল্লেখ করেন নি। উপরে যে চিঠির কথা বলেছি, তাতে প্লাতো নিজে বলছেন, তার যখন বয়স 40 বৎসর তখন তিনি ইতালিয়া ও সিক্যুলিয়ায় যান আর সেখানকার ধনী সম্প্রদায়কে বিলাস-স্রোতে ও যৌন-আসক্তিতে লিপ্ত দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ফিরে আসেন। তাঁর ভাষা থেকে অনুমিত হয় যে এই ভ্রমণ ও সোক্রাতেসের মৃত্যু—এ দুয়ের মধ্যবর্তী সময় তিনি নগরের সরকারী কাজকর্মের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। পর্যবেক্ষণের ফলে তাঁর সিদ্ধান্ত হয়: সুশাসন তখন আশা করা যায় যখন 'হয় সত্যকার বা খাঁটি দার্শনিকরা রাজনৈতিক কর্তৃত্বে গিয়ে পৌঁছান, অথবা বিধাতার অনুগ্রহে

শক্তিশালী রাজনীতিবিদ্‌রা দর্শনে আসক্ত হন।' তিনি আফ্রিকা ও মিশর ভ্রমণের কথা নিজে কিছু বলেন না, যদিও তাঁর 'আইন' নামক গ্রন্থে এমন কতকগুলি মন্তব্য আছে যেগুলি সাক্ষাৎ জ্ঞানের পরিচয় দেয়; যেমন, কলা ও সঙ্গীত, পাটিগণিত, মিশরীয় ছেলেমেয়েদের খেলার কথা। তাঁর ভ্রমণের একটা সুদূর-প্রসারী ফল হয়েছিল; স্যুরাকসের স্বৈরশাসক দিন্যুসিয়স্‌ 1-এর জামাতা, গুণবান্‌ ও উজ্জ্বল-ভবিষ্যৎ যুবা দিয়ন, চিরকালের জন্য তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন।

আকাদেমির প্রতিষ্ঠা প্লাতোর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। বস্তুত পশ্চিম ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। যেন বহুকাল অপেক্ষার পর প্লাতো তাঁর জীবনের সত্যকার কাজ খুঁজে পেলেন। বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্য এক স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রথম সভাপতি হলেন। এক দিক থেকে এ জীবন সম্পূর্ণ অভাবিত-পূর্ব নয়। সমকালীন কিন্তু জ্যেষ্ঠ ইসোক্রাতেস্‌ এক উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তা হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠান আরও পুরানো হওয়ার সম্ভাবনা। প্লাতোর আকাদেমির নূতন বিশেষত্ব এই ছিল যে এটি পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল। প্লাতোর মত ইসোক্রাতেস্‌ও সরকারী জীবন অবলম্বন করবার জন্য যুবাদের শিক্ষিত করার সার্থকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু প্লাতোর সঙ্গে তাঁর বড় অমিলও ছিল। তিনি রাস্তার লোকের সঙ্গে 'বিজ্ঞানের নিরর্থকতা' সম্বন্ধে এক মত ছিলেন। তিনি গর্ব করে বলতেন, তিনি যে শিক্ষা দিতে চান তা ধোঁয়াটে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যাকে মানবের উপকারে লাগান যায় না। তিনি বলতে গেলে 'মত তৈরি' করতে শেখাতেন; যে সব যুবা সরকারী কাজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখে, তাদের সব চেয়ে মার্জিত ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে কী করে মতগুলি আকর্ষণীয় করা যায় তা যে বিদ্যা সম্ভব করে তিনি তাই দান করতেন। সর্বোৎকৃষ্ট সাংবাদিকতার লক্ষণ এই। বলতে গেলে তাঁর সময় থেকে অদ্যাবধি ইসোক্রাতেস্‌ প্রবন্ধ লেখকের আত্মিক জনক—যার কাজ হল নিখুঁত ভঙ্গীতে অনেক বলেও কিছু না বলার, বা তুচ্ছ কথা মনোহর করে বলার, কৌশল আয়ত্ত করা। কখনও কখনও তা উপকারী হয়। তিনি গ্রীক এডিসন হতে পারতেন, কিন্তু হন নি। তার কারণ এই যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি প্রকৃতই বিচক্ষণ ছিলেন, তাঁর বলবার মত কিছু জিনিস ছিল। কিন্তু এটা প্রণিধানযোগ্য যে, শুধু সুকুমার কলায় শিক্ষাদান কখনও বড় কর্মী সৃষ্টি করে নি। এরই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল প্লাতোর পরিকল্পনা। রাজনৈতিক শক্তি ও খাঁটি বিজ্ঞানের মিলনই জগতের উন্নতির একমাত্র ভরসা—

স্থল, মনের এই দৃঢ় বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করাই ছিল প্লাতোর লক্ষ্য। এই কারণে বিশুদ্ধ গণিত ছিল আকাদেমির মেরুদণ্ড—খৃ: পূ: চতুর্থ শতাব্দীতে এই একটি মাত্র বিষয়ই গভীর মননশক্তির বিকাশের পরিচায়ক ছিল। ঐ শতাব্দীর শেষ দিকে সেই কারণেই দুই ধরনের কৃতী ও বিশেষজ্ঞ বেরিয়ে আসত। এক, মৌলিক গাণিতিক ; দুই, সুদক্ষ আইন-প্রণেতা ও শাসক। আর এই ভাবে, বলতে গেলে, আকাদেমি মধ্যযুগের ও বর্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদাতা হয়ে দাঁড়ায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রকে এমন সব আইন-প্রণেতা ও শাসকের যোগান দেওয়া, গোড়াতে নি:স্বার্থ ভাবে সত্যের জন্য সত্যের অনুসন্ধান থেকে যাঁদের দীপ্ত বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে। সত্য বটে, এখন অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু প্লাতো যে লক্ষ্য বর্ণনা করেছিলেন, তা আজও মিথ্যা হয়ে যায় নি। প্লাতো 'দার্শনিক রাজা'র শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা করেছিলেন, সে কাজ আজকের বিশ্ববিদ্যালয়ও অবহেলা করতে পারে না। গ্রীক চিন্তা ও কাজের জগতে এক নূতন বিপ্লব দেখা দিল। প্লাতোর জন্মকালে উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবা আথেন্সবাসীদের 'উচ্চ শিক্ষার জন্য' বিদেশী "তার্কিক" পণ্ডিতদের উপর নির্ভর করতে হত। আর ঠিক 50 বৎসর পরের আথেন্স-এ চারদিক থেকে দেশদেশান্তরের যুবারা ইসোক্রাতেস্ বা প্লাতোর কাছে শিক্ষালাভের জন্য ভীড় করত। ভ্রাম্যমান্ বাগ্মীদের জায়গায় দেখা দিল বিশ্ববিদ্যালর বা মহাবিদ্যালয়—তার স্থান ছিল স্থির, তার সংবিধান ছিল স্থির, অর্থাৎ লিপিবদ্ধ।

দু:খের বিষয়, এত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা, আকাদেমির ভিত্তি স্থাপন, ঠিক কোন্ তারিখে ঘটেছিল, তা জানা যায় না। তিনি যে কার্যসূচী নির্দেশ করে গেছেন, আর ইতালিয়া ও সিক্যুলিয়া ভ্রমণের পর তাঁর যে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল বলে ব্যক্ত করেছেন, এ দুয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার করে সে সময় তাঁর বয়স 40 হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে। সুতরাং আকাদেমি স্থাপনের বছর দাঁড়ায় খৃ: পূ: 388 বা 387। খুব নিশ্চয় করে না হলেও, আমরা তাঁর পরবর্তী জীবনীকারকদের সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি, এই আকাদেমি স্থাপন তাঁর সিক্যুলিয়া দর্শনের পরের ঘটনা, আগের নয়। প্যুথাগরাসের শিষ্য ও অনুবর্তীরা তেরান্তুমের আর্খ্যুলসের অধীনে এক বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হচ্ছিলেন, একথা সত্য হলে, এটা অসম্ভব না হতে পারে যে আকাদেমি স্থাপনের স্থির সংকল্পে পৌঁছেই মাত্র তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, কারণ ঐখানে তাঁর দরকারী ইঙ্গিত ও পরামর্শ পাবার সুযোগ ছিল। তবে, বলা দরকার, এটি আন্দাজ মাত্র।

এর পর 20 বৎসর ধরে প্লাতো এই প্রতিষ্ঠান গড়া ও রক্ষার দুরূহ কাজে ব্যাপৃত রইলেন। এ কাজের একটা অংশ অবশ্যই ছিল 'বক্তৃতা দেওয়া'। আরিস্ততল্ বলেছেন, প্লাতো লিখিত নোট ছাড়াই বক্তৃতা দিতেন। এটা অনেক পরবর্তী ঘটনা। কিন্তু বক্তৃতা-দান তাঁর কাজের অতি অল্প অংশ মাত্র। মনে রাখা দরকার, প্লাতোর অন্য এক দৃঢ়তম বিশ্বাস ছিল, সত্য জ্ঞান লাভ করতে হলে তা শুধু 'উপদেশাবলি' শুনে হয় না; বিজ্ঞান শিখবার খাঁটি প্রণালী হল বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারে আরও অগ্রসর মনের অবিরাম সঙ্গলাভ। গাণিতিক বিজ্ঞানের পরবর্তী ইতিহাস-প্রণেতারা ঐ বিজ্ঞানে নূতন কোন তত্ত্ব যোগ করার সঙ্গে প্লাতোর নাম জড়িত করেন না; কিন্তু একথা সত্য যে, খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্যুথাগরীয় মূল প্রতিষ্ঠানের পত্তন থেকে তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় নব নব বিদ্যাভবনের উদ্ভব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টাতে প্লাতোর আকাদেমিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা জড়িত ব্যক্তিরা বিজ্ঞানে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। বিজ্ঞানে প্লাতোর অবদান কী, তার সুবিচার করতে হলে, মনে রাখা দরকার যে, এই সমস্ত বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল দলের সংগঠক ও পরিচালক হিসাবে তাঁর শ্রম, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ দরকার ঘটেছিল। তারই ফলে তাঁর আকাদেমির খ্যাতি দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই দেখতে পাই, প্রথম গণিতজ্ঞ ক্নিদসের অধিবাসী এউদোরস্ তাঁর সমস্ত গবেষক দল নিয়ে ক্যুজিকস্ থেকে চিরদিনের মত আথেন্স-এ চলে আসেন আর আকাদেমির সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেন। মনে হতে পারে, সম্ভবত এই 20 বছরের অধিকাংশ সময় প্লাতো নিজে বিশেষ কিছু লিখতে পারেন নি। এ সময়ে তাঁর সংগঠনের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সে কথা সত্য নয়। তিনি 40 বছরে পা দেবার আগে, অর্থাৎ আকাদেমি সৃষ্টি ও পরিচালনার আগেই, বর্তমানে সুপরিচিত তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। আর আধ ডজন খানেক গ্রন্থ পরবর্তী কালে বৃদ্ধ বয়সের রচনা।

367 খৃঃ পূঃ। তখন প্লাতোর বয়স 60 বৎসর। তাঁর জীবনে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। স্যুরাকসের দিয়ন্যুসিয়স্। তাঁর নগরের শাসক রূপে বহুকাল রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হলেন; যদিও তিনি প্রতি বৎসর সেনাপতি রূপে নির্বাচিত হতেন, আসলে তিনি ছিলেন স্বয়ংপ্রভ স্বৈরাচারী রাজা। তাঁর পুত্র দিয়ন্যুসিয়স্ দ্বিতীয়, 30 বছরের এক যুবা, শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ লাভ করেন নি, তাঁর বাপের অসমর্থ উত্তরাধিকারী হয়ে সিংহাসনে বসলেন। সে সময়ে সদা-সম্প্রসারণশীল কার্থাগীয়দের নিবারণ

করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না। পশ্চিম সিক্যুলিয়ার গ্রীক সভ্যতা বিপন্ন হয়ে পড়ল। তখন স্যুরাকসের শক্ত মানুষ ছিলেন নূতন স্বৈররাজের শ্যালক দিয়ন, যাকে প্লাতো-ভক্ত বলে পূর্বে উল্লেখ করেছি। রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলন সম্পর্কে প্লাতো যে মত পোষণ করতেন, দিয়ন তার পুরাপুরি সমর্থক ছিলেন। তিনি ভাবলেন, প্লাতোকে স্যুরাকসে এনে তাঁর হাতে ভগিনীপতির শিক্ষার ভার তুলে দেবেন। প্লাতোর নিজের ভরসা ছিল না, তাঁর চেষ্টা সফল হবে; তবু কার্থাগের থেকে বিপদ্‌টা ত সত্যকার বিপদ্‌—সেটাকে ঠেকান দরকার। তাছাড়া সংকট কালে সুযোগ যখন এল, তখন যদি তিনি তাঁর তত্ত্বকে কাজে খাটাতে না পারেন, তবে সেটা তাঁর আকাদেমির পক্ষে চিরস্থায়ী কলঙ্ক হবে। অতএব সংশয় সত্ত্বেও দিয়নের আহ্বান তিনি উপেক্ষা করবেন না বলে স্থির করলেন।

প্লাতো যে পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন, তার মধ্যে পত্রাবলিও প্লাতোর বলে দাবী করা হয়। জাউয়েটের মতে এগুলির দুটি ছাড়া আর সব প্লাতোর। এই চিঠিগুলি যদি খাঁটি হয়, তবে তাঁর জীবনের পরের কয়েক বৎসরের উপর এগুলি বিশেষ আলোকপাত করে। অবস্থাটা যথাযথ বুঝবার জন্য দুটি জিনিস মনে রাখতে হবে: তাঁর নিজ গ্রন্থ 'পলিতৈয়া'য় যে কল্পিত নগরের কথা বলেছেন তারই এক হুবহু প্রতিলিপি সব চেয়ে বেশি বিলাস বহুল নগরে স্থাপন করার মত হাস্যকর উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না; (2) যুবা দিয়নুস্যিয়স্‌কে কার্থাগ দমনে উপযুক্ত করার জন্য কার্যকর ও কূটনৈতিক উদ্দেশ্য তাঁর ছিল; তিনি চেয়েছিলেন, সম্ভব হলে সিক্যুলিয়া থেকে কার্থাগকে সম্পূর্ণ উৎখাত করতে হবে, আর ঐ দ্বীপের পশ্চিমস্থিত সমুদয় গ্রীক রাজ্যগুলি নিয়ে এক আইন সম্মত শক্তিশালী রাজগিরির কেন্দ্র করতে হবে স্যুরাকস্‌কে। কোন শাসক জ্ঞানী হোক বা না হোক, তার পক্ষে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিশেষ মূল্যবান্‌, তাঁর এই বিশ্বাস অত্যন্ত আন্তরিক ছিল। সুতরাং তিনি পৌঁছে তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে গেলেন। দিয়নুস্যিয়স্‌কে জ্যামিতির কঠিন পাঠ তৈরি করতে বসিয়ে দিলেন। অল্প কিছু কাল সবই আশাপ্রদ মনে হল। দিয়নুস্যিয়স্‌ প্লাতোর ও জ্যামিতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করলেন। বিষয়টা রাজসভায় আদর পেল। কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনা দুটি বাধার সম্মুখীন হয়ে বানচাল হল। দিয়নুস্যিয়স্‌ দুর্বল-চরিত্র ছিলেন, তদুপরি অনেক দিন ধরে তাঁর প্রকৃত শিক্ষাদানকে অবহেলা করা হয়েছিল। অন্য দিকে, তিনি তাঁর প্রবলতর ও বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়ের প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষার বশবর্তী হলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে অবস্থা বিপজ্জনক

হয়ে দাঁড়াল। দিয়নকে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত করা হল, প্লাতো আথেন্স ফিরে এলেন। দিয়ন্যুসিয়স্ অবশ্য তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন না। তিনি তাঁর পড়াশুনা ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্লাতোর পরামর্শ চাইতেন। প্লাতো দিয়ন ও দিয়ন্যুসিয়সের মধ্যে মিলনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। কারণ দিয়ন্যুসিয়স্ শুধু তাঁর সম্পত্তির আয় বাজেয়াপ্ত করে সন্তুষ্ট থাকেন নি, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অন্য এক ব্যক্তির বিয়েও দিয়েছিলেন। প্লাতো আর একবার সমুদ্র পেরিয়ে স্যুরাকসে যান আর সেখানে এক বছর থাকেন (361-360 খৃ: পূ:) ; আশা করেছিলেন, অবস্থার উন্নতি করবেন। এ-যাত্রায় গ্রীক নগরগুলিকে নিয়ে স্থাপিত যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক খসড়ার কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু করলে কী হবে? প্রাচীনপন্থীরা এত প্রবল ছিল যে তিনি কিছু করে উঠতে পারলেন না। তাঁর ব্যক্তিগত বিপদ্ দেখা দিল। দিয়ন্যুসিয়সের বর্বর (অর্থাৎ অ-গ্রীক) দেহরক্ষীরা তাঁর বিরুদ্ধতা করেছিল। তাঁর প্রাণনাশের সম্ভাবনা ঘটল। পরেন্তুম্‌বাসী আরখুতাসের মধ্যবর্তিতায় অনেক কষ্টে তিনি আথেন্স-এ ফিরে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন (360 খৃ: পূ:)।

এর পর থেকে সিক্যুলিয়া রাজনীতিতে সব রকম হস্তক্ষেপ প্লাতো বন্ধ করে দিলেন। দিয়ন ও দিয়ন্যুসিয়সের ঝগড়া চলতেই থাকল। দিয়নের কাছে প্লাতোর লেখা চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি, দিয়নের এক মহৎ দোষ ছিল, তিনি অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন না। তিনি শক্ত হাতে তাঁর সব অধিকার আবার জয় করবার জন্য কৃতসংকল্প হলেন, আর অন্যত্র পুরা দমে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। আকাদেমির অনেক যুবক সদস্য তাঁকে সাহায্য দিলেন। খৃ: পূ: 357-এর গ্রীষ্মকালে তিনি হঠাৎ সৈন্য নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে গেলেন, সৈন্য নিয়ে কেউ তাঁকে বাধা দেবার অবকাশ পেল না, তিনি স্যুরাকস্ দখল করে তার 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করলেন। তাঁর সফলতায় প্লাতো আনন্দ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিলেন। তাতে এই সাবধান বাণীও উচ্চারণ করেছিলেন যে তিনি যেন সব বিষয়ে খুব কড়াকড়ি না করেন। স্মরণ করিয়ে দেন, জগৎ তাঁর কাছে 'জানেন কী কে'র (অর্থাৎ আকাদেমির) সদস্য হিসাবে সৎ ব্যবহার প্রত্যাশা করে। দুর্ভাগ্যবশত দিয়ন কখনও খুব ভাল, আবার কখনও খুব খারাপ ছিলেন। প্লাতোরই মতন তিনি শক্তিশালী অথচ আইনানুগত ব্যক্তিগত শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। দিয়ন 'গণতান্ত্রিক' উচ্ছৃংখলতাকে ফিরিয়ে না আনার জন্য স্যুরাকস-বাসীরা তাঁর উপর বিরক্ত হল। অসন্তুষ্ট সঙ্গীদের বশে রাখবার কৌশল

তিনি জানতেন না। তিনি নিজের নৌ-সেনাপতি হেরাক্লিদেস্‌কে ইহ জগৎ থেকে বিদায় করলেন বা করালেন। উল্টে তিনি তাঁর অন্য এক কর্মচারী কাল্লিপ্পসের হাতে নিহত হলেন বিশ্বাসঘাতকতার ফলে, এই রকম প্রকাশ। পরবর্তী লেখকরা কাল্লিপ্পস্‌কে আকাদেমির সদস্য বলে উল্লেখ করেছেন। প্লাতোর নিজের বিবৃতিতে কিন্তু আছে, দিয়নের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা 'দর্শন' দিয়ে শুরু নয়, কিন্তু দুজনে একই সঙ্গে 'গূঢ়মন্ত্রে' দীক্ষিত হয়েছিলেন আকস্মিক ভাবে। দিয়নের রাজনৈতিক লক্ষ্য-গুলির সততা ও বিজ্ঞতার উপর তিনি কোন দিন আস্থা হারান নি। তিনি দিয়নের বাকী লোকদের কাছে এক পত্রে দিয়নের নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন, আর তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে আর দলের কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি অন্য এক চিঠিতে এও লিখেছিলেন যে, যদি দলগুলি ঐক্য রক্ষা করতে না পারে তবে সিকুলিয়া কার্থাগের অথবা দক্ষিণ ইতালিয়ার অসচালদের অধীন হয়ে যাবে।

স্যুরাকসের সঙ্গে প্লাতোর বিচ্ছেদের পরবর্তী ইতিহাস দুঃখময়। এই-টুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে প্লাতোর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে ফলে গিয়ে-ছিল। শেষ পর্যন্ত সিকুলিয়ায় ঐক্য ঘটেছিল বটে, কিন্তু সেটা ছিল প্রথম দুই পিউনিক যুদ্ধে রোমকদের জয়লাভের পর। অধ্যাপক বার্ণেটের মতে তারপরই দীর্ঘকাল ধরে ঘটনার পর ঘটনা ঘটতে থাকল, যার ফলে পূর্ব ইয়োরোপ পশ্চিম ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে গেল। পূর্ব ইয়োরোপের সভ্যতা কনস্তান্তিনোপল থেকে যা পেল তাতেই সন্তুষ্ট রইল, আর পশ্চিম ইয়োরোপ হেল্লাসের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হল। যদি প্লাতো স্যুরাকসে যা করতে চেয়েছিলেন তা করতে পারতেন, তবে ধর্মের দ্বিধা-বিভাজন হত না, আর পূর্বের সমস্যা দেখা দিত না। বলা বাহুল্য, বার্ণেটের এই মত সর্বজনগ্রাহ্য নয়, আর পূর্ব ইয়োরোপের সমস্যা আজ আর শুধু বলকানীকরণ নয়।

এর পরবর্তী সময়ে প্লাতোকে ঘিরে নানা কাহিনী রচিত হয়েছে। সেগুলি বাদ দিয়ে আমরা যেটুকু জানতে পারি, তা হচ্ছে: তিনি সময় সময় আকাদেমিতে এসে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এ খবর আরিস্ততলের, তিনি খৃঃ পূঃ 367-এ আকাদেমির অন্যতম শ্রোতা হন। খৃঃ পূঃ 360 থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত বার বৎসর ধরে তাঁর সর্ববৃহৎ ও পরিণত অবদান 'আইনাবলি' (নমই) তৈরি করেছিলেন; দার্শনিক ও রাজনৈতিক সাহিত্যে এ এক অপূর্ব দান। তাঁর বাকী গ্রন্থগুলি সিকুলিয়া থেকে শেষ ফিরে আসবার পর রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। কেউ কেউ মনে করেন

এগুলির সঙ্গে পূর্ববর্তী সব চেয়ে পরিণত লেখাগুলির ভঙ্গীর গুরুতর পার্থক্য রয়েছে, আর তার কারণ হল তিনি অনেক বৎসর কোন রচনায় হাত দেন নি। তাঁর শেষ বা প্রায় শেষ গ্রন্থ তিনি সংস্কার করে যেতে পারেন নি, কিন্তু 80/81 বৎসের বয়সও তাঁর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও লিখবার ক্ষমতা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে স্মরণ করিয়ে দেয় যিনি 80 বৎসর বয়সে ঐ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। বলা হয়, প্লাতো সব শুদ্ধ 36 খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

তাঁর জীবন কালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা: খৃ: পূ: 386—গল্‌দের রোম অধিকার; খৃ: পূ: 367—সিক্যুলিয়া আক্রমণ ও গল্‌দের পরাজয়; খৃ: পূ: 361—গল্‌দের কাম্পানিয়া অনুপ্রবেশ। 13.3.74

0·19

প্লাতোর কিঞ্চিৎ মূল্যায়ন (3)

প্লাতোর উপর ভারতীয় বেদ-বেদান্তের প্রভাব পড়েছিল কি না, সেটা বড় কথা নয়। প্লাতোর অনেক জায়গা এমন যে পড়তে পড়তে উপনিষৎকে মনে পড়বেই। পাল্টা দাবীও ত আছে; উপনিষৎ গ্রীক-চিন্তার সঙ্গে সংস্পর্শের ফল। তাছাড়াও অলেকজেন্দার ভারত আক্রমণ করেছিলেন, উত্তর-পশ্চিমে সেলুকস ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের রেখে গেছলেন। তাঁদের মধ্যে জ্ঞানী-গুণীও ছিলেন। 2,200 বছর আগেকার কথা। আর প্লাতো 400 খৃঃ পূঃ সময়কার। বলতে গেলে বুদ্ধদেবের 100/150 বছর পরে। সুতরাং ভাবের ঘরে কে কার কাছ থেকে ধার নিয়েছে তা ইতিহাস-বেত্তারা বিচার করুন। আমি শুধু দেখছি, আমাদের ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের মধ্যে বেদান্ত-উপনিষদ একেশ্বরবাদী। 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'—ঋগ্‌বেদের উক্তির নানা ব্যাখ্যা হয়েছে। যদি ধরে নি উপনিষদের একেশ্বরের কথা বলাই অভিপ্রেত, তবে না হয় বেদ-বেদান্ত-উপনিষদে ঈশ্বরের কথা পাই। অন্যত্র পাই না। কেন? প্লাতোর নায়ক সোক্রাতেস্‌। তাঁকে নিরীশ্বর বলায় প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু সমগ্র গ্রীক দর্শনে পরবর্তী খৃষ্টীয় শাস্ত্রের মত যে কথাটা প্রাধান্য পেয়েছে সেটা হল সমাজবদ্ধ মানুষের একের প্রতি অন্যের আচরণ কী হবে। গ্রীকদের ধারণা এতদূর এগিয়েছিল যে, সোক্রাতেস্‌ বলতে পেরেছিলেন, যে তোমার প্রতি ন্যায় আচরণ করে শুধু তার প্রতি নয়, যে তোমার প্রতি অন্যায় করে তার প্রতিও তুমি ন্যায় করবে, তাকে আঘাত করবে না। যিশু ভালবাসার, প্রেমের, কথা বলেছেন। তাঁর আগে সোক্রাতেস্‌ বিশুদ্ধ আচরণের কথা বলেছিলেন, এবং নিশ্চয় তখনও গ্রীসের থেকে বেশি দূরে নয়, উল্টা কথা ইহুদীরা বলছিল। শুধু তাই নয়, যে সব জ্ঞানগর্ভ উক্তি প্লাতো সোক্রাতেসের মুখে বসিয়েছেন, সেগুলি যিশুর মুখ দিয়ে বের হওয়া অসম্ভব ছিল। খৃষ্টীয় নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে গ্রীক নীতিশাস্ত্রের পার্থক্য এই ছিল যে প্লাতো শুধু নাগরিকদের জন্য বলেছিলেন, নাগরিকদের মধ্যে উচ্চ-নিচ ভেদ করেন নি, কিন্তু দাসদের জন্য বলেন নি, কায়িক শ্রমিকদের তুচ্ছ করেছেন। দাসরা অথবা কায়িক শ্রমিকরা, তাঁর মতে, উচ্চ-চিন্তার অংশিদার হবার যোগ্যতা রাখে না। সেখানে বিশু তাঁর বাণী সর্বসাধারণের জন্য ছড়িয়ে দিয়েছেন। এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের পার্থক্য স্বীকার করেন নি। রাজাকে রাজার প্রাপ্য দিতে বলেছেন বটে, কিন্তু তাই বলে

ধর্মজগতে তাঁর অধিকতর যোগ্যতা আছে, ভাবেন নি। তাঁর মনোভাব ধনীদের প্রতিকূল ছিল, স্বর্গরাজ্য তাদের জন্য নয়। তাঁর শিষ্যরা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ।

দ্বৈত কথাবার্তা (ডায়ালেকটিক) সমগ্র প্লাতো সাহিত্যের এক বিশেষত্ব। প্রশ্ন কর্তার প্রশ্ন করবার অসীম ও অবাধ স্বাধীনতা স্বীকার করেছেন। কোন ধরনের প্রশ্নই বাদ থাকে না। কিন্তু উত্তর দাতা (সোক্রাতেস্) উল্টে যখন প্রশ্ন করেন, তখন আদিমান্তসের ভাষায় যাদুকর সোক্রাতেস্ এমন এক জায়গায় প্রশ্নকর্তাকে নিয়ে যান যে তার মূল ধারণা ওলোট পালোট হয়ে যায়।

ইংরেজিতে বলা হয়েছে রিপাবলিক গ্রন্থের অপর নাম জাষ্টিস সম্বন্ধে অনুসন্ধান। আজকের দিনে রিপাবলিক শব্দটা এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সেই কালের গ্রন্থের কেন রিপাবলিক নাম হল বুঝা কঠিন। এটা মনে রাখতে হবে, সেই আমলে রাষ্ট্র ছিল নগর-রাষ্ট্র। আর সেই রাষ্ট্রের রূপ পাঁচ রকম। তার মধ্যে একটি, রাজশাসন, শুভ, আর বাকী চারটি অশুভ। প্লাতো সোক্রাতেসের মুখে অনুসন্ধান করছেন এই রাষ্ট্রগুলি কী; বিচার করছেন; বিশ্লেষণ করছেন, ভাল মন্দ অনুসারে এদের স্থান কী। কারণ সোক্রাতেস্ খুঁজছেন আদর্শ রাষ্ট্র অর্থাৎ ন্যায়ের রাজ্য। কাজেই রাষ্ট্র যত রকম হতে পারে তার বিশ্লেষণ দরকার। সে কাজ করেছেন। কিন্তু আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটা কল্পনা সোক্রাতেসের মনে রয়েছে। সেটা নিতান্ত কল্পনার বস্তু। সোক্রাতেস্ নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু কল্পনার বস্তু বলে তা অবাঞ্ছনীয় নয়, অবাস্তবও নয়। পৃথিবীতে এর অস্তিত্ব কোথাও নেই, সে বিষয়ে সোক্রাতেসের টনটনে জ্ঞান আছে। কিন্তু তাই বলে তার আলোচনা, সরস বৈজ্ঞানিক অলোচনা, নিরর্থক—একথা তিনি মানতে প্রস্তুত নন। তাঁর কথা হল, হাঁ, তিনি ইউটোপিয়া বা স্বর্গরাজ্য বা রামরাজ্য কল্পনা করেছেন। ক্ষতি কী? ক্ষতি ত নেই-ই, বরং লাভ আছে। সেইটাকে সামনে রেখে যতদূর সম্ভব তার আদলে আদর্শ রাষ্ট্রকে তৈরি করতে হবে। তাঁর মতে রাষ্ট্রের যে প্রধান রূপগুলি দেখা দিতে পারে (বর্তমান রয়েছে), সেগুলির একটি বাদে আর সবগুলি একে একে নাকচ করে দিয়েছেন। যেটি বাকী রইল সেটি রাজশাসন। মজা এই, তিনি যে রাজশাসনের বা রাজগিরির কথা বলতে যাচ্ছেন, তা কুত্রাপি নেই, অথচ যেগুলিকে বলছেন বিকৃতি সেগুলি জলজ্যান্ত বর্তমান। কী ধরনের রাজশাসন? আর কারা তার সহায়তা করবে? কী তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হবে? এগুলি সবই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, কোন কোন বিষয়ে দ্বিধার

সঙ্গে। তাঁর মতে রাজা হবেন দার্শনিক রাজা। তিনি হয় গোড়া থেকেই দার্শনিক, তারপর তাঁর যোগ্যতার জন্য তাঁকে রাজা করা হল। অথবা যে রাজা বা রাজকুমার গদিতে আসীন তাঁকে দার্শনিক হতে হবে। দার্শনিক-রাজা মানে দিগম্বর রাজা। তাঁর বাড়ী নেই, টাকা নেই, বিষয় সম্পত্তি বলতে কিছু নেই। তিনিই হবেন রাজ্যের অভিভাবক। শুধু তিনি নন, তাঁর যারা সহায়কারী সেই সৈন্যরা ও সহায়করা তাদেরও চাল-চুলো থাকবে না, নিঃস্ব। এক কথায়, এই মানুষদের 'আমার' 'তোমার' কোন ভেদ থাকবে না। এদের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নাগরিকদের, যাতে উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তা করতে না হয়। কিন্তু নিজস্ব সম্পত্তি থাকবে না। যা কিছু ভোগ করবেন, যা কিছু অধিকার করবেন, একা নয়, সকলে মিলে। আমার সম্পত্তি, আমার টাকা, তোমার সম্পত্তি, তোমার টাকা, বলে কিছু থাকবে না। স্ত্রীরাও। শুধু কী আমার স্ত্রী, তোমার স্ত্রী হবে? না, সকলের স্ত্রী হবে। সন্তান-সন্ততিরাও। বাপ-মা জানবে না, কে তাদের ছেলে আর কে তাদের মেয়ে। স্বামী-স্ত্রীরাও জানবে না, কে স্বামী, কে স্ত্রী। সোক্রাতেস্ বিয়ের প্রথা উঠিয়ে দিচ্ছেন না, বরং তাঁর মাপকাঠিতে যোগ্য ব্যক্তি, সাহসী ও বুদ্ধিমান্ ও অন্যান্য সদ্গুণের অধিকারী যে, সে একাধিক স্ত্রীতে পুত্র-কন্যা উৎপাদন করবে। ফল, উৎকৃষ্ট নাগরিক সৃষ্টি হবে। তিনি নাগরিকদের গুণ অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—সোনা, রূপা ও পিতল (না লোহা?)। [আমাদের সত্ত্ব, রজঃ তমঃ-কে কী স্মরণ করিয়ে দেয় না?] এ তিনি অস্বীকার করেন নি, সোনা থেকে রূপার ও পিতলের উৎপত্তি হতে পারে, অথবা রূপা ও পিতলের ঘরেও সোনা ও রূপার জন্ম হতে পারে। তখন ব্যবস্থা অদল বদলের। শিশু সন্তানেরা মায়েদের থেকে আলাদা বাড়ীতে ধাত্রীর অধীনে থাকবে। মায়েরা শুধু এসে স্তন্য দিয়ে যাবে, তার সন্তান বলে ত কিছুই নেই, যাকে দরকার তাকে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বিয়ের বয়স তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। তার বাইরে যদি সন্তান হয়, সে সন্তানকে রাষ্ট্র স্বীকার করবে না, পোষণ করবে না। শিক্ষার ব্যবস্থাও কড়া। প্রথমে শিশু বয়স থেকে সঙ্গীত, তারপর ব্যায়াম। অর্থাৎ উদ্দেশ্য দেহ ও মনের সামগ্রিক উন্নতি সাধন। আশ্চর্য এই, আড়াই হাজার বছর আগে, সোক্রাতেসের কাছে স্ত্রী-পুরুষে কোন ভেদ নেই। শিক্ষার কোন ভেদ নেই, পেশায় বা বৃত্তিতে কোন ভেদ নেই। স্ত্রীলোকরা পুরুষদের মত উলঙ্গ হয়ে ব্যায়াম করবে? নিশ্চয়। যুদ্ধে যাবে। রাজ্য-শাসন করবে। অভিভাবক হবে। অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমান

অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন আজও যা সর্বত্র করা হয় নি। শুধু দেখতে হবে মেয়েরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে তাদের কম ভারী কাজের বোঝা দেওয়া হয়। সোক্রাতেসের কাছে অভিভাবকরা এক বিশেষ শ্রেণী। এদের উপরে রাষ্ট্রের সকল দায়িত্ব অর্পিত থাকবে। অন্য শ্রেণীরাও থাকবে ; চাষী, দোকানী, কামার, কুমোর, মুচি ইত্যাদি, যেমন সব রাষ্ট্রে থাকে। তাদের যথেষ্ট অর্থ উপার্জনে ও ধনী হতে বাধা নেই। কিন্তু তাদের স্থান, তাদের মর্যাদা সর্বদা নিচে। সুতরাং স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে আদর্শ রাষ্ট্রে উচ্চ শ্রেণীর জন্য একই ব্যবস্থা। এই আদর্শ রাষ্ট্র যুদ্ধ করবে, সেনারা ও সহায়করা অভিভাবকদের মতই জীবনযাপন করবে। এদের সবারই সমভোগ (কমিউনিটি) হল জীবনের নীতি। সোক্রাতেস্ অবশ্য জানেন, তাঁর এ মত সবাই মেনে নেবে না। সেজন্য তিনি প্রথমে সম-ভোগের কথা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রোতারা তা হতে দেন নি।

প্লাতোর আদর্শ রাষ্ট্রে সমভোগ হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্রের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য তিনি গত্যন্তর পান নি। কেন পান নি, সেদিনকার নগররাষ্ট্রগুলির দিকে দৃক্‌পাত করলে বুঝা যাবে। তিদি অনৈক্য ও বিশৃংখলার বিষকে সমূলে নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। জাওয়েট তাঁর এই ধারণার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। ঐ পথ অবলম্বন করলে, বিশেষ ভাবে স্ত্রী সমভোগ্যা হলে, সে সমাজ যে ধীরে ধীরে ক্ষয় পাবে, এটা প্লাতো বুঝতে পারেন নি বলে তাঁর অভিযোগ। হয়ত। কারণ সেদিন এ বিষয়ে বিজ্ঞান কাঁচা ছিল। কিন্তু এটা মনে করাও ভুল হবে, তিনি আদর্শ রাষ্ট্রকে আদর্শ ছাড়া আর কিছু করতে চেয়েছিলেন।

কোন্ কোন্ গুণের সমাবেশ আদর্শ রাষ্ট্রের অভিভাবকদের মধ্যে থাকবে ? বিজ্ঞতা, সাহস, মিতাচার, ন্যায়। কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে এই গুণগুলি খুঁজবার আগে দেখা দরকার রাষ্ট্রের মধ্যে আছে কি না। ব্যক্তি ত রাষ্ট্রের প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং তারপর ব্যক্তিত্ব পরীক্ষায় অসুবিধা হবে না। সেই পরীক্ষা শুরু করে প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করলেন।

আলোচ্য বিষয় থেকে গ্রন্থের নাম রিপাবলিক বা সাধারণতন্ত্র সমীচীন মনে হয় না। যে গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তার অর্থ হল পৌর-নীতি বা পৌরতত্ব (পুর = নগর = নগর রাষ্ট্র) অথবা শুধু রাষ্ট্রনীতি বা নাগরিকত্ব বা নগর-পালন। আমরা ভারত সরকার অনুমোদিত গণরাজ্য কথাটা ব্যবহার করছি। বলা দরকার, এখন গণতন্ত্র ডেমোক্র্যাসি অর্থে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু আসলে সেই অর্থে সোক্রাতেসের কালে শব্দটা

ছিল পলিটি। আর তার প্রকৃত অনুবাদ হল জনগণতন্ত্র। ডেমোক্র্যাসি —জনতাতন্ত্র বা জনতা রাজ্য। প্রথমে এই নামই দিয়েছিলাম। পরিত্যাগ করতে হল।

আদর্শ রাষ্ট্র যতই কাল্পনিক হোক, তার লোক সংখ্যা, আয়তন, শত্রু-মিত্র সম্বন্ধে ব্যবস্থা, বহিরাক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লব, যুদ্ধ—সোক্রাতেস্ কোন আলোচনাই বাদ দেন নি।

কিন্তু আদর্শ রাষ্ট্র বা আদর্শ রাষ্ট্রের ব্যক্তি দিয়ে প্লাতো গ্রন্থ শুরু করেন নি। শুরু করেছেন জাষ্টিস কী এই বিচার দিয়ে। আমরা জাষ্টিসের প্রতিশব্দ করেছি ন্যায়, ইন্‌জাষ্টিসের অন্যায়, আরও ভাল শব্দ পাওয়া গেল না বলে। আসলে ধর্ম বলতে যা বুঝায় তাই হল জাষ্টিস। কিন্তু আমাদের ভাষায় ধর্মের বিশেষ অর্থ স্থির হয়ে আছে। জলের ধর্ম গড়িয়ে যাওয়া, আগুনের ধর্ম পুড়িয়ে দেওয়া, মুচির ধর্ম ভাল জুতা তৈরি করা, যোদ্ধার ধর্ম বিশৃস্ত থেকে দেশরক্ষা করা, দরকার হলে প্রাণ বিসর্জন করা। অর্থাৎ যার যা কাজ বা কর্তব্য তাকে তাই সুষ্ঠুভাবে করতে হবে। তাকে অবহেলা করলে চলবে না। আর একই ব্যক্তি একাধিক কাজ হাতে নিলে কোনটাই ভাল ভাবে করতে পারবে না। আমরা চলতি কথায় বলি সেটা অন্যায় হবে। সুতরাং ন্যায় হবে নিজের কাজ ভাল ভাবে করা। এটায় একটা বিচারের বা বিবেচনার কথাও আছে বটে। সেজন্য ধর্মসঙ্গতা, সুবিচার, সুনীতি, ন্যায্যতা (ফাদার ফালোঁ) কোনটাই পুরো দ্যোতক নয়। হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মও ঐ কথা বলে, শ্রম-বিভাগ মানে। এখানে হিন্দু ও গ্রীক চিন্তায় অদ্ভুত মিল রয়েছে। আধুনিক অর্থশাস্ত্রীরা ধন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কিবা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, কিবা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে, শ্রম-বিভাগকে বৈষয়িক উন্নতির সোপান জ্ঞান করেন। তাঁরা সোক্রাতেসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলবেন, হাঁ, ঠিকই ত, চাষী যে সে যদি সব চেয়ে ভাল চাষ করতে পারে, তবে তার ছুতার এমন কী ভাল ছুতার হবার দরকার নেই ; যে ভাল যোদ্ধা হতে পারে তার ভাল চাষী হবার দরকার নেই ; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ধান আর গমের মধ্যে সেটাই উৎপাদন করব যেটা সব চেয়ে ভাল পারি অর্থাৎ সব চেয়ে শস্তায় সব চেয়ে ভাল পণ্য, ইত্যাদি।

এই সিদ্ধান্তে সোক্রাতেস্ চট করে পৌঁছান না। তাঁকে দুই প্রবল বাধা অতিক্রম করতে হয়। এক, তাঁকে দেখাতে হয় শেষ পর্যন্ত ন্যায়বান্ ব্যক্তি (অতএব রাষ্ট্র) সুখী, আর ন্যায়হীন দুঃখী। কিন্তু একথা কে সহজে মানবে ? শুধু বিরুদ্ধবাদী থ্রাস্যুমাখস্ নয়, তাঁর অত্যন্ত

প্লাউকোন্ ও তাঁর ভাই আদিমান্তস্ শান্ত ও ধীরভাবে বিরোধী যুক্তি উপস্থিত করেন, সেগুলি খুব জোরাল, আর সোক্রাতেস্‌কে খণ্ডন করতে হয়। দুই, বলবানের ইচ্ছা ও কাজ ন্যায়, আর শক্তিহীন (প্রজাদের) তা পালন করা ন্যায়—এ কথাও সোক্রাতেস্‌কে খণ্ডন করতে হয়। রাষ্ট্রের উদ্ভব আলোচনায় তিনি চুক্তির, সামাজিক চুক্তির আভাস দেন। বলতে গেলে তিনিই এ বিষয়ে প্রথম রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তি। আসলে ভারতের সেই প্রাচীন আদর্শ, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা, বেশির জন্য লোভ না করা, এটাকেই তিনি ভৌতিক আদর্শ বলেও মানেন। সেটা নিরাপদ্‌ও বটে। কারণ ধনী রাষ্ট্রের ধনের প্রতি বহিঃশত্রুর লোভ হতে পারে, কিন্তু গরিব রাষ্ট্রের প্রতি লোভ জন্মাবে না। অন্তর্বিপ্লবেরও সম্ভাবনা কম। কারণ সমভোগের ফলে পরস্পর ঈর্ষা-বিদ্বেষের স্থান কই? সবাই সবারের আত্মীয়। সোক্রাতেস্ তাঁর যুক্তি দিয়ে শ্রোতাদের বশীভূত করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সত্যি সত্যি বিশ্বাসী হয়েছিলেন কি না বলা শক্ত।

একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষণীয়। ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল, রিপাবলিকেও দশটি গ্রন্থ। ঋগ্বেদে আটটি অষ্টক, আরিস্ততলের পলিটিক্‌সেও আটটি গ্রন্থ। এটা আকস্মিক সাদৃশ্য হতে পারে। কিন্তু যদি না হয়?

Benoy Sarkar Institute of Social Sciences — শ্রীসুধাকান্ত দে
16 Girish Chandra Bose Road,
Calcutta 13.3.74

গ্রন্থপঞ্জী

যেগুলি প্রামাণ্য প্লাতোর প্রণীত বলে সনাক্ত করা যায় সেই গ্রন্থগুলির জাওয়েট প্রভূত পরিশ্রম করে অনুবাদ করেছেন এবং তাদের কোথাও দীর্ঘ, কোথাও হ্রস্ব, ভূমিকা ও বিশ্লেষণ জুড়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে পরিশিষ্টে ধৃত বইগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহের অবকাশ থাকলেও তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থগুলি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। সেই বিভাগ অনুসরণ করে নিচে গ্রন্থগুলির নাম দেওয়া হল। ভূমিকা বাদে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যাও (ডবল ডিমাই) থাকল।

প্রথম খণ্ড

1 Charmides or Temperance (খারমিদেস্ বা মিতাচার): সুশ্রী যুবক। তাকে সোক্রাতেস্ প্রশ্ন করেন: 'মিতাচার কাকে বলে?' স্থান কাউরিয়াস। পরে 30 স্বৈরশাসকের একজন। প্রসঙ্গক্রমে সুন্দর ও মঙ্গল (শুভ) সম্বন্ধে গ্রীক আদর্শ। নৈতিক মূল সূত্র। দর্শনের শাস্ত্ররূপে উদ্ভব। 38 পৃ:

2 Lysis or Friendship (ল্যুসিস্ বা বন্ধুতা): বন্ধুতা কাকে বলে? 27 পৃ:

3 Laches or Courage (লাখেস্ বা সাহস): খৃ: পূ: 424-418 রচনার সময়। সোক্রাতেসের বিচার খৃ: পৃ: 399। তখন তাঁর বয়স 74। আলোচ্য বিষয়, সাহস। 27 পৃ:

4 Protogoras (প্রতোগোরাস্): গ্রীসের তার্কিক পণ্ডিত। কাল্লিয়াসের বাড়ী। কতকগুলি কথোপকথন, এক সময়ে নয়। খৃ: পূ: 425। 59 পৃ:

5 Euthydemus (এউথ্যুদেমস্): খেয়সের অধিবাসী, পরে থুরিইতে বাস। অলংকারের অধ্যাপক। 45 পৃ:

6 Cratylus (ক্রাত্যুলস্): হেরাক্লিতীয় দার্শনিক ও হের্মগেনেস্-কাল্লিয়াসের ভাই। নাম, ভাষার শব্দ মূলনীতি, উদ্ভব ও প্রকৃতি। 67 পৃ:

7 Phaedrus (ফাএদ্রস্, ফেদ্রস্): প্রেম সম্বন্ধে দর্শন। প্রেমের প্রকৃতি। স্যুম্‌পোসিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। খৃ: পূ: 406। জন্ম: ল্যুসিয়াসে 458; ইসোক্রাতেস্ 436; প্লাতো 429। 59 পৃ:

8 Ion (ইয়ন্): কবিওয়ালা। 15 পৃ:।

9 Symposium Sumposion (Gr) (স্যুমপসিয়ন্) : রচনার আদর্শ। প্রেম সম্বন্ধে। 54 পৃ: = 391 পৃ:

দ্বিতীয় খণ্ড

1 Meno (মেনো) : ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যায় কি না। কল্পনা বা আইডিয়া কী। ধর্ম ধার্মিকের কাছে ঈশ্বর প্রসাদে আসে। 46 পৃ:

2 Euthyphron (এউথ্যুফ্রন) : 38 পৃ:
3 Apology-Apologia (আপলগিয়া) 27 পৃ:
4 Crito (ক্রিতো) : 14 পৃ:
5 Phaedon (ফৈদোন ফাএদোন) 72 পৃ:

(2–5) সোক্রাতিসের 'বিচার ও মৃত্যু'—অনুবাদক শ্রীসুধাকান্ত দে, ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া 1971

6 Gorgias (গর্গিয়াস্) : শুভ ও অশুভ আলোচনা। সহজ সরল চমৎকার ভাষা। অলংকার (রেটোরিক) কী, প্রশ্নের উত্তরে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা ও কথোপকথন।

প্রথম তত্ত্ব : অন্যায় সহ্য করার চেয়ে অন্যায় করা বেশি অশুভ।

দ্বিতীয় তত্ত্ব : ভুলবশত অন্যায় করলে তা সহ্য করা সহ্য না করার চেয়ে উৎকৃষ্টতর।

তৃতীয় তত্ত্ব : যা আমাদের করা উচিত তা করি না, যা ইচ্ছা তা করি।

চতুর্থ তত্ত্ব : হওয়া, আর হওয়া বোধ করান নয়, জীবনের উদ্দেশ্য। 106 পৃ:

পরিশিষ্ট এক

7 Lesser Hippias (লেসার হিপ্পিয়াস্) : ছোট হিপ্পিয়াস্। 18 পৃ:

8 Alcibiades 1 (আলকিবিয়াদেস্ 1) : ভাবপ্রবণ ও প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক। সোক্রাতেস্ তাঁর প্রথম ও শেষ প্রেমিক। প্রেম সম্বন্ধে। 107 পৃ:

9 Menexenus (মেনেক্সেনস্) : আগোরান্ধ। 17 পৃ:

পরিশিষ্ট দুই

10 Alcibiades 2 (আলকিবিয়াদেস্ 2)। 16 পৃ:

11 Eryxias (এরুক্সিয়াস্) : 18 পৃ:

তৃতীয় খণ্ড

1 Republic : (গণরাজ্য), 10টি গ্রন্থ। 306 পৃ:

2 Timaeus (তিমাএউস্) : পদার্থবিদ্যা ও অঙ্ক পর্যালোচনা। 79 পৃঃ
3 Critias (ক্রিতিয়াস্) । 17 পৃঃ = 479 পৃঃ

চতুর্থ খণ্ড

1 Parmenides (পার্মেনিদেস্) : প্লাতোর আর কোন রচনায় এত উদাহরণ দেওয়া নেই। অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। প্লাতোর বৈপিত্র ভ্রাতা আন্তিফন। কল্পনা-তত্ত্ব আক্রান্ত। ক্লাজো-মেনৈবাসী কেফালস্ বক্তা। বয়স 65। অন্য পাত্র জেনো 40। হওয়া বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্য উদ্‌ঘাটনের তর্ক বৌদ্ধ তর্কশাস্ত্রকে মনে পড়িয়ে দেয়। যেমন :

1 এক হয়
2 এক হয় না
যদি এক হয়, তবে তা কিছু-না।
যদি এক হয় না, তবে তা সব-কিছু।

কিন্তু হওয়া ও না হওয়াকে দুই অর্থে নেওয়া যেতে পারে:
হয়, এক হচ্ছে এক,
অথবা, একের হওয়া আছে।
বিপরীত ফলগুলি হল :
প্রথম (a) : যদি এক হয় এক, তবে তা কিছু না
প্রথম (b) : যদি একের হওয়া থাকে, তবে তা সর্ব-বস্তু হয়
গৌণ ফল :
প্রথম (a) (i) : যদি এক হয় এক, তবে অন্য-সব জিনিস হয় না
প্রথম (b) (i) : যদি একের হওয়া থাকে, তবে অন্য সব জিনিস হয়
দ্বিতীয় (a) : যদি এক এক না হয়, তবে তা সর্ববস্তু হয়
দ্বিতীয় (b) : যদি একের হওয়া না থাকে, তবে তা কিছু না
দ্বিতীয় (a) (i) : যদি এক এক না হয়, তবে অন্য বস্তুগুলি সব হয়
দ্বিতীয় (b) (i) : যদি একের কিছু না থাকে, তবে অন্য বস্তু-গুলি কিছু না। পৃঃ 62

2 Theaetetus (থেয়েতেতস্, থেয়েতেতস্) : জ্ঞানের প্রকৃতি কী? এই হল অনুসন্ধানের বিষয়। বিজ্ঞান ও জ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ

আছে। (ল্যুসিস্ লাখেস্, মেনো ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। জ্ঞানের কোন তত্ত্ব দেওয়া হয় নি। সোক্রাতেসের কুশ্রী চেহারা। দার্শনিক ও ভদ্রলোক। মহান্ জ্যামিতিকার থিওদোরসের শিষ্য। করিন্থের যুদ্ধের বীর। রচনা কাল খৃঃ পূঃ 399। প্লাতোর বয়স তখন 39। "নিখুঁত ভঙ্গী, রসসিক্ততা, নাটকীয় আগ্রহ, গঠনের জটিলতা, দৃষ্টান্তের বহুলতা ও বিভিন্ন মতের সমাবেশ"—এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। 88 পৃঃ

3 Sophist (তার্কিক): গ্রীসের এক ধরনের কূট তার্কিক। সোক্রাতেস্ এদের সমালোচক হয়েও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ রকম কয়েকজনের সঙ্গে কথোপকথন। না-হওয়া (অনস্তিত্ব) সম্বন্ধে আলোচনা। 69 পৃঃ

4 Statesman (রাষ্ট্র দার্শনিক): প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি: (1) প্রাচীন দেব-কাহিনী, (2) (dialectic) দ্বন্দ্বমূল তর্কের কথা, (3) কথোপকথনের রাজনৈতিক পটভূমিকা, (4) ব্যঙ্গ ও আপাত বিরোধী বক্তব্য। 68 পৃঃ

5 Philebus (ফিলেবস্): (1) ঐক্য ও বহুত্বের ধাঁধা, (2) বর্গ (ক্যাটিগরি) বা উপাদানের তালিকা, (3) আনন্দের বিবিধ শ্রেণী, (4) জ্ঞানের নানা শ্রেণী, (5) শুভ সম্বন্ধে ধারণা—এগুলি আলোচিত হয়েছে। হিন্দু মতে মানব-শরীরে পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম; ফিলেবসে গ্রীক মতে দেহের চারটি উপাদান—অগ্নি, জল, বায়ু ও জমি। 71 পৃঃ = 358 পৃঃ

পঞ্চম খণ্ড

1 Laws (গ্রীক Nomoi, নমই, নমৈ): আইন। এইটিই প্লাতোর শেষ রচনা বলে পরিচিত। এতে বাইরের জগৎ ও মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে প্লাতোর অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পলিতৈয়াতে যে কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন এখানে তার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং তত্ত্বগুলিকে বাস্তবানুগ করেছেন। পৃঃ 361 (সর্ববৃহৎ গ্রন্থ)

মোট 29 পৃঃ 1991

গ্রীক শব্দাবলী

শব্দ	বাঙলা উচ্চারণ	মানে
Politeia	পলিতৈয়া, পলিতেইয়া	পৌরনীতি, পৌরতন্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, নাগরিকত্ব ? নগর পালন ?
Justice	জাষ্টিস্	ধর্মময়তা ? সুবিচার, সুনীতি, ন্যায্যতা ?
Socrates	সোক্রাতেস্	
Glaucon	গ্লাউকোন্	
Adeimantus	আদিমান্তস্	
Polemarchus	পলেমার্খস্	
Cephalus	কেফালস্	
Thrasymachus	থ্রাস্যমাখস্	
Cleitophon	ক্লিতফন্	
Chalcedonian	কালখেদনিয়স্	কালখেদনিয়াবাসী
Piraeus	পিরেয়স্	
Critias	ক্রিতিয়াস্	
Ariston	আরিস্তোন	
Thrace	থ্রাকিয়া	
Niceratus	নিকেরাতস্	
Nicias	নিকিয়াস্	
Lysias	ল্যসিয়াস্	
Euthydemus	এউথ্যদেমস্	
Charmantides	খারমান্তিদেস্	
Paeanian	পেয়ানিয়াস্	পেয়ানিয়া-বাসী
Aristonymus	আরিস্তোন্যমস্	
Sophocles	সফক্লিস্	
Themistocles	থেমিস্তক্লিস্	
Seriphian	সেরিফিয়স	সেরিফস দ্বীপের অধিবাসী
Athenian		আথেন্স-বাসী
Lysanias	ল্যসানিয়াস্	
Pindar	পিন্দারস্	

শব্দ	বাঙলা উচ্চারণ	মানে
Simonides	সিমোনিদেস্	
Homer	হমেরস্	
Autolycus	আউতল্যুকস্	
Odysseus	অদ্যুসেউস্	
Guardian		শাসক ? অভিভাবক ?
Bias	বিয়াস্	
Pittacus	পিত্তাকস্	
Periander	পেরিয়ান্দ্রস্	
Perdiccas	পের্দিক্কস্	
Xerxes	ক্সের্ক্সেস ?	ক্ষেরক্ষেস্
Thebes	থেবে, থেবাএ	[ইস্খেনিয়াস্
Polydamas	পল্যুদামাস্	
Bendidea	বেনদিস্-উৎসব	দিয়ানা
Gyges	গিগেস্	
Croesus	ক্রইসস্	
Lydia	ল্যুদিয়া	
Aeschylus	এসখ্যুলস্ , আএস্খ্যুলস্	
Hesiod	হেসিয়দস্	
Musaeus	মউসেয়স্, মৌসেয়স্	
Hades	হেদেস্ , হাইদেস্	
Orpheus	অর্ফেয়ুস্	
Archilocus	আর্খিলখস	
Megara	মেগারা	
Uranus	ঔরানস্	
Cronus	ক্রনস্	
Eleusinia	এলেউসিস্-এ	অনুষ্ঠিত মহোৎসব
Hephaestus	হেফাইস্তস্	
Zeus	জেউস্ দ্জেউস্	দ্যোউস্
Athene	আথেনা	
Themis	থেমিস্	
Niobe	নিয়বে	
Pelops	পেলপ্স্	

শব্দ	বাঙলা উচ্চারণ	মানে
Troy	ত্রোইয়া	
Proteus	প্রোতেউস্	
Thetis	থেতিস্	
Inachus	ইনাখস্	
Argos	আর্ গস্	
Agamemnon	আগামেম্নোন্	
Apollo	আপল্লো	
Pluto	প্লুতো	
Tiresias	তিরেসিয়স্	
Persephona	পেরসেফনা	
Cocytus	কোক্যুতস্	
Styx	স্ত্যুকস্	
Achilles	আখিল্লেস্, আখিল্লেউস্	
Priam	প্রিয়ামস্	
Hector	হেক্তর	
Sarpedon	সার্পেদন	
Patroclus	পাত্রক্লস্	
Menaetius	মেনৈতিয়স্	
Diomedes	দিয়মেদেস্	
Here	হেরা	
Ares	আরেউস্	
Aphrodite	আফ্রদিতে	
Phoenix	ফৈনিক্স	
Spercheius	স্পের্খিয়স্	স্পের্খিয়া নদী বা নগরবাসী
Cheiron	খেইরোন, খেরোন	
Peleus	পেলেউস্	
Theseus	থেসেউস্	
Poseidon	পসেইদোন	
Perithous	পেইরিথউস্ , পেরিথউস্	
Iliad	ইলিয়াস্	
Daedalus	দেদালস্	
Pythogoras	প্যুথাগরাস্	

শব্দ	বাঙলা উচ্চারণ	মানে
Dialectician		দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ
Pythia	প্যুথিয়া	
Oligarchy		স্বল্পনায়কতন্ত্র
Democracy		জনগণতন্ত্র
Tyranny		[স্বেচ্ছাচারী] শাসন
Sparta	স্পার্তা	
Aristocracy		অভিজনতন্ত্র, কুলীনতন্ত্র
Timocracy		মান্যজনতন্ত্র
Muses		দেবকন্যা, নব-দেবকন্যা
Hermeus	হের্মস	নদী
Euripides	এউরিপিদেস্	
Thales	থালেস	
Milesia	মিলেশিয়া	
Abdera	আব্দেরা	
Prodicus	প্রদিকস্	
Ceos	কেয়স্	দ্বীপ, কো-দ্বীপ
Creophylus	ক্রেয়োফ্যুলস্	
Alcinous	আলকিনউস্	
Er	এর্	
Armenius	আর্মেনিয়স্	আর্মেনিয়াবাসী
Ardiaeus	আর্দিয়া	আর্দিয়া-বাসী
Pamphylia	পাম্ফ্যলিয়া	পাম্ফ্যুলিয়া-বাসী
Laches	লাখেসিস্	
Clotho	ক্লোথো	
Atropos	আত্রপস্	
Orpheus	অর্ফেউস্	
Thamyrus	থাম্যুরস্	
Ajax	আইয়াস্	
Telamon	তেলামন	
Atlanta	আতালান্তা	
Epeus	এপেয়স	
Panopeus	পানপেউস	

শব্দ	বাঙলা উচ্চারণ	মানে
Thersites	থের্সিতেস্	
Leontius	লেয়ন্তিয়স্	
Aglaiones	আগ্লাইয়োনস্ , আগ্লাউস্	(দরিদ্র কিন্তু সুখী এক ব্যক্তি।
Lethe	লেথে	[দেবকন্যা বিশেষ]
Aglain	আগ্লাইয়া	

সূচীপত্র

গ্রন্থ-পরিচিতি

গ্রন্থ এক

কথোপকথনের চরিত্রগুলি

সোক্রাতেস্, ইনি বর্ণনাকারী — কেফালস্
গ্লাউকোন্ — থ্রাস্যুমাখস্
আদিমান্তস্ — ক্লিতফোন্
পলেমার্খস্

আর অন্যান্যরা যারা মূক শ্রোতা

[দৃশ্যটা পিরেয়সে কেফালসের বাটী; আর সমগ্র কথোপকথন যেদিন ঘটেছিল, তার পরের দিন সোক্রাতেস্ তিমেয়স্, হের্মোক্রাতেস, ক্রিতিয়াস্, আর নাম না জানা এক ব্যক্তির কাছে বিবৃত করেন—এরা তিমেয়স্ গ্রন্থে উল্লিখিত।]

আমি গতকাল দেবীকে আমার আরাধনা অর্পণ করবার জন্য আরিস্তোনের পুত্র গ্লাউকোন্‌কে সঙ্গে নিয়ে পিরেয়সে গিয়েছিলাম; আরও কারণ ছিল, আমি দেখতে চেয়েছিলাম তারা কী ভাবে তাদের উৎসব সম্পন্ন করে, ওটা আমার কাছে এক নূতন জিনিস ছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের শোভাযাত্রা দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল; কিন্তু থ্রাকিয়া-বাসীদের শোভাযাত্রা, বেশি না হলেও, সমান সুন্দর হয়েছিল। আমরা আমাদের আরাধনা শেষ করেছিলাম, আর দু চোখ ভরে দৃশ্য দেখেছিলাম, তারপর নগরে ফিরে আসছিলাম; আর সেই মুহূর্তে, যেই আমরা বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছি, একটু দূর থেকে কেফালসের পুত্র পলেমার্খসের দৃষ্টিপথে পড়লাম; তিনি তাঁর ভৃত্যকে হুকুম দিলেন যেন দৌড়ে গিয়ে আমাদের ধরে আর তাঁর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে। ভত্যটি আমা.. পিছনে এল, আমার পোষাক ধরে টান দিয়ে বলল: পলেমার্খসের ইচ্ছা আপনি অপেক্ষা করবেন।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তার মনিব কোথায়?

যুবকটি উত্তর দিল: ঐ যে, উনি আপনাদের পরে আসছেন, আপনারা যদি একটু অপেক্ষা করেন।

গ্লাউকোন্ বললেন: আমরা নিশ্চয় অপেক্ষা করব। কয়েক মিনিটের মধ্যে, পলেমার্খস্ দেখা দিলেন, আর তাঁর সঙ্গে গ্লাউকোনের ভাই

আদিমান্তস্, নিকিয়াসের পুত্র নিকেরাতস্, আরও কয়েক জন শোভাযাত্রা থেকে ফিরে এলেন।

পলেমার্খস্ আমাকে বললেন: আমি বুঝতে পারছি, সোক্রাতেস্, তুমি আর তোমার সঙ্গী ওপরের পথে রওনা হচ্ছ।

আমি বললাম: তোমার খুব বেশি ভুল হয় নি।

তিনি উত্তর করলেন: কিন্তু তুমি কী দেখছ আমরা কজন আছি?

অবশ্য।

আর তুমি কী এই সবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী? কারণ, যদি না হও, তবে যেখানে আছ তোমাকে সেখানে থাকতে হবে।

আমি উত্তর করলাম: আর একটা বিকল্প থাকতে পারে না কী? তোমাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাদের যেতে দিতে রাজি করতে পারি?

তিনি বললেন: কিন্তু তুমি কী আমাদের বুঝাতে পার, যদি আমরা না শুনি?

গ্লাউকোন্ উত্তর করলেন: আলবৎ না।

তাহলে তোমার কথায় কাণ দিচ্ছি না; ও বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার।

আদিমান্তস্ যোগ করলেন: দেবীর সম্মানের জন্য সন্ধ্যায় ঘোড়ার পিঠে মশাল-দৌড় হবার কথা তোমাকে কী কেউ বলে নি?

আমি উত্তর করলাম: ঘোড়া নিয়ে। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। ঘোড় সওয়াররা কী মশাল বইবে আর দৌড়ের সময় একে অন্যকে মশাল চালান দেবে?

পলেমার্খস্ বললেন: হাঁ, আর শুধু তাই নয়, সেটা নিশ্চয় তোমার দেখা উচিত। এস আমরা রাতের খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে ফেলব, তারপর উৎসব দেখতে বেরুব; সেখানে আমাদের যুবকদের অনেকের সঙ্গে দেখা হবে, তাদের সাথে ভাল ভাবে কথা বলতে পারব। সুতরাং থেকে যাও, আমাদের বঞ্চিত কোর না।

এ কথায় গ্লাউকোন্ বললেন: তুমি যখন জেদ করছ, তখন বোধ হচ্ছে, আমাদের থাকতেই হবে।

আমি উত্তর করলাম: অতি উত্তম।

কাজে কাজেই আমরা পলেমার্খসের সঙ্গে তাঁর বাড়ী গেলাম; আর সেখানে তাঁর দুই ভাই ল্যুসিয়াস্ আর এউথ্যুদেমস্কে দেখতে পেলাম; তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কালখেদনিয়া-বাসী থ্রাস্যুমাখস্, পেয়ানিয়া-বাসী

খারমান্তিদেস্, আরিস্তোন্যুমসের পুত্র ক্লিতফোন্। পলেমার্খসের বাবা কেফালস্ সে-ঘরে ছিলেন। আমার মনে হল তাঁকে যেন খুব বুড়ো দেখাচ্ছে; কারণ তাঁকে বহুদিন পরে দেখলাম। তিনি মাথায় মুকুট পরে একটা গদিওয়ালা চেয়ারে বসেছিলেন, কারণ তিনি সেই মাত্র উঠানে পূজা দিচ্ছিলেন। তাঁর চারদিকে অর্ধ-বৃত্তাকারে কতকগুলি চেয়ার সাজান ছিল; আমরা তাঁর পাশে সেগুলিতে বসে পড়লাম। তিনি ব্যগ্র ভাবে আমাকে নমস্কার করলেন, আর তারপর তিনি বললেন:

সোক্রাতেস্, তুমি পিরেয়সে উপরে উঠে এত কম আমার সঙ্গে দেখা কর কেন? তোমার ত আরও ঘন ঘন আসা উচিত। যদি আমি এখনও সহজে নগরে হেঁটে যাবার মত শক্ত সমর্থ থাকতাম, তবে তোমাকে আমার কাছে আসতে অনুরোধ করতাম না; কিন্তু আমার বয়সে তোমার কাছে নগর পর্যন্ত যাওয়া আমার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। সুতরাং তোমার আরও বেশি ঘন ঘন পিরেয়সে আসা উচিত। কারণ এ কথা আমি তোমাকে বলি, শারীরিক স্ফূর্তিগুলি যত বেশি ম্লান হচ্ছে, আমার কাছে আলাপের আনন্দ ও মোহিনী শক্তি তত বেশি বাড়ছে। সুতরাং তুমি আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কোর না, এই সব যুবকের সঙ্গে থেকো; আমরা পুরানো বন্ধু, আর তুমি আমাদের মধ্যে এলে বাড়ীর স্বাচ্ছন্দ্য পাবে।

আমি উত্তর করলাম: আমার দিক থেকে বলি, বুড়ো লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আমার যত ভাল লাগে এমন আর কিছুই লাগে না, কেফালস্; কারণ আমি তাঁদের পর্যটক বলে গণ্য করি, তাঁরা সেই রাস্তায় এগিয়েছেন, যে রাস্তায় আমাকেও যেতে হতে পারে, আর তাঁদের কাছে আমার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, রাস্তাটা মসৃণ ও সহজ, না এবড়ো-খেবড়ো ও কঠিন। আর এই হল প্রশ্ন যা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। তুমি সেই সময়ে এসে পৌঁছেছ, যাকে কবিরা নাম দেয় 'বুড়ো বয়সের চৌকাঠ'—শেষের দিকে জীবন কী কঠিনতর, অথবা তার কী বিবরণ তুমি দাও?

তিনি বললেন: সোক্রাতেস্, আমার নিজের মনের ভাবটা কী আমি তোমাকে বলব। আমার বয়সের মানুষরা একত্র দলবদ্ধ হয়; সবার এক সুরে মাথা কামায, প্রবচন বলে; আমাদের সেই জমায়েতে আমার পরিচিতদের সচরাচর কাহিনী হল—আমি খেতে পারি না, আমি পান করতে পারি না; যৌবন ও প্রেমের আনন্দগুলি পলায়ন করেছে; একদিন সুসময় এসেছিল, এখন আর নেই, চলে গেছে; জীবনটা আর জীবন নেই। কেউ কেউ নালিশ করে, আত্মীয়রা তাদের ছোট করে দেখে, আর তারা তোমাকে

বিষাদের সুরে বলবে, কত কত অশুভের কারণ তাদের বৃদ্ধ বয়স। কিন্তু আমার কাছে, সোক্রাতেস্‌, বোধ হয়, এই অভিযোগকারীরা সেই জিনিসকে দুষছে যার আদতে কোন দোষ নেই। কারণ যদি বৃদ্ধ বয়স হেতু হত, তবে আমি, আমিও ত বৃদ্ধ, আর অন্য প্রত্যেক বৃদ্ধ লোক, তারা যেমন অনুভব করে তেমন অনুভব করতাম। আমার নিজের অভিজ্ঞতা তা নয়, অন্য যাদের আমি জেনেছি, তাদেরও তা নয়। কী সুন্দর ভাবে না আমার বৃদ্ধ কবি সফক্লিস্‌কে মনে পড়ছে, যখন প্রেম কী করে বয়সের সঙ্গে মানানসই হয়, সফক্লিস্—তুমি কী এখনও সেই মানুষ আছ যা ছিলে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন: চুপ। যে জিনিসের কথা তুমি বলছ, আমি গভীর আনন্দে বলছি, তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি; অনুভব করছি যেন আমি এক পাগল ও হিংস্র প্রভুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি। সেই থেকে তাঁর কথাগুলি আমার বার বার মনে হয়েছে, আর এখনও আমার কাছে সেগুলি তত ভাল লাগে, যত ভাল লেগেছিল যে সময়ে তিনি ওগুলি উচ্চারণ করেছিলেন। কারণ সন্দেহ নেই, বুড়ো বয়সে শান্তি ও স্বাধীনতার জ্ঞান খুব প্রবল; যখন ইন্দ্রিয়গুলি তাদের দৃঢ় মুষ্টি শিথিল করে, তখন, সফক্লিসের ভাষায়, আমরা একটি মাত্র বুনো প্রভুর হাত থেকে নয়, কিন্তু অনেকগুলি প্রভুর হাত থেকে মুক্তি পাই। সোক্রাতেস্‌, সত্য এই যে, এই অনুশোচনাগুলি, আর আত্মীয়দের সম্পর্কে নালিশগুলিও বটে, একই কারণের মধ্যে এদের উৎস খুঁজতে হবে, সেটা বৃদ্ধ বয়স নয়, কিন্তু মানুষদের চরিত্র ও মেজাজ; কেননা শান্ত ও সুখী স্বভাব যার, সে কদাচিৎ বয়সের ভার অনুভব করে, কিন্তু যার স্বভাব বিপরীত তার কাছে যৌবন ও বয়স সমান বোঝা।

আমি সপ্রশংস মনোযোগে তাঁর কথা শুনলাম, আর তাঁর মনের কথা টেনে বের করবার চেষ্টায় তাঁকে ক্রমাগত কথা বলাতে ইচ্ছুক হয়ে বললাম: হাঁ, কেফালস্; কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, তুমি যখন এই ভাবে কথা বল, তখন সাধারণ মানুষ তোমার কথায় আস্থা স্থাপন করে না, তারা মনে করে. বয়সের ভার তোমার উপর অল্পই চাপ দিতে পারে, তার কারণ তোমার সুখী স্বভাব নয়, কিন্তু তার কারণ তুমি ধনী, আর ধন বড় এক সান্ত্বনাদাতা বলে সুবিদিত।

তিনি উত্তর করলেন: তুমি ঠিক বলেছ; তারা আস্থা স্থাপন করে না: আর তারা যা বলে তার মধ্যে কিছু জিনিস আছে; ততটা কিন্তু নয় যতটা তারা কল্পনা করে। আমি তাদের থেমিস্তক্লিসের কথায় উত্তর দিতে পারতাম; সেরিফস্ দ্বীপের অধিবাসী একজন থেমিস্তক্লিস্‌কে দোষারোপ করে বলছিল, তাঁর খ্যাতি তাঁর নিজের গুণাবলির জন্য নয়, কিন্তু তিনি

আথেনেরস্বাসী হওয়ার জন্য। উত্তরে তিনি বলেছিলেন : 'তুমি যদি আমার দেশের অধিবাসী হতে অথবা আমি তোমার দেশের, তবে আমাদের মধ্যে কেউই বিখ্যাত হত না।' আর যারা ধনী নয়, আর বৃদ্ধ বয়সের জন্য ধৈর্যহারা, তাদেরকে এই একই উত্তর দেওয়া যেতে পারে ; কারণ সৎ গরীব মানুষের কাছে বৃদ্ধ বয়স লঘু বোঝা হতে পারে না, একজন অসৎ ধনী মানুষও কখনও মনের শান্তিতে বাস করতে পারে না।

কেফালস্, আমি কী জিজ্ঞাসা করতে পারি, তোমার ঐশ্বর্যের অধিকাংশ তুমি জন্মসূত্রে পেয়েছিলে, না নিজে অর্জন করেছ ?

অর্জন করেছি। সোক্রাতেস্, তুমি কি জানতে চাও কতটা আমি অর্জন করেছি ? টাকা-পয়সা উপার্জন করার কলাকৌশলে আমি আমার বাবা আর ঠাকুর্দার মাঝামাঝি রয়েছি ; কারণ আমার ঠাকুর্দা, তাঁর নামে আমার নাম, তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির দুগুণ কিংবা তিনগুণ করেছিলেন, জন্মসূত্রে তিনি যা পেয়েছিলেন আমার এখন যা আছে প্রায় তার কাছাকাছি ; কিন্তু আমার বাবা ল্যুসানিয়াস্ এখন যা আছে তার নিচে নামান। আমার দিক থেকে বলতে পারি, আমি যা পেয়েছিলাম তার চেয়ে একটু বেশি এই আমার ছেলেদের জন্য রেখে যেতে পারলে আমি সন্তুষ্ট হব।

আমি উত্তর করলাম : ঐ কারণেই আমি তোমাকে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কারণ আমি দেখি তুমি টাকা পয়সার ব্যাপারে উদাসীন, এটা বরং তাদের একটা বৈশিষ্ট্য যারা জন্মসূত্রে তাদের ধন পেয়েছে, যারা নিজেরা উপার্জন করেছে তাদের নয় ; ভাগ্যস্রষ্টাদের নিজেদের সৃষ্টিরূপে টাকা পয়সার প্রতি এক দ্বিতীয় প্রেম থাকে, সেটা গ্রন্থকারদের তাদের নিজেদের কবিতার প্রতি অথবা বাপ-মাদের তাদের ছেলেমেয়েদের প্রতি মায়ার মত, এ ছাড়া এর ব্যবহার ও মুনাফার খাতিরে তাদের ও সব মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভালবাসা, তা ত আছেই।

তিনি বললেন : তা সত্য।

হাঁ, তা খুব সত্য, কিন্তু আমি কি আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি ?—কী সেই সব চেয়ে বড় আশীর্বাদ তোমার কাছে, যা তুমি তোমার ধন থেকে লাভ করেছ ?

তিনি বললেন : একটি, যার সম্বন্ধে আমি অন্যান্যদের মনে সহজে বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারব বলে প্রত্যাশা করি না। কারণ, সোক্রাতেস্, এ কথা আমাকে বলতে দাও যে, যখন মানুষ নিজেকে মৃত্যুর কাছাকাছি বলে মনে করে, তখন ভয় ও উদ্বেগ তার মনে প্রবেশ করে, যা আগে তার কখনও ছিল না ; নিচেকার এক জগতের আর এখানকার কৃতকর্মের জন্য সেখানে

শান্তি পাওয়ার গল্পগাছাগুলি এক সময়ে তার কাছে হাসির ব্যাপার ছিল, কিন্তু এখন তাকে এই চিন্তা ক্লিষ্ট করে যে ওগুলি সত্য, ও সত্য হতে পারে ;. হয় বার্ধক্যের দুর্বলতা থেকে, নয়ত সেই অপর স্থানের কাছাকাছি আসছে বলে, এই সব জিনিস সম্বন্ধে তার দৃষ্টি স্বচ্ছতর হয়েছে ; সংশয় ও সন্ত্রাসগুলি তার কাছে ঘন ভীড় করে, আর সে গভীরভাবে চিন্তা ও বিবেচনা করতে শুরু করে, কবে কার প্রতি কী অবিচার করেছে। আর যখন সে দেখতে পায় যে বৃহৎ তার উল্লংঘনের সমষ্টি, তখন সে শিশুর মত ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে বার বার চমকে উঠে, তার অন্ধকার আশঙ্কায় পূর্ণ হয়। কিন্তু যে জানে না পাপ কী, তার কাছে সুমধুরা আশা তার বয়সের পক্ষে করুণাময়ী ধাত্রী হয়। এই কথাই পিন্দারস্ ব্যক্ত করেন মনোমুগ্ধকর ভাবে। তিনি বলেন :

> 'আশা তার আত্মাকে পোষণ করে ন্যায় ও পবিত্রতার জীবন যাপন করার আর তার বার্ধক্যে ধাত্রী হয় আর পরলোক যাত্রায় সঙ্গী হয় ; সেই আশা যে চঞ্চল মানবাত্মাকে চালাতে সব চেয়ে বেশি শক্তি রাখে।'

তাঁর কথাগুলি কী প্রশংসার না যোগ্য! আর ধনের মহা আশীর্বাদ হল, আমি বলছি না প্রত্যেক লোকের কাছে, বলছি একজন সৎ লোকের কাছে, এই যে, হয় স্বেচ্ছায় নয়ত অনিচ্ছায়, অন্যদের সঙ্গে প্রতারণা বা জুয়াচুরি করবার তার কোন প্রয়োজন হয় না ; আর যখন সে নিচের জগতে যাত্রা করে, তখন তার কোন আশঙ্কা নেই যে তার দেবার্চনা বা মানব-ঋণ শোধ বাকী রইল। এখন মনের এই শান্তিতে ধনবত্তার অবদান বেশ বড় ; আর এই আমি বলি যে, ধনের অনেক সুবিধা দানের ক্ষমতা আছে, সেগুলির মধ্যে এক জিনিসকে অন্য জিনিসের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে, আমার মতে কাণ্ডজ্ঞানী লোকের কাছে এই সুবিধাই মহত্তম বলে বোধ হবে।

আমি উত্তর করলাম : কেফালস্, বেশ বলেছ ; কিন্তু ন্যায়ের কথা বলি, ন্যায়টা কী ? —সত্য বলা আর তোমার ঋণগুলি শোধ করা—এর চেয়ে বেশি কিছু নয় ? আর এমন কি এরও কী ব্যতিক্রম নেই ? মনে কর যেন এক বন্ধু মন প্রকৃতিস্থ থাকা কালে আমার কাছে অস্ত্রশস্ত্র গচ্ছিত রেখেছে, আর যখন তার মন প্রকৃতিস্থ নেই তখন সে সেগুলি চাইল, আমার কী তাকে সেগুলি ফেরৎ দেওয়া উচিত হবে ? যে তার অবস্থায় আছে তাকে আমার সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে একথা কেউ বলবে না। তার চেয়ে বেশি করে বলবে না যে অস্ত্রশস্ত্র তাকে ফেরৎ দেওয়া আমার উচিত বা আমি সে রকম করলে ঠিক কাজ করব।

তিনি উত্তর করলেন : তুমি সম্পূর্ণ নির্ভুল।

আমি বললাম : তাহলে কিন্তু সত্য বলা আর তোমার ঋণগুলি শোধ করা, ন্যায়ের একটা নির্ভুল সংজ্ঞা হল না।

পলেমার্খস্ মাঝখানে বললেন : সম্পূর্ণ নির্ভুল, সোক্রাতেস্, যদি সিমোনিদেস্‌কে বিশ্বাস করতে হয়।

কেফালস্ বললেন : মনে হয়, আমার এখন যেতেই হবে, কারণ আমাকে দেবোৎসর্গ দেখাশোনা করতে হবে, আমি তর্কটা পলেমার্খস্ ও দলের কাছে হস্তান্তর করে যাচ্ছি।

আমি বললাম : পলেমার্খস্ কী তোমার উত্তরাধিকারী নয় ?

তিনি উত্তর করলেন : নিশ্চয়। আর হাসতে হাসতে উৎসর্গে চলে গেলেন।

ওগো তুমি তর্কের উত্তরাধিকারী, আমাকে তাহলে বল, ন্যায় সম্বন্ধে সিমোনিদেস্ কী বলেছিলেন, আর তোমার মত অনুসারে সত্য সত্য তিনি কী বলেছিলেন ?

তিনি বলেন যে ঋণের পুনঃ-শোধ হল ন্যায্য, আর এ রকম বলায় আমার বোধ হচ্ছে তিনি নির্ভুল।

এই রকম একজন জ্ঞানী ও অনুপ্রাণিত মানুষের কথাকে অবিশ্বাস করতে হলে আমি দুঃখিত হব, কিন্তু তাঁর মানেটা, যদিও তোমার কাছে সম্ভবত পরিষ্কার, তবু আমার কাছে পরিষ্কারের উল্টা। কারণ তিনি নিশ্চয় বুঝাতে চান না, এইমাত্র আমরা যেমন বলছিলাম, যে গচ্ছিত অস্ত্রশস্ত্র বা অন্য যে কোন জিনিস ফেরৎ চাইলে আমার কাউকে ফেরৎ দেওয়া উচিত, যখন সে প্রকৃতিস্থ নয় ; আর তবু আমানত ঋণ, তা অস্বীকার করতে পারা যায় না।

সত্য।

সুতরাং যদি যে ব্যক্তি আমার কাছে চায় সে মনে প্রকৃতিস্থ না থাকে তবে আমার কোনক্রমেই প্রত্যর্পণ সাজে না ?

আলবৎ না।

যখন সিমোনিদেস্ বলেছিলেন যে ঋণের পরিশোধ হল ন্যায়, তখন তিনি ঐ দৃষ্টান্তটি অন্তর্ভুক্ত হবে, মনে করেন্ নি ?

আলবৎ না ; কারণ তিনি মনে করেন্ যে বন্ধুর সর্বদা বন্ধুর শুভ করা উচিত, কখনও অশুভ নয়।

তুমি মনে করছ যে, গচ্ছিত সোনার যে প্রত্যর্পণ প্রাপকের ক্ষতি

করে, তা এক ধরণের পরিশোধ নয়, যদি দুই পক্ষ বন্ধু হয়,—এই তিনি বলেছেন বলে তুমি কল্পনা কর ?

হাঁ।

আর শত্রুরাও কী তা ফেরৎ পাবে যা আমরা তাদের কাছে ধারি ?

তিনি বললেন : তারা তা পাবে যা আমরা ধার করেছি। আর আমি ধরে নিচ্ছি শত্রুর কাছে শত্রুর ন্যায্য পাওনা একটিই, তা হল ক্ষতিসাধন।

মনে হয়, সিমোনিদেস্ তাহলে কবিদের ধরণ অনুসরণ করে ন্যায়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে রহস্যময় কথা বলেছেন ; কারণ তিনি বস্তুত বলতে চেয়েছিলেন যে, প্রত্যেক লোককে তাই ফিরিয়ে দেওয়া, যা তাকে দেওয়া সঙ্গত, হল ন্যায়, আর একেই আখ্যা দিয়েছেন ঋণ বলে।

তিনি বললেন : নিশ্চয় তাঁর মনে তাই ছিল।

আমি উত্তর করলাম : স্বর্গের দোহাই। আমরা যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম চিকিৎসা-শাস্ত্র কোন্ পাওনা বা সঙ্গত জিনিস দেয়, আর কাকে দেয়, তিনি কী উত্তর আমাদের দিতেন বলে মনে কর ?

তিনি নিশ্চয় উত্তরে বলতেন যে চিকিৎসা শাস্ত্র দেয় ভেষজ আর মাংস আর পানীয়, আর মানব-দেহকে দেয়।

আর রন্ধন-বিদ্যা কোন্ পাওনা বা সঙ্গত জিনিস দেয়, আর কোন্ জিনিসকে দেয় ?

খাদ্যকে দেয় পক্কতা।

আর সেটা কী যা ন্যায় দেয়, আর কাকে দেয় ?

সোক্রাতেস্, যদি পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তগুলির উপমা দিয়ে আদৌ পথ চলতে হয়, তাহলে ন্যায় হল সেই কলা যা বন্ধুদের শুভ করে আর শত্রুদের অশুভ করে।

তাহলে ওটাই তাঁর মানে ?

আমি সে রকম মনে করি।

আর ব্যাধিতে যে তার বন্ধুদের সব চেয়ে বেশি শুভ আর শত্রুদের সব চেয়ে বেশি অশুভ করতে সমর্থ কে সে ?

চিকিৎসক।

অথবা যখন তারা সমুদ্রযাত্রা করেছে, সমুদ্রের বিপদ্গুলির মধ্যে ?

কর্ণধার।

আর কোন্ কোন্ ধরণের কাজে অথবা কোন্ ফল পাবার উদ্দেশ্য নিয়ে ন্যায়বান্ মানুষ তার শত্রুর ক্ষতি আর তার বন্ধুর উপকার করতে সব চেয়ে বেশি সক্ষম ?

এক জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে আর অন্য জনের সঙ্গে সন্ধি করে।

কিন্তু প্রিয় পলেমার্খস্, যখন এক জন মানুষ সুস্থ থাকে, তখন কোন চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই ?

না।

আর যে সমুদ্রযাত্রী নয় তার কোন কর্ণধারের প্রয়োজন নেই ?

না।

সুতরাং শান্তির সময়ে ন্যায়ের কোন প্রয়োজন নেই ?

আমি তা ভাবি না,—ঐ ভাবনা থেকে অনেক দূরে আছি।

তুমি মনে কর যুদ্ধে যেমন শান্তিতেও, তেমন ন্যায় কাজে লাগতে পারে ?

হাঁ।

শস্য পাবার জন্য কৃষিকর্মের মত ?

হাঁ।

অথবা জুতা পাবার জন্য জুতা তৈরির মত,—এই তোমার মানে ?

হাঁ।

আর শান্তির সময়ে অনুরূপ কী প্রয়োজন অথবা পাবার শক্তি ন্যায়ের আছে ?

সোক্রাতেস্, চুক্তিতে ন্যায়ের প্রয়োজন আছে।

আর চুক্তির মানে তুমি অংশিদারিত্ব বোঝ ?

যথার্থ।

সতরঞ্চ খেলায় ন্যায়বান্ লোক না দক্ষ খেলোয়াড় বেশি উপযোগী ও উৎকৃষ্ট অংশিদার ?

দক্ষ খেলোয়াড়।

আর ইট ও পাথর পাতবার সময় ন্যায়বান্ লোক কী বাটী-নির্মাতার চেয়ে বেশি উপযোগী ও উৎকৃষ্ট অংশিদার ?

সম্পূর্ণ উল্টা।

তাহলে কোন্ ধরণের অংশিদারিতে ন্যায়বান্ মানুষ বীণাবাদকের চেয়ে উৎকৃষ্টতর অংশিদার, ঠিক যেমন বীণা বাজানর ব্যাপারে বীণা-বাদক ন্যায়বান্ মানুষের চেয়ে নিশ্চিত উৎকৃষ্টতর এক অংশিদার ?

টাকা-পয়সার অংশিদারিতে।

হাঁ, পলেমার্খস্, কিন্তু নিশ্চয় টাকা-পয়সার ব্যবহারে নয় ; কারণ ঘোড়া কেনাবেচায় তুমি চাও না যে একজন ন্যায়বান্ মানুষ তোমার পরামর্শ-দাতা হবে, ঘোড়া সম্বন্ধে জানে এমন একজন মানুষ সে কাজের জন্য বেশি ভাল হবে, হবে না কী ?

নিশ্চিত।

আর যখন তুমি একটা জাহাজ কিনতে চাও তখন জাহাজ নির্মাতা বা কর্ণধার উৎকৃষ্টতর হবে?

সত্য।

তাহলে রূপার বা সোনার সেই যুক্ত ব্যবহারটা কী যেখানে ন্যায়বান্ লোককে পছন্দ করতে হবে?

সোক্রাতেস্, ন্যায়বানের প্রয়োজন সেখানে যেখানে নিরাপদে কিছু গচ্ছিত রাখতে হয়।

মানে, যখন টাকা পয়সা দরকার হয় না, কিন্তু অমনি পড়ে থাকে?

ঠিক তাই।

অর্থাৎ বলতে হয়, যখন মুদ্রা কাজে লাগে না তখন ন্যায় কাজে আসে?

অনুমানটা তাই বটে।

আর যখন তুমি ছাটাই-আকাশি নিরাপদে রাখতে চাও, তখন ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে ও রাষ্ট্রের পক্ষে দরকারী; কিন্তু যখন তুমি তাকে ব্যবহার করতে চাও, তখন আঙ্গুর-বিন্যাসকারীর কলা দরকারী।

স্পষ্টত।

আর যখন তুমি একটা ঢাল বা একটা বীণা রাখতে চাও, আর ব্যবহার করতে চাও না, তখন তুমি বলবে যে ন্যায় দরকারী; কিন্তু যখন তুমি তাদের ব্যবহার করতে চাও, তখন সৈন্যের বা গায়কের কলা দরকারী?

নিশ্চিত।

আর এই রকম হয় অন্য সব জিনিসের বেলায়;—ন্যায় দরকারী যখন সেগুলি অদরকারী, আর ন্যায় অদরকারী যখন তারা দরকারী?

অনুমানটা তাই বটে।

সুতরাং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ন্যায় কোন কাজে আসে না। কিন্তু এস, আমরা এই অধিকন্তু বিষয় বিবেচনা করি: মুষ্টি যুদ্ধের কোন প্রতিযোগিতায় অথবা অন্য রকম কোন লড়াইয়ে যে সর্বোৎকৃষ্ট ঘুষি চালাতে পারে, সে-ই ঘুষি ফরাতে সব চেয়ে বেশি ওস্তাদ?

আলবৎ।

আর কোন অসুখকে বাধা দিতে বা এড়াতে যে সব চেয়ে বেশি দক্ষ সে অসুখ সৃষ্টি করতেও সব চেয়ে বেশি পারংগম?

সত্য।

আর সেই হল শিবিরের শ্রেষ্ঠ প্রহরী যে শত্রুকে ফাঁকি দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বোৎকৃষ্ট অভিযান চালাতে সমর্থ হয়?

আলবৎ।

সুতরাং যে লোক কোন জিনিসের সৎ রক্ষক, সে চৌরোত্তমও বটে ?

আমার মনে হয়, ও অনুমান না করে উপায় নেই।

সুতরাং যদি ন্যায়বান্ মানুষ মুদ্রা রক্ষার ব্যাপারে সৎ হয়, তবে তার চুরিতেও সে ওস্তাদ ?

ওটা তর্কের ভিতরে উহ্য আছে।

তাহলে শেষ পর্যন্ত একজন ন্যায়বান্ মানুষ, দেখা যাচ্ছে, একজন চোর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমার সন্দেহ হয়, এই পাঠটা তুমি হমেরসের কাছ থেকে নিয়ে থাকবে ; কারণ, তিনি অদ্যুসেউসের দাদামশায় আউতল্যকসের কথা বলতে গিয়ে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন (অদ্যুসেউস্ তাঁর প্রিয় ছিলেন) :

> তিনি চুরি ও শঠতায় সমুদয় লোককে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

আর ফলে, তুমি আর হমেরস্ আর সিমোনিদেস্ একমত হয়েছ যে ন্যায় হল এক চৌর্য কলা ; তা কিন্তু কাজে লাগান হবে 'বন্ধুদের উপকারের আর শত্রুদের ক্ষতির জন্য'—এই-ই তুমি বলছিলে ?

না, নিশ্চয় ওটা নয়, যদিও আমি এখন জানি না আমি কী বলেছিলাম ; কিন্তু আমি এখনও পরবর্তী কথাগুলিতে অটল আছি।

বেশ, আর একটি প্রশ্ন আছে : বন্ধুরা আর শত্রুরা বলতে আমরা কী মনে করি তাদের কথা বলছি যারা বাস্তবিক তাই, অথবা শুধু বাহ্যত তাই ?

তিনি বললেন : সন্দেহ নেই, এটা প্রত্যাশিত যে একজন মানুষ তাদের ভালবাসবে যাদের শুভকারী মনে করে আর তাদের ঘৃণা করবে যাদের অশুভ-কারী মনে করে।

হাঁ, কিন্তু শুভ ও অশুভ সম্বন্ধে লোকেরা কী প্রায়ই ভুল করে না ? যারা শুভকারী নয় এমন অনেকে দেখায় তারা শুভকারী, আর উল্টাটাও হয় ?

তা বটে।

সুতরাং তাদের কাছে শুভকারীরা হবে শত্রু আর অশুভকারীরা হবে বন্ধু ?

সত্য।

আর সে ক্ষেত্রে তারা অশুভকারীর প্রতি শুভ আর শুভকারীর প্রতি অশুভ করলে ঠিকই করবে ?

স্পষ্টত।

কিন্তু শুভকারীরা ন্যায়বান্, আর তারা কোন অন্যায় করবে না ?

সত্য।

সুতরাং তোমার তর্ক অনুসারে তাদের অনিষ্ট করা ন্যায্য যারা কোন অপকার করে না ?

না গো, সোক্রাতেস্, কেবল তাই নয় ; মতবাদটা দুর্নীতিমূলক।

সুতরাং আমি কল্পনা করি যে ন্যায়বানের শুভ আর ন্যায়হীনের অনিষ্ট করা আমাদের উচিত ?

ওটা আমার বেশি পছন্দ।

কিন্তু ফলটা দেখ :—মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকের বহু বন্ধু আছে, যারা কু-বন্ধু, আর সেক্ষেত্রে তাদের অনিষ্ট করা তার উচিত ; আর তার সু-শত্রু আছে, যাদের উপকার করা তার উচিত ; কিন্তু, যদি তা হয়, তবে আমরা তার ঠিক উল্টা কথাটাই বলব, যা সিমোনিদেসের মানে বলে আমরা জোর করে বলেছিলাম।

তিনি বললেন : খুব সত্য ; আর আমার মনে হয় 'বন্ধু' আর 'শত্রু' শব্দ দুটির ব্যবহারে যে ভ্রমে পতিত হয়েছি বলে মনে হচ্ছে, তার সংশোধন করে ফেললে ভাল হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : পলেমার্খস্, ভুলটা কী ছিল ?

আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে সে একজন বন্ধু, যে দেখায় অথবা যাকে ভাবা হয় শুভকারী বলে।

ভুলটা কী ভাবে সংশোধন করতে হবে ?

আমাদের বরং বলা উচিত হবে যে, সে-ই একজন বন্ধু যে শুভকারী আর দেখায়ও যে সে শুভকারী।

তুমি তর্ক করতে চাও যে শুভকারী আমাদের বন্ধু আর অশুভকারীরা আমাদের শত্রু ?

হাঁ।

আর আমরা প্রথমে শুধু বলেছিলাম যে আমাদের বন্ধুদের শুভ আর শত্রুদের ক্ষতি করা হল ন্যায্য, তার পরিবর্তে আমাদের আরও বলা উচিত যে, আমাদের বন্ধুদের শুভ করা ন্যায্য যখন তারা শুভকারী, আর আমাদের শত্রুদের ক্ষতি করা ন্যায্য যখন তারা অশুভকারী ?

হাঁ, ওটাই আমার কাছে সত্য ভাষণ মনে হচ্ছে।

কিন্তু ন্যায়বানের কী আদপে কারুরই অনিষ্ট করা উচিত ?

নিঃসন্দেহে তার তাদের অনিষ্ট করা উচিত যারা দুরাত্মা আর তার শত্রু, দুই-ই।

যখন ঘোড়ারা আঘাত পায়, তখন তাদের উন্নতি হয় না অবনতি হয় ?

পরবর্তিটি।

অর্থাৎ বলতে হবে, ঘোড়াদের সৎগুণাবলিতে, কুকুরদের নয়, ঘোড়াদের অবনতি হয় ?

হাঁ, ঘোড়াদের।

আর কুকুরদের সৎগুণাবলিতে, ঘোড়াদের নয়, কুকুরদের অবনতি হয় ?

অবশ্য।

আর যে মানুষরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের কী মানবোচিত ধর্মে অবনতি হয় না ?

নিশ্চিত।

আর সেই মানব-ধর্ম হল ন্যায় ?

সন্দেহ কী ?

সুতরাং যে মানুষরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের প্রয়োজনের তাগিদই তাদের ন্যায়হীন করে ?

সেটাই ফল বটে।

কিন্তু গায়ক কী তার কলার সাহায্যে মানুষদের সঙ্গীত-বিদ্বেষ্টা করতে পারে ?

আলবৎ পারে না।

অথবা ঘোড়সওয়ার তার কলার সাহায্যে তাদের খারাপ ঘোড়সওয়ার করতে পারে ?

অসম্ভব।

আর ন্যায়বান্ কী ন্যায়ের সাহায্যে মানুষদের ন্যায়হীন করতে পারে, অথবা সাধারণ ভাবে বলতে গেলে শুভকারীরা কী ধর্মের সাহায্যে তাদের খারাপ করতে পারে ?

নিঃসন্দিগ্ধ হও, পারে না।

যেমন এ হয় না যে তাপ শৈত্য উৎপাদন করতে পারে ?

পারে না।

অথবা অনাবৃষ্টি, আর্দ্রতা ?

স্পষ্টই না।

শুভকারী কারুর অনিষ্ট করতে পারে না ?

অসম্ভব।

আর ন্যায়বান্ হল শুভকারী ?

আলবৎ।

তা হলে একজন বন্ধুকে অথবা অন্য কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কোন ন্যায়বান্ মানুষের কর্ম নয়, কিন্তু বিপরীতের কর্ম, সেই-ই ন্যায়হীন ?

সোক্রাতেস্, আমি মনে করি, তুমি যা বলছ তা সম্পূর্ণ সত্য।

সুতরাং, যদি কোন লোক বলে যে ন্যায় অন্তর্গত হয়ে আছে ঋণগুলি পরিশোধের মধ্যে, শুভ হল সেই ঋণ যা কোন মানুষ তার বন্ধুদের কাছে ধারে, আর অশুভ হল সেই ঋণ যা সে তার শত্রুদের কাছে ধারে—তবে এটা বলা বিজ্ঞজনোচিত নয়; কারণ, যদি আগে যা পরিষ্কার ভাবে দেখান হয়েছে, অন্যকে আঘাত করা কোন ক্ষেত্রেই ন্যায্য হতে পারে না, তা ঠিক হয়, তবে এটা সত্য নয়।

পলেমার্খস্ বললেন: আমি তোমার সাথে একমত।

তাহলে যে এই রকম এক উক্তিকে সিমোনিদেসের বা বিয়াসের বা পিত্তাকসের বা অন্য কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির বা সত্যদ্রষ্টার বলে চালাতে চায়, তুমি আর আমি তার বিরুদ্ধে শস্ত্র গ্রহণ করতে তৈরি আছি?

তিনি বললেন: তোমার পাশে থেকে যুদ্ধ করতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।

আমি কী তোমাকে বলব, উক্তিটি কার বলে আমি বিশ্বাস করি?

কার?

আমার বিশ্বাস, পেরিয়ান্দ্রস্ বা পের্দিক্কস্ বা ক্সেরক্সেস্ বা থেবে-বাসী ইস্‌মেলিয়াস্ বা অন্য কোন ধনী ও পরাক্রমশালী মানুষ, যার নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে খুব উঁচু একটা ধারণা ছিল, প্রথম বলেছিল যে 'ন্যায় হচ্ছে তোমার বন্ধুদের উপকার ও শত্রুদের অপকার করা।'

তিনি বললেন: অতীব সত্য।

আমি বললাম: হাঁ; কিন্তু যদি ন্যায়ের এই সংজ্ঞাও ভেঙ্গে পড়ে, তবে অন্য কোন্‌টা দেওয়া যেতে পারে?

আলোচনার গতিপথে থ্রাস্যমাখস্ তর্কটা নিজের হাতে নেবার চেষ্টা কয়েক বার করেছিলেন, আর দলের বাকীরা তাঁকে নিরস্ত করেছিলেন, তাঁরা শেষ কথাটা শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন পলেমার্খস্ আর আমার কথা ফুরাল আর একটা যতি এল, তখন তিনি আর ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না; আর, নিজেকে সংহত করে বুনো একটা জন্তুর মত আমাদের দিকে তেড়ে এলেন যেন আমাদের গিলে খাবেন। তাঁকে দেখে আমরা সম্পূর্ণ সন্ত্রস্ত হয়েছিলাম।

তিনি সমগ্র দলের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠলেন: সোক্রাতেস্, তোমাদের কী আহাম্মকিতে পেয়েছে? কেন তোমরা বোকা ছাগলের মত মাথা নিচু করে একে অন্যকে গুঁতোচ্ছ? আমি বলি যে, যদি তুমি বাস্তবিক জানতে চাও ন্যায় কী, তবে তমি শুধু জিজ্ঞাসাই করবে না, কিন্তু

উত্তরটাও দেবে, আর এক প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করেছ বলে তোমার নিজের জন্য সম্মান চাওয়া তোমার উচিত হবে না, কিন্তু তোমার নিজের উত্তর ঠিক করে রাখ; কারণ এমন অনেকে আছে যারা প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু উত্তর দিতে পারে না। আর এখন আমি তোমাকে কিছুতেই বলতে দেব না যে, ন্যায় হচ্ছে কর্তব্য বা সুবিধা বা মুনাফা বা লাভ বা স্বার্থ সাধক, কারণ এই ধরণের বাজে কথায় আমার চিঁড়ে ভিজবে না; পরিচ্ছন্নতা ও নির্ভুলতা আমার চাই-ই।

আমি তাঁর কথা শুনে সন্ত্রস্ত হলাম, আর না কেঁপে তাঁর দিকে তাকাতে পারলাম না। বাস্তবিক, আমি বিশ্বাস করি যে যদি আমি আমার দুই চোখ তাঁর উপর স্থির নিবদ্ধ না রাখতাম তবে আমি বোবা বনে যেতাম; কিন্তু যখন আমি দেখলাম তাঁর রাগ বাড়ছে, তখন আমি প্রথমে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম, আর সেই কারণে তাঁকে উত্তর দিতে সমর্থ হলাম।

একটু কাঁপা গলায় আমি বললাম: থ্রাস্যুমাখস্, আমাদের উপর কঠোর হয়ো না। পলেমার্খস্ আর আমি বিতর্কে সামান্য ভুলের দোষে দোষী হতে পারি, কিন্তু নিশ্চয় জেনো ভুলটা ইচ্ছাকৃত নয়। যদি আমরা এক টুকরা সোনার খোঁজে থাকতাম, তাহলে তুমি কল্পনা করতে না যে আমরা 'মাথা নিচু করে একে অন্যকে গুঁতোচ্ছি' আর ঐ ভাবে সেটা পাবার সুযোগ হারাচ্ছি। আর যখন আমরা ন্যায়ের খোঁজে আছি, যা অনেক টুকরা সোনার চেয়েও মূল্যবান্, তখন কেন তুমি বলছ যে আমরা দুর্বল ভাবে একে অন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করছি, আর সত্যে পৌঁছাবার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করছি না? নাগো বন্ধু, শুধু তাই নয়, আমরা তা করতে সব চেয়ে বেশি ইচ্ছুক ও ব্যগ্র, কিন্তু ঘটনা এই যে, আমরা পারছি না। আর যদি তা হয়, তবে তোমার মত লোকেরা যারা সব জিনিস জান, তোমাদের উচিত আমাদেরকে করুণা করা আর আমাদের উপর রাগ না করা।

তিনি এক তিক্ত হাসি হেসে উত্তর করলেন: কী রকম সোক্রাতেসের মত কথা! ঐ হল তোমার শ্লেষাত্মক ভঙ্গী। আমি কী আগেভাগে জানতাম না যে—আমি তোমাদের ইতিমধ্যেই বলিনি কী যে, তাকে যাই জিজ্ঞাসা করা যাক সে উত্তর দিতে অস্বীকার করবে, আর শ্লেষ বা অন্য কোন ছলচাতুরীর চেষ্টা করবে, যেন সে উত্তর দেওয়াটা এড়াতে পারে।

আমি উত্তর করলাম: থ্রাস্যুমাখস্, তুমি একজন দার্শনিক, আর তুমি ভাল করে জান যে যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর কোন্ কোন্ সংখ্যার গুণফল বার হয়, আর যাকে জিজ্ঞাসা করছ তাকে বারণ করে দিতে বল নাও যে, সে উত্তর দিতে পারবে না যে দ্বিগুণ ছয়, বা তিনগুণ চার,

বা ছয়গুণ দুই, বা চারগুণ তিন, বার হয়, 'কারণ ঐ ধরণের বাজে কথায় আমায় চিঁড়ে ভিজবে না',—তবে স্পষ্টই বুঝা যায়, যদি তোমার প্রশ্ন বারংবার ধরণ হয় এই, তাহলে কেউ তোমাকে উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু মনে কর যেন সে পাল্টা উত্তর দিল: 'থ্রাস্যুমাখস্ খোলসা করে বল তোমার কথার মানে কী? এই সংখ্যাগুলি তুমি নিষিদ্ধ করলে, একটিও যদি প্রশ্নের সত্য উত্তর হয়, তবে আমাকে কী মিথ্যা করে অন্য কোন সংখ্যা বলতে হবে যা নির্ভুল সংখ্যা নয়? —এই কী তোমার মানে?' —তুমি তাকে কী ভাবে উত্তর দেবে?

তিনি বললেন: ঠিক যেন দুটা দৃষ্টান্ত আদৌ এক রকম!

আমি উত্তর করলাম: কেন তারা এক রকম হবে না? আর এমন কি যদি তারা না হয়, কিন্তু যে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয় তার কাছে বাইরে থেকে মনে হয় শুধু সেই রকম, তবে যে যা ভাবে তা কী তার বলা উচিত নয়, তুমি আর আমি তাকে বারণ করলেই বা কী না করলেই বা কী।

তাহলে আমি অনুমান করি যে তুমি নিষিদ্ধ উত্তরগুলির একটি দিতে যাচ্ছ?

যদি অভয় দাও ত বলি যে, গভীর চিন্তার পর যদি ওগুলির কোনটি সমর্থন করি তবে বিপদ ঘটলেও হয়ত দেব।

তিনি বললেন: কিন্তু যদি এগুলির যে কোনটির থেকে আলাদা আর উৎকৃষ্টতর একটি উত্তর আমি ন্যায় সম্বন্ধে দিতে পারি, তবে কী হয়? তোমার প্রতি কী আচরণ করা উপযুক্ত হয়?

আমার প্রতি?—অজ্ঞের যা শোভন, আমি তা করব, আমি নিশ্চয় জ্ঞানীর কাছে শিখব—আমার প্রতি সেই আচরণ করা উপযুক্ত হবে।

বা: বেশ মজার কথা ত: শিক্ষালাভ যে করবে তাকে দক্ষিণা দিতে হবে না!

আমি উত্তর করলাম: যখন আমার টাকা থাকবে, তখন আমি নিশ্চয় শোধ করব।

গ্লাউকোন্ বললেন: কিন্তু তোমার আছে, সোক্রাতেস্, আর তুমি থ্রাস্যুমাখস্, টাকা সম্বন্ধে তোমার উদ্বেগের কোন কারণ নেই, কারণ আমরা সকলে মিলে সোক্রাতেসের জন্য চাঁদা তুলে দেব।

তিনি উত্তর করলেন: হাঁ; আর তারপর সোক্রাতেস্ সর্বদা যা করে তাই করবে—নিজের কোন উত্তর দিতে অস্বীকার করবে, কিন্তু অন্য কারুর উত্তর নেবে আর টানাটানি করে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবে।

আমি বললাম : কেন হে বন্ধুবর, যে কিছু না জানে, আর যে বলে সে কিছু জানে না, এ রকম কেউ কী করে উত্তর দেবে ; এমন কি যদি তার নিজের কতক অস্পষ্ট ধারণা থাকে, আর কোন কর্তাব্যক্তি তাকে বলে যে সে সেগুলি উচ্চারণ করবে না, তবে ? স্বাভাবিক জিনিস হল এই যে, বক্তা তোমার মত কেউ হওয়া উচিত যে জানে বলে স্বীকার করে আর বলতে পারে কী সে জানে। সুতরাং সঙ্গীদলের ও আমার মানসিক উন্নতির জন্য তুমি কী দয়া করে উত্তরটা দেবে ?

গ্লাউকোন্ ও দলের অন্যরা আমার অনুরোধের সঙ্গে যোগ দিলেন আর থ্রাস্যুমাখস্, যে কেউ দেখতে পেত, বস্তুত কথা বলতে ব্যগ্র হয়েছিলেন ; কারণ তিনি ভেবেছিলেন তাঁর কাছে চমৎকার এক উত্তর আছে, আর তিনি নিজে খ্যাতি লাভ করবেন। কিন্তু তিনি প্রথমত ভাণ করলেন, আমাকে উত্তর দেওয়াবার জন্য যেন জেদ করছেন ; অবশেষে তিনি শুরু করতে সম্মত হলেন। তিনি বললেন : দেখ দেখ, সোক্রাতেসের বিজ্ঞতা ; তিনি নিজেকে শেখাতে নারাজ, আর অন্যদের কাছে শিখবার জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়ান, আর সেই অন্যদেরকে তিনি কখনও 'তোমাকে ধন্যবাদ' পর্যন্ত বলেন না।

আমি উত্তর করলাম : আমি যে অন্যান্যদের কাছ থেকে শিখি তা সম্পূর্ণ সত্য : কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞ, এটা আমি অস্বীকার করি পুরাপুরি। টাকা-পয়সা আমার কিছুই নেই, আর তাই প্রশংসায় আমি শোধ করি। প্রশংসাই হল আমার যা আছে সব : আর ভাল বলছে বলে যাকে আমার মনে হয়, সে যেই হোক, তাকে প্রশংসা করতে আমি কী রকম প্রস্তুত, তুমি তা অচিরে দেখতে পাবে, যখন তুমি উত্তর দাও ; কারণ আমার ভরসা আছে যে তুমি ভাল উত্তর দেবে।

তিনি বললেন : মনোযোগ দিয়ে শোন তবে ; আমি ঘোষণা করছি যে বলবত্তরের স্বার্থসাধন ছাড়া ন্যায় আর কিছু নয়। আর এখন কেন তুমি আমাকে প্রশংসা করছ না ? কিন্তু তুমি করবে না অবশ্য।

আমি উত্তর করলাম : আমাকে প্রথমে তোমায় বুঝতে দাও। ন্যায়, তুমি যেমন বলছ, বলবত্তরের স্বার্থ। থ্রাস্যুমাখস্, কী এর মানে ? তোমার বলার মানে এ হতে পারে না যে, পালোয়ান পল্যুদামাস্ আমাদের চেয়ে বেশি বলবান্ বলে, আর গোমাংস ভক্ষণ তার দৈহিক শক্তির বর্ধক বলে, আমরা যারা তার চেয়ে দুর্বল, গোমাংস খাওয়া আমাদের পক্ষে সমান শুভকর আর সঙ্গত আর ন্যায্য হবে ?

সোক্রাতেস্, কী লজ্জার কথা ! তুমি আমার কথাগুলিকে সেই অর্থে নিচ্ছ যে অর্থ আমার বিতর্ককে সব চেয়ে বিকৃত করতে পারে।

আমি বললাম : একেবারেই না, প্রিয় মশাই ; আমি ওগুলিকে বুঝবার চেষ্টা করছি ; আমার ইচ্ছা, তুমি আরও একটু পরিষ্কার করে বল।

তিনি বললেন : আচ্ছা, তুমি কী শোননি সরকারের আকারগুলি নানা রকম হয়? তুমি কী জান না, নগর ভেদে কোথাও স্বৈর শাসন, কোথাও জনগণ-শাসন আবার কোথাও অভিজাত সম্প্রদায় (মান্য) শাসন প্রচলিত হয়?

হাঁ, আমি জানি।

আর প্রত্যেক রাষ্ট্রে সরকার হচ্ছে ক্ষমতাসীন শক্তি?

নিশ্চিত।

আর আকার অনুযায়ী সরকারগুলি তাদের পৃথক পৃথক স্বার্থ সাধনের জন্য আইন তৈরি করে, কোনটা জনগণতান্ত্রিক, কোনটা স্বৈরতান্ত্রিক ; আর তাদের দ্বারা তৈরি এই সব আইন তাদের স্বার্থে রচিত হয়, এগুলি হল ন্যায় যা তারা তাদের প্রজাদের হাতে তুলে দেয়, আর যে সেগুলি লংঘন করে তাকে আইনভঙ্গকারী আর ন্যায়হীন বলে দণ্ড বিধান করে। আর ঐ হল আমার মানে যখন আমি বলি যে সকল রাষ্ট্রে ন্যায়ের একই নীতি বর্তমান, তা হল সরকারের স্বার্থ ; আর এটা অনুমান করে নিতেই হবে যে সরকারের ক্ষমতা আছে ; তাই একমাত্র যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল সর্বত্র ন্যায়ের একটি নীতিই কাজ করে, তা হল বলবত্তরের স্বার্থ।

আমি বললাম : এখন আমি তোমাকে বুঝছি ; আর তুমি নির্ভুল না ভুল, আমি তা আবিষ্কার করতে প্রয়াস পাব। কিন্তু আমাকে মন্তব্য করতে দাও যে, ন্যায়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তুমি নিজে 'স্বার্থ' শব্দটা ব্যবহার করেছ, ওটা ব্যবহার করতে তুমিই আমাকে বারণ করেছিলে। কিন্তু এটা সত্য যে তোমার সংজ্ঞায় 'বলবত্তরের' শব্দটা যুক্ত হয়েছে।

তিনি বললেন : সামান্য একটা যোগ, তোমাকে মেনে নিতে হবে।

ছোট না বড়, তা নিয়ে মাথা ঘামিও না : প্রথমে আমাদের অনুসন্ধান করতেই হবে তুমি যা বলছ তা সত্য কি না। এখন আমরা উভয়ে একমত যে ন্যায় হল কোন ধরণের স্বার্থ, কিন্তু তুমি ওখানে থামলে না, বললে 'বলবত্তরের' ; এই যোগ সম্বন্ধে আমি তত নিশ্চিত নই, আর তাই আরও বিবেচনা করতেই হবে।

এগোও!

এগুবই ; আর প্রথমে আমাকে বল, তুমি কী স্বীকার কর যে, প্রজাদের পক্ষে তাদের শাসকদের কথায় বাধ্য হওয়া ন্যায়?

আমি করি।

কিন্তু রাষ্ট্রগুলির শাসকরা কী ব্যতিক্রমহীন ভাবে অভ্রান্ত ? অথবা তারা কী কখনও কখনও ভ্রমের বশবর্তী হয় ?

তিনি উত্তর করলেন : ভুল নেই, তারা ভ্রমের বশবর্তী হয়।

সুতরাং তাদের আইনগুলি তৈরি করবার বেলায় তারা সেগুলিকে কোন কোন সময়ে নির্ভুলভাবে তৈরি করতে পারে আর কোন কোন সময়ে পারে না ?

সত্য।

যখন তারা সেগুলি নির্ভুল ভাবে তৈরি করে, তখন তারা তাদের স্বার্থের উপযোগী করে সেগুলি তৈরি করে ; যখন তারা ভুল করে, তখন তাদের স্বার্থের বিপরীত করে সেগুলি তৈরি করে ; তুমি সেটা স্বীকার কর ?

হাঁ।

আর তারা যে আইনগুলি তৈরি করে সেগুলি তাদের প্রজাদের মানতেই হবে—আর ঐ হল যাকে তুমি বল ন্যায় ?

সন্দেহাতীত।

সুতরাং ন্যায়, তোমার তর্ক অনুসারে, বলবত্তরের স্বার্থকে শুধু মান্য করা নয়, কিন্তু উল্টা ?

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি যেটার কথা বলছ, সেটা কী ?

আমি তোমার কথারই পুনরুক্তি করছি বলে আমার বিশ্বাস। বিষয়টি আর একটু তলিয়ে দেখা যাক। আমরা কী স্বীকার করি নি যে, শাসকরা হুকুম করতে গিয়ে নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে ভুল করতে পারে ? আরও স্বীকার করি নি যে তাঁদের কথা মান্য করা হচ্ছে ন্যায় ? সেটা কী স্বীকার করা হয় নি ?

হাঁ।

তাহলে একথাও তুমি নিশ্চয় স্বীকার করে থাকবে যে যখন শাসকরা অনিচ্ছাপূর্বক এমন সব জিনিস করবার হুকুম দেয় যেগুলি তাদের নিজেদের পক্ষে হানিকর, তখন ন্যায় বলবত্তরের স্বার্থ সাধন করে না। কারণ এই যদি তোমার কথা হয় যে ন্যায় হল প্রজা তাদের হুকুমের প্রতি যে মান্যতা দেখায় সেই মান্যতা, তবে সে ক্ষেত্রে, ওহে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মানব, এই সিদ্ধান্ত থেকে পার পাবার কোন উপায় আছে কী যে দুর্বলতরদের হুকুম দেওয়া হয় তা করতে নয় যা বলবত্তরদের ইষ্ট পূরণ করে, কিন্তু তা করতে যা বলবত্তরদের হানি করে ?

পলেমার্খস্ বললেন : এর চেয়ে বেশি পরিষ্কার আর কিছু হতে পারে না, সোক্রাতেস্।

মাঝখানে ক্লিতফোন্ বললেন্ : যদি তুমি তাঁর সাক্ষী হবার অনুমতি পাও। ·

পলেমার্খস্ বললেন: কোন সাক্ষীর দরকার নেই, কারণ থ্রাস্যুমাখস্ নিজে স্বীকার করেন যে, শাসকরা কখনও কখনও তাই হুকুম করতে পারে যা তাদের ইষ্টপূর্তির সহায়ক নয়, আর প্রজাদের সেগুলি মান্য করা হল ন্যায়।

হাঁ, পলেমার্খস্,—থ্রাস্যুমাখস্ বলেছিলেন যে তাদের শাসকরা যা যা করতে হুকুম দেয় তা প্রজাদের পক্ষে ন্যায্য।

হাঁ, ক্লিতফোন্, কিন্তু তিনি এও বলেছিলেন যে ন্যায় হল বলবত্তরের স্বার্থ, আর, এই উভয় প্রস্তাবনা যখন স্বীকার করছিলেন, তখন তিনি আরও মেনে নিয়েছিলেন যে বলবত্তর দুর্বলতরদের, তার প্রজাদের, তা করতে হুকুম দিতে পারে যা তার নিজের স্বার্থের পূরক নয়; এ কথার অনুসরণ করে বলা যায় যে ন্যায় বলবত্তরের যতটা ইষ্ট ততটা অনিষ্টও বটে।

বললেন ক্লিতফোন্ : তিনি বলবত্তরের স্বার্থের মানে করেছেন বলবত্তর যা তার স্বার্থ বলে ভেবেছিল,—দুর্বলতরদের যা করতে হয়, এই ছিল তা; আর এটাকেই তিনি জোর দিয়ে ন্যায় বলেছেন।

পলেমার্খস্ উত্তর করলেন: এগুলি তাঁর কথা নয়।

আমি উত্তর করলাম: ও নিয়ে মাথা ঘামিও না; যদি তিনি এখন বলেন, এগুলি তাঁর কথা তবে আমরা তাঁর বিবৃতি গ্রহণ করি।

আমি বললাম : থ্রাস্যুমাখস্, বল আমাকে, ন্যায় কথাটার মানে কী তুমি করেছিলে, বলবত্তর যা তার স্বার্থ বলে মনে করেছিল, সেটা সত্যি সত্যি তা হোক বা না হোক?

তিনি বললেন: আলবৎ নয়। তুমি কী কল্পনা কর, যে ভুল করেছে, যখন সে ভুল করেছে সেই সময়ে, আমি তাকে বলবত্তর আখ্যা দি?

আমি বললাম: হাঁ, আমার ধারণা ছিল যে যখন তুমি স্বীকার করেছিলে যে শাসক অভ্রান্ত নয়, কিন্তু কোন কোন সময়ে তার ভুল হতে পারে, তখন তুমি সে রকম করেছিলে।

সোক্রাতেস্, তুমি গোয়েন্দার মত তর্ক করছ। তুমি কী মানে করছ, ধর, রোগীর সম্বন্ধে যে ভুল করেছে সে ঐ ভুল করার সময়ে চিকিৎসক থাকে? অথবা যে পাটিগণিতে বা ব্যাকরণে ভুল করে সে যে সময়ে ভুলটা করছে, সে সময়ে ঐ ভুলের সম্পর্কে একজন গাণিতিক বা বৈয়াকরণ? সত্য, আমরা কথায় বলি যে চিকিৎসক অথবা পাটিগাণিতিক

অথবা বৈয়াকরণ একটা ভুল করেছে, কিন্তু এটা শুধু কথা বলার একটা ধরণ মাত্র ; কারণ ঘটনা এই যে, তার নামে যা বুঝায় সে তাই থাকা পর্যন্ত না বৈয়াকরণ না অন্য কোন কৌশলী ব্যক্তি কখনও কোন ভুল করে ; তারা, তাদের কেউ, ভুল করে না যদি না তাদের কুশলতা তাদের ত্যাগ করে, আর তারা আর কুশলী শিল্পী না থাকে। কোন কলা-কুশলী অথবা প্রাজ্ঞ অথবা শাসক সেই সময়ে ভুল করে না যে সময়ে সে তার নাম যা বুঝায় তা থাকে, যদিও সে ভুল করেছে বলে সাধারণভাবে বলা হয় ; আর আমি বলার প্রচলিত ধরণ অবলম্বন করেছিলাম। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ হবার জন্য, কেন না তুমি যখন শুদ্ধতার এত বড় একজন অনুরাগী, তখন আমাদের বলা উচিত যে, শাসক, শাসক থাকা অবস্থায়, ভ্রান্তিহীন, আর ভ্রান্তিহীন হওয়ায়, সর্বদা সেই হুকুম দেয় যা তার নিজের স্বার্থের পরিপোষক ; আর প্রজার কর্তব্য, হুকুমগুলি তামিল করা ; আর অতএব আমি প্রথমে যেমন বলেছিলাম, আর এখন পুনরাবৃত্তি করছি, ন্যায় হল বলবত্তরের স্বার্থ।

বাস্তবিক, থ্রাস্যুমাখস্, আর সত্যি কী তোমার কাছে আমি একজন গোয়েন্দার মত তর্ক করছি বলে তোমার মনে হয় ?

তিনি উত্তর করলেন : আলবৎ।

আর তুমি কী মনে কর তোমাকে লাঞ্ছিত করার বদ মতলবে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম ?

তিনি উত্তর করলেন : 'মনে করা' নয়—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ; কিন্তু তুমি ধরা পড়ে যাবে, আর সু-তর্কের জোরে তুমি কখনও প্রাধান্য পাবে না।

হে বন্ধুবর, আমি ঐ চেষ্টা করব না ; কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি যাতে না হয়, সেজন্য আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, (তুমি একজন শাসক বা বলবত্তরের কথা বলছিলে, বলছিলে যেহেতু সে শ্রেষ্ঠ সেহেতু তার স্বার্থ সে নিকৃষ্ট কাজে পরিণত করবে, তাই ন্যায্য, তুমি কোন্ অর্থে শাসক বা বলবত্তরের কথা বলছিলে—সে কী শব্দটার চালু অর্থে না সংকীর্ণ অর্থে শাসক ?)

তিনি বললেন : (সকল অর্থের মধ্যে সংকীর্ণতম অর্থে।) আর যদি তুমি পার, তবে এখন ফাঁকি দাও, আর ভাল গোয়েন্দাগিরি কর ; তোমার কাছে কোন করুণা ভিক্ষা করছি না। কিন্তু তুমি কখনও পারবে না, কখনও না।

আমি বললাম : কেন, তুমি কী মনে কর আমি এমনই উন্মাদ যে

প্রাস্ত্যবাধসের ওপর যাদুর খেল দেখাব। তার চেয়ে বরং সিংহের শ্মশ্রু কর্তনের চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তিনি বললেন : কেন, তুমি ত এক মিনিট আগে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছ।

আমি বললাম : ভদ্রতা ঢের হয়েছে। আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, সেটাই বেশি ভাল হবে : (তুমি যে সংকীর্ণ মানের কথা বলেছ সেই মানে গ্রহণ করে বল, চিকিৎসক রোগ সারাবে না টাকা করবে ?) আর মনে রেখ, আমি এখন সত্য চিকিৎসকের কথা বলছি।

তিনি বললেন : রোগ সারাবে।

আর কর্ণধার—অর্থাৎ বলি সত্য কর্ণধার—সে কী খালাসিদের দলপতি, না একজন খালাসি মাত্র ?

খালাসিদের দলপতি।

সে যে জাহাজে যাত্রা করে, সেটা ঘটনা হিসাবে ধরবার দরকার নেই ; তাকে খালাসি বলাও চলে না ; কর্ণধার নামে সে খ্যাত, তার সঙ্গে সমুদ্র-যাত্রার কিছুই করবার নেই, কিন্তু তার কুশলতার আর খালাসিদের উপর তার কর্তৃত্বের তাৎপর্য ঢের।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

আমি বললাম : এখন প্রত্যেক কলার একটা স্বার্থ আছে ?

আলবৎ।

তার জন্য ঐ কলাকে বিবেচনা আর ব্যবস্থা করতে হয় ?

হাঁ, কলার তাই লক্ষ্য।

(আর প্রত্যেক কলার স্বার্থ হল তাকে নিখুঁত ও সহজলভ্য করা)—এই, আর এ বই কিছু নয় ?

তুমি কী বলতে চাও ?

আমি যা বলতে চাই তা দেহের দৃষ্টান্ত দিয়ে নঞাত্মকভাবে স্পষ্টীকৃত করতে পারি। মনে কর তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে দেহটা স্বয়ং-পর্যাপ্ত না অভাব আছে ? আমার উত্তর হবে : দেহের নিশ্চয়ই অভাব আছে ; কারণ দেহ অসুস্থ হতে পারে আর তাকে নীরোগ করা দরকার হতে পারে, আর অতএব তার স্বার্থগুলি রয়েছে, সেগুলির সিদ্ধির জন্য ওষুধের কলা কাজ করে ; আর এই হল ওষুধের প্রথম উৎপত্তি ও অভিপ্রায়, এটা তুমি স্বীকার করবে। আমি কী ঠিক বলি নি ?

তিনি উত্তর করলেন : সম্পূর্ণ ঠিক।

কিন্তু ওষুধের কলা অথবা অন্য কোন কলা কী দোষযুক্ত অথবা কোন গুণে খাটো হয় সেই একই ভাবে যে ভাবে চোখ দৃষ্টিতে খাটো হতে পারে, অথবা কাণ না শুনতে পারে, আর তাই শুনবার আর দেখবার স্বার্থগুলির জন্য ব্যবস্থা করতে অন্য একটা কলাকে চায় ?—আমি বলি, কলার নিজের কী দোষযুক্ত বা খাটো হওয়ার অনুরূপ কোন প্রবণতা আছে, আর প্রত্যেক কলার কী নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্য এক অতিরিক্ত কলার দরকার হয়, তার আবার আর একটা, আর একটা, আর এই ভাবে চলবে, শেষ নেই ? অথবা কলাগুলির কী শুধু তাদের নিজেদের স্বার্থই দেখতে হবে ? অথবা তাদের কী নিজেদেরকে বা অন্য কাউকে দরকার নেই ?—কোন দোষ বা ত্রুটি না থাকায়, সেগুলি সংশোধন করবার তাদের কোন প্রয়োজন নেই, তা নিজেদের কলা প্রয়োগ করে হোক বা অন্যদের কলা প্রয়োগ করে হোক ; তাদের দরকার শুধু নিজেদের বিষয়-বস্তুর স্বার্থ বিবেচনা করা। কারণ যতক্ষণ খাঁটি থাকে,—অর্থাৎ বলা যায় যতক্ষণ নিখুঁত আর অক্ষত থাকে—ততক্ষণ প্রত্যেক কলা নির্মল আর দোষহীন। কথাগুলি তোমার সুনিশ্চিত অর্থে নাও, আর বল আমাকে আমি নির্ভুল কি না।

হাঁ, স্পষ্টত।

(তাহলে চিকিৎসা-শাস্ত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রের স্বার্থ দেখে না, দেহের স্বার্থ দেখে ?)

তিনি বললেন : সত্য।

ঘোড়সওয়ার-গিরির কলাও ঘোড়সওয়ার-গিরি কলার স্বার্থগুলি দেখে না. কিন্তু ঘোড়ার স্বার্থগুলি দেখে ; অন্য কলাগুলিও নিজেদের যত্ন নেয় না, কারণ তাদের কোন প্রয়োজন নেই ; তারা শুধু তার যত্ন নেয় যা তাদের কলার বিষয়।

তিনি বললেন : সত্য।

কিন্তু থ্রাস্যুমাখস্, কলাগুলি অবশ্যই তাদের নিজেদের প্রজাদের গুরুজন আর শাসক ?

বেশ খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে এটিতে তিনি সম্মতি দিলেন।

আমি বললাম : (সুতরাং কোন বিজ্ঞান বা কলা বলবত্তরের বা গুরুজনের স্বার্থ বিবেচনা বা বিধান করে না, কিন্তু শুধু প্রজার আর দুর্বলতরের ?)

তিনি এই প্রতিজ্ঞারও বিরোধিতা করতে একটা চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষ অবধি সায় দিলেন।

আমি বলতে থাকলাম : যতক্ষণ সে একজন চিকিৎসক, সে যে ব্যবস্থা-

পত্র তৈরি করে তাতে নিজের কী শুভ হবে তা ভাবে না, তার রোগীর কিসে শুভ হবে তা ভাবে, কারণ সত্য চিকিৎসক মানব-দেহকে প্রজারূপে পাওয়ায় তার শাসকও হয় বটে, শুধু একজন অর্থ উপার্জক নয় ; সেটা স্বীকৃত হয়েছে ?

হাঁ।

আর অনুরূপ ভাবে কর্ণধার, শব্দটার সংকীর্ণ অর্থ, খালাসিদের শাসক. শুধু একজন খালাসি নয় ?

সেটা স্বীকৃত হয়েছে।

আর এই রকম কর্ণধার ও শাসক তার অধীনস্থ খালাসির স্বার্থের, তার নিজের বা শাসকের স্বার্থে নয়, সংস্থান আর ব্যবস্থা করবে ?

তিনি এক অনিচ্ছুক 'হাঁ' দিলেন।

আমি বললাম : সুতরাং থ্রাসুম্যাখস্, কোন প্রকার শাসন কার্যে এমন কেউ নেই যে, সে শাসক এই কারণে, তার বিবেচনা ও ব্যবস্থা করে যা তার স্বার্থের সহায়ক, কিন্তু সর্বদা তাই করে যা তার প্রজার স্বার্থের সহায়ক অথবা তার কলার উপযোগী ; সে দিকে সে তাকায় ; আর যা বলে, তাতে, আর তার সব কাজে, সে শুধু তাই বিবেচনা করে ।

আমরা যখন আমাদের বিতর্কে এই বিন্দুতে এলাম, আর প্রত্যেকে দেখল যে ন্যায়ের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে, তখন, থ্রাসুম্যাখস্, আমাকে উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে বললেন : সোক্রাতেস্, বলত, তোমার কী ধাত্রী আছে ?

আমি বললাম : কেন এ রকম একটা প্রশ্ন করছ, যখন তোমার উচিত বরং আমাকে উত্তর দেওয়া ?

কারণ সে তোমাকে নাক দিয়ে সর্দি ঝরা অবস্থায় ছেড়ে দেয়, কখনও নাক মুছে দেয় না : এমন কি সে তোমায় শেখায় নি কী করে মেষ থেকে মেষ-পালকে আলাদা করতে হয়।

আমি উত্তর করলাম : কী সে জিনিস যা তোমাকে ও-কথা বলাল ?

কারণ, তুমি কল্পনা কর যে মেষ-পাল অথবা রাখাল মেষ বা ষাঁড়কে মোটা করে অথবা পোষে তাদের শুভ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে, আর নিজের বা তার মনিবের শুভ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয় ; আর তুমি আরও অনুমান কর যে রাষ্ট্রগুলির শাসকরা, যদি তারা সত্য শাসক হয়, তবে, তাদের প্রজাদের কখনও মেষ বলে মনে করে না, আর তারা দিনরাত তাদের নিজেদের সুবিধা খুঁজে বেড়ায় না। ওহে না ; আর

তুমি ন্যায়বান্ আর ন্যায়হীন সম্বন্ধে তোমার কল্পনাগুলিতে এত সম্পূর্ণ ভুল পথে চলে গেছ যে এটা পর্যন্ত জান না (যে ন্যায় আর ন্যায়বান্ হল বস্তুত অন্যের শুভ ; অর্থাৎ বলা চলে, শাসক আর বলবত্তরের স্বার্থ, আর প্রজা আর ভৃত্যের ক্ষতি ; আর অন্যায় বিপরীত ; কারণ সত্যি সত্যি যে সরল আর ন্যায়বান্, তার উপর প্রভু হয়ে বসে ন্যায়হীন ; সে বলবত্তর, আর তার প্রজারা তার স্বার্থের জন্য কাজ করে, তার সুখকে বাড়ায়, সেটা তাদের নিজেদের সুখ নয়, তা থেকে বহু দূরে।) ওহে চরম নির্বোধ সোক্রাতেস্, তুমি এটাও চিন্তা কোর যে, (ন্যায়হীনের তুলনায় ন্যায়বান্ সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বপ্রথম বেসরকারী চুক্তিগুলিতে : যেখানেই ন্যায়হীন ন্যায়বানের অংশিদার, সেখানে তুমি দেখতে পাবে যে, যখন অংশিদারিত্ব ভেঙ্গে যায়, তখন ন্যায়হীন মানুষের সর্বদা বেশি আর ন্যারবানের কম থাকে। দ্বিতীয়ত, তাদের রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবহারে : যখন আয়-কর বসে, তখন একই পরিমাণ আয়ের উপর ন্যায়বান্ মানুষ বেশি আর ন্যায়হীন কম কর দেবে ; আর যখন পাবার কিছু থাকে তখন একজন কিছুই লাভ করে না আর অপরে অনেক পায়।) আরও লক্ষ্য কর যখন তারা কোন পদ গ্রহণ করে তখন কী ঘটে ; ঐ ত ন্যায়বান্ মানুষ তার বিষয় আশয় অবহেলা করছে, আর হয়ত অন্যান্য ক্ষতি ভুগছে, আর সরকারের কাছ থেকে কিছুই পাচ্ছে না, কারণ সে ন্যায়বান্ ; অধিকন্তু বে-আইনী ভাবে তাদের সেবা করতে না চাওয়ায়, তার বন্ধুরা আর পরিচিতরা তাকে ঘৃণা করে। কিন্তু ন্যায়হীন মানুষের বেলায় এই সব উল্টে যায়। আগেও যা বলেছি বড় রকমের অন্যায়ের ক্ষেত্রে ন্যায়হীনের অনেক বেশি সুবিধা হয়ে থাকে। এটা আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে যদি সেই চূড়ান্ত অন্যায়ের দিকে নজর দাও যেখানে দুষ্কৃতিকারী সব চেয়ে বেশি সুখী লোক আর আর্তজন কিংবা যারা অন্যায় করতে নারাজ তারা সব চেয়ে দুঃখ পায়—অর্থাৎ স্বৈরশাসন যা ছলেবলে শুধু অংশ নয় সমস্ত সম্পত্তিই গ্রাস করে, তা সে সম্পত্তি পবিত্রই হোক আর অপবিত্রই হোক, ব্যক্তিগত হোক বা সাধারণের হোক। এই সব অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য, যদি সে একা এই কুকর্মগুলির যে কোন একটা করতে গিয়ে ধরা পড়ত, তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হত, আর সে ঘোর অপমান লাভ করত—যারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ রকম অপরাধ করে তাদের মন্দির-দস্যু, আর মানুষ-চোর, আর সিঁধেল চোর, আর জুয়াচোর, আর চোর আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু যখন কোন মানুষ নাগরিকদের টাকা পয়সা কেড়ে নেওয়া ছাড়া তাদেরকে দাসে পরিণত করে, তখন এই তিরস্কারের নামগুলির পরিবর্তে তাকে আখ্যা দেওয়া হয় সুখী ও

ধন্য, শুধু নাগরিকদের দ্বারা নয়, কিন্তু যারা যারা শোনে সে অন্যায়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে তাদের সকলের দ্বারাও। কারণ মানবজাতি অন্যায়কে নিন্দিত করে, এই ভয়ে যে তারা তার শিকার হতে পারে, আর এ কারণে নয় যে তারা অপরাধ অনুষ্ঠান করতে সঙ্কুচিত। আর সোক্রাতেস্, এই ভাবে আমি যেমন দেখালাম, (যখন পরিমাণে যথেষ্ট বড়, তখন ন্যায়ের চেয়ে অন্যায়ের বেশি শক্তি আর স্বাধীনতা আর প্রভুত্ব আছে; আর, আমি যেমন প্রথমে বলেছিলাম, ন্যায় হল বলবত্তরের স্বার্থ, অপর দিকে অন্যায় হল মানবের নিজের মুনাফা আর স্বার্থ।)

থ্রাস্যুমাখস্ যখন এ ভাবে কথা শেষ করলেন, তখন তাঁর চলে যাবার বাসনা ছিল। স্নানাগারিকের মত তিনি আমাদের কাণগুলিকে কথার তোড়ে ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু দল তাঁকে যেতে দিতে চাইল না; তারা জেদ করল যে তাঁকে থাকতে হবে আর নিজের স্থান রক্ষা করতে হবে; আর আমি নিজেও আমার বিনীত অনুরোধ যোগ করলাম যেন তিনি আমাদের ছেড়ে না যান। আমি তাঁকে বললাম: থ্রাস্যুমাখস্ হে চমৎকার মানব, কী ইঙ্গিতপূর্ণ তোমার মন্তব্যগুলি! আর তুমি কী ওগুলি সত্য কী সত্য নয় তা ভাল ভাবে শেখাবার বা জানাবার আগেই তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে চাইছ? আমরা কী ভাবে প্রত্যেকেই সর্বাধিক সাফল্যের সঙ্গে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারি,—জীবনের এই সমস্যার মীমাংসা তোমার কাছে এতই নগণ্য?

তিনি বললেন: আর আমি কী অনুসন্ধানের গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার থেকে আলাদা মত পোষণ করি?

আমি উত্তর করলাম: থ্রাস্যুমাখস্, দেখে মনে হয় আমাদের সম্বন্ধে তোমার কোন মায়া বা চিন্তা নেই—যা তুমি জ্ঞান বলে বলছ, তা না জানার দরুন আমরা উৎকৃষ্টতর অথবা নিকৃষ্টতর জীবন যাপন করি, তা তোমার কাছে উপেক্ষার ব্যাপার। তোমার কাছে প্রার্থনা করি, বন্ধু, তোমার জ্ঞান-ভাণ্ডার আর দয়া করে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখো না; আমরা একটা বড় দল; আর আমাদের যে উপকারই তুমি কর না কেন, তার জন্য প্রচুর পুরস্কার লাভ করবে। আমার নিজের দিক থেকে আমি খোলাখুলি ঘোষণা করছি যে আমার সন্দেহভঞ্জন হয়নি, আর আমি অন্যায়কে ন্যায়ের চেয়ে বেশি লাভজনক বলে বিশ্বাস করি না, এমন কি যদি বাধা দেওয়া না হয়, আর যা খুশি করবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবুও। ধরে নেই এমন এক অন্যায়কারী মানুষ থাকতে পারে যে ছলে বলে কৌশলে অন্যায় অনুষ্ঠান করতে সমর্থ, তথাপি অন্যায়ের উচ্চতর সুবিধা আছে,

সে সম্বন্ধে আমি স্থিরনিশ্চিত হব না, আর অন্যান্যরাও থাকতে পারে, যারা একই সংকটাপন্ন অবস্থায় আমার সঙ্গী। আমাদের ভুল হতে পারে ; যদি তাই হয়, তবে তোমার উচিত তোমার বিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা যে অন্যায়ের বদলে ন্যায়কে বেশি পছন্দ করে আমরা ভুল করছি।

তিনি বললেন : আরে, যদি আমি এইমাত্র যা বলেছি তাতে ইতিমধ্যে তোমাদের বিশ্বাস না জন্মে থাকে, তবে আমি কী করে তোমাদের বিশ্বাস জন্মাব ? তোমাদের জন্য বেশি আর কী করতে পারি ? তুমি কী চাও আমি প্রমাণটা সশরীরে তোমাদের আত্মাগুলির ভিতরে ঢুকিয়ে দেব ?

আমি বললাম : ভগবান্ রক্ষা করুন। আমি শুধু তোমাকে দৃঢ় থাকতে অনুরোধ করব ; অথবা, যদি তুমি পরিবর্তন কর, তবে প্রকাশ্যে পরিবর্তন কর, কোন ছলনা যেন না থাকে। কারণ আমি মন্তব্য করতে বাধ্য, থ্রাস্যমাখস্, পূর্বে যা বলা হয়েছিল, তা যদি স্মরণ করতে পার, তবে দেখবে যদিও তুমি সত্য চিকিৎসককে যথার্থ চিকিৎসক অর্থে সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করেছিলে, তথাপি যখন মেষ-পালের কথা বলার সময় এল তখন অনুরূপ যথার্থতা রক্ষা করলে না ; তুমি ভেবেছিলে যে মেষ-পাল মেষপাল রূপে মেষগুলিকে প্রতিপালন করে, তাদের নিজেদের শুভ তার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু মাত্র এক ভোজন-কারী বা উৎসবভোগীর মত খাওয়ার টেবিলের আনন্দ-গুলি পাওয়া তার উদ্দেশ্য ; অথবা, আবার, এক বণিকরূপে বাজারে বিক্রি করবে, আর তা মেষ-পাল রূপে নয়। তথাপি মেষ-পালের কলা নিশ্চয় তার প্রজাদের শুভের সঙ্গে শুধু সংস্পৃষ্ট ; তাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্টকে সংগ্রহ করা হল তার একমাত্র কাজ ; যখনই তার সমস্ত প্রয়োজনগুলি মেটান হয়েছে, তখনই কলার পূর্ণতা ইতিপূর্বে নিশ্চিত সম্পন্ন হয়েছে, আর আমি এই মাত্র শাসকদের সম্বন্ধে এই কথাই বলছিলাম। আমি কল্পনা করেছিলাম, শাসকরূপে বিবেচনা করার দিক থেকে, রাষ্ট্রে হোক কিংবা রাষ্ট্রের বাইরে বেসরকারী জীবনে হোক, শাসনের কলা শুধু শাসকের মেষগুলির বা প্রজাদের শুভ বিবেচনা করে, অপর দিকে তুমি অনুধাবন কর বলে বোধ হয় যে, রাষ্ট্রগুলিতে শাসকরা, অর্থাৎ সত্য শাসকরা, কর্তৃত্ব করতে ভালবাসে।

অনুধাবন করি। না, শুধু তাই নয়, আমি ও সম্বন্ধে নিশ্চিত।

তাহলে ছোট ছোট পদের ক্ষেত্রে কেন লোকেরা ওগুলি টাকা না পেলে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে চায় না, যদি না তাদের কল্পনা এই হয় যে তাদের নয় কিন্তু অন্যদের সুবিধার জন্য তারা শাসন করে ? আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি : প্রত্যেকের একটা আলাদা কর্ম আছে এই

কারণে কলাগুলি কী বিভিন্ন নয় ? আর হে আমার বিখ্যাত বন্ধু, তুমি যা চিন্তা কর তা নিশ্চয় খুলে বলবে, তবেই আমরা একটু এগিয়ে যেতে পারব ।

তিনি উত্তর করলেন : হাঁ, ঐ হল পার্থক্য ।

আর প্রত্যেক কলা আমাদেরকে একটা বিশেষ শুভ দান করে আর শুধু সাধারণ সুবিধা দান করে না—যেমন ধর চিকিৎসা-শাস্ত্র আমাদের স্বাস্থ্য দান করে ; নৌচালন বিদ্যা, সাগরে নিরাপত্তা, আর এই রকম সব ?

তিনি বললেন : হাঁ ।

আর অর্থ মজুরি বিদ্যার বিশেষ কাজ হল অর্থমজুরি : কিন্তু আমরা এটিকে অন্য বিদ্যাগুলির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি না, যেমন নৌচালন বিদ্যাকে চিকিৎসা বিদ্যার সাথে গুলাই না, এই হেতুতে যে কর্ণধারের স্বাস্থ্য এক সমুদ্র-যাত্রায় উন্নতি লাভ করতে পারে । তোমার বলবার ঝোঁক হবে না, হবে কী, যে নৌচালন বিদ্যা হচ্ছে চিকিৎসা বিদ্যা, অন্তত যদি তোমাকে আমাদের দেওয়া সঠিক ভাষার ব্যবহার অবলম্বন করতে হয় ।

আলবৎ না ।

অথবা যখন একজন মানুষ তার মজুরি পায় তখন সে সু-স্বাস্থ্যে থাকে, এই কারণ দেখিয়ে তুমি বলবে না যে, অর্থমজুরি বিদ্যা হচ্ছে চিকিৎসা বিদ্যা ?

আমার বলা উচিত হবে না ।

তুমি এও বলবে না যে চিকিৎসা হল মজুরি গ্রহণ বিদ্যা, কারণ একজন লোক যখন রোগ আরামে নিযুক্ত থাকে তখন পারিশ্রমিক নেয় ?

আলবৎ না ।

আমি বললাম : আর আমরা স্বীকার করেছি যে প্রত্যেক বিদ্যার উপযোগ সেই বিদ্যার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ?

হাঁ ।

সুতরাং বিভিন্ন বিদ্যাবত্তা হতে সাধারণ কোন উপকার যদি বর্তায় তা হলে তার নিশ্চয় একটা সাধারণ ব্যবহারিক মূল্য আছে ?

তিনি উত্তর করলেন : সত্য ।

আর যখন কলাবিৎ মজুরি লাভ করে উপকার পায়, তখন সে মজুরি বিদ্যাকে অতিরিক্ত ব্যবহারে লাগিয়ে এক সুবিধা লাভ করে, সে যে বিদ্যার ধারক সেটার জন্য নয় ?

তিনি এটিতে অনিচ্ছুক সম্মতি দিলেন ।

সুতরাং বিভিন্ন কলাকুশলীরা যে বেতন লাভ করে তা তাদের নিজ নিজ বিদ্যা থেকে উদ্ভূত হয় না । কিন্তু সত্য এই যে, সঠিক বিবেচনা

করলে, আরোগ্য [চিকিৎসা] বিদ্যায় যেমন স্বাস্থ্য উদ্ধার হয়, বাস্তুবিদ্যায় বাসস্থান তৈরি হয়, তেমনি আর একটি বিদ্যা আছে যা অর্থাদায় সহজ করে, সেটি এদের সবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রত্যেকটি বিদ্যার নিজস্ব উপযোগ আছে ঠিকই, তবু মজুরি না পেলে কী কুশলী ব্যক্তি তার বিদ্যা থেকে সম্যক উপকৃত হতে পারে?

আমি মনে করি, পারে না।

কিন্তু যখন সে কিছু না নিয়ে কাজ করে তখন কী সে কোন উপকার দান করে না?

নিশ্চিত সে উপকার দান করে।

সুতরাং এখন, থ্রাস্যুমাখস্ আর কোন সন্দেহ নেই যে, না কলাগুলি, না শাসন ব্যবস্থা, তাদের নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করে; কিন্তু, আমরা আগে যেমন বলছিলাম, তারা তাদের প্রজাদের শাসন করে, আর তাদের স্বার্থ সাধন করে, যারা দুর্বলতর, বলবত্তর নয়—তাদের শুভ কিসে হয় তা দেখে, গুরুজনদের শুভ নয়। হে প্রিয় থ্রাস্যুমাখস্, এই হল কারণ, আমি এইমাত্র যেমন বলছিলাম, যেজন্য শাসনভার নিতে কেউ ইচ্ছুক হয় না; কারণ পারিশ্রমিক না নিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্কহীন অশুভগুলির সংস্কার হাতে নিতে কেউ পছন্দ করে না। কারণ, তার কাজের সম্পাদনায়, আর অন্যকে তার হুকুমগুলি দেবার ব্যাপারে, সত্য কলাকুশলী তার নিজের স্বার্থের দিকে তাকায় না, কিন্তু সর্বদা তার প্রজাদের হিত খোঁজে: আর অতএব শাসকরা যাতে শাসন-কার্য চালাতে ইচ্ছুক হয়, সেজন্য তাদেরকে তিনটি প্রণালীর কোন একটিতে বেতন শোধ করতেই হবে: টাকা, অথবা সম্মান, অথবা অস্বীকৃতির জন্য শাস্তি।

গ্লাউকোন্ বললেন: তুমি কী বলতে চাও, সোক্রাতেস্? বেতন-দানের প্রথম দুই প্রণালী যথেষ্ট বোধগম্য হল, কিন্তু শাস্তিটা কী, আমি বুঝতে পারছি না, আর একটা শাস্তিতে কী করে বেতন শোধ হয় তাও না।

তোমার কথার মানে হল, তুমি বেতন শোধের এই প্রকৃতিটা বুঝতে পারছ না যেটা সর্বোৎকৃষ্ট মানুষদের কাছে শাসনভার গ্রহণ করবার বড় একটা প্রবর্তনা? অবশ্য তুমি জান যে যশ ও ধনের জন্য অতিরিক্ত লালসা লজ্জাজনক, সত্যি লজ্জাজনক বলে তাদের ধরা হয়?

খুব সত্য।

আমি বললাম: আর এই কারণে টাকা বা মানের কোন আকর্ষণ তাদের কাছে নেই; সৎ ব্যক্তিরা ইচ্ছুক নয় যে শাসন কাজ চালাচ্ছে বলে প্রকাশ্যে বেতন দাবী করবে, আর ঐ ভাবে 'ঠিকা লোক' এই বদ

নাম কিনবে ; আর সরকারী রাজস্বের ভিতর থেকে গোপনে টাকা তুলে নেবে, আর চোর বদনাম কিনবে। আর যশোলিপ্সু না হওয়া মানে তারা মানের জন্য লালায়িত হয় না। এই সব কারণে তাদের উপর প্রয়োজনের চাপ বসাতেই হবে, আর শাস্তি পাবার ভয় দেখিয়ে তাদের সেবা আদায় করতে হবে। আর আমি কল্পনা করি, এইটি হল কারণ যে জন্য বাধ্য হতে অপেক্ষা করার পরিবর্তে, পদ গ্রহণে অতিমাত্র ব্যগ্রতাকে অসম্মানজনক বলে গণ্য করা হয়েছে। এখন শাস্তির সব চেয়ে খারাপ অংশ হল এই যে, যে শাসন কাজের ভার নিতে অস্বীকার করে সে তার দ্বারা শাসিত হতে দায়ী হয় যে তার নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট। আর এটির ভয়, আমি যেমন ধারণা করি, সৎদের পদগ্রহণে প্রেরণা দেয়, কারণ এই নয় যে তারা চায়, কিন্তু এই যে তাদের গত্যন্তর থাকে না—এই কল্পনার বশবর্তী হয়ে নয় যে তারা নিজেরা কোন উপকার বা সুখ পেতে যাচ্ছে, কিন্তু একটা আবশ্যকতার তাগিদে, তার কারণ এই যে, তারা শাসনের কাজটা সঁপে দেবার জন্য এমন কাউকে পায় না যে তাদের নিজেদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, অথবা বাস্তবিক ততটা ভাল যতটা তারা নিজেরা। কারণ এটা ভাববার কারণ আছে যে যদি কোন নগর শুধু সৎ লোকদের দ্বারাই গঠিত হত, তবে তখন পদ এড়ানটা ততটা প্রতিযোগিতার বিষয় হত এখন পদলাভের জন্য প্রতিযোগিতা যতটা হয় ; আর তখন আমরা পরিষ্কার প্রমাণ পেতাম যে সত্য শাসককে প্রকৃতি তার নিজের স্বার্থ অনুধাবনের জন্য পাঠায় না, কিন্তু তার প্রজাদের স্বার্থ অনুধাবনের জন্য পাঠায় ; আর যারা এটা জানত তাদের প্রত্যেকে উপকার করার কষ্ট স্বীকারের পরিবর্তে অন্যের কাছ থেকে বরং একটা উপকার নেওয়া বেশি পছন্দসই মনে করত। ন্যায় হল বলবত্তরের স্বার্থ, থ্রাস্যুমাখসের ঐ মতে সম্মতি দান থেকে আমি বহু দূরে রয়েছি। বর্তমানে এই পরবর্তী প্রশ্নটি আর বেশি আলোচনা করবার দরকার নেই ; কিন্তু থ্রাস্যুমাখস্ যখন বলেন যে ন্যায়হীনের জীবন ন্যায়বানের জীবনের চেয়ে বেশি সুবিধাজনক তখন তাঁর এই নূতন বিবৃতি আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের বলে প্রতিভাত হয়। আমাদের মধ্যে কে সত্য বলেছে ? আর কোন্ ধরণের জীবন, গ্লাউকোন্, তুমি বেশি পছন্দ কর ?

তিনি উত্তর করলেন : আমার দিক থেকে বলি, আমি ন্যায়বানের জীবনকে বেশি সুবিধাজনক মনে করি।

ন্যায়হীনের জীবনের সব সুবিধাগুলি থ্রাস্যুমাখস্ আবার পেশ করেছিলেন, তুমি কী শুনেছিলে ?

তিনি উত্তর করলেন: হাঁ, আমি তাঁকে শুনেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার বিশ্বাস জন্মাতে পারেন নি।

তাহলে আমরা কী, যদি পারি, তাঁকে বিশ্বাস করাবার কোন উপায় বের করব, যে তিনি যা বলছেন তা সত্য নয়?

তিনি উত্তর করলেন: নিশ্চয়।

আমি বললাম: যদি তিনি একটা ধরা বাঁধা বক্তৃতা দেন, আর ন্যায়বান্ হওয়ার সুবিধাগুলি বর্ণনা করে আমরা আর একটা দি, আর তিনি উত্তর দেন, আর আমরা প্রত্যুত্তর দি, এই রকম করে চললে প্রত্যেক পক্ষে যে সব বস্তু দাবী করা হবে সেগুলিতে নিশ্চয় নম্বর দিতে হবে আর মানতে হবে, আর শেষে স্থিরসিদ্ধান্ত করবার জন্য আমরা চাইব বিচারকরা আসুন; কিন্তু যদি আমরা সংপ্রতি আমাদের অনুসন্ধানে যে ভাবে অগ্রসর হয়েছিলাম, সে ভাবে অগ্রসর হই, একে অন্যের কাছে স্বীকৃতিগুলি রাখি, তবে বিচারক ও উকীলদের পদগুলি আমাদের নিজেদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করব।

তিনি বললেন: খুব উত্তম।

আমি বললাম: আর কোন্ প্রণালী তুমি বেশি পছন্দ কর বলে আমি বুঝব?

তুমি যেটা প্রস্তাব করলে।

আমি বললাম: আচ্ছা, তাহলে, থ্রাসুমাখস্, ধর, তুমি গোড়া থেকে শুরু করছ, আর আমাকে উত্তর দিচ্ছ। তুমি বলছ যে পূর্ণ অন্যায় পূর্ণ ন্যায়ের চেয়ে বেশি লাভজনক?

হাঁ, আমি যা বলি ওটা তাই, আর আমি আমার কারণগুলি তোমাকে দিয়েছি।

আর তাদের সম্বন্ধে তোমার মতটা কী? একটাকে তুমি ধর্ম আর অন্যটাকে পাপ নাম দেবে?

আলবৎ।

আমি অনুমান করি তুমি ন্যায়কে ধর্ম আর অন্যায়কে পাপ নাম দেবে?

কী মনোহর এক অনুমান। আমি জোর দিয়ে বলি অন্যায় লাভজনক আর ন্যায় নয়, এই কথা, এ ত সম্ভাব্যও বটে।

তাহলে অন্য আর কী তুমি বলবে?

তিনি উত্তর করলেন: উল্টাটি।

আরে, তুমি কী ন্যায়কে পাপ বলবে?

না ; আমি বরঞ্চ বলব অতি বড় সরলতা।

তাহলে তুমি কী অন্যায়কে বলবে, দ্বেষ ?

না ; আমি বরঞ্চ বলব পরিণামদর্শিতা ।

আর ন্যায়হীনয়া কী জ্ঞানী আর সৎ বলে তোমার কাছে প্রতিভাত হয় ?

তিনি বললেন : হাঁ ; যাই বল না কেন, তাদের মধ্যে যারা পূর্ণ ন্যায়হীন হতে সমর্থ হয়, আর রাষ্ট্রগুলিকে ও জাতিগুলিকে বশ্যতা স্বীকার করাবার শক্তি রাখে, তারা : কিন্তু সম্ভবত আমি গাঁটকাটাদের কথা বলছি বলে তুমি মনে করছ । এই বৃত্তিটার পর্যন্ত, ধরা না পড়লে, নানা সুবিধা আছে, যদিও আমি যেগুলির কথা এই মাত্র বলছিলাম তাদের সঙ্গে সেগুলির তুলনা চলে না ।

আমি উত্তর করলাম : থ্রাস্যুমাখস্, আমি মনে করি না, তোমার কথার মানে ভুল বুঝছি ; কিন্তু তথাপি আমি তোমার এই কথা শুনে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারছি না যে তুমি অন্যায়কে বিজ্ঞতা ও ধর্মের শ্রেণীতে ফেল আর ন্যায়কে বিপরীত শ্রেণীতে।

আমি নিশ্চয়ই ওভাবে তাদের শ্রেণী বিন্যাস করছি ।

আমি বললাম : তুমি এখন আরও শক্ত আর প্রায় উত্তর-অসাধ্য জমির উপর দাঁড়িয়েছ ; কারণ তুমি দৃঢ়ভাবে অন্যায়কে লাভজনক বলছিলে : যদি তুমি স্বীকার করতে, যেমন অন্যেরা করে, যে অন্যায় পাপ আর বিকার, তবে প্রতিষ্ঠিত রীতি ধরে তোমাকে একটা উত্তর দেওয়া যেতে পারত ; কিন্তু এখন আমি অনুভব করছি যে তুমি অন্যায়কে সম্মানজনক আর বলবান্ নাম দেবে আর ন্যায়হীনের প্রতি সমুদয় গুণাবলি আরোপ করবে যেগুলি আমরা ন্যায়বানের প্রতি আরোপ করেছিলাম, কারণ দেখছি তুমি অন্যায়কে বিজ্ঞতা ও ধর্মের সমশ্রেণীতে বসাতে ইতস্তত করছ না।

তিনি উত্তর করলেন : তুমি অভ্রান্ততম ভাবে আন্দাজ করেছ।

অতএব যতটা সময় ধরে আমার মনে করবার কারণ থাকে যে তুমি, থ্রাস্যুমাখস্, তোমার প্রকৃত মনের কথা খুলে বলছ, ততটা সময় পুংখানুপুংখ বিতর্কে নামা থেকে সংকোচে দূরে থাকা আমার উচিত হবে না ; কারণ আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে তুমি এখন আন্তরিকতায় পূর্ণ আর আমাদের বিনিময়ে নিজে নিজে আমোদ করছ না ।

আমি আন্তরিকতায় পূর্ণ হতে পারি বা না পারি, কিন্তু তাতে তোমার কী ? তর্কটা খণ্ডন করা তোমার কাজ ।

আমি বললাম : খুব সত্য ; আমাকে তাই করতে হবে বটে : কিন্তু

তুমি একটু অনুগ্রহ করে আমার আর একটি প্রশ্নের উত্তর দেবে? ন্যায়-বান্ মানুষ কী ন্যায়বান্ মানুষের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবে?

বহুৎ অন্য রকম; যদি সে তা করত তবে সরল আর বিনোদক জীব সে, তা আর থাকত না।

আর সে কী ন্যায্য কাজের বাইরে যেতে চেষ্টা করবে?

করবে না।

আর ন্যায়হীনের কাছ থেকে একটা সুবিধা আদায়ের প্রয়াসকে সে কী চোখে দেখবে? সেটাকে সে ন্যায্য বা অন্যায্য কী বিবেচনা করবে?

সে মনে করবে সেটা ন্যায্য আর সুবিধাটা লাভ করতে চেষ্টা করবে; কিন্তু সে সমর্থ হবে না।

আমি বললাম: সে সমর্থ হবে অথবা সমর্থ হবে না, প্রশ্নটা তা নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে শুধু এই: ন্যায়বান্ মানুষ অন্য একজন ন্যায়বান্ মানুষের চেয়ে বেশি লাভ করতে অস্বীকার করবে, বেশ, সে ন্যায়হীনের চেয়ে বেশি লাভ করতে ইচ্ছা ও দাবী করবে কি না।

হাঁ, সে করবে।

আর ন্যায়হীনের সম্বন্ধে কী?—সে কী ন্যায়হীন মানুষের চেয়ে বেশি পেতে চায়, আর যা ন্যায্য তার চেয়ে বেশি দাবী করে?

তিনি বললেন: অবশ্য, কারণ সে অন্য সব মানুষের চেয়ে বেশি পাবার দাবী করে।

আর সে যাতে অন্য সকলের চেয়ে বেশি পেতে পারে, সেজন্য ন্যায়হীন মানুষ ন্যায়হীন মানুষ বা কাজের চেয়ে বেশি পাবার জন্য শ্রম ও লড়াই করবে?

সত্য।

আমি বললাম: আমরা ব্যাপারটাকে এই ভাবে দাঁড় করাতে পারি—ন্যায়বান্ আকাঙ্ক্ষা করে না তার সদৃশের চেয়ে বেশি, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করে তার অসদৃশের চেয়ে বেশি, অপর দিকে ন্যায়হীন তার সদৃশ ও অসদৃশ উভয়ের চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা করে?

তিনি বললেন: এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবৃতি আর কিছু হতে পারে না।

আর ন্যায়হীন সৎ আর জ্ঞানী, আর ন্যায়বান্ কোনটাই না?

তিনি বললেন: আবার উত্তম।

আর ন্যায়হীন কী জ্ঞানী ও সতের সদৃশ নয়? আর ন্যায়বান্ তাদের অসদৃশ?

তিনি বললেন : অবশ্য, যে একটা নির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়, সে তাদের সদৃশ যারা সেই নির্দিষ্ট প্রকৃতির ; যে হয় না, সে (সদৃশ) নয়।

আমি বললাম : তাদের প্রত্যেকে তার সদৃশের মত হয় ?

তিনি উত্তর করলেন : আলবৎ।

আমি বললাম : অতি উত্তম, থ্রাস্যুমাখস্ ; আর এখন কলাগুলির বিষয় নেওয়া যাক : তুমি স্বীকার করবে যে একজন মানুষ সুগায়ক হয়, আর একজন হয় না ?

হাঁ।

আর জ্ঞানী কে এবং বোকাই বা কে ?

স্পষ্টত সুগায়ক জ্ঞানী, আর যে সুগায়ক নয় সে বোকা।

আর কোন মানুষ যে বিষয়ে জ্ঞানী, সে বিষয়ে সে সৎ, আর যে বিষয়ে সে বোকা, সে বিষয়ে সে খারাপ।

হাঁ।

আর চিকিৎসকের সম্বন্ধে একই ধরণের জিনিস বলবে ?

হাঁ।

আর হে উৎকৃষ্ট বন্ধু আমার, তুমি কী মনে কর যে, একজন সুগায়ক যখন বীণা ঠিক করছে তখন তারগুলি শক্ত ও ঢিলে করার ব্যাপারে একজন সুগায়ককে পিছনে ফেলে যাবার বা ছাড়িয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ বা দাবী করবে সে ?

আমি মনে করি না সে তা করবে।

কিন্তু সে অ-গায়ক থেকে এগিয়ে গেছে বলে দাবী করবে ?

অবশ্য।

আর তুমি চিকিৎসকের সম্বন্ধে কী বলবে ? মাংস আর পানীয়গুলির ব্যবস্থা-পত্র তৈরি করতে গিয়ে সে কী অন্য একজন চিকিৎসককে ছাড়িয়ে যেতে অথবা তার চিকিৎসাকে ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করবে ?

সে করবে না।

কিন্তু সে অ-চিকিৎসককে ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করবে ?

হাঁ।

আর সব রকম জ্ঞান আর অজ্ঞানতা বিষয়ে : চিন্তা করে বল তুমি ভাব কি না যে, যে মানষের জ্ঞান আছে সে কখনও অন্য যে মানুষের জ্ঞান আছে, তার চেয়ে বেশি বলবার অভিপ্রায় করবে কি না। সে কী বরং একই ক্ষেত্রে তার সদৃশের মত বলবে ও করবে না ?

আমি অনুমান করি, ওটা অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু অজ্ঞানী সম্বন্ধে তোমার মত কী ? সে কী যে জানে বা যে জানে না তার চেয়ে বেশি পেতে ইচ্ছা করবে না ?

আমি বলি হতে পারে।

আর যে জানে সে হচ্ছে জ্ঞানী ?

হাঁ।

আর জ্ঞানী হচ্ছে সৎ ?

সত্য।

তাহলে জ্ঞানী আর সৎ তার সদৃশের চেয়ে বেশি লাভ করতে ইচ্ছা করবে না, কিন্তু তার অসদৃশ ও বিপরীতের চেয়ে বেশি লাভ করতে ইচ্ছা করবে ?

আমি তাই অনুমান করি।

অপর দিকে খারাপ ও জ্ঞানহীন উভয়ের চেয়ে বেশি লাভ করতে চাইবে ?

হাঁ।

কিন্তু আমরা কী বলিনি, থ্রাস্যুমাখস্, যে ন্যায়হীন তার সদৃশ ও অসদৃশ উভয়কে ডিঙ্গিয়ে যায় ? এগুলি কী তোমার কথা ছিল না ?

ছিল।

আর তুমি এও বলেছিলে যে ন্যায়বান্ তার সদৃশকে ডিঙ্গিয়ে যাবে না কিন্তু তার অসদশকে ডিঙ্গিয়ে যাবে ?

হাঁ।

আর ন্যায়বান্ হচ্ছে জ্ঞানী ও সতের সদৃশ, আর ন্যায়হীন অশুভ ও অজ্ঞানীর সদৃশ ?

অনুমান তাই।

আর তাদের প্রত্যেকে তার সদৃশ যেমন সেও তেমন ?

ওটা স্বীকার করা হয়েছিল।

সুতরাং ন্যায়বান্ হয়ে দাঁড়াচ্ছে জ্ঞানী ও সৎ, আর ন্যায়হীন অশুভ ও অজ্ঞানী।

থ্রাস্যুমাখস্ এই সব স্বীকৃতি করলেন, আমি যে ভাবে তাদের পুনরায় বললাম সে ভাবে নয়, কিন্তু চরম অনিচ্ছার সাথে ; সেদিন ছিল গ্রীষ্মের এক গরম দিন ; তাঁর গা থেকে ঘামের ধারা ঝরে পড়ছিল : আর তারপর আমি যা কখনও দেখি নি, তা দেখলাম ; থ্রাস্যুমাখস্ লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা এখন একমত হয়েছিলাম যে ন্যায় হল ধর্ম ও বিজ্ঞতা, আর অন্যায় পাপ ও অজ্ঞতা, তাই আমি প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করলাম।

আমি বললাম: থ্রাস্যুমাখস্, ও-ব্যাপারটা এখন স্থির হয়ে গেছে; কিন্তু আমরা কী একথাও বলছিলাম না যে, অন্যায়ের জোর আছে? তোমার কী মনে পড়ে?

তিনি বললেন: হাঁ, মনে পড়ে; কিন্তু অনুমান কোর না যে তুমি যা বলছ আমি তা সমর্থন করি অথবা আমার কোন উত্তর নেই; কিন্তু যদি আমি উত্তর দিতাম, তবে খুব নিশ্চিত ভাবে দোষ দিতে যে আমি বক্তৃতা দিচ্ছি; অতএব আমার যা বলবার আছে তা আমাকে খুশিমত বলতে দাও, নতুবা যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বেশি পছন্দ কর, তবে তাই কর; আর বুড়ীরা যখন গল্প বলে তখন আমরা যা করি, আমিও তোমার সঙ্গে তাই করব, আর আমি উত্তর দেব 'খুব ভাল', আর মাথা নেড়ে জানাব' হাঁ' আর 'না'।

আমি বললাম: নিশ্চিত না, যদি তোমার প্রকৃত মতের বিপরীত হয়।

তিনি বললেন: হাঁ, তোমাকে খুশি করতে আমি তা করবই, যেহেতু তুমি আমাকে বলতে দেবে না। তুমি অন্য আর কী চাও?

আমি বললাম: পৃথিবীতে কিছুই না; আর তোমার যদি মতি থাকে তবে আমি তোমাকে প্রশ্ন করবই, আর তুমি উত্তর দেবেই।

এগোও।

তাহলে আমি সেই প্রশ্নটা আবার করব যা আমি আগে করেছিলাম, যাতে ন্যায় ও অন্যায়ের তুলনামূলক প্রকৃতি নিয়ে আমরা যে পরীক্ষা শুরু করেছিলাম সেটা নিয়মানুযায়ী চালান যেতে পারে। একটা উক্তি করা হয়েছিল যে অন্যায় ন্যায়ের চেয়ে বেশি বলবান্ আর বেশি ক্ষমতাশালী, কিন্তু এখন ন্যায়, বিজ্ঞতা ও ধর্মের সঙ্গে একাত্মক হওয়ায়, যদি অন্যায় হয় অজ্ঞতা তবে অন্যায়ের চেয়ে বেশি বলবান্ বলে সহজে দেখান হয়েছে; এ নিয়ে আর কারও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু, থ্রাস্যুমাখস্, আমি বিষয়টা এক আলাদা রকমে দেখতে চাই: তুমি অস্বীকার করবে না যে একটি রাষ্ট্র ন্যায়হীন হতে পারে আর অন্যায় ভাবে অন্য রাষ্ট্রগুলিকে দাসত্বের অধীন করতে পারে, অথবা ইতিমধ্যে তাদের দাস করে থাকতে পারে, আর তাদের অনেকগুলিকে অধীনতায় ধরে রাখতে পারে?

তিনি উত্তর করলেন: সত্য; আর আমি নিশ্চয় যোগ করব যে সর্বোৎকৃষ্ট আর সব চেয়ে পূর্ণভাবে ন্যায়হীন রাষ্ট্রের ও রকম করবার সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশি।

আমি বললাম: আমি জানি যে এই ছিল তোমার মত; কিন্তু আমি আরও যা বিবেচনা করতে চাই তা হচ্ছে, এই যে ক্ষমতা বা উৎকৃষ্টতর

রাষ্ট্রের অধিকারে রয়েছে, তা ন্যায় ছাড়া, অথবা শুধু ন্যায় সহযোগে, অস্তিত্ব বজায় রাখতে অথবা প্রযুক্ত হতে পারে কিনা।

যদি তোমার মত নির্ভুল হয়, আর ন্যায় হয় বিজ্ঞতা, তবে শুধু ন্যায় সহযোগে ; কিন্তু যদি আমি নির্ভুল হই, তবে ন্যায় ছাড়া।

থ্রাস্যমাখস্, তুমি যে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি বা অসম্মতি দিচ্ছ না, আর চমৎকার সব উত্তর দিচ্ছ, এটা দেখে খুশি হচ্ছি।

তিনি উত্তর করলেন : সেটা তোমার প্রতি ভদ্রতা করে।

আমি বললাম : তোমার অনেক দয়া, আর আমাকে জানাবার জন্য তুমি এই দয়াটাও কী করবে যে তুমি ভাব কিনা যে, একটি রাষ্ট্র অথবা একটি সেনাবাহিনী অথবা দস্যুদের ও চোরেদের একটি দল অথবা অশুভ-কর্মাদের অন্য কোন দল কী আদৌ কাজ করতে পারত যদি তারা একে অন্যের অনিষ্ট করত ?

তিনি বললেন : না, বাস্তবিক, তারা পারত না।

কিন্তু যদি তারা একে অন্যকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকত, তাহলে তারা একত্রে আরও ভাল ভাবে কাজ করতে পারত ?

হাঁ।

আর এটা যে হয় তার কারণ হল অন্যায় সৃষ্টি করে বিভেদ আর ঘৃণা আর লড়াইগুলি, আর ন্যায় দান করে ঐক্য আর বন্ধুতা ; সেটা কী সত্য নয়, থ্রাস্যমাখস্ ?

তিনি বললেন : আমি সায় দিচ্ছি, কারণ আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছা করি না।

আমি বললাম : কী রকম লক্ষ্মী ছেলে তুমি! কিন্তু আমি এটাও জানতে পারলে খুশি হই যে, দাসেদের মধ্যে হোক অথবা মুক্ত মানবদের মধ্যে হোক, যেখানেই বর্তমান থাকুক, ঘৃণা জাগাবার এই প্রবণতা থাকায় অন্যায় তাদের একে অন্যকে ঘৃণা করাবে কি না আর তাদেরকে বিবাদে প্রবর্তনা দিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে অসমর্থ করবে কি না ?

নিশ্চিত।

আর যদি মাত্র দুজনের মধ্যেও অন্যায় দেখতে পাওয়া যায়, তারা কী ঝগড়া ও মারামারি করবে না, আর একে অন্যের আর ন্যায়বানের শত্রু হবে না ?

তারা হবে।

আর কল্পনা কর অন্যায় একটি মাত্র ব্যক্তিকে আশ্রয় করছে, তোমার

বিজ্ঞতা কী বলবে, সে বলবে তার স্বাভাবিক ক্ষমতা হারাচ্ছে না ধরে রাখছে ?

আমাদের ধরে নিতে দাও যে সে তার ক্ষমতা ধরে রাখছে।

তথাপি অন্যায় যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেটা কী এমন প্রকৃতির নয় যে যেখানেই সে আশ্রয় নিক, একটা নগরে হোক, একটা সেনাবাহিনীতে হোক, একটা পরিবারে হোক, অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে হোক, দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর গোলমালের ফলে সেই প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজে প্রবৃত্ত হতে বাধা পায় ? আর সে কী তার নিজের শত্রু হয় না আর যে কেউ তার বিরোধিতা করে তাদের সকলের সঙ্গে, আর ন্যায়বানের সঙ্গে, কোন্দল করে না ? এই কী ঘটনা নয় ?

হাঁ, আলবৎ।

আর একটি মাত্র ব্যক্তিতেও যখন অবস্থান করে, তখন অন্যায় কী সমান মারাত্মক নয় ; প্রথমত তাকে কাজে অসমর্থ করে. কারণ সে নিজের সঙ্গে নিজেই ঐক্যে নেই, আর দ্বিতীয়ত সে নিজেই নিজের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ? এ কী সত্য নয়, থ্রাসুমাখস্ ?

হাঁ।

আমি বললাম : ও আমার বন্ধু, দেবতারা নিশ্চয় ন্যায়বান্ ?

মানা গেল, তাঁরা ন্যায়বান্।

কিন্তু যদি তাই হয়, তবে ন্যায়হীনরা দেবতাদের শত্রু হবে, আর ন্যায়বান্‌রা তাঁদের বন্ধু হবে ?

জয়ের আনন্দ-ভোজে লেগে যাও, আর তোমার বিতর্কের ভরা পূর্ণ কর ; আমি তোমাকে প্রতিবাদ করব না, পাছে আমি দলকে অসন্তুষ্ট করে ফেলি।

বেশ তাহলে, তোমার উত্তরগুলি নিয়ে তুমি এগোও, আর আমি আমার ভোজের বাকীটা শেষ করি। কারণ আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে, ন্যায়বান্‌রা স্পষ্টত ন্যায়হীনদের চেয়ে বেশি বিজ্ঞ আর উৎকৃষ্ট আর সমর্থ, আর ন্যায়হীনরা একজোট হয়ে কাজ করতে অসমর্থ ; না, তার চেয়েও বেশি, যে সব মানুষ অসৎ আমরা তাদের সম্বন্ধে বলেছিলাম, তারা কোন সময়ে সজোরে কাজ করে, ঐ রকম বলা, ঠিক কথা বলতে গেলে, সত্য নয় ; কারণ তারা যদি পূর্ণ অসৎ হত, তবে তারা একজন অন্য জনের গায়ে হাত দিত : কিন্তু এটা প্রত্যক্ষ যে তাদের মধ্যে নিশ্চয় ন্যায়ের টুকরা-টাকরা কিছু থেকে থাকবে, যা তাদের মিলিত হতে সমর্থ করেছিল ; যদি না থাকত, তবে তারা একে অন্যকে, আর তাদের শিকারকেও বটে, আঘাত করত ; তারা তাদের অসমসাহসিক কার্যাবলিতে

মাত্র আধা-বদমায়েশ ছিল ; কারণ যদি তারা গোটা-গোটা বদমায়েশ হত, আর চূড়ান্ত ন্যায়হীন হত, তবে তারা কাজে পুরাপুরি অসমর্থ হত। যেমন আমি বিশ্বাস করি, ঐটে হল ব্যাপারটার সত্য তাৎপর্য, আর তুমি প্রথমে যা বলেছিলে তা নয়। কিন্তু ন্যায়বান্‌দের ন্যায়হীনদের চেয়ে বেশি উৎকৃষ্ট আর বেশি সুখী জীবন আছে কি না, তা হল আরও একটি প্রশ্ন যা বিবেচনা করবার প্রস্তাবও আমরা করেছিলাম। আমি মনে করি যে তাদের আছে, আর সেই সব কারণে যা আমি আগে দিয়েছি ; কিন্তু তবু আমি আরও পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করি, কারণ কোন হালকা ব্যাপারের ঝুঁকি এ নয়, মানব জীবনের নীতির মত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়।

এগোও।

আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এগুবই : তুমি কী বলবে না যে ঘোড়ার কোন উদ্দেশ্য আছে ?

আমার বলা উচিত।

আর একটা ঘোড়ার বা যে কোন জিনিসের উদ্দেশ্য বা ব্যবহার হবে তা-ই যা অন্য কোন জিনিসের দ্বারা সাধিত হতে পারে না অথবা অত ভাল ভাবে সাধিত হতে পারে না ?

তিনি বললেন : আমি বুঝতে পারছি না।

আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও : চোখ দিয়ে ছাড়া তুমি কী দেখতে পাও ?

নিশ্চিত না।

অথবা কাণ দিয়ে ছাড়া শোন ?

না।

এগুলিকে তাহলে এই ইন্দ্রিয়গুলির সত্য সত্য উদ্দেশ্য বলে বলা যেতে পারে ?

তাদের বলা যেতে পারে।

কিন্তু তুমি একটা আঙ্গুর গাছের ডাল একটা ছোরা দিয়ে অথবা বাটালি দিয়ে অথবা অন্য অনেক উপায়ে কাটতে পার ?

অবশ্য।

আর তথাপি কোনটা দিয়ে তত ভাল ভাবে নয় যত ভাল ভাবে ঐ উদ্দেশ্যে তৈরি একটা ছাটাই আকুশী দিয়ে পার ?

সত্য।

আমরা কী বলতে পারি না যে একটা ছাটাই আকুশীর এই হল উদ্দেশ্য ?

আমরা পারি।

সুতরাং আমি মনে করি এখন আমার কথার মানে বুঝতে তোমার কোন কষ্ট হবে না, যখন আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোন জিনিসের উদ্দেশ্য হবে তাই যা অন্য কোন জিনিসের দ্বারা সাধিত হতে পারে না, অথবা অত ভাল ভাবে সাধিত হতে পারে না ?

তিনি বললেন : আমি তোমার মানে বুঝছি, আর সম্মতি দিচ্ছি।

আর যে জিনিসে একটা উদ্দেশ্য নিহিত হয়ে আছে সে জিনিসেরও একটা গুণ আছে ? আমার কী আবার জিজ্ঞাসা করার দরকার আছে যে চোখের একটা উদ্দেশ্য আছে কি না ?

আছে।

আর চোখের কী একটা গুণ নেই ?

হাঁ।

আর কাণের একটা উদ্দেশ্য আছে, আর গুণও আছে ?

সত্য।

আর অন্য সমুদয় জিনিস সম্বন্ধে একই কথা সত্য : তাদের প্রত্যেকের একটা করে উদ্দেশ্য আছে আর একটা বিশেষ গুণ আছে ?

তাই বটে।

বেশ, আর চোখ দুটি কী তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে যদি তাদের নিজেদের উচিত গুণের অভাব থাকে তার পরিবর্তে একটা ত্রুটি থাকে ?

তিনি বললেন : তারা কী করে পারবে, যদি তারা অন্ধ হয় আর দেখতে না পায় ?

তুমি বলতে চাও, যদি তারা তাদের উচিত গুণ হারিয়েছে এমন হয়, সেটা হল দৃষ্টিশক্তি ; কিন্তু আমি এখনও সে প্রশ্নে আসিনি। আমি বরং আরও সাধারণ ভাবে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করব, আর শুধু অনুসন্ধান করব যে জিনিসগুলি তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে তারা তাদের নিজেদের উচিত গুণ দ্বারা তা করে কি না, আর পূর্ণ করতে ব্যর্থ হলে তাদের নিজেদের ত্রুটি দ্বারা ব্যর্থ হয় কিনা ?

তিনি উত্তর করলেন : আলবৎ।

আমি কাণ দুটি সম্বন্ধে একই কথা বলতে পারতাম ; যখন তাদের নিজেদের উচিত গুণ থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তারা তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে না ?

সত্য।

আর অন্য সব জিনিস সম্বন্ধেও একই মন্তব্য খাটে ?

আমি সম্মতি দিচ্ছি।

বেশ ; আর আত্মার কী একটা এমন উদ্দেশ্য নেই যা অন্য কোন কিছু পূর্ণ করতে পারে না ? যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধর, তত্ত্বাবধান আর হুকুম দান, আর মনে মনে চিন্তা আর অনুরূপ সব কিছু করা। এগুলি কী আত্মার পক্ষে উচিত ক্রিয়া নয়, আর তাদের কী সঠিক ভাবে আর ব..ের কাছে হস্তান্তরিত করা যায় ?

আর কারুর কাছে না।

আর আত্মার উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে জীবনকে কী গণনা করা হবে না ?

তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে।

আর আত্মার কী একটা গুণও নেই ?

হাঁ।

আর সে যদি ঐ গুণ থেকে বঞ্চিত হয় তবে কী তার নিজের উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করতে পারে অথবা পারে না ?

সে পারে না।

সুতরাং কোন অশুভ আত্মা কাজে কাজেই একজন অশুভ শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক হতে বাধ্য, আর সৎ আত্মা সৎ শাসক ?

হাঁ, কাজে কাজেই।

আর আমরা স্বীকার করেছি যে ন্যায় হচ্ছে আত্মার গুণ, আর অন্যায় আত্মার ত্রুটি ?

সেটা স্বীকার করা হয়েছে।

সুতরাং ন্যায়বান্ আত্মা আর ন্যায়বান্ মানুষ ভাল ভাবে জীবন ধারণ করবে, আর ন্যায়হীন মানুষ খারাপ ভাবে জীবন ধারণ করবে ?

তোমার বিতর্ক যা প্রমাণ করে তা এই।

আর যে ভাল ভাবে জীবন ধারণ করে সে ধন্য ও সুখী, আর যে খারাপ ভাবে জীবন ধারণ করে সে সুখীর উল্টা ?

আলবৎ।

সুতরাং ন্যায়বান্ সুখী আর ন্যায়হীন দুঃখী।

তাই হোক।

কিন্তু সুখ লাভজনক, দুঃখ নয়।

অবশ্য।

সুতরাং হে আমার ধন্য থ্রাসুমাখস্, অন্যায় কখনই ন্যায়ের চেয়ে লাভজনক হতে পারে না।

তিনি বললেন : সোক্রাতেস্, বেন্দিস্-উৎসবে এই হোক তোমার আস্বাদ।

আমি বললাম : তার জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী, কেননা এখন তুমি আমার প্রতি ক্ষান্ত-ক্রোধ হয়েছ, আর আমাকে বকুনি দেওয়া ছেড়ে দিয়েছ। কিন্তু আমি ভাল ভাবে সংকৃত হই নি ; অবশ্য সেটা ছিল আমার দোষ তোমার নয়। একজন পেটুক যেমন পর পর টেবিলে আনা প্রত্যেক খাবারের পাত্র থেকে একটা স্বাদ কেড়ে নেয়, আগেকারটার স্বাদ ভোগ করতে নিজেকে সময় দেয় না, সেই রকম আমি এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে গেছি, আমি প্রথমে যা অনুসন্ধান করছিলাম তা আবিষ্কার করবার আগেই সরে গেছি। সেটা ছিল ন্যায়ের প্রকৃতি। আমি অনুসন্ধানটা ছেড়ে দিলাম, আর ন্যায় ধর্ম আর বিজ্ঞতা, অথবা অশুভ আর আহাম্মকি, কি না তা বিবেচনা করবার জন্য ঘুরে গেলাম। আর যখন ন্যায় ও অন্যায়ের তুলনা-মূলক সুবিধাগুলি সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন উঠল, তখন আমি তার মধ্যে গিয়ে পড়া থেকে নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আর গোটা আলোচনাটার ফল হয়েছে এই যে আমি আদৌ কিছু জানি না। কারণ আমি জানি না ন্যায় কী, আর সে কারণে আমার জানবার সম্ভাবনা নেই এটি একটি ধর্ম কিংবা নয়, ন্যায়বান্ লোক সুখী না অসুখী, আমি তাও বলতে পারছি না।

গ্রন্থ দুই

এই সব কথার পর আমি ভাবছিলাম যে আমি আলোচনাটায় একটা দাড়ি টেনেছি ; কিন্তু সত্য এই যে, সমাপ্তিটা শুধু একটা শুরু বলে দেখা গেল। কারণ সর্বাপেক্ষা কলহপ্রিয় মানুষ, গ্লাউকোন্, থ্রাস্যুমাখস্ সরে যাওয়ায় অসন্তুষ্ট হলেন ; তিনি যুদ্ধটা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে চাইলেন। সুতরাং তিনি আমাকে বললেন : তুমি কী সত্যি আমাদের বিশ্বাস করাতে চাও অথবা আমাদের বিশ্বাস করিয়েছ বলে ভাবছ, যে, ন্যায়বান্ হওয়া সর্বদা ন্যায়হীন হওয়ার চেয়ে উৎকৃষ্টতর ?

আমি উত্তর করলাম : যদি আমি পারতাম, তবে আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বিশ্বাস করাতে বাসনা করতাম।

তাহলে এটা নিশ্চিত যে তুমি সফল হও নি। এস, তোমাকে এখন জিজ্ঞাসা করি :—তুমি জিনিসগুলি কী ভাবে সাজাবে—এমন কতকগুলি কী নেই যে গুলিকে আমরা তাদের জন্যই চাই, তারা কী ফল দেবে তাতে অবহিত হই না, যেমন ধর নির্দোষ আমোদ আর সুখভোগ, এগুলি তখন তখন আনন্দ দান করে আমাদের, যদিও তাদের থেকে কোন কিছু পাওয়া যায় না ?

আমি উত্তর করলাম : আমি তোমার সঙ্গে একমত, এ রকম এক শ্রেণীর জিনিস আছে।

দ্বিতীয় এক শ্রেণীর জিনিসও কী নেই, যেমন জ্ঞান, দৃষ্টি, স্বাস্থ্য, যেগুলি শুধু নিজেরাই আকাঙ্ক্ষার বস্তু নয়, কিন্তু তাদের ফলগুলির জন্যও আকাঙ্ক্ষণীয় ?

আমি বললাম : নিশ্চিত।

আর তুমি কী তৃতীয় এক শ্রেণীকেও স্বীকার করবে না, যেমন ব্যায়াম, পীড়িতের সেবা-যত্ন আর চিকিৎসকের কলা ; অধিকন্তু টাকা পয়সা রোজগারের বিবিধ উপায়—এগুলি আমাদের উপকার করে কিন্তু এগুলিকে আমরা অপ্রীতিকর মনে করি ; আর কেউ এগুলিকে তার নিজের জন্য পছন্দ করবে না, কিন্তু তাদের থেকে যে পুরস্কার বা ফল পাওয়া যায় শুধু তার জন্য পছন্দ করবে।

আমি বললাম : এই তৃতীয় শ্রেণীও আছে। কিন্তু কেন তুমি জিজ্ঞাসা করছ ?

কারণ আমি জানতে চাই, তুমি এই তিন শ্রেণীর কোন্‌টিতে ন্যায়কে ফেলতে চাও ?

আমি উত্তর করলাম : সর্বোচ্চ শ্রেণীতে,—সেই জিনিসগুলির মধ্যে যেগুলি যারা সুখী হতে চায় তারা তাদের নিজেদের জন্য আর তাদের দল-গুলির জন্য আকাঙ্ক্ষা করে।

সুতরাং অনেকের মন অন্য রকম : তারা মনে করে যে ন্যায়কে অপ্রীতিকর শ্রেণীর মধ্যে, সেই জিনিসগুলির মধ্যে, ফেলতে হবে, যেগুলিকে পুরস্কার ও খ্যাতির জন্য অনুসরণ করতে হবে, কিন্তু যেগুলি নিজেরা অপ্রীতিকর আর বরং পরিত্যাজ্য।

আমি বললাম : আমি জানি এই হল তাদের চিন্তার ধরণ, আর এই ছিল অন্যায় যা থ্রাসুমাখস্ এই মাত্র সমর্থন করে আসছিলেন, যখন তিনি ন্যায়কে নিন্দা আর অন্যায়কে প্রশংসা করছিলেন। কিন্তু আমি এত বোকা যে তাঁর কথায় প্রতীতি জন্মে নি।

তিনি বললেন : আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি আমার কথা শুনবে, তাঁর কথাও শুনবে, আর তারপর আমি দেখব তুমি আর আমি একমত হই কি না। কারণ, সাপ যেমন হয় সেই রকম, তোমার গলার সুরে থ্রাসুমাখস্ যত তাড়াতাড়ি মুগ্ধ হয়েছেন বলে আমার বোধ হচ্ছে, তত তাড়াতাড়ি তাঁর মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল না ; কিন্তু আমার মনে হয়, ন্যায় আর অন্যায়ের প্রকৃতি এখনও আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি নি। তাদের পুরস্কারগুলি আর ফলগুলি মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছি, আমি জানতে চাইছি তারা নিজেরা কী, আর তারা আত্মার অভ্যন্তরে কী ভাবে কাজ করে। যদি তুমি আপত্তি না কর, তবে, আমি থ্রাসুমাখসের বিতর্কটা পুনরুজ্জীবিত করব নিশ্চয়। আর প্রথমে তাদের সম্বন্ধে চলতি সাধারণ মতানুযায়ী ন্যায়ের প্রকৃতি আর উদ্ভব নিয়ে বলব। দ্বিতীয়ত, আমি নিশ্চয় দেখাব যে যারা ন্যায় আচরণ করে তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে রকম করে, প্রয়োজনের তাগিদে করে, কিন্তু শুভকারী বলে করে না। আর তৃতীয়ত, আমি তর্ক করব যে এই মতের কারণ আছে, যদি তারা যা বলে তা সত্য হয়, তবে ন্যায়-হীনের জীবন ন্যায়বানের জীবনের চেয়ে ঢের বেশি সুখী,—সোক্রাতেস্, আমি নিজে তাদের মতাবলম্বী নই। কিন্তু তবু আমি স্বীকার করি যে আমি ধাঁধাগ্রস্ত হই যখন আমি থ্রাসুমাখসের আর অযুত অযুত অন্য মানুষদের ঘ্যানর ঘ্যানর কাণে শুনি ; আর, অপর দিকে, অন্যায়ের তুলনায় ন্যায়ের শ্রেষ্ঠতা সন্তোষজনক ভাবে কখনও প্রতিপাদন করতে আমি কাউকে শুনি নি। আমি শুনতে চাই, ন্যায়কে তার নিজের জন্য নির্জলা প্রশংসা করা হচ্ছে ; তখন আমি সন্তুষ্ট হব, আর আমি মনে করি তুমি সেই ব্যক্তি যার কাছ থেকে এইটে শুনবার সব চেয়ে বেশি সম্ভাবনা ; আর এই

কারণে ন্যায়হীন জীবনকে সাধ্যমত চূড়ান্ত প্রশংসা করব, আর আমার বলার ধরণ নির্দেশ করবে আমি কী ধরণে আকাঙ্ক্ষা করি তুমিও ন্যায়কে প্রশংসা আর অন্যায়কে নিন্দা করছ শুনব। আমার প্রস্তাব তুমি সমর্থন কর কিনা, বলবে কী ?

বাস্তবিক আমি করি ; আমি আর কোন প্রসঙ্গের কথা কল্পনা করতে পারি না যার সম্বন্ধে বুদ্ধিমান্ মানুষ এত বারবার আলাপ করতে চাইবে।

তিনি উত্তর করলেন : তোমাকে ও রকম বলতে শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে, আর আমি আমার প্রস্তাব মত ন্যায়ের প্রকৃতি ও উদ্ভব নিয়ে শুরু করব।

লোকে বলে যে, অন্যায় করা, প্রকৃতিবশত, শুভ ; অন্যায় ভোগ করা, অশুভ ; কিন্তু অশুভটা শুভের চেয়ে বৃহত্তর। আর তাই যখন মানুষ অন্যায় করেছে, আর অন্যায় ভোগ করেছে, আর উভয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তখন একটাকে এড়াতে আর অন্যটাকে পেতে সমর্থ হয় না বলে তারা নিজেদের মধ্যে একমত হয় যে কোনটাকেই দরকার নেই ; এই থেকে উদ্ভব হয় আইনগুলির আর পারস্পরিক চুক্তিগুলির ; আর যা আইন দ্বারা ব্যবস্থিত হয়, তারা তাকেই বলে আইন-সঙ্গত আর ন্যায়-সঙ্গত। একেই তারা জোর দিয়ে বলে ন্যায়ের উদ্ভব আর প্রকৃতি ;—এটি সমুদয়ের সর্বোৎকৃষ্টদের মধ্যে মাঝপথ বা রফা, যার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হল অন্যায় করা আর শাস্তি না পাওয়া, আর সবের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হল উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতারহিত হয়ে অন্যায় ভোগ করা ; আর দুয়ের মধ্যবিন্দু, ন্যায়, সহ্য করা হয় শুভ বলে নয়, কিন্তু কম অশুভ বলে ; আর সম্মানিত হয় অন্যায় অনুষ্ঠান করতে মানুষদের অসামর্থ্যের দরুন। কারণ মনুষ্য নামের উপযুক্ত কেউ কখনও এ রকম এক চুক্তিতে সায় দিত না, যদি সে বাধা দিতে সমর্থ হত ; সে হত পাগল, যদি দিত। সোক্রাতেস্, ন্যায়ের প্রকৃতি ও উদ্ভবের এই হল প্রাপ্ত বিবরণ।

এখন যারা ন্যায় আচরণ করে তারা অনিচ্ছাক্রমে করে, আর তাদের ন্যায়হীন হবার ক্ষমতা নেই এই কারণে করে, এটা সব চেয়ে ভাল ভাবে গোচরে আসবে যদি আমরা এই রকমের কিছু কল্পনা করি : ন্যায়বান্ আর ন্যায়হীন তারা যা চায় তা করবার ক্ষমতা উভয়কে দেওয়ার পর, এস, আমরা তাদের চৌকি দি আর দেখি আকাঙ্ক্ষা তাদের কোন পথে নিয়ে যায় ; তখন আমরা তাদের কাজে আবিষ্কার করব, ন্যায়বান্ ও ন্যায়হীন মানুষ—একই পথ ধরে বরাবর চলছে ; দেখব তারা তাদের স্বার্থ অনুসরণ করছে, সেটা সব রকম প্রকৃতি তাদের পক্ষে শুভজনক বলে গণ্য

করে, আর শুধু আইনের জোরে তাদের ন্যায়পথে ফেরান যেতে পারে। যে স্বাধীনতা আমরা কল্পনা করছি, তা তাদেরকে এমন এক ক্ষমতার আকারে পূর্ণতম ভাবে দেওয়া যেতে পারে যা ল্যুদিয়াবাসী ক্রইসসের পূর্ব পুরুষ ল্যুগেস্ করায়ত্ত করেছিল। ঐতিহ্য অনুসারে, ল্যুগেস্ ল্যুদিয়ার রাজার অধীনে মেষ-পালের চাকরি করত ; একটা খুব মহা ঝড় এল আর যেখানে সে তার মেষগুলিকে চরাচ্ছিল সেখানে ভূমিকম্পে পৃথিবীর মুখে একটা রন্ধ্র তৈরি হল। ঐ দৃশ্যে বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে, সে রন্ধ্রের নিচে নেমে গেল ; সেখানে অন্যান্য অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে সে একটি ফাঁপা পিতলের ঘোড়া দেখতে পেল ; দরজাগুলি সংলগ্ন ছিল, তাদের একটার কাছে কুঁজো হল আর ভিতরে তাকিয়ে মানবিক দৈর্ঘ্য ছাড়িয়ে যাওয়া এক অতিমানবের মৃতদেহ, তাই তার মনে হয়েছিল, দেখতে পেল, আর একটা সোনার আংটি ছাড়া তাঁর আর কোন বসন-ভূষণ ছিল না ; এইটে সে মৃতের আঙুল থেকে খুলে নিল আর আবার উপরে উঠে এল। এর পর, প্রথা অনুযায়ী মেষপালরা এক সভায় মিলিত হল, যাতে তারা তাদের হেফাজতে থাকা ঝাঁকগুলির মাসিক বিবরণী রাজার কাছে পাঠাতে পারে ; তাদের এই সভায় সে এল, তার আঙুলে সেই আংটি, আর তাদের মধ্যে বসে সে আংটির মনিবন্ধটি হঠাৎ যেই তার হাতের ভিতরের দিকে ঘুরিয়েছে, অমনি তৎক্ষণাৎ সে দলের আর সবায়ের কাছে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর তারা তার সম্বন্ধে বলতে শুরু করল যেন সে আর উপস্থিত ছিল না। এতে সে আশ্চর্যান্বিত হল, আর আবার আংটিটিকে ছুঁয়ে মণিবন্ধটি সে বাইরের দিকে ঘোরাল আর আবার সকলের কাছে দেখা দিল ; সে আংটি নিয়ে কয়েক বার পরীক্ষা করল আর সর্বদা একই ফল পেল—যখন মনিবন্ধটিকে ভিতরের দিকে ঘোরায় তখন সে অদৃশ্য হয়, যখন বাইরের দিকে তখন আবার দেখা দেয় ; তারপর সে এমন উপায় উদ্ভাবন করল যে যাদের রাজসভায় পাঠান হয় সেই বার্তাবহদের একজন হল : যেই মাত্র সে সেখানে পৌঁছল, সে রাণীকে ধর্মভ্রষ্ট করল, আর তার সাহায্য নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল আর তাঁকে হত্যা করল। এখন কল্পনা কর যে এ রকম ঐন্দ্রজালিক আংটি ছিল দুটি, আর ন্যায়বান্ তাদের একটি পরল, আর ন্যায়হীন অপরটি ; কোন মানুষই এমন লৌহ-প্রকৃতির হবে বলে অনুমান করা যায় না যে সে ন্যায়কে দৃঢ় পদে আঁকড়ে থাকবে, কোন লোক যা তার নিজের নয় তার থেকে দুহাত সরিয়ে রাখবে না, যদি সে যা যা পছন্দ করে তা নিরাপদে বাজার থেকে তুলে নিয়ে যেতে

পারে, অথবা বাড়ী বাড়ী যাবে না আর যার সঙ্গে খুশি তার সঙ্গে শোবে না, অথবা যাকে চায় তাকে হত্যা করবে না বা কারাগার থেকে মুক্তি দেবে না, আর সব দিকে মানুষদের মধ্যে এক ভগবানের মত বিচরণ করবে না। তখন ন্যায়বান্‌দের ক্রিয়াকলাপ ন্যায়হীনদের ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে এক হয়ে যাবে ; তারা উভয়ে সর্বশেষে একই বিন্দুতে এসে মিলবে। আর এটিকে আমরা এই কথার সত্যি সত্যি একটা বড় রকমের প্রমাণ বলে জোর গলায় বলতে পারি যে, একজন মানুষ ন্যায়বান্ হয়, স্বেচ্ছায় নয়, অথবা এ কারণেও নয় যে ন্যায় ব্যক্তিগত ভাবে তার কোন রকম শুভদাতা হবে বলে সে মনে করে, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে, কারণ যেখানে কেউ ভাবে যে সে নিরাপদে ন্যায়হীন হতে পারে সেখানে সে ন্যায়হীন হয়। বস্তুত সকল মানুষ তাদের অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করে যে ব্যক্তির পক্ষে ন্যায়ের চেয়ে অন্যায় ঢের বেশি লাভজনক, আর আমি যেমন কল্পনা করেছি সে ভাবে তর্ক করে সে বলবে যে তারা নির্ভুল। তুমি যদি এমন কারু কথা ভাবতে পারতে যার এই অদৃশ্য হবার শক্তি আছে, আর কখনও কোন খারাপ কাজ করছে না অথবা অন্য কারও জিনিস স্পর্শ করছে না, তবে দর্শকরা তাকে একটা আকাট মুখখু বলে ভাবত, যদিও তারা অন্যের সামনে তাকে খুব প্রশংসা করত আর তারাও অন্যায়ের ভুক্তভোগী হতে পারে এই ভয়ে একে অন্যের কাছে বাইরের মুখোশটা রক্ষা করে চলত। এই-ই যথেষ্ট।

এখন, যদি ন্যায়বান্ ও ন্যায়হীনের জীবন সম্বন্ধে একটি বাস্তব সম্মত রায় আমাদের দিতে হয়, তবে আমাদের তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, অন্য কোন পথ নেই ; আর কী ভাবে বিচ্ছেদটা সম্পন্ন করতে হবে? আমি উত্তর দি : ন্যায়হীন মানুষ সম্পূর্ণ ন্যায়হীন হোক, আর ন্যায়বান্ মানুষ সম্পূর্ণ ন্যায়বান্ : তাদের কারুর কাছ থেকে যেন কোন কিছু সরিয়ে নেওয়া না হয়। আর উভয়কে তাদের স্ব স্ব জীবনের কাজের জন্য নিখুঁত ভাবে প্রস্তুত করতে হবে। প্রথমে ন্যায়হীন হোক শিল্পবিদ্যার অন্য বিখ্যাত অধিকারীদের মত ; কুশলী কর্ণধার বা চিকিৎসকের মত যে সহজ উপলব্ধি থেকে তার নিজের শক্তিগুলির খবর রাখে, আর তাদেরকে তাদের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে, আর যে যদি কোন কিছুতে ব্যর্থ হয় তবে নিজেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। এই ভাবে ন্যায়হীন তার ন্যায়হীন প্রচেষ্টাগুলিকে ঠিক ভাবে করুক, আর নিজেকে লুকিয়ে রাখুক

যদি সে তার অন্যায়ে বড় হতে চায় (যে ধরা পড়ে, সে কেউ না অর্থাৎ নগণ্য ব্যক্তি), কারণ অন্যায়ের উচ্চতম সীমা হল : যখন তুমি ন্যায়বান্ নও তখন ন্যায়বান্ বলে গণ্য হওয়া। অতএব আমি বলি, পূর্ণ ন্যায়হীন মানুষে পূর্ণতম অন্যায়ে বিরাজিত আছে বলে আমরা নিশ্চয় ধরে নেব ; কোন কিছু বিয়োগ হতে পারবে না। কিন্তু, যখন সে সব চেয়ে বেশি ন্যায়হীন কাজগুলি করছে, তখন সে ন্যায়পরতার জন্য সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করে নিতে পারে, আমরা তাকে সেই স্বাধীনতা দেব। যদি সে কোন ভুল পদক্ষেপ করে থাকে, তবে তার নিশ্চয় নিজেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হওয়া চাই ; সে নিশ্চয় এমন একজন হবে যদি তার কোন কাজ প্রকাশ পায়, তবে যে সকল ভাবে কথা বলতে পারে, আর, যেখানে জোরের দরকার সেখানে তার সাহস আর শক্তি আর টাকা ও বন্ধুদের উপর ক্ষমতার বলে সে জোর করে পথ করে নিতে পারে। আর তার পাশে, এস, আমরা ন্যায়বান্ মানুষটিকে বসাই, তার মহত্ত্বে ও সরলতায়, সে আএস্খুলসের ভাষায় সৎ হতে, আর সৎ দেখাতে নয়, ইচ্ছুক। কোন বাহ্য ভড়ং চলবে না, কারণ যদি তাকে বাইরে থেকে ন্যায়বান্ মনে হয়, তবে সে সম্মানিত আর পুরস্কৃত হবে, আর তখন আমরা জানতেই পারব না ন্যায়ের খাতিরে অথবা সম্মান ও পুরস্কারগুলির খাতিরে যে ন্যায়বান্ কিনা ; সুতরাং সে শুধু ন্যায়ে ভূষিত থাক আর কোন আচ্ছাদন তার না থাকুক ; আর ভাবতে হবে সে পূর্বোক্ত জনের জীবনের অবস্থার এক বিপরীত অবস্থায় রয়েছে। সে মানুষ হোক সর্বোৎকৃষ্ট, আর তাকে ভাবা হোক সর্বনিকৃষ্ট। এই সব হলে, তাকে প্রমাণের সামনে ফেলা হয়ে যাবে ; আর আমরা দেখব অপযশ ও তার ফলাফলের ভয়ে সে আক্রান্ত হয় কি না। আর এই ভাবে সে চলতে থাকুক মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ; আসলে সে ন্যায়বান্, কিন্তু বাইরে তাকে দেখাবে যেন সে ন্যায়হীন। যখন উভয়ে চরমতম প্রান্তে পৌঁছেছে, একজন ন্যায়ের আর অপর জন অন্যায়ের, তখন বিচারে রায় দেওয়া হোক দুজনের মধ্যে, কে বেশি সুখী।

আমি বললাম : হা ভগবান্। প্রিয় গ্লাউকোন্, কী রকম তেজের সঙ্গে না তুমি সিদ্ধান্তে আসবার জন্য দুটিকে ঘসে মসৃণ করে ফেললে, প্রথমে একটি পরে অন্যটি, যেন তারা দুটি মূর্তি।

তিনি বললেন : আমার যথাসাধ্য আমি করেছি। আর এখন আমরা জানি তারা কীসের সদৃশ, তাদের একটার বা অন্যটার জন্য কী ধরণের জীবন অপেক্ষা করছে তার নকসা করতে বেগ পেতে হবে না। এটি আমি বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হব ; কিন্তু বর্ণনাটাকে তুমি একটু স্থূল মনে

করতে পার, সে জন্য, সোক্রাতেস্, আমি তোমাকে অনুরোধ করি, যে কথাগুলি এর পর আসছে সেগুলি আমার নয় বলে বিবেচনা করবে। —ওগুলিকে অন্যায়ের প্রশংসাকারীদের মুখে বসাতে দাও ; তারা তোমাকে বলবে যে, যে ন্যায়বান্ মানুষকে ন্যায়হীন মনে করা হবে তাকে হতে হবে কশাহত, যন্ত্রণাপীড়িত, শৃংখলাবদ্ধ—তার দুচোখ পুড়িয়ে ফেলবে ; আর, অবশেষে, সকল রকম অশুভ ভুগবার পর, তাকে শূলে চড়িয়ে বধ করা হবে : শূলে চড়াবার পর তার বোধোদয় হবে যে তার ন্যায়বান্ হওয়া নয়, কিন্তু ন্যায়বান্ বলে দেখান উচিত ছিল ; আএসখ্যুলসের কথাগুলি ন্যায়বানের চেয়ে ন্যায়হীনের সম্বন্ধে বেশি সত্য ভাবে খাটান যেতে পারে। কারণ ন্যায়হীন একটা বাস্তবকে অনুসরণ করছে ; সে বাইরে দেখানর উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকে না—সে বস্তুতই ন্যায়হীন হতে চায়, আর শুধু ন্যায়হীন বলে দেখাতে নয় :

> 'সাধু উদ্দেশ্যের শস্য কেটে,
> তার সমস্ত মনের জমিতে বীজ বপন হয়',

অথবা

> 'তার মনের আছে এক ভূমি গভীর আর উর্বর,
> তার ভিতর থেকে গজিয়ে উঠে তার প্রাজ্ঞ উপদেশাবলি।'

প্রথমত, তাকে ন্যায়বান্ মনে করা হয়, আর সেই কারণে সে নগরের শাসনভার গ্রহণ করে ; সে যাকে খুশি বিয়ে করতে পারে, আর যার সঙ্গে ইচ্ছা বিয়ে দিতে পারে ; অধিকন্তু সে যেখানে ইচ্ছা যায় সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে, আর তা হয় সর্বদা তার নিজের স্বার্থে ; কারণ অন্যায় সম্বন্ধে তার কোন সংশয় নেই ; আর সরকারী বা বেসরকারী যে ভাবে অনুষ্ঠিত হোক, প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় সে তার বিপক্ষদের চেয়ে বেশি সুবিধা পায়, আর সেগুলির বিনিময়ে লাভ করে, আর ধনী হয়, আর তার লাভগুলি থেকে সে তার বন্ধুদের উপকার আর শত্রুদের ক্ষতি করতে পারে ; অধিকন্তু সে দেবতাদের প্রচুর ভাবে আর আড়ম্বরের সঙ্গে উৎসর্গ আর উপঢৌকন দিতে পারে আর ন্যায়বানের চেয়ে ঢের বেশি উৎকৃষ্ট ভঙ্গীতে সে দেবতাদের, অথবা যে মানুষকে সম্মান দেখাতে চায় তাকে, সম্মান করতে পারে, আর সে কারণে দেবতাদের কাছে তাদের চেয়ে তার বেশি প্রিয় হবার সম্ভাবনা। আর, সোক্রাতেস্, এই ভাবে দেব-মানবরা ন্যায়বানের জীবনের চেয়ে ন্যায়হীনের জীবনকে উৎকৃষ্টতর করবার জন্য মিলিত হয় বলা হয়।

আমি গ্লাউকোন্‌কে উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তাঁর ভাই আদিমান্তস্‌ মাঝখানে এলেন। তিনি বললেন : সোক্রাতেস্‌, তুমি মনে কর না যে আর বেশি কিছু যোগ করবার আছে ?

আমি উত্তরে বললাম : কেন, আর কী আছে ?

তিনি উত্তর করলেন : সব চেয়ে জোরাল বিষয়টির উল্লেখ পর্যন্ত করা হয় নি।

বেশ, তাহলে, 'ভাই ভাইকে সাহায্য করুক' এই প্রবচন অনুসারে যদি সে কোন অংশে ঘাটতি করে থাকে, তবে তুমি তাকে আলবৎ সাহায্য করবে ; যদিও আমাকে স্বীকার করতেই হয় যে গ্লাউকোন্‌ আমাকে ধূলায় পেড়ে ফেলতে আর আমার ন্যায়কে সাহায্য করবার শক্তির অপহ্নব ঘটাতে ইতিমধ্যে যা বলেছে তা বেশ যথেষ্ট।

তিনি উত্তর করলেন : বাজে কথা। কিন্তু আমাকে আরও কিছু যোগ করতে দাও ; ন্যায় আর অন্যায়ের নিন্দা-প্রশংসা সম্বন্ধে গ্লাউকোনের যুক্তিতে আর একটা দিক আছে, তার যা মানে বলে আমি বিশ্বাস করি সেটা বাইরে প্রকাশিত করবার জন্য সেই দিকটা সমান ভাবে দরকারী। বাপ-মায়েরা আর শিক্ষাদাতারা সর্বদা তাঁদের ছেলেদের আর তাঁদের শিক্ষাধীন-দের বলছেন যে তাদের ন্যায়বান্‌ হতে হবে ; কিন্তু কেন ? ন্যায়ের প্রতি ভালবাসা বশত নয়, কিন্তু চরিত্র আর মর্যাদার খাতিরে ; এই আশায় যে ন্যায়বান্‌ বলে যে মর্যাদা পায় তার জন্য সেই সব চাকরি, বিয়ে, আর ঐ রকম সব কিছু সংগ্রহ করা যাবে ; ন্যায়বান্‌ এই খ্যাতি থেকে ন্যায়-হীনরা বিবিধ সুবিধা লাভ করে, গ্লাউকোন্‌ তাদের মধ্যে কতকগুলি গণনা করেছিলেন, সেগুলি এই। অন্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের চেয়ে এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা কিন্তু বাইরের খোলসটাকে বেশি মর্যাদা দেয় ; কারণ তারা দেবতাদের ধারণা ভাল হবার জন্য এ জিনিসকে কাজে লাগাবে, আর তোমাকে বলবে দেবতারা ধার্মিকদের উপর কী না উপকার, তাদের ভাষায়, বর্ষণ করেন ; মহান্‌ হেসিয়দস্‌ আর হমেরসের সাক্ষ্যের সঙ্গে একথা মিলে যায়। এদের প্রথম জন বলেন : দেবতারা ন্যায়বান্‌ থেকে ওক গাছ তৈরি করেন—

> 'বহন করবার জন্য চূড়ায় শস্যগুলি আর মাঝখানে মৌমাছিগুলি ;
> আর মেষগুলি তাদের রোমের ভারে নত হয়ে পড়ে,'

আর তাদের জন্য অন্য অনেক অনুরূপ বরের ব্যবস্থা করা হয়। আর হমেরসের ধূয়াও এর খুব কাছাকাছি, কারণ তিনি একজনের কথা বলেন যার যশ হল—

'কোন নির্দোষ রাজার যশের মত, যিনি দেবতার মত
ন্যায়কে অবলম্বন করেন ; যাঁর কাছে কৃষ্ণা পৃথিবী নিয়ে আসে
গম আর যার্জি, আর যাঁর গাছগুলি ফলভারে অবনত,
আর তাঁর মেষগুলি কখনও গর্ভিণী হতে বাদ যায় না,
আর সমুদ্র তাঁকে দেয় মাছ।'

আরও বেশি চমৎকার হল স্বর্গের দানগুলি, সেগুলি মুসেয়স্ আর তাঁর পুত্র অনুগ্রহ করে ন্যায়বান্‌দের উপর দান করেন ; তাঁরা তাদের অধো-জগতে নিয়ে যান, সেখানে এক ভোজে সাধুরা সব পালঙ্কে শুয়ে আছে, অনন্ত কাল ধরে মদিরা-মগ্ন, মাথায় ফুলের মালার মুকুট ; তাঁদের কল্পনাটা এই বলে বোধ হয় যে পান-নিমগ্নতার অমরতা হল ধর্মের সর্বোচ্চ পুরস্কার ; কেউ কেউ তাদের আরও বাড়িয়ে দেয় ; তারা বলে, বিশ্বাস-ভাজন আর ন্যায়বান্‌দের ভাবী বংশ তিন আর চার পুরুষ পার করে বেঁচে থাকবে। এই ভঙ্গীতে তারা ন্যায়ের প্রশংসা করে। কিন্তু দুষ্টদের সম্বন্ধে ধূয়াটা আলাদা ; তারা তাদেরকে হাইদেসের এক মহাপঙ্কে কবর দেয়, সছিদ্র ঝাঁঝরি নিয়ে জল বহন করায় ; অধিকন্তু যখন তারা বেঁচে থাকে, তখন তাদের অপযশভাগী করে আর তাদেরকে সেই সব শাস্তি দেয়, তাদের ভাগে পড়ে বলে গ্লাউকোন্ যেগুলির বর্ণনা করেছেন ; তারা আসলে ন্যায়বান্ কিন্তু ন্যায়হীন বলে খ্যাতি লাভ করেছে ; তাদের উদ্ভাবনা এ ছাড়া আর কিছু যোগায় না। একটিকে প্রশংসা আর অন্যটিকে নিন্দা করবার এই হল তাদের ধারা।

সোক্রাতেস্, আমি তোমাকে ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে বলবার আর এক ধরণ বিবেচনার জন্য অনুরোধ করব। সেটি শুধু কবিদের মধ্যে আবদ্ধ নয়, কিন্তু গদ্য লেখকদের মধ্যেও দেখা যায়। মানবজাতির বিশ্বজনীন কণ্ঠ সর্বদা ঘোষণা করছে যে ন্যায় ও ধর্ম সম্মানজনক ; কিন্তু দুঃখজনক আর শ্রান্তিকর ; পাপ ও অন্যায়ের আনন্দগুলি সহজলভ্য, আর শুধু আইন আর জনমত দ্বারা নিন্দিত ; তারা আরও বলে যে সাধুতা অধিকতম ক্ষেত্রে অসাধুতার চেয়ে কম লাভজনক ; আর তারা দুষ্ট লোকদের সুখী বলতে, আর যখন তারা ধনী অথবা কোন উপায়ে প্রভাবশালী হয় তখন তাদের সরকারী আর বেসরকারী উভয় ভাবে সম্মান দান করতে, সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে ; অপর দিকে তারা যারা হয়ত দুর্বল আর গরিব, তাদের ঘৃণা আর অবহেলা করে, এমন কি যদিও স্বীকার করে যে তারা অন্যদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। কিন্তু সব চেয়ে অসাধারণ হল ধর্ম আর দেবতাদের সম্বন্ধে তাদের বলবার ধরণ ; তারা বলে যে অনেক ভাল লোককেরে দেবতারা

বিপদ আর দুঃখ আর দুষ্টদের শুভ আর সুখ বেঁটে দেন। আর ভিক্ষুক ভবিষ্যদ্বক্তারা ধনী লোকদের দুয়ারে দুয়ারে ঘোরে আর এই বলে তাদের ভোলায় যে দেবতারা তাদের এক ক্ষমতা অর্পণ করেছেন, তারা উৎসর্গ অথবা মন্ত্রদ্বারা একজন মানুষের নিজের অথবা তার পূর্বপুরুষদের পাপগুলির প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে, তার জন্য থাকবে আনন্দোৎসব আর ভোজ ; আর তারা অঙ্গীকার করে, অল্প কিছু খরচ করলেই তাদের শত্রুদের, ন্যায় হোক কী অন্যায় হোক, ক্ষতি করবে ; ঐন্দ্রজালিক কলা আর মন্ত্রের বলে, তাদের ইচ্ছামত কাজ সম্পন্ন করাতে তারা কবিতা বেঁধে ফেলে, তারা তাই বলে। আর কবিরা হলেন প্রধান সাক্ষী, তাঁদের কাছে তারা আবেদন করে, হেসিয়দসের কথাগুলি নিয়ে তারা এখন পাপের পথ মসৃণ করে :

> 'যে কেউ অধর্ম অনুসন্ধান করে, সে জন-সমষ্টির মধ্যে তা পেতে পারে
> সহজে। পথ মসৃণ আর হ্রস্ব, কারণ কাছেই তার বাসস্থান।
> স্বর্গ বিধান করেছেন, ধর্মে পৌঁছান যাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে,'

অথবা

> 'কষ্ট না করে পাপকে প্রাচুর্যে পাওয়া যেতে পারে ; পথ মসৃণ, তার
> বাসস্থান কাছে। কিন্তু ধর্মের সামনে দেবতারা স্থাপন করেছেন শ্রম,'

একটা ক্লান্তিকর আর কঠিন উর্ধ্বগামী রাস্তা : তারপর দেবতারা যে মানুষদের প্রভাবের অধীন হতে পারেন তার সাক্ষীরূপে হমেরসুকে আবৃত্তি করে ; কারণ তিনি বলেন :

> 'হাঁ, এমন কি দেবতারা পর্যন্ত অনুরোধ রাখেন ;
> অতএব তাঁদেরকে কাতর মিনতি ও কল্পনা-রীতি প্রদান করে,—
> দেয় সুগন্ধ ও পলান চর্বি, আর তাঁদেরকে ক্রোধ থেকে কৃপায় ফিরিয়ে আনে
> দুঃখার্ত প্রার্থনা উর্ধ্বে পাঠিয়ে, যখন অনধিকার প্রবেশ ও পাপ করা হয়।'

অথবা

> 'দেবতাদেরও তাঁদের অভিপ্রায় থেকে ফেরান যায় ; আর মানুষরা
> তাঁদের কাছে প্রার্থনা করে, আর উৎসর্গের দ্বারা আর মিষ্ট অনুনয়ের দ্বারা,
> আর মদ্য পান আর চর্বির গন্ধ দ্বারা, তাঁদের ক্রোধকে প্রতিনিবৃত্ত
> করে যখন তারা পাপ করেছে আর নীতিভ্রষ্ট হয়েছে।'

আর তারা চাঁদ আর কাব্য-সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সন্তান মুসেয়স্ আর অর্ফেয়ুস্ প্রণীত রাশি রাশি গ্রন্থ হাজির করে—তারা তাই বলে—সেগুলির অনুযায়ী তারা শাস্ত্রসিদ্ধ আচার অনুষ্ঠান করে, আর শুধু ব্যক্তি

নয়, কিন্তু গোটা নগরগুলিকে প্ররোচিত করে যে, উৎসর্গ আর আমোদ-প্রমোদ করে শূন্য ঘণ্টাকে পূর্ণ করলে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আর ক্ষতি-পূরণ হতে পারে, ওগুলি সমান ভাবে জীবিত আর মৃতদের কাজে লাগবার জন্য রয়েছে ; পরোক্তগুলিকে তারা রহস্য নাম দেয়, আর তারা আমাদের নরক-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে, কিন্তু যদি আমরা তাদের অবহেলা করি তবে কেউ জানে না আমাদের ভাগ্যে কী হবে।

তিনি এগিয়ে চললেন : আর যখন ধর্ম আর পাপ সম্বন্ধে, আর কী চোখে দেবতারা আর মানুষরা তাদের দেখে তার সম্বন্ধে, এই সব কথা বলা হয়, আর কোন কোন যুবা শোনে, তখন তাদের মন কী ভাবে প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা, হে প্রিয় সোক্রাতেস্,—তাদের কথা আমি বলছি, যারা প্রত্যুৎপন্নমতি, আর উড়ন্ত মৌমাছিদের মতন নেমে ফুলে ফুলে বসে, আর যা কিছু শোনে সেই সব থেকে, তারা সিদ্ধান্ত করবার প্রবণতা দেখায়, বল তাদের কী ধরণের ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া উচিত আর কোন্ পথে তাদের চলা উচিত যদি তারা জীবনকে সর্বাধিক উত্তম করে গড়ে তুলতে চায়। সম্ভবত যুবাটি পিন্দারসের ভাষায় নিজেকে বলবে—

> 'আমি কী ন্যায়ের পথে, অথবা প্রতারণার বাঁকা পথে, এক উচ্চতর প্রাসাদে
> উঠব, যা আমার কাছে সকল দিনের জন্য এক দুর্গ হতে পারে ?

কারণ লোকে যা বলে তা এই, যদি আমি বস্তুতই ন্যায়বান্ হই আর ন্যায়বান্ বলে বিবেচিতও না হই, তবে লাভ সেখানে কিছুই নেই, কিন্তু আছে যন্ত্রণা আর ক্ষতি, অপর দিকে ভুল করবার উপায় নেই। কিন্তু যদি, যদিও ন্যায়হীন তবু, আমি ন্যায়ের খ্যাতি অর্জন করি, তবে এক স্বর্গীয় জীবনের অঙ্গীকার আমি পাই। সুতরাং, দার্শনিকরা যেমন প্রমাণ করেন, বাইরের চেহারা সত্যের উপর স্বৈর কর্তৃত্ব করে আর সুখের অধিপতি হয়, সেই কারণে চেহারার প্রতি আমি নিশ্চয় নিজেকে অনুরাগী রাখব। আমার বাড়ীর দেউড়ি আর বহির্দেশ গঠনে ধর্মের একটা ছবি আর ছায়া আমি আমার চারদিকে অঙ্কিত করবই ; কিন্তু পিছনে আমি চতুর আর কৌশলী খেঁকশিয়ালকে লম্বা করে আঁকব, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আর্খিলোখস্ যেমন ব্যবস্থা দেন। কিন্তু কেউ যেন চীৎকার করছে বলে শুনছি যে দুষ্টাশয়তাকে গোপন রাখা প্রায়ই কঠিন হয় ; তাতে আমি উত্তর দি, মহৎ কোন কিছুই সহজ নয়। যাই হোক না কেন, বিতর্ক নির্দেশ করে যে, যদি আমরা সুখী হতে চাই তবে, এই হবে পথ যে দিক দিয়ে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। গোপনতার অভিপ্রায় নিয়ে গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘগুলি

আর রাজনৈতিক ক্লাবগুলি আমরা নিশ্চয় স্থাপন করব। আর অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপকরা আছেন, রাজসভা আর জন-জমায়েতকে কী করে কথার মাধ্যমে বশে আনতে হয়, তা শেখাবেন ; আর ফলে, অংশত লোককে নিজের মতে এনে আর অংশত জোর খাটিয়ে, আমি অবৈধ লাভ করব আর শাস্তি পাব না। এখনও আমি একটি গলা শুনতে পাচ্ছি, দেবতাদের ফাঁকি দেওয়া যায় না, তাঁদেরকে দিয়ে জোর করেও কিছু করান যায় না। কিন্তু যদি কোন দেবতাই না থাকেন তবে কী? অথবা মানবিক জিনিসগুলির জন্য তাঁদের কোন মাথাব্যথা নেই বলে ধর—এই রকম প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কেন আমরা গোপনতা নিয়ে এত ব্যস্ত হব? আর এমন কি যদি দেবতারা থাকেন, আর তাঁরা আমাদের জন্য সত্যাই উদ্বিগ্ন, তথাপি আমরা শুধু ঐতিহ্য আর কবিদের কুলজী থেকে তাঁদের কথা জানি ; আর এই কবিরাই হবে সেই সব ব্যক্তি যারা বলে যে তাঁরা প্রভাবের অধীন আর প্রত্যাবর্তিত হতে পারেন 'উৎসর্গ আর মিষ্ট অনুনয় আর অর্ঘ্য নিবেদন দ্বারা'। এস, আমরা তাহলে মিল রাখি, আর উভয়েতেই বিশ্বাস রাখি অথবা কোনটিতেই না। যদি কবিরা সত্য বলে, কেন, আমাদের ন্যায়হীন হওয়াই, অন্যায়ের ফলগুলি অঞ্জলি দেওয়াই, অপেক্ষাকৃত ভাল ; কারণ যদি আমরা ন্যায়বান্ হই, তবে যদিও বা আমরা স্বর্গের প্রতিহিংসা থেকে পালিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পারি, তথাপি আমরা অন্যায় থেকে লাভগুলি হারাব ; কিন্তু যদি আমরা ন্যায়হীন হই, তবে আমরা লাভগুলি হাতে রাখব, আর আমরা অপরাধ করব আর প্রার্থনা করব, আর প্রার্থনা করব আর অপরাধ করব। এই ভাবে দেবতারা প্রসন্ন হবেন আর আমরা শাস্তি পাব না।' 'কিন্তু অধোদেশে এক জগৎ আছে, যেখানে আমরা অথবা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়রা আমাদের অন্যায় কাজগুলির জন্য ভুগবে।' হাঁ, বন্ধু আমার, চিন্তা-ভাবনা হবে, কিন্তু রহস্য আছে, আর পাপহারী দেবতারা আছেন, আর এঁরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। পরাক্রান্ত নগরগুলি সেই কথাই ঘোষণা করে ; আর দেব-সন্তানরা, যারা তাঁদের কবি আর ভবিষ্যদ্বক্তা, অনুরূপ সাক্ষ্য দান করে।

সুতরাং কোন্ সেই নীতি যার উপর দাঁড়িয়ে নিকৃষ্টতম অন্যায়কে ছেড়ে দিয়ে আমরা বরং এর পর ন্যায়কে বেছে নেব? যদি আমরা শুধু পরোক্তটির বাইরের চেহারায় এক প্রতারণাপূর্ণ মর্যাদা জড়িয়ে দি, তবে আমরা, আমাদের মনের ভাব হল, জীবনে আর মৃত্যুর পর দেবতাদের আর মানুষদের সঙ্গে ভাল সম্পর্কই রাখব ; সংখ্যায় এইটে সব চেয়ে বেশি হয়, আর উচ্চতম কর্তারা আমাদের সেই কথাই বলেন।

সোক্রাতেস্, এই সমস্ত জেনে, কী করে একজন মানুষ, যার কিছুমাত্র মনের বা ব্যক্তিত্বের বা পদের বা ধনের শ্রেষ্ঠতা আছে সে, ন্যায়কে সম্মান দিতে ইচ্ছুক থাকতে পারে ; অথবা যখন ন্যায়কে প্রশংসিত হতে দেখে তখন বাস্তবিক না হেসে থাকতে পারে ? আর, এমন কি, যদি কেউ থাকে যে আমার কথাগুলির অসত্যতা প্রমাণ করতে সমর্থ হবে, আর যে নিঃসন্দিগ্ধ যে ন্যায় হল সর্বোৎকৃষ্ট, তবে তবু সে ন্যায়হীনের উপর রাগ করতে পারে না, কিন্তু তাকে ক্ষমা করতে খুব প্রস্তুত থাকে, কারণ সেও জানে যে মানুষরা তাদের স্বাধীন ইচ্ছাবশে ন্যায়বান্ নয় ; যদি না, দৈবাৎ এমন একজন কেউ থাকে, যার ভিতরকার দেবত্ব তাকে অন্যায়কে ঘৃণা করবার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকতে পারে, অথবা যে সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে—কিন্তু অন্য কোন লোক নয়। তা না হলে শুধু সে-ই অন্যায়কে দোষ দেয় যে ভীরুতা অথবা বার্ধক্য অথবা কোন দুর্বলতা বশত ন্যায়হীন হবার শক্তি রাখে না। আর এটা প্রমাণিত হয় ঘটনার দ্বারা, যখন সে ক্ষমতা লাভ করে। সে তৎক্ষণাৎ যতদূর তার পক্ষে হওয়া সম্ভব ততদূর ন্যায়হীন হয়ে দাঁড়ায়।

সোক্রাতেস্, এই সব কারণ আমরা আমাদের বিতর্কের সূত্রপাতে নির্দেশ করেছিলাম, যখন আমার ভাই আর আমি তোমাকে বলেছিলাম যে কী বিস্মিত না আমরা হয়েছি এই দেখে যে ন্যায়ের সকল স্বীকৃত স্তুতিকারীরা—প্রাচীন বীরপুরুষদের থেকে শুরু করে যাদের সম্বন্ধে কোন রকম স্মৃতিচিহ্ন আমাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে, আমাদের নিজেদের সময়কার লোকদের নিয়ে শেষ করে—যে সম্মান, গৌরব আর উপকারগুলি তাদের থেকে প্রবাহিত হয় সেগুলির দিকে দৃষ্টি না রেখে, একজনও কখনও অন্যায়কে নিন্দা অথবা ন্যায়কে প্রশংসা করে নি। গদ্যে হোক বা পদ্যে হোক, কেউ কখনও, আত্মাতে বসবাসকারী আর কোন মানবিক বা দৈব চোখের সামনে অদৃশ্য, তাদের একজনের বা অন্য জনের মূল চরিত্রটা পুরাপুরি বর্ণনা করে নি ; অথবা দেখায় নি যে মানুষের অভ্যন্তরস্থিত আত্মার সমস্ত জিনিসগুলির মধ্যে ন্যায় হচ্ছে মহত্তম শুভ, আর অন্যায় বৃহত্তম অশুভ। যদি এই হত গানের বিশ্বজনীন ধুয়া, যদি তোমরা আমাদের যৌবন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই কথা আমাদের মনে বসিয়ে দিতে চেষ্টা করতে, তাহলে একে অন্যকে অসাধু কাজ করা থেকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের উপর পাহারা দেবার দরকার হত না, প্রত্যেকে তার নিজের চৌকিদার হত, কারণ সে ভয়ে ভয়ে থাকত, যদি সে খারাপ কিছু করে তবে বৃহত্তম অশুভকে তার নিজের মধ্যে স্থান দেবে।

আমি ভরসা করি যে থ্রাসুমাখস্ আর অন্যেরা সেই ভাষা গভীর ভাবে সমর্থন করবে যা আমি পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র, আর ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে এর চেয়েও শক্ত শক্ত যে কথাগুলি, স্থূল ভাবে, আমার ধারণামতে, তাদের সত্য প্রকৃতিকে বিকৃত করে সেগুলিকে সমর্থন করবে। কিন্তু আমি এই রকম তীব্রভাবে বলছি, আমি তোমার কাছে খোলাখুলি স্বীকার করি, তার কারণ হল এই যে, আমি তোমার কাছ থেকে বিপরীত দিকটা শুনতে চাই ; আর আমি তোমাকে অন্যায়ের উপর ন্যায়ের শ্রেষ্ঠতা দেখাতেই শুধু অনুরোধ করব না, কিন্তু তাদের মালিকদের উপর কী তাদের ফল যা তাদের কাছে একটিকে শুভকর আর অন্যটিকে অশুভকর করে, তা দেখাতেও অনুরোধ করব। আর দয়া করে অবহিত হও, গ্লাউকোন্ আগেই তোমাকে অনুরোধ করেছেন, খ্যাতিগুলিকে বর্জন করবে ; কারণ যতক্ষণ তুমি তাদের প্রত্যেকের থেকে তার সত্য খ্যাতিকে না অপসরণ আর মিথ্যা খ্যাতিকে না যোগ কর, ততক্ষণ আমরা বলব তুমি ন্যায়কে প্রশংসা করছ না, কিন্তু তার বাইরের চেহারাকে করছ ; আমরা মনে করব যে তুমি শুধু অন্যায়কে অন্ধকারে রাখবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছ, আর তুমি বস্তুত থ্রাসুমাখসের সঙ্গে একমত হয়ে ভাবছ যে ন্যায় হল অন্যের শুভ আর বলবত্তরের স্বার্থ, আর অন্যায় হল একজন মানুষের নিজের মুনাফা আর স্বার্থ, যদিও দুর্বলের পক্ষে ক্ষতিকারক। এখন তুমি স্বীকার করছ ন্যায় হল সেই উচ্চতম শ্রেণীর বস্তুগুলির মধ্যে একটি যেগুলি বাস্তবিক তাদের ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষিত, কিন্তু আরও অনেক বেশি পরিমাণে তাদের নিজেদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত—দর্শন বা শ্রবণ বা জ্ঞান বা স্বাস্থ্য বা অন্য যে কোন বাস্তব আর স্বাভাবিক আর শুধু মামুলি নয় এমন বস্তুর মত।—আমি তোমাকে অনুরোধ করব তোমার ন্যায়ের প্রশংসায় তুমি শুধু একটি বিষয় মনে রাখবে : আমি বলছি ন্যায় আর অন্যায় তাদের মালিকদের ভিতরে মুল শুভ আর অশুভ রূপে কাজ করে। অন্যেরা ন্যায়কে প্রশংসা আর অন্যায়কে নিন্দা করুক, একটিতে যে পুরস্কার আর সম্মানগুলি লাভ হয় সেগুলিকে অতিরঞ্জিত আর অন্যটিকে গালাগালি দিক ; ওটা তর্ক করবার একটা প্রণালী যা তাদের কাছ থেকে পেলে, আমি সইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যে তুমি এই সমস্যার বিবেচনায় তোমার সমগ্র জীবন ব্যয় করেছ, যদি না আমি তোমার নিজের মুখ থেকে বিপরীত কিছু শুনি, তবে সেই তোমার কাছে উৎকৃষ্টতর কিছু প্রত্যাশা করি। আর, অতএব আমি বলি, শুধু এটুকুই আমাদের কাছে প্রমাণ কোর না যে ন্যায় অন্যায়ের চেয়ে উৎকৃষ্টতর, কিন্তু এও দেখাও যে তারা প্রত্যেকে তাদের মনিবের জন্য কী করে। কোন্‌টা

একজনকে শুভ আর কোন্‌টা অপরজনকে অশুভ পরিণতিতে নিয়ে যায়, দেবতারা আর মানুষরা দেখুক বা না দেখুক।

গ্লাউকোনের আর আদিমান্তসের প্রচেষ্টাকে আমি সর্বদা প্রশংসা করেছি ঠিকই, কিন্তু এই কথাগুলি শুনবার পর আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হলাম, আর বললাম : বিখ্যাত এক পিতার পুত্ররা, মেগারার যুদ্ধে তোমরা তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবার পর তোমাদের সম্মানে গ্লাউকোনের স্তুতিকারক শোকসূচক পংক্তিগুলি পদ্যে লিখেছিল, শুরুটা খারাপ হয় নি। সে গেয়েছিল :

'আরিস্তোনের পুত্ররা, এক বিখ্যাত বীরের দেবতুল্য সন্তান.'

উপাধিটা খুব যুক্তিযুক্ত, কারণ তোমরা যে ভাবে অন্যায়ের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে তর্ক করেছ সেই ভাবে তর্ক করতে পারা আর নিজেদের তর্কগুলিতেও আস্থাশীল না হওয়া, এমন কিছু জিনিস তাতে আছে যা সত্য সত্যই ঐশ্বরিক। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী নও —এটি আমি তোমাদের সাধারণ চরিত্র থেকে অনুমান করি, কারণ যদি আমি শুধু তোমাদের উক্তিগুলি থেকে বিচার করতাম, তবে আমি তোমাদের সন্দেহ করতাম। কিন্তু এখন যত বেশি বিশ্বাস তোমাদের উপর স্থাপন করছি, তত বেশি শক্ত হচ্ছে কী বলতে হবে তা জানা। কারণ আমি দুইয়ের মধ্যে এক সংকটে পড়ে গেছি ; একদিকে আমি অনুভব করি যে আমি এ কাজের সমকক্ষ নই ; আর আমার অসামর্থ্য আমাকে এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করাচ্ছে যে, অন্যায়ের উপর ন্যায়ের শ্রেষ্ঠতা রয়েছে, আমি ভেবেছিলাম সেটা আমি প্রমাণ করেছি, সেই উত্তরে যে উত্তর আমি থ্রাস্যুমাখস্‌কে দিয়েছিলাম, এখন দেখছি তোমরা তাতে সন্তুষ্ট হওনি। আর তবু যতক্ষণ শ্বাস আর কথা বলবার শক্তি আমার আছে, ততক্ষণ আমি সাহায্য দিতে অস্বীকার করতে পারি না ; আমার আশংকা, যেখানে ন্যায়কে নিন্দা করা হচ্ছে সেখানে উপস্থিত থাকা আর তাকে রক্ষা করবার জন্য একটা হাতও না তোলা অধর্মবিশেষ হবে। আর অতএব আমি যতটা পারি ততটা সাহায্য দেওয়া সব চেয়ে ভাল কাজ হবে।

গ্লাউকোন্ আর অন্য সকলে অনুনয় করলেন, আমি যেন প্রশ্নটাকে কোন রকমেই ছেড়ে না দি, কিন্তু অনুসন্ধানে এগিয়ে যাই। তাঁরা সত্যে পৌঁছাতে চাইছিলেন, প্রথমত ন্যায় ও অন্যায়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে, আর দ্বিতীয়ত, তাদের তুলনামূলক সুবিধাগুলি সম্বন্ধে। আমি তাঁদের তাই বললাম যা আমি বস্তুত ভেবেছিলাম : অনুসন্ধানটা গুরুতর প্রকৃতিবিশিষ্ট, আর

খুব ভাল দুচোখ দরকার করবে। আমি বললাম : সুতরাং, আমরা খুব সূক্ষ্মবুদ্ধি নই, এটা দেখে আমাদের এক প্রণালী অবলম্বন করলে ভাল হয় ; সেটাকে আমি এই ভাবে উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি : মনে কর একজন ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিকে কেউ অনুরোধ করল সে দূর থেকে ছোট ছোট অক্ষরগুলি পড়ুক ; আর অন্য একজনের মনে পড়ল যে ওগুলিকে অন্য এক জায়গায় পাওয়া যেতে পারে ; সে জায়গাটা আরও বড় আর অক্ষরগুলিও অপেক্ষাকৃত বড়—যদি অক্ষরগুলি এক হয় আর সে অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরগুলি প্রথমে পড়তে পেরে থাকে, আর তার পর ছোট অক্ষরগুলি পড়তে প্রবৃত্ত হয়—তবে একে বিরল একখণ্ড সৌভাগ্য ভাবা যেতে পারে।

আদিমান্তস্ বললেন : খুব সত্য ; কিন্তু আমাদের এই অনুসন্ধানে এই দৃষ্টান্ত কী করে প্রয়োগ করা যায় ?

আমি উত্তর করলাম : আমি তোমাকে বলব ; আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হল ন্যায়। তুমি জান, ন্যায়কে কখনও বলা হয় যেন কোন ব্যক্তির ধর্ম, আর কখনও কোন রাষ্ট্রের ধর্ম।

তিনি বললেন : সত্য।

আর রাষ্ট্র কী ব্যক্তির চেয়ে বড় নয় ?

বড়।

তাহলে বড়টিতে ন্যায়ের পরিমাণ বৃহত্তর আর অধিকতর সহজে দৃষ্টিগোচর হবার কথা। অতএব, আমি প্রস্তাব করি যে আমরা ন্যায় ও অন্যায়ের প্রকৃতি অনুসন্ধান করি, প্রথমে কী আকারে তারা রাষ্ট্রে দেখা দেয়, আর দ্বিতীয়ত ব্যক্তিতে, বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রতরে চলে যাই আর তাদের তুলনা করি।

তিনি বললেন : এটি এক চমৎকার প্রস্তাব।

আর আমরা যদি রাষ্ট্রকে সৃষ্টির প্রক্রিয়াতে রত অবস্থায় কল্পনা করি, তবে আমরা রাষ্ট্রে ন্যায় আর অন্যায়কেও সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় রত দেখতে পাব।

আমি বলি, হতে পারে।

যখন রাষ্ট্র গঠন সমাপ্ত হয়, তখন আশা থাকতে পারে যে আমাদের অনুসন্ধানের বস্তুটি বেশি সহজে আবিষ্কার করা যাবে।

হাঁ, ঢের বেশি সহজে।

আমি বললাম : আমাদের কী একটা নির্মাণের চেষ্টা করা উচিত ? কারণ, তা করা, আমি ভাবছি, খুব একটা কঠিন কাজ হবে। সুতরাং ভাল করে ভেবে দেখ।

আদিমান্তস্ বললেন : আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি, আর উৎসুক হচ্ছি যে তুমি এগিয়ে যাবে।

আমি বললাম : আমার কল্পনামতে মানবজাতির অভাবগুলি মেটাবার জন্য রাষ্ট্রের জন্ম হয় ; কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, কিন্তু আমাদের সকলেরই অভাব অনেক। রাষ্ট্রের আর কোন উদ্ভব কী অনুমান করা যায় ?

আর কোন উদ্ভব থাকতে পারে না।

সুতরাং আমাদের অনেক অভাব রয়েছে বলে, সেগুলি যোগাতে অনেক ব্যক্তিকে প্রয়োজন হয়। একজন এক উদ্দেশ্যে এক সহায়কারীকে নেয়, আর অন্যজন অন্য উদ্দেশ্যে ; আর যখন এই অংশিদাররা আর সহায়করা একটি বাসস্থানে একত্র সমবেত হয় তখন বাসিন্দাদের সংস্থাকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হয়।

তিনি বললেন : সত্য।

আর তারা একে অন্যের সঙ্গে বিনিময় করে, আর একজন দেয়, আর অন্যজন নেয়, এই ধারণার অধীন হয়ে যে বিনিময় তাদের ভালর জন্য হবে।

খুব সত্য।

আমি বললাম : তাহলে এস, আমরা কল্পনায় একটি রাষ্ট্র শুরু করি, আর সৃষ্টি করি ; আর তথাপি সত্য স্রষ্টিকর্তা হল প্রয়োজনীয়তা, যে আমাদের আবিষ্কারের জননী।

তিনি উত্তর করলেন : অবশ্য।

এখন প্রয়োজনীয়তাগুলির মধ্যে প্রথম আর সবার চেয়ে বড় হল খাদ্য, যা জীবন আর অস্তিত্বের কারণ।

আলবৎ।

দ্বিতীয় হল বাসস্থান, তৃতীয় বস্ত্র আর ঐ ধরণের জিনিস।

সত্য।

আর এখন এস, আমরা দেখি আমাদের নগর কী করে এই সমস্ত চাহিদা যোগাতে সমর্থ হবে : আমরা অনুমান করতে পারি যে একজন মানুষ হচ্ছে কৃষক, অন্যজন রাজমিস্ত্রি, অন্য কেউ তাঁতি—আমরা কী তাদের সঙ্গে যোগ করব একজন মচি আর হয়ত আমাদের শারীরিক অভাবগুলি মেটাবার জন্য অন্য কোন কোন যোগানদার ?

সম্পূর্ণ ঠিক।

একটি রাষ্ট্র সম্বন্ধে সরলতম ধারণায় নিশ্চয় চার বা পাঁচজনকে ধরতে হবে ?

স্পষ্টত।

আর তারা কী ভাবে এগুবে? প্রত্যেকে কী তার শ্রমের ফল একটা সাধারণ ভাণ্ডারে এনে ফেলবে?—উদাহরণ নাও, ব্যক্তি কৃষক চার জনের জন্য উৎপাদন করবে, তার নিজের খাদ্য সংস্থানের জন্য যতটা দরকার তার চারগুণ সময় দেবে, চারগুণ উৎপাদন করবে, এই খাদ্য সে নিজেকে আর অন্যদেরকে যোগাবে; অথবা তার কী অন্যদের সঙ্গে কিছুই করবার থাকবে না আর তাদের জন্য উৎপাদন করবার কষ্ট নেবে না, কিন্তু শুধু নিজের জন্য এক-চতুর্থাংশ সময়ে এক-চতুর্থাংশ খাদ্যের যোগান দেবে, আর তার সময়ের বাকী তিন-চতুর্থাংশ সময় একটা বাড়ী বা একটা কোট বা একজোড়া জুতা তৈরিতে নিযুক্ত করবে, অন্যদের সঙ্গে কোন অংশিদারিত্ব থাকবে না, কিন্তু তার নিজের সমস্ত অভাব সে নিজে মেটাবে?

আদিমান্তস্ মনে করেন যে তার লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু খাদ্য উৎপাদন করা আর প্রত্যেক জিনিস উৎপাদন করতে না যাওয়া।

আমি উত্তর করলাম: সম্ভবত সেটাই প্রকৃষ্টতর উপায় হবে; আর যখন আমি তোমাকে এটি বলতে শুনছি আমার নিজেকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছি যে আমরা সকলে সদৃশ নই; আমাদের মধ্যে প্রকৃতির বৈচিত্র্য আছে, সেগুলি বিভিন্ন বৃত্তির সঙ্গে খাপ খায়।

খুব সত্য।

আর যখন কারিকরের অনেক বৃত্তি থাকে তখন, না যখন তার মাত্র একটি থাকে তখন, কোন কাজ প্রকৃষ্টতর ভাবে সম্পন্ন হয়?

যখন তার মাত্র একটি থাকে।

অধিকন্তু, সন্দেহ নেই যে যথাসময়ে না করা হলে একটা কাজ নষ্ট হয়?

সন্দেহ নেই।

কারণ যে পর্যন্ত না কর্তব্যের অনুষ্ঠাতা অবকাশ পায় সে পর্যন্ত কর্তব্য অপেক্ষা করতে রাজি নয়; কিন্তু সে যা করছে তা অনুষ্ঠাতাকে করেই যেতে হবে, আর কর্তব্যকে তার প্রথম উদ্দেশ্য করতে হবে?

তাকে করতেই হবে।

আর তাই যদি হয়, তবে আমরা নিশ্চয় অনুমান করব যে, সকল জিনিস প্রচুর ভাবে আর সহজে আর উৎকৃষ্টতর গুণসহ উৎপাদিত হবে যখন একজন লোক একটি জিনিস করে যেটা তার পক্ষে স্বাভাবিক আর যথাসময়ে করে, আর অন্য জিনিসগুলিকে ছেড়ে দেয়।

নিঃসন্দেহে।

তাহলে চার জনের বেশি নাগরিকের প্রয়োজন হবে ; কারণ কৃষক তার লাঙল বা কোদাল বা কৃষির অন্যান্য যন্ত্র তৈরি করবে না, যদি সেগুলিকে কোন কাজের হতে হয়। রাজমিস্ত্রিও তার হাতিয়ার তৈরি করবে না—তারও দরকার অনেকগুলির ; আর তাঁতি আর মুচিও সে প্রকার।

সত্য।

তাহলে ছুতাররা, আর কামাররা আর অন্য অনেক কারিকর আমাদের ছোট রাষ্ট্রে অংশগ্রহণকারী হবে, ওটা ইতিমধ্যে বাড়তে শুরু করেছে ?

সত্য।

আমাদের কৃষকদের লাঙল চালাবার জন্য ষাঁড় চাই, আমাদের রাজমিস্ত্রি আর কৃষকদের চাই গাড়ী-টানা গরু-মহিষ, আর চাই চামড়া-শোধনকারীদের, আর তাঁতিদের, চাই মেষ-লোম আর কাঁচা চামড়া ; এমন কি, যদি আমরা রাখাল, মেষপাল আর অন্যান্য পালদের যোগ করি—তবু আমাদের রাষ্ট্র খুব বড় হবে না।

তা সত্য : তবু এটা খুব ছোট রাষ্ট্রও হবে না যার মধ্যে এই সব থাকবে।

তারপর, আবার, নগরের অবস্থানটাও রয়েছে—যেখানে কোন জিনিস আমদানি করতে হবে না এমন জায়গা খুঁজে পাওয়া ভার।

অসম্ভব।

সুতরাং আর এক শ্রেণীর নাগরিক নিশ্চয় থাকবে যারা অন্য নগর থেকে দরকারী যোগান নিয়ে আসবে।

নিশ্চয় থাকবে।

কিন্তু যদি বণিক খালি হাতে যায়, যারা তার প্রয়োজন মেটাবে তাদের যা দরকার তার কিছুই তার সঙ্গে না থাকে, তবে সে খালি হাতে ফিরে আসবে।

সেটা নিশ্চিত।

আর অতএব তারা স্বদেশে যা উৎপাদন করবে তা শুধু তাদের নিজেদের জন্য যথেষ্ট হলেই চলবে না, কিন্তু পরিমাণ আর গুণ উভয়ত এমন হওয়া চাই যে যাদের কাছ থেকে তাদের অভাব পূরণের যোগান আসছে তাদের সন্তুষ্টি বিধান করে।

খুব সত্য।

তখন আরও কৃষক, আরও কারিকর, দরকার পড়বে ?

তা পড়বে।

আমদানিকারী আর রপ্তানিকারীদের না হয় উল্লেখ নাই করলাম, যাদের বণিক আখ্যা দেওয়া হয় ?

হাঁ।

তাহলে আমাদের দরকার বণিকদের ?

দরকার বৈ কি।

আর যদি বাণিজ্য পণ্য সাগর দিয়ে বয়ে নিতে হয়, তবে কুশলী নাবিকদেরও প্রয়োজন হবে, আর বৃহৎ সংখ্যায় ?

হাঁ, বৃহৎ সংখ্যায়।

তারপর, আবার, নগরের মধ্যে, তারা তাদের উৎপাদনগুলি কী ভাবে বিনিময় করবে ? এই রকম এক বিনিময় আয়ত্ত করা, তোমার মনে পড়বে, ছিল আমাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য যে জন্য আমরা তাদের একটি সমাজে পরিণত করেছিলাম আর একটি রাষ্ট্র গড়েছিলাম।

স্পষ্টতই তারা কেনা-বেচা করবে।

তাহলে তাদের বাজার-স্থান, আর বিনিময়ের উদ্দেশ্যে এক মুদ্রা-নিদর্শন প্রয়োজন হবে।

আলবৎ।

এখন মনে কর, একজন কৃষক বা একজন কারিকর, বাজারে কিছু উৎপাদন নিয়ে এল, আর সে এমন সময়ে এল যখন তার সঙ্গে বিনিময় করবার মত কেউ সেখানে নেই—তাকে কী তার বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে বাজার-স্থানে অলস ভাবে বসে থাকতে হবে ?

আদৌ না ; সে সেখানে এমন লোকদের পাবে, যারা অভাব দেখে বিক্রেতার পদ নেয়। সুশৃংখলিত রাষ্ট্রগুলিতে তারা হল সাধারণত সেই সব মানুষ যারা দৈহিক শক্তিতে দুর্বলতম, আর তাই অন্য কোন কাজের জন্য সামান্যই উপযুক্ত ; তাদের কর্তব্য হচ্ছে বাজারে অবস্থান করা, আর যারা বেচবার আকাঙ্ক্ষা করে তাদেরকে জিনিসের বিনিময়ে টাকা দেওয়া আর যারা কিনবার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া।

সুতরাং এই অভাব আমাদের রাষ্ট্রে খুচরা ব্যবসায়ীর একটা শ্রেণী সৃষ্টি করে। 'খুচরা বেপারি' শব্দটি কী তাদের প্রতি প্রয়োগ করা হয় না যারা কেনা-বেচায় উদ্যত হয়ে বাজার-স্থানে বসে, আর যারা নগর থেকে নগরান্তরে ঘুরে বেড়ায় তাদের কী বণিক আখ্যা দেওয়া হয় না ?

তিনি বললেন : হাঁ।

আর অন্য এক শ্রেণীর ভৃত্য আছে, যারা বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে

সম্প্রদানের স্তরে উন্নীত নয় বললেই চলে ; তথাপি শ্রমের উপযুক্ত প্রচুর দৈহিক শক্তির তারা অধিকারী, আর আমি যদি ভুল না করে থাকি তবে তাদের বলা হয় ঠিকা লোক, আর তাদের শ্রমের জন্য যে দর দেওয়া হয় তার নাম হচ্ছে মজুরি।

সত্য।

তাহলে ঠিকা লোকরাও আমাদের জন-সংখ্যার সহায়ক হবে ?

হাঁ।

আর, আদিমান্তস্, এখন, আমাদের রাষ্ট্র কী পরিপক্বতা আর পূর্ণতা লাভ করেছে ?

আমার তাই মনে হয়।

তাহলে ন্যায় কোথায়, আর অন্যায় বা কোথায় রয়েছে, আর রাষ্ট্রের কোন্ অংশে তারা উদয় হয়েছিল ?

সম্ভবত এই সব নাগরিকদের একের সঙ্গে অন্যের ব্যবহারগুলিতে। আমি কল্পনা করতে পারি না যে অন্য কোথাও তাদের পাবার সম্ভাবনা বেশি।

আমি বললাম : আমি ভরসা করি যে, ইঙ্গিতে তুমি ঠিকই বলেছ ; আমাদের ভাল করে ভেবে চিন্তে ব্যাপারটা বের করা উচিত, আর তাকে ধাওয়া করা থেকে পিছ-পা হওয়া অনুচিত।

সুতরাং, সবার প্রথমে, এস, আমরা বিবেচনা করি, যখন আমরা তাদেরকে এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি, তখন তাদের জীবনযাপন কী রকম হবে। তারা কী নিজেদের জন্য শস্য, আর মদ, আর জুতা উৎপাদন আর বাড়ী তৈরি করবে না ? আর যখন তারা গৃহবাসী হবে, তখন তারা কাজ করবে, গ্রীষ্মে সাধারণত খালি গায়ে আর খালি পায়ে, কিন্তু শীতে বেশ ভাল ভাবে কাপড় এঁটে আর জুতা পরে কাজে লাগবে। তারা যব-ভোজন আর গমের ময়দা ব্যবহার করবে, সেঁকবে, ময়দা মাখবে আর ঠাসবে, আর চমৎকার পিঠে আর রুটিগুলি তৈরি করবে ; এগুলি তারা খাগড়ার মাদুরের উপর অথবা পরিষ্কার পাতার উপর বিছিয়ে রেখে পরিবেশন করবে, ইউ গাছ আর চিরহরিৎ মেদীগাছের পাতা ছড়ান বিছানাগুলির উপর তারা নিজেরা সে সময় হেলান দিয়ে থাকবে। আর তারা আর তাদের পুত্র-কন্যারা ভোজ খাবে, তারা যে মদ তৈরি করেছে তা থেকে পান করবে; তাদের মাথায় মালা পরবে, দেবতাদের প্রশস্তি-গীতি গাইবে, আর একে অন্যের সঙ্গে সুখময় কথাবার্তা চালাবে। আর তারা সাবধানতা অবলম্বন করবে যেন তাদের পরিবারগুলি আর ছাড়িয়ে সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় না করে : দারিদ্র্য আর যুদ্ধের দিকে খরদৃষ্টি রাখবে।

গ্লাউকোন্ মাঝখানে বললেন: কিন্তু তুমি তাদের আহারে কিছু কিছু স্বাদুর ব্যবস্থা কর নি।

আমি উত্তর করলাম: আমি ভুলে গিয়েছিলাম; অবশ্য তারা নিশ্চয়ই স্বাদু একটা কিছু পাবে—লবণ, আর জলপাই, আর পনীর, আর গ্রামের লোকরা যেমন করে তারা শেকড় আর গাছগাছড়াগুলি সেদ্ধ করবে; ভোজের শেষে আমরা তাদের ফল দেব, ডুমুর আর মটর কলাই আর বরবটি; আর তারা হরিৎ বেরি আর মটরশুঁটি আগুনে সাঁৎলে নেবে, পরিমিত মদ খাবে। আর এই রকম পথ্য পেয়ে তারা শান্তিতে ও স্বাস্থ্যে বেশ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকবে, আর তাদের পিছনে তাদের ছেলেমেয়েদের অনুরূপ জীবন দিয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

তিনি বললেন: হাঁ, সোক্রাতেস্, যদি তুমি শূয়র-ছানাদের এক নগর পত্তন করতে চাইতে, তবে তুমি জন্তুগুলির আহারের ব্যবস্থা অন্য আর কী রকম করতে পারতে?

আমি উত্তর করলাম: গ্লাউকোন্, কী তবে তুমি পেতে চাও?

তিনি বললেন: কেন, তুমি তাদেরকে জীবনের সাধারণ সুবিধাগুলি দেবে। সেই সব লোক চাই যারা আরামের জন্য সোফায় হেলান দিতে আর টেবিল থেকে খাবার তুলে নিতে অভ্যস্ত। আর আধুনিক ভঙ্গীর চাটনি আর মিঠাই তাদের থাকবে।

আমি বললাম: হাঁ, এখন আমি বুঝছি: যে প্রশ্ন, তুমি চাও যে, আমি বিবেচনা করি, তা হচ্ছে, কী করে, শুধু একটি রাষ্ট্র নয় কিন্তু একটি বিলাস-প্রিয় রাষ্ট্র সৃষ্ট হতে পারে; আর সম্ভবত এটিতে কোন ক্ষতি নেই, কারণ এই রকম এক রাষ্ট্রে আমাদের দেখার সম্ভাবনা বেশি কী ভাবে ন্যায় আর অন্যায়ের উদ্ভব হয়। আমার মতে রাষ্ট্রের যা সত্য ও সুস্থ কাঠামো তা-ই আমি বর্ণনা করেছি। কিন্তু যদি তুমি কোন রাষ্ট্রকে জ্বরের উর্ধ্বতাপে দেখতে ইচ্ছা কর, তবে আমার আপত্তি নেই। কারণ আমি সন্দেহ করি যে অনেকে জীবনের সহজতর পথ নিয়ে সন্তুষ্ট হবে না। তারা সোফা, টেবিল, আর অন্যান্য আসবাব যুক্ত করবার স্বপক্ষে থাকবে; তাছাড়া মুখরোচক, আর সুগন্ধি দ্রব্য, আর ধূপধুনা, অসতী স্ত্রীলোক, আর পিঠেগুলি থাকবে, এই সব শুধু এক ধরণের নয়, কিন্তু সকল ধরণের; আমি প্রথমে যে প্রয়োজনীয়গুলির কথা বলছিলাম, যেমন বাড়ী, আর বস্ত্র, আর জুতা, সেগুলি নিশ্চয় আমাদের ছাড়িয়ে যেতে হবে; চিত্রকর আর সূচীকর্ম-নিপুণের কলাগুলিকেও গতিদান করতে হবে,

আর সোনা আর হাতীর দাঁত আর সব রকমের উপকরণ যোগাড় করতেই হবে।

তিনি বললেন : সত্য।

সুতরাং আমাদের সীমানাগুলি আমরা নিশ্চয় বাড়াব : কারণ প্রাথমিক সুস্থ রাষ্ট্র আর নিজে যথেষ্ট থাকছে না। এখন সাধারণ অভাব মেটানর জন্য প্রয়োজন হয় না এমন বহুল বৃত্তি দিয়ে নগরকে ভরে দিতে আর ফাঁপাতে হবে ; যেমন ধর শিকারীদের আর অভিনেতাদের গোটা জাতগোষ্ঠী, তাদের এক বৃহৎ শ্রেণীকে আকৃতি আর রঙ নিয়ে কাজ করতে হয় : অন্যটি হবে সঙ্গীতের পূজারিদের—কবিরা আর তাদের অনুচর কবিওয়ালাদের, বাদকদের, নটদের, ঠিকাদারদের দল ; বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য-নির্মাতারাও, তাদের মধ্যে থাকবে স্ত্রীলোকের পোষাক প্রস্তুতকারীরা। আর আমাদের আরও বেশি ভৃত্যের দরকার হবে। শিক্ষাদাতাদের জন্য চাহিদাও কী হবে না ? ভিজে ও শুক্‌ন ধাত্রীদের, মাথা ঢাকা প্রস্তুত-কারিণীদের আর নাপিতদের, মিঠাইয়ের জন্য ময়রাদের, আর রাঁধুনীদেরও ; শূয়র-পালকদেরও, আমাদের রাষ্ট্রের পূর্ববর্তী সংস্করণে যাদের দরকার ছিল না বলে স্থান দেওয়া হয় নি, কিন্তু এখন দরকার হয়েছে ? তাদের ভুলে গেলে চলবে না ; আর অন্য অনেক শ্রেণীর জন্তুও থাকবে, যদি লোকেরা তাদের মাংস খায়।

আলবৎ।

আর এই ভাবে বাস করলে পর আমাদের আগের চেয়ে অনেক বেশি চিকিৎসকদের দরকার হবে ?

'অনেক বেশি।

ফলে আগে যে দেশ মূল বাসিন্দাদের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট ছিল তা এখন অত্যন্ত ছোট হয়ে যাবে, আর যথেষ্ট থাকবে না।

সম্পূর্ণ সত্য।

সুতরাং গোচারণ আর চাষের জন্য আমাদের প্রতিবেশীর এক টুকরা জমি দরকার হবে, আর যদি, আমাদের মত তাদের প্রয়োজন সীমা অতিক্রম করে যায় আর তারা নিজেদেরকে ধনের সীমাহীন সঞ্চয়ের হাতে ছেড়ে দেয়, তবে তারা আমাদের কাছ থেকে এক টুকরা চাইবে ?

সোক্রাতেস্, সেটা হবে অনিবার্য।

গ্লাউকোন্, আর এই ভাবে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হব। হব না কী ?

তিনি উত্তর করলেন : অতীব নিশ্চিত।

সুতরাং যুদ্ধ শুভকর না ক্ষতিকর, আপাতত সেটা নির্ণয় না করেও,

এইটুকু আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে এখন যুদ্ধকে এমন কতকগুলি কারণ থেকে উদ্ভূত হয় বলে আমরা আবিষ্কার করেছি যেগুলি রাষ্ট্রের প্রায় সব অশুভের কারণ, সরকারী হোক, বেসরকারী হোক।

নিঃসন্দেহ।

আর আমাদের রাষ্ট্র নিশ্চয় আর একবার বাড়বে ; আর এবার বৃদ্ধিটা একটা গোটা সেনাবাহিনীর চেয়ে কম হবে না ; তারা বেরিয়ে গিয়ে আমাদের যা আছে তার সব কিছুর জন্য, আর যে জিনিসগুলির আর ব্যক্তিদের আমরা উপরে বর্ণনা করছিলাম সেগুলির ও তাদের জন্যও বটে আক্রমণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

তিনি বললেন : কেন, তারা কী নিজেদের রক্ষা করতে পারে না ?

আমি বললাম : না ; যখন আমরা রাষ্ট্র গঠন করছিলাম তখন আমরা সকলে যে নীতি স্বীকার করে নিয়েছিলাম তাতে যদি আমরা ভুল না করে থাকি তবে পারে না ; নীতিটা, তোমাদের মনে পড়বে, ছিল এই যে একজন মানুষ অনেকগুলি কলা এক সঙ্গে সফলভাবে আয়ত্ত করতে পারে না।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

কিন্তু যুদ্ধ কী একটা কলা নয় ?

আলবৎ।

আর জুতা তৈরিতে যতটা মনোযোগ দরকার এই কলাতেও ততটা মনোযোগ দরকার করে ?

সম্পূর্ণ সত্য।

আর আমরা মুচিকে চাষী বা তাঁতি বা রাজমিস্ত্রি হতে দি নি— এই জন্য যে আমাদের জুতাগুলি তাহলে ভাল ভাবে তৈরি হবে ; কিন্তু তাকে আর অন্য প্রত্যেক কারিকরকে একটি একটি কাজ দেওয়া হয়েছিল, যে কাজের জন্য প্রকৃতি তাকে উপযুক্ত করে পাঠিয়েছে ; আর সারা জীবন ধরে তাকে সেই কাজই করে যেতে হবে আর অন্য কোন কাজ নয় ; সুযোগগুলি সে হাতছাড়া হতে দেবে না ; তবেই সে একজন ভাল কারিকর হতে পারবে। এখন, একজন সেনার কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই থাকতে পারে না। কিন্তু যুদ্ধ কী এত সহজে আয়ত্ত করবার কলা যে একজন মানুষ যোদ্ধা হবে, আবার একজন চাষীও হবে, অথবা মুচি, বা অন্য কারিকরও হবে ; একটু অবসর বিনোদনের জন্য কেউ খেলাটি গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তার খুব কাঁচা বয়স থেকে নিজেকে এটিতে, আর কোন কিছুতে নয়, অনুরক্ত না রাখলে, জগতে কেউ একজন ভাল পাশা বা সতরঞ্চ খেলোয়াড় হতে পারে

না ? কোন হাতিয়ারই একজন মানুষকে নিপুণ কারিকরে, অথবা শীর্ষ রক্ষণকারীতে, পরিণত করবে না, অথবা তার কোন কাজে আসবে না, যে শেখে নি কী করে তাদের চালাতে হয়, আর তাদের দিকে কখনও কোন মনোযোগ দেয় নি। সুতরাং চাল বা যুদ্ধের অন্য অস্ত্র হাতে নেওয়ামাত্র কী করে সে ভারী অস্ত্র-সজ্জিত অথবা অন্য যে কোন ধরণের সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দিনেকের মধ্যে একদম ভাল যোদ্ধা বনে যাবে ?

তিনি বললেন : হাঁ, যে হাতিয়ারগুলি মানুষদেরকে তাদের নিজেদের ব্যবহার শেখাবে সেগুলি সকল দরের উর্ধ্বে চলে যাবে ।

আমি বললাম : আর অভিভাবকদের কর্তব্য যত উচ্চতর শ্রেণীর হবে, তত বেশি সময়, আর দক্ষতা, আর কলা, আর অধ্যবসায় তার দিক থেকে দর হিসাবে তাকে দিতে হবে ।

তিনি উত্তর করলেন : সন্দেহ নেই ।

তার বৃত্তির জন্য তার পক্ষে কী স্বাভাবিক প্রবণতাও তার দরকার হবে না ?

নিশ্চিত হবে।

সুতরাং, যদি আমরা পারি তবে যে সব প্রকৃতি নগর রক্ষার কাজের জন্য উপযুক্ত, তাদের বাছাই করা আমাদের কর্তব্য হবে ।

তা হবে।

আমি বললাম : আর বাছাইটা সহজ ব্যাপার হবে না ; কিন্তু আমরা নিশ্চয় সাহসী হয়ে যথাসাধ্য করব ।

আমরা নিশ্চয় করব ।

রক্ষা আর পাহারা দেওয়ার দিক থেকে মহৎ যুবা পুরুষ কী সুষ্ঠু ভাবে পালিত কুকুরের খুব বেশি সদৃশ নয় ?

তুমি কী বলতে চাও ?

আমি বলতে চাই যে তাদের উভয়ের দ্রুত-দৃষ্টি হওয়া, আর তারা যখন দেখতে পায় তখন শত্রুকে বেগে গিয়ে ধরে ফেলা, তাদের উচিত ; আর যখন তারা তাকে ধরে ফেলেছে তখন যদি তার সঙ্গে তাদের যুদ্ধ করতে হয়, তবে সেজন্য শক্তিশালীও হওয়া আবশ্যক ।

তিনি উত্তর করলেন : এই সব গুণাবলি তার নিশ্চিত থাকা দরকার হবে ।

বেশ, আর যদি সে ভাল লড়াই করতে চায়, তবে তোমার অভিভাবককে নিশ্চয় সাহসী হতে হবে ?

আলবৎ।

আর যার তেজ নেই, সে ঘোড়া হোক, বা কুকুর হোক, বা অন্য কোন জন্তু হোক, তার কী সাহসী হবার সম্ভাবনা আছে? তুমি কী কখনও লক্ষ্য কর নি তেজ কী রকম অনতিক্রম্য আর অপরাজেয়, আর তার অবস্থিতি কী ভাবে কোন জীবের আত্মাকে একদম নির্ভীক আর অদম্য করে?

আমি লক্ষ্য করেছি।

সুতরাং অভিভাবকের কোন্ কোন্ দৈহিক গুণাবলি থাকা দরকার, সে সম্বন্ধে এখন আমাদের পরিষ্কার ধারণা হয়েছে।

সত্য।

আর মানসিক গুণাবলি সম্বন্ধেও; তার আত্মাকে তেজঃপূর্ণ হতে হবে?

হাঁ।

কিন্তু এই সব তেজস্বী প্রকৃতিগুলি কী একে অন্যের প্রতি, আর অন্য প্রত্যেকের প্রতি, হিংস্র ভাবাপন্ন হবে না?

তিনি উত্তর করলেন: সে এক মুস্কিল বটে, দূর করা কোনমতে সহজ নয়।

আমি বললাম: অথচ তাদের শত্রুদের সম্পর্কে বিপজ্জনক আর বন্ধুদের সম্পর্কে শান্ত হওয়া তাদের উচিত; যদি না হয়, তাহলে তাদের শত্রুরা তাদের ধ্বংস করবে এই অপেক্ষায় না থেকে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করবে।

তিনি বললেন: সত্য।

আমি বললাম: কী করতে হবে তা হলে? আমরা কী করে এমন শান্ত প্রকৃতি খুঁজে পাব যার মহাতেজও আছে, কারণ একজন অন্যজনের প্রতিবাদ স্বরূপ?

সত্য।

সে ভাল অভিভাবক হবে না যার এই দুই গুণের কোনটির অভাব আছে; আর তাদের মিলন অসম্ভব বলে প্রতিভাত হচ্ছে; আর সুতরাং আমরা নিশ্চয় অনুমান করব যে ভাল অভিভাবক হওয়া অসম্ভব।

তিনি উত্তর করলেন: আমার আশংকা, তুমি যা বলছ, তা সত্য।

এইখানে ধাঁধাঁয় পড়েছি অনুভব করে আমি আগের আলোচনাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করতে শুরু করলাম। আমি বললাম: বন্ধু হে, আশ্চর্য নয় যে আমরা একটা ধাঁধাঁয় পড়েছি; কারণ যে প্রতিমূর্তি আমাদের সামনে ছিল তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

তিনি বললেন : তুমি কী বলতে চাও ?

আমি বলতে চাই যে এমন প্রকৃতিগুলি নিশ্চয় আছে যেগুলিতে ঐ বিপরীত গুণগুলির সমাবেশ রয়েছে।

আরে, তুমি তাদের পাচ্ছ কোথায় ?

আমি উত্তর করলাম : অনেক জন্তু তাদের দৃষ্টান্ত যোগায় ; আমাদের বন্ধু কুকুরটি খুব ভাল একটি দৃষ্টান্ত ; তুমি জান যে সুষ্ঠু পালিত কুকুরগুলি তাদের ঘরোয়া ও পরিচিতদের প্রতি সম্পূর্ণ শান্ত, আর অপরিচিতদের প্রতি বিপরীত।

হাঁ, আমি জানি।

সুতরাং আমরা একজন অভিভাবক খুঁজে পাব যার মধ্যে গুণাবলির অনুরূপ মিশ্রণ হয়েছে. এর মধ্যে কিছুই অসম্ভব বা প্রাকৃতিক কোন বিধানের লংঘন নেই ?

আলবৎ নেই।

যে অভিভাবক হবার উপযুক্ত, তার কী, তেজস্বী প্রকৃতি ছাড়া, দার্শনিকের গুণাবলি থাকবার দরকার হবে না ?

তোমার কথার মানেটা আমি ধরতে পারছি না।

আমি উত্তর করলাম : যে বিশেষ লক্ষণের কথা বলছি, তা কুকুরেতেও দেখা যেতে পারে, আর জন্তুটা বিস্ময়কর বটে।

কোন্ লক্ষণ ?

কেন, যখনই সে অপরিচিত কাউকে দেখে, তখনই রেগে যায়, যখন পরিচিতকে দেখে, সে তাকে স্বাগত জানায়, যদিও একজন কোন দিন তার কোন ক্ষতি করে নি, আর অপর জন উপকার। এটা কী তোমার কাছে কোন দিন অদ্ভুত বলে ঠেকে নি ?

ব্যাপারটা আগে কখনও আমাকে নাড়া দেয় নি ; কিন্তু আমি তোমার মন্তব্যের সত্যতা কবুল করছি।

আর অবশ্যই কুকুরের সহজাত সংস্কার খুব মনোহর ; তোমার কুকুর অতি বুদ্ধিমান্ ও খাঁটি দার্শনিক।

কেন ?

কেন, কারণ সে বন্ধুর মুখ কোন্‌টা আর শত্রুর মুখ কোন্‌টা তা শুধু জানা আর না জানার কষ্টিপাথরে ঘসে স্থির করে। আর যে জন্তু জ্ঞান আর অজ্ঞতার পরীক্ষা দিয়ে স্থির করে কী সে ভালবাসে আর কী সে ভালবাসে না সে কী নিশ্চয় শিক্ষা-প্রেমিক নয় ?

খুব নিশ্চিতভাবে।

আর শিক্ষা-প্রেম কী প্রজ্ঞা-প্রেম নয়? আর প্রজ্ঞা-প্রেম মানে দর্শন?

তিনি উত্তর করলেন: ওগুলি একই।

আর আমরা কী মানুষের সম্বন্ধেও বিশ্বাস ভরে বলতে পারি না যে, যার বন্ধুদের আর পরিচিতদের প্রতি শান্ত থাকবার সম্ভাবনা, সে নিশ্চয় প্রকৃতি বশত প্রজ্ঞা আর জ্ঞান-প্রেমিক হবে?

সেটা আমরা অনায়াসে জোর দিয়ে বলতে পারি।

সুতরাং যাকে রাষ্ট্রের প্রকৃত সৎ ও মহান্ অভিভাবক হতে হবে তার নিজের মধ্যে একত্রিত করতে হবে দর্শন আর তেজ আর দ্রুততা আর বল?

নিঃসন্দেহে।

সুতরাং আমরা আকাঙ্ক্ষিত প্রকৃতিগুলিকে পেয়েছি; আর যখন আমরা তাদের পেয়ে গেছি, তখন তাদের কী ভাবে লালন-পালন করতে হবে আর শিক্ষা দিতে হবে? এটি কী সেই অনুসন্ধান নয় যা আমাদের শেষ লক্ষ্য বৃহত্তর অনুসন্ধানের উপর আলোকপাত করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়—রাষ্ট্রগুলিতে ন্যায় ও অন্যায় কী ভাবে বিকাশ লাভ করে? কারণ আমরা চাই না, যা কিছু আমাদের অনুসন্ধানের পক্ষে প্রয়োজন তার এক বিন্দুও বাদ পড়ে অথবা আমাদের বিতর্ককে অযথা অসুবিধাজনক দৈর্ঘ্যে টেনে নিয়ে যায়।

আদিমান্তস্ ভাবেন, সে অনুসন্ধানটা আমাদের অনেক উপকার করবে।

আমি বললাম: হে প্রিয় বন্ধু আমার, কাজটা, এমন কি যদি বা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়, কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

নিশ্চিত না।

এস তবে, আমাদের এক ঘণ্টা অবসর সময় গল্প করে কাটান যাক, আর আমাদের গল্পটাই আমাদের বীরদের শিক্ষাস্বরূপ হোক।

সর্বতোভাবে।

আর তাদের শিক্ষাটা কী হতেই হবে? আমরা কী মামুলি ধরণের চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন ধরণ খুঁজে পেতে পারি? —আর এর দুটি বিভাগ আছে—শরীরের জন্য ব্যায়াম, আর আত্মার জন্য সঙ্গীত।

সত্য।

আমরা কী সঙ্গীত দিয়ে শিক্ষা শুরু করব, আর তারপর ব্যায়ামকে নিয়ে পড়ব?

সর্বতোভাবে।

আর যখন তুমি সঙ্গীতের কথা বল, তখন সাহিত্যকে তার অন্তর্গত কর, কী কর না ?

আমি করি।

আর সাহিত্য হয় সত্য নয়ত মিথ্যা হবে ?

হাঁ।

আর অল্পবয়সীরা দুই শ্রেণীর শিক্ষাই পাবে, আর আমরা মিথ্যা দিয়ে শুরু করি ?

তিনি বললেন : আমি তোমার কথার মানে বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম : তুমি জান যে আমরা ছোট ছেলেমেয়েদের গল্প বলা দিয়ে শুরু করি ; যদিও সেগুলি গোটাটাই সত্য বিরহিত নয়, বানান নয় ; আর এই গল্পগুলি তাদের বলা হয় যখন তারা ব্যায়াম শিখবার বয়সে পৌঁছায় নি।

খুব সত্য।

আমি যখন বলেছিলাম ব্যায়ামের আগে আমরা নিশ্চয় সঙ্গীত শেখাব তখন ঐ ছিল আমার মানে।

তিনি বললেন : সম্পূর্ণ সত্য।

তুমি জান যে কোন কাজে শুরুটা হল সব চেয়ে গুরুতর অংশ, বিশেষত বাচ্চা আর কোমলমতির ক্ষেত্রে ; কারণ ঐ হল সময় যখন চরিত্র গঠিত হচ্ছে আর মনের মধ্যে বাঞ্ছনীয় ছাপ বেশি সহজে পড়ছে।

সম্পূর্ণ সত্য।

আর আমরা কী যত্ন না নিয়ে ছেলেমেয়েদের শুধু উটকো ব্যক্তিদের দ্বারা উদ্ভাবিত যে কোন উটকো গল্প শুনতে দেব, আর মনের মধ্যে সেই সব কল্পনা গ্রহণ করতে দেব, যেগুলি যখন তারা বড় হবে তখন যে কল্পনাগুলি তাদের হোক বলে আমরা চাইব তার ঠিক একেবারে বিপরীত ?

আমরা দিতে পারি না।

তাহলে প্রথম জিনিস হবে উপন্যাস লেখকদের সম্বন্ধে একটা সাহিত্য প্রকাশন তত্ত্বাবধারকের পদ প্রতিষ্ঠা করা, আর তত্ত্বাবধায়কদের যে কোন ভাল উপন্যাস গ্রহণ করতে আর মন্দগুলিকে প্রত্যাখ্যান করতে দেওয়া ; আর আমরা মায়েদের ও ধাত্রীদের আকাঙ্ক্ষা জানাব যে তাদের ছেলেমেয়েদের তারা শুধু কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত উপন্যাসগুলি বলবে। তারা মনকে এই ধরণের গল্পগুলি দিয়ে ছাঁচে ঢালুক, তারা হাত দিয়ে যত আদর করে শরীরটাকে ছাঁচে ঢালে, তার চেয়েও বেশি আদর দিয়ে এটা করুক ; কিন্তু

এখন যেগুলি চালু আছে তার বেশির ভাগকেই নিশ্চয় পরিত্যাগ করতে হবে।

তিনি বললেন: কোন্ কাহিনীগুলির কথা তুমি বলছ?

আমি বললাম: তুমি বড়টির মধ্যে ছোটটিরও প্রতিরূপ খুঁজে পেতে পার; কারণ তারা অবশ্যম্ভাবীরূপে একই আদর্শ অনুসারী আর তাদের উভয়ের মধ্যে একই বিশেষ গুণ রয়েছে।

তিনি উত্তর করলেন: খুব সম্ভব; কিন্তু আমি এখনও জানি না কাকে তুমি 'বড়' আখ্যা দাও।

আমি বললাম: যেগুলি হমেরস্ আর হেসিয়দস্, আর বাকী কবিরা বর্ণন করেছেন; তাঁরা চিরকালই মানবজাতির মহান্ গল্প-বলিয়ে ছিলেন।

তিনি বললেন: কিন্তু কোন্ গল্পগুলির কথা তুমি বলছ; আর তাদের মধ্যে কী দোষ তুমি পেলে?

আমি বললাম: এমন দোষ যা সব চেয়ে গুরুতর; মিথ্যা বলার দোষ, আর, তার চেয়ে যা বেশি, খারাপ মিথ্যা।

কিন্তু এই দোষটা কখন অনুষ্ঠিত হল?

যখনই দেব আর বীরদের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ভ্রান্তিপূর্ণ বর্ণনা করা হয়,—যেমন যখন একজন চিত্রকর এমন ছবি আঁকে যার মূলের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য থাকে না।

তিনি বললেন: ঐ ধরণের জিনিস নিশ্চয়ই খুব নিন্দার্হ; কিন্তু সেই গল্পগুলি কী যেগুলি তুমি নির্দেশ করছ?

আমি বললাম: সব প্রথমে, উচ্চস্থানে, সেই বৃহত্তম মিথ্যা, যা কবি উরানস্ সম্বন্ধে বলেছিলেন, আর তা একটা খারাপ মিথ্যাও বটে—উরানস্ যা করেছিলেন, আর ক্রনস্ যে ভাবে তাঁর উপর প্রতিশোধ তুলেছিলেন, তার সম্বন্ধে হেসিয়দস্ যা বলেন তাই হল আমার লক্ষ্য। ক্রনসের কার্য-কর্ম, আর পালটে তাঁর ছেলে তাঁর উপর যে দুঃখভার চাপিয়েছিল, এমন কি, তা যদি সত্যও হয় তবু কাঁচাবয়সী আর চিন্তাশূন্য ব্যক্তিদের কাছে হালকাভাবে বলা নিশ্চয়ই উচিত নয়; যদি সম্ভব হয়, তবে তাদের নীরবে কবরস্থ করাই বেশি ভাল। কিন্তু যদি তাদের উল্লেখ অত্যাবশ্যক হয়, তবে বাছাই করা অল্প কয়েকজনকে সেগুলি গোপনে জানতে দেওয়া যেতে পারে। আর তাদের উৎসর্গ করা উচিত এক সাধারণ [এলেউসিসে অনুষ্ঠিত মহোৎসবের মত] শূয়র-ছানা নয়, কিন্তু কোন প্রকাণ্ডকায় আর দুষ্প্রাপ্য পশু, আর তখন শ্রোতাদের সংখ্যা বাস্তবিক খুব অল্প হবে।

তিনি বললেন: হাঁ, তাইত, ঐ গল্পগুলি চরম আপত্তিজনক।

হাঁ, আদিমান্তস্, ওগুলি এমন গল্প যে আমাদের রাষ্ট্রে পুনরাবৃত্তি করা হবে না ; যুবা পুরুষকে একথা বলা হবে না যে জঘন্যতম অপরাধের অনুষ্ঠান করলেও সে নিদারুণ কিছু করার থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে ; আর তার বাপ কোন ভুল করলে যদি সে তাকে শাস্তি দেয়, সে শাস্তি যে রকমের হোক, তবে তার শুধু দেবতাদের মধ্যে প্রথম ও মহত্তমের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই হবে, একথাও না ।

তিনি বললেন : আমি তোমার সাথে সম্পূর্ণ একমত ; আমার মত এই যে ঐ গল্পগুলি পুনরাবৃত্ত হবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

যদি আমরা চাই যে আমাদের ভাবী অভিভাবকরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার অভ্যাসটাকে সমস্ত জিনিসের মধ্যে হীনতম বলে গণ্য করুক, তবে স্বর্গে যুদ্ধবিগ্রহ, দেবতাদের একের বিরুদ্ধে অন্যের ষড়যন্ত্র ও লড়াই সম্বন্ধে তাদের কাছে টু-শব্দও উচ্চারণ করা চলবে না, কারণ ওগুলি সত্য নয়। না, আমরা কখনও অসুরদের যুদ্ধের বিষয় উল্লেখ করব না, আর পোষাকের উপর সেগুলিকে সূচীকার্যে তুলতে দেব না ; তাদের বন্ধুদের আর আত্মীয়দের সঙ্গে দেব ও বীরদের অন্য অসংখ্য বিবাদ সম্বন্ধে আমরা নীরব থাকব। যদি তারা আমাদের একান্ত বিশ্বাস করে তবে আমরা তাদের বলব যে বিবাদ অপবিত্র, আর আজ পর্যন্ত নাগরিকদের মধ্যে কোন ঝগড়া হয় নি ; বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছেলেপেলেদের এই সব বলে শুরু করবে ; আর যখন তারা বড় হবে, তখন কবিদেরও তাদের জন্য একই ভাবে রচনা করতে বলা হবে। হেফাইস্তস্ তার মা হেরাকে বাঁধছে, এই উপাখ্যান, আর কী ভাবে অন্য একবার যখন তাকে পেটান হচ্ছিল তখন তার পক্ষ নেওয়ায় জেউস্ দৌড়ে হেফাইস্তস্‌কে পালাতে বাধ্য করেছিলেন, আর হমেরসে দেবতাদের সমুদয় যুদ্ধগুলি—এই সব কাহিনীকে আমাদের রাষ্ট্রে কিছুতেই ঢুকতে দেওয়া হবে না, এগুলির কোন রূপক জাতীয় মানে থাকুক বা না থাকুক। কারণ যুবা পুরুষ বিচার করতে পারে না কোন্‌টা রূপক আর কোন্‌টা প্রকৃত ; ঐ বয়সে যা কিছু সে তার মনে গ্রহণ করে, তাই অনপনেয় ও অপরিবর্তনীয় হয়ে দাঁড়াবার সম্ভাবনা ; আর অতএব এটা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অল্পবয়সীরা যে কাহিনীগুলি প্রথম শোনে, সেগুলিকে ধার্মিক চিন্তার পক্ষে আদর্শ স্থানীয় হতে হবে।

তিনি উত্তর করলেন : তুমি ঠিক বলছ বটে ; কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, এই আদর্শগুলি কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে আর তুমি কোন্ কাহিনীগুলির কথা বলছ—আমরা তাকে কী ভাবে উত্তর দেব ?

আমি তাঁকে বললাম : তুমি আর আমি, আদিমান্তস্, এই মুহূর্তে

কবি নই, কিন্তু একটা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা : এখন কোন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা-দের জানা উচিত সেই সাধারণ আকারগুলি কী যাতে তারা তাদের কাহিনীগুলি ফেলবে, আর সীমাগুলি কী যা তারা মেনে চলবে, কিন্তু কাহিনীগুলি রচনা করা তাদের কাজ নয়।

তিনি বললেন : খুব সত্য ; তোমার কল্পিত ধর্মতত্ত্বের এই আকার-গুলি কী ?

আমি উত্তর করলাম : এই ধরণের কিছু :—ঈশ্বরকে সর্বদা বর্ণনা করতে হবে তিনি সত্যই যা তাই বলে। কবিতার ধরণ মহাকাব্য, গীতিকাব্য- অথবা বিয়োগান্ত যাই হোক না কেন, তাঁর বর্ণনা থাকলে তাই করতে হবে।

যথার্থ।

আর তিনি কী সত্যি শুভদায়ক নন ? আর তাঁকে কী নিশ্চয় সে ভাবে চিত্রিত করতে হবে না ?

আলবৎ।

আর কোন শুভকর জিনিস ক্ষতিকর নয় ?

না, বাস্তবিক।

আর যা ক্ষতিকর নয় তা আঘাত করে না ?

নিশ্চিত না।

আর যা ক্ষতি করে না তা কোন অশুভ করে না ?

না।

আর যা কোন ক্ষতি করে না তা কী অশুভের কারণ হতে পারে ?

অসম্ভব।

আর শুভ হল সুবিধাজনক ?

হাঁ।

আর অতএব সুখের কারণ ?

হাঁ।

অতএব এই থেকে বলা যায় যে শুভ সকল জিনিসের কারণ নয়, কিন্তু শুধু শুভকরের ?

সন্দেহ কী।

সুতরাং ঈশ্বর, যদি তিনি শুভ হন, তবে সমস্ত জিনিসের রচয়িতা নন ; অনেকে বলে তিনি রচয়িতা, কিন্তু তিনি কতকগুলি জিনিসের মাত্র কারণ, আর তিনি মানবিক ব্যাপারের কোন কোন অংশের কর্তা, অধিক অংশের কর্তা নন। কারণ মানব-জীবনের অল্পই শুভ, অশুভগুলি অনেক :

আর শুভকে শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে জড়িত দেখতে হবে ; অশুভগুলির কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র, আর তাঁতে নয়।

তিনি বললেন : আমার কাছে ওটাই সব থেকে সত্য বলে বোধ হচ্ছে।

সুতরাং আমরা হমেরস্ অথবা অন্য কোন কবির কথায় কাণ দেব না যখন তাঁরা এই কথা বলার দোষে দোষী হন যে দুটি পিপে

'পড়ে আছে জেউসের চৌকাঠে, ভাগ্যে পূর্ণ,একটি শুভের,
অন্যটি অশুভের ভাগ্য,'

আর যাকে জেউস্ দুইয়ের মিশ্রণ দান করেন সে

'কখনও অশুভ ভাগ্যের দেখা পায়, অন্য সময় শুভ ভাগ্যের

কিন্তু যে লোককে দেওয়া হয় অবিমিশ্র অমঙ্গলের পেয়ালা

'তাকে বুনো ক্ষুধা তাড়িয়ে নিয়ে যায় সুন্দরী পৃথিবীর উপর দিয়ে।'

আর আবার

'জেউস্, তিনি হলেন শুভ ও অশুভের বিধানকর্তা আমাদের।'

আর কেউ যদি ঘোষণা করে যে শপথ ও সন্ধিগুলির লংঘন, সেটা বস্তুত পান্দারসের কাজ, আথেনা ও জেউস যারা সংঘটিত হয়েছিল, অথবা দেবতাদের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধের উৎসাহদাতা ছিলেন থেমিস্ ও জেউস্, তবে সে কিছুতেই আমাদের অনুমোদন লাভ করবে না ; আমরা আমাদের যুবাপুরুষদেরও আএস্খুলসের কথাগুলি শুনতে অনুমতি দেব না, যে

ঈশ্বর মানুষদের ভিতরে অপরাধ রোপণ করেন যখন তিনি
কোন গৃহকে ধ্বংস করতে চান।'

আর যদি কোন কবি নিয়বের দুঃখ-যন্ত্রণাগুলি সম্বন্ধে লেখে—যে বিয়োগান্ত কাব্যে এই হ্রস্ব দীর্ঘ আয়্যাম্বিক চরণগুলি আছে সেই কাব্যের বিষয়—অথবা পেলপসের গৃহ সম্বন্ধে অথবা ট্রোইয়া যুদ্ধ বা অনুরূপ অন্য কোন বিষয়ের উপর, তবে হয় আমরা তাকে বলতে অনুমতি দেব না যে এগুলি ঈশ্বরের রচনাবলি, অথবা যদি এগুলি ঈশ্বরের হয়, তবে তারা তাদের কোন না কোন ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করবে, যা আমরা এখন অনুসন্ধান করছি ; তাকে নিশ্চয় বলতে হবে ঈশ্বর তাই করেছিলেন যা ন্যায্য আর সঙ্গত, আর শাস্তি পাওয়ার তাদের উপকার হয়েছিল ; কিন্তু যারা শাস্তি পায় তারা দুঃখী আর ঈশ্বর এই দুঃখের স্রষ্টাকর্তা—কবিকে একথা বলতে অনুমতি দেওয়া হবে না ; যদিও সে বলতে পারে যে দুষ্টাশয়রা দুঃখী কারণ তাদের শাস্তি পাওয়ার প্রয়োজন আছে, আর ঈশ্বরের কাছ থেকে শাস্তি পেয়ে তারা উপকৃত হয় ; কিন্তু ঈশ্বর শুভ হয়েও কারুর অশুভের স্রষ্টা,

একথা সজোরে অস্বীকার করতে হবে, আর কোন সুশৃংখলিত সাধারণতন্ত্রে কারুর দ্বারা তা বলা বা গান করা বা গদ্যে কী পদ্যে শোনা চলবে না, সে বৃদ্ধই হোক কিংবা যুবাই হোক। এই রকম কোন উপন্যাস আত্মঘাতী, ধ্বংসাত্মক, অধার্মিক।

তিনি উত্তর করলেন : আমি তোমার সঙ্গে একমত, আর আইন প্রণয়নে সম্মতি দিতে রাজি আছি।

সুতরাং এইটাই তাহলে আমাদের নিয়ম ও নীতিগুলির একটি হোক : দেবতাদের সম্বন্ধে, আমাদের কবিরা আর আবৃত্তিকারীরা একসঙ্গে মিল রেখে চলবে বলে আশা করব—ঈশ্বর সকল জিনিসের রচয়িতা নন, কিন্তু শুভের রচয়িতা।

তিনি বললেন : এতেই যথেষ্ট হবে।

আর দ্বিতীয় এক নীতি সম্বন্ধে কী তুমি ভেবেছ? আমি কী তোমাকে জিজ্ঞাসা করব ঈশ্বর ঐন্দ্রজালিক কি না, আর এমন এক প্রকৃতির কি না যে কপটতা ভরে এখন এক আকৃতিতে, আর তখন অন্য আকৃতিতে দেখা দেন—কখনও কখনও নিজেই বদলে যান আর অনেক আকার গ্রহণ করেন, কখনও কখনও এই রকম রূপান্তরের সদৃশতা দিয়ে আমাদের ছলনা করেন; অথবা তিনি কী একমেবাদ্বিতীয়ম্ অপরিবর্তনীয়, তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে অটলভাবে স্থির বিরাজমান?

তিনি বললেন : আরও চিন্তা না করে আমি তোমাকে উত্তর দিতে পারি না।

আমি বললাম : বেশ; কিন্তু আমরা যদি কোন জিনিসে একটা পরিবর্তন কল্পনা করি তবে সেই পরিবর্তনটা ঘটবে হয় জিনিসটির নিজের দ্বারা নতুবা অন্য কোন জিনিস দ্বারা?

অতীব নিশ্চিতভাবে।

আর যে জিনিসগুলি তাদের সর্বোৎকর্ষে রয়েছে, সেগুলি পরিবর্তিত অথবা বিশৃঙ্খলিত হবার সব চেয়ে কম সম্ভাবনা দেখায়; উদাহরণ : যখন সুস্থতম আর বলবত্তম থাকে, তখন মানবিক কাঠামো মাংস আর মদে সব চেয়ে কম পরিবর্তিত হবার বশবর্তী হয়, আর যে উদ্ভিদ্ তার পূর্ণতম বলে বলীয়ান, সেটাও বাতাস বা সূর্যতাপ বা অন্য অনুরূপ কোন কারণ বশে সব চেয়ে কম ভোগে।

অবশ্য।

আর সব চেয়ে সাহসী আর সব চেয়ে বিজ্ঞ আত্মা কী বাহ্য প্রভাবে সব চেয়ে কম বিশৃঙ্খল অথবা বহিভ্রষ্ট হবে না?

সত্য ।

আর একই নীতি, আমি কল্পনা করব, সকল মিশ্রিত জিনিস সম্পর্কে প্রযোজ্য—আসবাব, বাড়ী, পোষাক, যখন ভালভাবে তৈরি হয়, আর ভাল থাকে, তখন তারা সময় বা অবস্থা দ্বারা সব চেয়ে কম পরিবর্তিত হয় ।

খুব সত্য ।

তাহলে যা কিছু ভাল, তা কলা বা প্রকৃতি বা উভয় দ্বারা সৃষ্ট হোক, প্রত্যেক জিনিস বাইরে থেকে ধাক্কা খেয়ে সব চেয়ে কম পরিবর্তনের বশীভূত হয় ?

সত্য ।

কিন্তু এটাও নিশ্চয় যে ঈশ্বর আর ঈশ্বরের জিনিসগুলি সব দিক থেকে পূর্ণ ?

অবশ্য তারা পূর্ণ ।

সুতরাং তিনি বাইরের প্রভাবে অনেক আকৃতি গ্রহণে বাধ্য হবেন, এটা কোন কাজের কথা নয় ।

তাঁকে বাধ্য করা যায় না ।

কিন্তু তিনি কী নিজেকে পরিবর্তন করতে আর রূপান্তরিত করতে পারেন না ?

তিনি বললেন : স্পষ্টত, তিনি যদি আদৌ পরিবর্তিত হন তবে ঐ ভাবে হবেন ।

আর তাহলে তিনি কী নিজেকে পরিবর্তন করে উৎকৃষ্টতর ও সুন্দরতর করে তুলবেন, না নিকৃষ্টতর ও কুৎসিততর করবেন ?

যদি তিনি আদৌ বদলে যান তবে তিনি শুধু নিকৃষ্টতরই হতে পারেন, কারণ তিনি ধর্মে বা সৌন্দর্যে অসম্পূর্ণ, এ আমরা কল্পনা করতে পারি না ।

খুব সত্য, আদিমান্তস্ ; কিন্তু ঈশ্বর হোন বা মানুষ হোক কেউ কী নিজেকে নিকৃষ্টতর করবার আকাঙ্ক্ষা করবে ?

অসম্ভব ।

সুতরাং এটা অসম্ভব যে ঈশ্বর কখনও বদলে যেতে ইচ্ছুক হবেন ; যেমন কল্পনা করা হয়, যতদূর পর্যন্ত ধারণা করা যায় তিনি সুন্দরতম ও সর্বোৎকৃষ্ট হওয়ায়, প্রত্যেক দেবতা অবিমিশ্র ভাবে আর চিরকালের জন্য তাঁর নিজের আকার নিয়ে অবস্থান করেন ।

তিনি বললেন : আমার বিচারে তা অবশ্যম্ভাবী ভাবে ঘটবে ।

আমি বললাম : সুতরাং, হে প্রিয় বন্ধু আমার, আমাদের কবিদের মধ্যে যেন আমাদের কেউ না বলে যে,

'দেবতারা অন্যান্য দেশ থেকে বিদেশীদের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে সকল রকম আকৃতিতে নগরগুলিতে একবার এদিকে অন্যবার ওদিকে ঘুরে বেড়ান.'

আর কেউ যেন প্রোতেউস্ ও থেতিস্‌কে অপবাদ না দেয়, আর কেউ যেন, বিয়োগান্ত নাটকে হোক বা অন্য কোন রকম কবিতায় হোক, হেরাকে এক পুরুষালি ছদ্মবেশে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছেন বলে প্রবর্তন না করে,

'আর গদের নদী ঈনাখসের জীবন দাত্রী কন্যাদের জন্য.'

—ঐ ধরণের মিথ্যাগুলি যেন আমরা পরিহার করি। আমরা মায়েদেরও সেই কবিদের প্রভাবে পড়তে দেব না যারা এই উপকথার খারাপ সংস্করণ দিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের ভয় দেখায়—বলে, কোন্ কোন্ দেবতা কী ভাবে, তাদের ভাষায়, 'রাত্রির অন্ধকারে এত এত বিদেশীর সদৃশতা ধারণ করে আর বিভিন্ন মূর্তিতে ঘুরে বেড়ায়' ; কিন্তু তারা সতর্ক থাকুক পাছে তারা তাদের সন্তানদের ভীরু করে না তোলে, আর একই সময়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে অপবিত্র ভাষা ব্যবহার না করে।

তিনি বললেন : ভগবান্ রক্ষা করুন।

কিন্তু যদিও দেবতারা নিজেরা অপরিবর্তনীয়, তবু যাদু-বিদ্যা আর ছলনা দ্বারা তাঁরা আমাদের চিন্তা করাতে পারেন যে তাঁরা বিবিধ আকার নিয়ে দেখা দেন ?

তিনি উত্তর করলেন : হয়ত।

আচ্ছা, তুমি কী কল্পনা করতে পার যে ঈশ্বর, বাক্যে হোক আর কাজে হোক, মিথ্যা বলতে অথবা নিজের অপচ্ছায়া দেখাতে রাজি হবেন ?

তিনি বললেন : আমি বলতে পারি না।

আমি বললাম : তুমি কী জান যে যদি খাঁটি মিথ্যা এ রকম একটা ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয় তবে দেবতাদের আর মানুষদের ঘৃণিত হতে হয় ?

তিনি বললেন : তুমি কী বলতে চাও ?

আমি বলতে চাই যে, কেউই স্বেচ্ছায় তাঁতে প্রতারিত হয় না যা তার নিজের সত্যতম আর উচ্চতম অংশ, অথবা সত্যতম আর উচ্চতম ব্যাপার ; সেখানে, সর্বোপরি, পাছে একটা মিথ্যা তাকে অধিকার করে ফেলে, এই ভয় সব চেয়ে বেশি পেয়ে বসে।

তিনি বললেন : আমি এখনও তোমাকে সম্যক বুঝতে পারছি না।

আমি উত্তর করলাম : কারণটা হল, তুমি আমার কথাগুলিতে গভীর

তাৎপর্য আছে বলে মনে করছ ; কিন্তু আমি শুধু বলছি যে, ছলনা, অথবা নিজেদের উচ্চতম অংশে, অর্থাৎ আত্মাতে, উচ্চতম বাস্তবগুলি সম্বন্ধে প্রতারিত হওয়া বা ওয়াকিবহাল না হওয়া, আর তাদের ঐ অংশে মিথ্যাকে পাওয়া আর ধরে রাখা হল এমন জিনিস, যা মানবজাতি সব চেয়ে কম ভালবাসে ;—আমি বলি, সেটাকে তারা পরিপূর্ণ ঘৃণা করে।

তাদের কাছে এর চেয়ে ঘৃণাজনক আর কিছু নেই।

আর আমি এইমাত্র যে মন্তব্য করছিলাম, যে প্রতারিত হয় তার আত্মাতে এই অজ্ঞতাকে খাঁটি মিথ্যা বলা যেতে পারে ; কারণ বাক্যে মিথ্যা হল শুধু আত্মার এক পূর্ববর্তী অবস্থানের এক ধরণের অনুসরণ আর ছায়ামূর্তি, বিশুদ্ধ নির্ভেজাল মিথ্যাচার নয়। আমি কী ঠিক বলি নি ?

সম্পূর্ণ ঠিক বলেছ।

খাঁটি মিথ্যা শুধু দেবতাদের নয়, মানুষদেরও ঘৃণার জিনিস ?

হাঁ।

অন্য দিকে, কোন কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় বাক্যে মিথ্যা দরকারী, ঘৃণার্হ নয়, হতে পারে ; শত্রুদের সঙ্গে ব্যবহারে সেটা একটা দৃষ্টান্ত হবে ; অথবা আবার, যখন আমরা যাদের বন্ধু বলি তারা পাগলামি বা মতিভ্রম বশত কোন ক্ষতি করতে যাচ্ছে, তখন এটা দরকারী আর এক ধরণের ওষুধ বা প্রতিষেধক হয় ; অথবা পৌরাণিক দেবতাদের আখ্যানে, এগুলির কথা আমরা এইমাত্র বলছিলাম—কারণ প্রাচীন কাল সম্বন্ধে সত্য কী জানি না, আমরা মিথ্যা ভাষণকে যতদূর পারি সত্যের আকার দি আর তাকে কাজে লাগাই।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

কিন্তু এই সব কারণের কোনটি কী ঈশ্বরে প্রয়োগ করা যেতে পারে ? আমরা কী কল্পনা করতে পারি যে তিনি পুরাকাল সম্বন্ধে অজ্ঞ, আর সে কারণে উদ্ভাবনার আশ্রয় নিতে হয় তাঁকে ?

তিনি বললেন : সেটা হবে হাস্যকর।

সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের কল্পনায় মিথ্যুক কবির কোন স্থান থাকছে না ?

আমি বলব, না।

অথবা ঈশ্বর মিথ্যা বলতে পারেন, কারণ তিনি শত্রুদের ভয়ে ভীত ?

সেটা অকল্পনীয়।

কিন্তু তাঁর বন্ধুরা থাকতে পারে যারা বোধহীন অথবা পাগল।

কিন্তু কোন পাগল বোধহীন ব্যক্তি ঈশ্বরের বন্ধু হতে পারে না।

তাহলে কোন হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না কেন ঈশ্বর মিথ্যা বলবেন ?

কিছুই না।

সুতরাং অতিমানব ও স্বর্গীয়রা মিথ্যা ভাষণে একেবারে অসমর্থ?

হাঁ।

তাহলে ঈশ্বর কী বাক্যে ও কাজে উভয়েতে সম্পূর্ণ সরল ও সত্য; তিনি বদলান না; তিনি প্রতারণা করেন না, সঙ্কেত বা শব্দ দিয়ে না, স্বপ্ন বা জাগ্রত দর্শন দিয়েও না।

তিনি বললেন: তোমার চিন্তাগুলি আমার চিন্তারই প্রতিচ্ছায়া।

আমি বললাম: তুমি তাহলে আমার সঙ্গে একমত যে এই হচ্ছে দ্বিতীয় ছাঁচ বা আকার যা ধরে স্বর্গীয় জিনিসগুলি সম্বন্ধে আমাদের লিখতে আর বলতে হবে। দেবতারা ঐন্দ্রজালিক নন, তাঁরা নিজেদের রূপান্তর ঘটান না, মানবজাতিকে কোন দিক দিয়ে ছলনাও করেন না।

আমি সেটা মেনে নিচ্ছি।

সুতরাং, যদিও আমরা হমেরসের গুণমুগ্ধ, তথাপি আমরা জেউস্ আগামেমনোনকে যে মিথ্যাবাদী স্বপ্ন পাঠান তার প্রশংসা করি না; আমরা আএস্খুলসের সেই কবিতাগুলিরও প্রশংসা করি না যেগুলিতে থেতিস্ বলেন যে, আপল্লো তাঁর (থেতিসের) বিবাহ-উৎসবে

> 'গুণকীর্তন করছিলেন গানে তাঁর সুন্দর সন্তান-পরম্পরাকে, তাদের দিনগুলি হবে দীর্ঘ আর জানবে না রোগ কাকে বলে। আর যখন তিনি আমার ভাগ্যের কথা বলেছিলেন, সকল জিনিসে স্বর্গসুখপ্রাপ্ত বলে, তখন তিনি জয়ধ্বনি তুলেছিলেন আর আমার আত্মাকে আহ্লাদিত করেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম যে দৈবদের বাক্য স্বর্গীয় আর ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ণ, সুতরাং ব্যর্থ হবে না। আর এখন যিনি নিজে সেই গানের ধুয়া উচ্চারণ করেছিলেন, যিনি ভোজে উপস্থিত ছিলেন, আর যিনি এই বলেছিলেন—তিনিই সেই যিনি আমার পুত্রকে হনন করেন।'

দেবতাদের সম্বন্ধে এগুলি হল সেই প্রকার মনোভাব যেগুলি আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করবে; আর যে এগুলি উচ্চারণ করে তাকে ঐক্যতান দেওয়া হবে না; আমরা যুবাদের শিক্ষায় শিক্ষকদেরও এগুলি ব্যবহার করতে দেব না; তার মানে, আমরা বলতে চাই, আমাদের অভিভাবকরা, মানুষে যতদূর পারে, দেবতাদের আর তাদের মত যারা তাঁদের, সত্য উপাসক হবে।

তিনি বললেন: এই সব নীতিতে আমি পূর্ণ সম্মতি দিচ্ছি, আর ওগুলিকে আমাদের আইনে পরিণত করবার অঙ্গীকার দিচ্ছি।

গ্রন্থ তিন

আমি বললাম : এই রকম হল, তবে, আমাদের ধর্মতত্ত্বের নীতিগুলি—যদি আমরা চাই তারা দেবতাদের আর তাদের বাপ-মায়েদের সম্মান করবে, একের সঙ্গে অন্যের বন্ধুতাকে মূল্য দেবে, তবে আমাদের শিষ্যদের ছেলেবেলা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কতক কাহিনী বলতে হবে, অন্যগুলি বলতে হবে না।

তিনি বললেন : হ্যাঁ, আর আমি মনে করি, আমাদের নীতিগুলি নির্ভুল।

কিন্তু যদি তাদের নির্ভীক হতে হয়, তবে এগুলি ছাড়া অন্য পাঠগুলিও কী তারা নিশ্চয় শিখবে না, আর এরা এক ধরনের পাঠ যেগুলি মৃত্যু-ভয় দূর করে দেবে ? যার মধ্যে মৃত্যু-ভয় রয়েছে এমন লোক কী নির্ভীক হতে পারে ?

তিনি বললেন : নিশ্চিত না।

আর সে কী মৃত্যুভয়হীন হতে পারে, অথবা সে কী পরাজয় ও দাসত্বের চেয়ে যুদ্ধে মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করবে যে অধোজগৎকে বাস্তব ও ভয়ংকর বলে বিশ্বাস করে ?

অসম্ভব।

সুতরাং এই শ্রেণীর কাহিনীর রূপকারদের উপর, আর অন্যদের উপরও বটে, নিশ্চয় নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করব আর অনুরোধ করব অধোজগৎকে তারা যেন শুধু নিন্দা না করে, বরং প্রশংসা করে, তাদেরকে জানাব যে তাদের বিবরণগুলি অসত্য আর আমাদের ভাবী যোদ্ধাদের পক্ষে ক্ষতিকর।

তিনি বললেন : সেটা আমাদের কর্তব্য হবে।

আমি বললাম : তাহলে অনেক ঘৃণ্য পুস্তকাংশকে আমাদের লোপ করে দিতে হবে, শুরু করব এই চরণগুলি থেকে

> 'আমি বরং জমিতে ক্রীতদাস হব,
> একজন গরিব আর ভাগ্যহীন লোকের জমিতে,
> যারা কিছু-না হয়ে গেছে এমন মৃতদের উপর
> কর্তৃত্ব চালানর চেয়ে।'

আমরা নিশ্চয় মুছে ফেলব এই শ্লোকও, যা আমাদের বলে দেয় প্লুতো কী ভাবে ভয় করেছিলেন,

'গাছে সেই বিকট আর অপরিচ্ছন্ন বাটীগুলি, যা দেবতারা ঘৃণা করেন,
মরণশীল ও অমরদের দৃষ্টিগোচর হয়।'

আর আবার :

'ও ভগবান্! সত্য বলছি হাইদেসের ভবনে আছে আত্মা
আর ভৌতিক আকার, কিন্তু আদৌ কোন মন নেই!'

আবার তিরেসিয়াস্ সম্বন্ধে :

'এমন কি মৃত্যুর পর পেরসেফনা তাকে মন দান করলেন।
যেন একমাত্র তিনি জ্ঞানী হন ;
কিন্তু অন্য আত্মাগুলি অপস্রিয়মান ছায়া।'

আবার :

'অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে উড়ে গিয়ে আত্মা গেছে হাইদেসে,
তার ভাগ্যকে নিয়ে বিলাপ করতে করতে, মানবতা ও যৌবন ছেড়ে গিয়ে।

আবার :

'আর আত্মা, কর্কশ চীৎকার করে, ধোঁয়ার মত
পৃথিবীর নিচে চলে গেল।'

আর,—

'যেমন বাদুড়েরা রহস্যময় প্রকাণ্ড গহ্বরের গর্তে,
যখনই তাদের কেউ দড়ি থেকে ছিটকে পড়ে পাহাড় থেকে পড়ে যায়,
কর্কশ চীৎকার করে উড়তে থাকে, আর একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে,
সেই রকম তারা কর্কশ চীৎকার করতে করতে একত্রিত হয়ে
চলাফেরা করছিল।'

আর আমরা নিশ্চয় হমেরস্‌কে আর অন্যান্য কবিদের সানুনয়ে বলব, যদি আমরা এগুলি আর এ রকম অন্য অংশগুলি কেটে দি, তবে তাঁরা যেন রাগ না করেন, ওগুলি অকবিজনোচিত, অথবা সাধারণ লোকদের শ্রুতিতে অসুখকর বলে নয়, কিন্তু এ কারণে যে তাদের কাব্যিক মনোহারিতা যত বেশি, তারা সেই সব বালক ও প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে তত কম উপযুক্ত যাদের আমরা মুক্ত দেখতে চাই, আর যাদের মৃত্যুর চেয়েও দাসত্বকে বেশি ভয় করা উচিত।

নিঃসন্দেহে।

অধিকন্তু যে ভয়াবহ ও আতঙ্কজনক নামগুলি অধোজগৎকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি আমাদের ত্যাগ করতে হবে—কোক্যুতস্ আর স্ত্যক্স, পৃথিবীর অধঃস্থ ভূতগুলি, রসহীন ছায়া আর অনুরূপ যে কোন কথা,

যার উল্লেখমাত্র একটা থরহরি কম্পন সৃষ্টি করে, যে সেগুলি শোনে তার আত্মার অন্তরতম প্রদেশের অভ্যন্তরে চলে যায়। আমি বলছি না যে এই হৃৎকম্পকারী গল্পগুলির কোন রকম উপযোগ থাকতে পারে না ; কিন্তু একটা বিপদ আছে, তা হল ঐ গল্প আমাদের অভিভাবকদের স্নায়ুগুলিকে অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ আর স্ত্রীজনোচিত করে তুলতে পারে।

তিনি বললেন : এটা একটা প্রকৃত বিপদ।

সুতরাং নিশ্চয় আমাদের ওগুলি রাখবার দরকার নেই।

সত্য।

আমাদের নিশ্চয় অন্য একটা মহত্তর গান, 'রচনা করতে হবে', 'আমরা তাই গাইব।

স্পষ্টত।

আর আমরা কী বিখ্যাত ব্যক্তিদের কান্না আর বিলাপগুলি থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করব ?

ওগুলিও বাকীদের সঙ্গে বিদায় নেবে।

কিন্তু ওগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া আমাদের পক্ষে কী ঠিক হবে ? ভেবে দেখ : আমাদের নীতি হল এই যে, সৎ লোক তার সাথী অন্য কোন সৎ লোকের কাছে মৃত্যুকে ভয়াবহ বলে ভাববে না।

হাঁ, ঐ হল আমাদের নীতি।

আর অতএব সে তার স্বর্গত বন্ধুর জন্য দুঃখ করবে না, যেন সে ভয়ানক কিছুর ভুক্তভোগী হয়েছে।

সে করবে না।

আমরা আরও এই মত অবলম্বন করি যে, এই রকম একজন নিজের জন্য আর তার নিজের সুখের জন্য নিজেই যথেষ্ট, আর ফলে অন্য লোকদের বিন্দুমাত্র দরকার হয় না।

তিনি বললেন : সত্য।

আর এই কারণে একজন পুত্র বা ভ্রাতার বিয়োগ, অথবা ভাগ্যের প্রবঞ্চনা, সকল মানুষের মধ্যে তার কাছে সব চেয়ে কম ভয়াবহ।

সন্দেহ কী।

আর অতএব এই রকমের কোন দুর্ভাগ্য তার উপর এসে পড়লে, তার বিলাপ করবার সম্ভাবনা সব চেয়ে কম, আর সে তা গভীরতর মনঃ-স্থৈর্য নিয়ে বহন করবে।

হাঁ, সে এ রকম একটা দুর্ভাগ্যকে অন্যের চেয়ে অনেক কম অনুভব করবে।

সুতরাং বিখ্যাত লোকদের বিলাপ, স্ত্রীলোকদের হাতে (আর যারা কোন কাজেরই স্ত্রীলোক তাদের হাতে নয়) অথবা হীনতর ধরনের পুরুষদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে, ফলে দেশের রক্ষাকর্তা হবার জন্য আমরা যাদের শিক্ষা দিচ্ছি তারা ও-ধরনের কিছু করতে ঘৃণা বোধ করবে। এটা আমাদের সঙ্গত কাজ হবে।

ওটা খুব সঙ্গত হবে।

তাহলে আমরা আর একবার হমেরস্ আর অন্যান্য কবিদের আখিলেস্‌কে চিত্রিত না করবার জন্য অনুনয় করব,—তিনি এক দেবী-পুত্র, প্রথমে এক পাশ হয়ে শুলেন, তারপর চিৎ হয়ে, আর তারপর তাঁর মুখ উপুড় করে; তারপর লাফিয়ে উঠলেন আর বন্ধ্যা সমুদ্রের তীর বরাবর পাগলের মত যাত্রা করলেন; এই ময়লা ছাইগুলি দুই হাতে নিচ্ছেন আর পরক্ষণেই এই সেগুলি মাথার উপর ঢালছেন, অথবা হমেরসের চিত্রিত বিবিধ মনোভাবের বশে কখনও কাঁদছেন আর বিলাপ করছেন। তিনি দেবতাদের আত্মীয় প্রিয়ামস্‌কে এমন বর্ণনা করবেন না যেন তিনি প্রার্থনা করছেন আর যাচ্ঞা করছেন—

> 'ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন, প্রত্যেক লোককে নাম ধরে উচ্চস্বরে ডাকছেন,'

আর বেশ ব্যগ্রতাভরে আমরা তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইব, যাই ঘটুক না না কেন, তিনি যেন প্রবর্তন না করেন যে দেবতারা আক্ষেপ করছেন আর বলছেন

> 'হায়! আমার দুঃখ! হায়! আমি সব চেয়ে সাহসীকে আমার
> দুঃখের জন্যই জন্ম দিয়েছিলাম।'

আর নিতান্তই যদি তিনি দেবতাদের আনতে চান, তবে তিনি যেন অন্তত দেবতাদের শ্রেষ্ঠকে এ রকম ভুল বর্ণনা করতে সাহস না করেন যে তাঁকে দিয়ে বলাবেন—

> 'হা ভগবান্! আমার চোখ দুটি দিয়ে, আমি সত্য বলছি, আমি আমার এক
> প্রিয় বন্ধুকে দেখছি
> তাড়া খেয়ে যাচ্ছে নগরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে, আর আমার হৃদয় দুঃখপূর্ণ হচ্ছে।'

অথবা আবার:

> 'ধিক্ আমাকে! যে আমার ভাগ্যে ছিল, আমার কাছে মানুষের মধ্যে প্রিয়তম
> সারপেদোনকে আমি পরাজিত দেখতে পাব, মেনৈতিয়সের পুত্র পাত্রক্লসের হাতে।'

হে সুমিষ্ট আদিমান্তস্, দেবতাদের সম্পর্কে এই রকম অনুচিত বর্ণনাগুলি আমাদের যুবাদের উপহাস করে উড়িয়ে দেওয়া উচিত, যদি তার পরিবর্তে

তারা এগুলি গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে, তবে তাদের একজনেরও গণনা করা সম্ভব নয় যে সে মানুষ মাত্র হয়ে অনুরূপ কার্যাবলি দ্বারা অসম্মানভাজন হতে পারে ; তার মনে ঐ রকম বলতে ও করতে কোন বাসনার উদয় হলে সে তাকে তিরস্কারও করবে না। আর কোন লজ্জা বা আত্মসংযম অবলম্বন করার পরিবর্তে, সে সর্বদা সামান্য সামান্য ঘটনায় নাকীসুরে কাঁদবে আর বিলাপ করবে।

তিনি বললেন : হাঁ, ওটা অতীব সত্য।

আমি উত্তর করলাম : হাঁ, আমাদের বিতর্ক আমাদের কাছে এইমাত্র সপ্রমাণ করেছে যে, ও-রকমটাই হওয়া উচিত নয় ; যে পর্যন্ত না এক উৎকৃষ্টতর যুক্তি এটাকে অপ্রমাণ করে সে পর্যন্ত ঐ সিদ্ধান্তকেই আমরা নিশ্চয় গ্রহণীয় মনে করব ?

ও রকম হওয়া উচিত নয়।

আমাদের অভিভাবকদের উচ্চহাস্য করতেও দেওয়া হবে না। কারণ হাসির একটা দমককে অতিরিক্ত আস্কারা দিলে, তা সর্বদা একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

আমার তাই বিশ্বাস।

সুতরাং গুণী ব্যক্তিরা, এমন কি যদি তারা শুধু মর্ত্য মানবও হয়, তবে তবু এমন ভাবে চিত্রিত হবে না যেন হাস্য দ্বারা অভিভূত হয়েছে, আর দেবতাদের সম্বন্ধে এই রকম এক বর্ণনা নিশ্চয় আরও কম করতে দেওয়া হবে।

তিনি উত্তর করলেন : যা বলেছ। দেবতাদের সম্বন্ধে আরও কম।

সুতরাং দেবতাদের সম্বন্ধে হমেরসের মতন বর্ণনা আমরা ব্যবহৃত হতে দেব না, যখন তিনি বর্ণনা করেন কী ভাবে

> 'অনির্বাণ হাস্য উত্থিত হল সুখী দেবতাদের মধ্যে, যখন তাঁরা হেফাইস্তস্‌কে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলেন.'

তখন তোমার মত অনুসারে আমরা নিশ্চয় একে ঢুকতে দেব না।

আমার মত অনুসারে, যদি তুমি ওগুলোর জনকতা আমার উপর অর্পণ কর, তবে, আমরা যে তাদের ঢুকতে দেব না সেটা নিশ্চিত।

আবার, সত্যকে উচ্চ মূল্য দিতে হবে ; যদি, আমরা যেমন বলছিলাম, দেবতাদের কাছে মিথ্যা প্রয়োজনহীন, আর মানুষের কাছে শুধু ওষুধ হিসাবে দরকারী, তবে এই রকম সব ওষুধের ব্যবহার শুধু চিকিৎসকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ; আনাড়ি ব্যক্তিদের ওগুলিতে কাজ নেই।

তিনি বললেন : স্পষ্টত।

সুতরাং যদি কাউকে আদৌ মিথ্যা বলবার সুযোগ দিতে হয়, তবে রাষ্ট্রের শাসকরা হবে সেই সুযোগ পাওয়া সব ব্যক্তি ; আর তারা, শত্রুদের সঙ্গে হোক অথবা তাদের নিজ নাগরিকদের সঙ্গে হোক, সর্বজনের হিতের জন্য, মিথ্যা বলবার অনুমতি পেতে পারে। কিন্তু অন্য আর কেউ এই শ্রেণীর কোন জিনিসে হস্তক্ষেপ করবে না ; আর যদিও শাসকদের এই সুবিধা আছে, তথাপি প্রত্যুত্তরে বেসরকারী মানুষের পক্ষে প্রতিদানে তাঁদের কাছে মিথ্যা বলা, একটা ব্যায়ামাগারের রোগীর বা ছাত্রের চিকিৎসককে বা শিক্ষাদাতাকে তার দৈহিক ব্যাধি সম্বন্ধে সত্য কথা না বলা, অথবা কর্ণধারকে একজন খালাসির জাহাজে অথবা বাকী খালাসিদের মধ্যে কী ঘটছে, আর তার নিজের অথবা তার সঙ্গী খালাসিদের ব্যাপার স্যাপার কেমন চলছে, তা না বলা যত বড় অপরাধ, তার চেয়েও ঘৃণ্য অপরাধ ঐ মিথ্যা।

তিনি বললেন : অতীব সত্য।

সুতরাং যদি রাষ্ট্রে সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ মিথ্যা বলছে বলে শাসক ধরতে পারে,

> 'কারিকরদের যে কেউ, সে পুরুত, বা চিকিৎসক, বা ছুতার যাই হোক,'

তবে সে তাকে একটা অভ্যাস প্রবর্তনের জন্য শাস্তি দেবে, ঐ অভ্যাস সমানভাবে জাহাজ ও রাষ্ট্রের উচ্ছেদ আর ধ্বংসের কারণ।

তিনি বললেন : অতীব নিশ্চিত, যদি আমাদের রাষ্ট্র-কল্পনা কখনও কাজে পরিণত হয়।

পরের কথা, আমাদের যুবাদের নিশ্চয় মিতাচারী হতে হবে ?

আলবৎ।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, মিতাচারের প্রধান উপাদানগুলি কী সেনাপতিদের প্রতি বাধ্যতা আর ইন্দ্রিয়জ সুখে সংযম ?

সত্য।

তাহলে আমরা হমেরসে দিয়মেদেসের ভাষার মতন এই রকম ভাষাকে অনুমোদন করব,

> 'বন্ধু, শান্ত হয়ে বস, আর আমার কথা শোন,'

আর তারপর যে চরণগুলি আছে,

> 'গ্রীকরা পরাক্রমের নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে আহ্বান হল
> ....ভক্তিমিশ্রিত ভয়ে তাদের দলপতিদের,'

আর একই শ্রেণীর অন্যান্য কোমল ভাব।

আমরা করব।

এই পংক্তিটির কী হবে ?

'ও ! মদে ভারী, কুকুরের দুই চোখের মতন যার দুই চোখ, আর
হরিণের হৃদয়ের মত হৃদয়',

আর যে কথাগুলি এর পর আছে ? তুমি কী বলবে যে এগুলি, আর অনুরূপ যে কোন ধৃষ্টতা যা বেসরকারী ব্যক্তিরা তাদের শাসকদের প্রতি প্রয়োগ করে বলে বিবেচনা করা হয়, পদ্যে বা গদ্যে যে ভাবেই হোক, সুশ্রী অথবা বিশ্রী কথা ?

ওগুলি বিশ্রী কথা।

খুব সম্ভব, ওগুলি কিছু আমোদ দান করতে পারে, কিন্তু ওগুলি মিতাচারের আনুকূল্য করে না। আর অতএব তারা আমাদের যুবা পুরুষদের ক্ষতিসাধন করে—ওখানে তুমি আমার সাথে একমত হবে ?

হাঁ।

আর তারপর, আবার, মানুষদের মধ্যে বিজ্ঞতমকে দিয়ে বলান যে, তাঁর মতে নিচের শ্লোকের চেয়ে কোন কিছুই বেশি গৌরবজনক নয়

'টেবিলগুলি যখন বোঝাই হয়
রুটি আর মাংসে, আর পেয়ালা-বাহকরা
পাত্র থেকে টেনে আনে
যে মদ, তা চারদিকে ঘোরায় আর
পেয়ালাগুলিতে ভরে দেয়,'

কোন যুবার পক্ষে এই রকম সব কথা শোনা কী মিতাচার রক্ষার পক্ষে উপযুক্ত বা সহায়ক ? অথবা এই শ্লোক

'করুণতম অদৃষ্ট হল ক্ষুধার পরিণামে মরা আর ভাগ্যকে সাক্ষাৎ করা ?'

তুমি জেউসের কাহিনী সম্বন্ধেই বা আবার কী বলবে ? যখন অন্য দেবতারা আর মানুষরা নিদ্রিত ছিল, আর তিনি একমাত্র জাগ্রত ব্যক্তি ছিলেন, শুয়ে শুয়ে মৎলব আঁটছিলেন, তখন তাঁর কামের তাড়নায় সেগুলি সব কিছু ভুলে গেলেন, হেরাকে দেখে এমন সম্পূর্ণভাবে অভিভূত হলেন যে তিনি এমন কি কুটিরেও ঢুকতে চাইলেন না, কিন্তু মাটিতেই তাঁর সঙ্গে শুতে চাইলেন, ঘোষণা করলেন যে তিনি আগে কখনও এ রকম উল্লাস-অবস্থা অনুভব করেন নি, এমন কি যখন তাঁদের প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল

'তাঁদের পিতামাতার অজ্ঞাতসারে' ;

অথবা সেই অন্য কাহিনী যেখানে হেফাইস্তস্ অনুরূপ কাণ্ড-কারখানা চলছিল বলে, আরেস্ ও আফ্রোদিতের চারদিক শিকলে বেঁধে দিয়েছিলেন।

তিনি বললেন: বাস্তবিক, আমার দৃঢ় মত এই যে, ঐ ধরনের জিনিস তাদের শোনা উচিত নয়।

কিন্তু বিখ্যাত মানুষরা সহিষ্ণুতার যে কোন কাজ করেন বা বলেন, সেগুলি তাদের দেখা ও শোনা উচিত; যেমন, উদাহরণ নাও, যে শ্লোক-গুলিতে বলা হচ্ছে,

> তিনি তাঁর বক্ষ চাপড়েছিলেন, আর এই ভাবে তাঁর হৃদয়কে
> ভর্ৎসনা করেছিলেন,
> সহ্য কর, রে আমার হৃদয়; এর চেয়েও ঢের বেশি
> দুর্দৈব তুমি সহ্য করেছ!'

তিনি বললেন: আলবৎ।

তারপর, আমরা তাদের উপগ্রহণ গ্রহীতা বা মুদ্রা প্রেমিক হতে দেব না?

নিশ্চিত না।

আমরা তাদের কাছে নিশ্চয় এ গানও গাইব না যে

> 'উপহার দেবতাদের তুষ্ট করে, আর ভক্তির পাত্র রাজাদের তুষ্ট করে'।

আখিল্লেসের শিক্ষাদাতা ফৈনিক্স্‌কেও সমর্থন করা হবে না, অথবা তিনি তাঁর ছাত্রকে সৎ উপদেশ দিয়েছেন বলে গণ্য করা হবে না, যখন তিনি তাঁকে বললেন যে, গ্রীকদের উপহার তাঁর গ্রহণ করা আর তাদের সাহায্য করা তাঁর উচিত হবে; কিন্তু উপহার ছাড়া তাঁর রাগ বর্জন করা উচিত হবে না। আমরা একথাও বিশ্বাস বা স্বীকার করব না যে আখিল্লেস্ নিজে এমন অর্থগৃধ্নু ছিলেন যে তিনি আগামেম্‌নোনের উপহারগুলি গ্রহণ করেছিলেন, অথবা যখন তিনি টাকা পেলেন তখন হেক্তরের মৃতদেহ প্রত্যর্পণ করেছিলেন, কিন্তু টাকা না পেয়ে তা করতে রাজি ছিলেন না।

তিনি বললেন: নিঃসন্দেহ, এই ভাবগুলি অনুমোদনযোগ্য নয়।

আমি হমেরস্‌কে যে রকম ভালবাসি, তাতে এটা বলতে আমি গররাজি যে, এই মনোভাবগুলি আখিল্লেস্‌কে আরোপণ করে, অথবা ওগুলি সত্যই তাঁর প্রতি আরোপণীয় বলে বিশ্বাস করে, তিনি সম্পূর্ণ অধর্ম-দুষ্ট হয়েছিলেন। আর আমিও তাঁর আপল্লোর প্রতি ঔদ্ধত্যের বর্ণনা, ঠিক এতটাই অবিশ্বাস করি যেখানে তিনি বলছেন,

'তুমি আমার অপকার করেছ, ওহে দূর বল্লম নিক্ষেপকারী, দেবতাদের
মধ্যে ঘৃণ্যতম তুমি। সত্য বলছি, আমি তোমাকে দেখে
নিতাম, যদি শুধু আমার সাধ্য থাকত,'

আর তাঁর নদী-দেবের প্রতি অবাধ্যতা, যাঁর দেবত্বে তিনি হাত দিতে প্রস্তুত ; অথবা তাঁর নিজের চুল মৃত পাত্রক্লেস্‌কে অঞ্জলি দানের অঙ্গীকার, সেই চুল তিনি আগেই অন্য নদী-দেব স্পেরখিয়স্‌কে উৎসর্গ করেছিলেন, আর তিনি তাঁর এই শপথ প্রকৃতই রক্ষা করেছিলেন ; অথবা তিনি হেক্তরকে পাত্রক্লেসের কবরের চারিদিকে টেনে নিয়েছিলেন আর চিতার উপর বন্দীদের বধ করেছিলেন ; আমি বিশ্বাস করতে পারি না, তিনি এই সব দোষে দোষী ছিলেন ; সমভাবে আমি আমাদের নাগরিকদের বিশ্বাস করাতে দিতে পারি না যে তিনি, খেইরোনের ছাত্র, এক দেবী ও পেলেউসের পুত্র, সর্বমানবের মধ্যে শান্ততম, জেউস্‌ থেকে অধস্তন তৃতীয় পুরুষ, এতটা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিলেন যে একই কালে দুই আপাত-প্রতীয়মান অসমঞ্জস রিপুর দাস বনে গিয়েছিলেন, লোভ দ্বারা অকলুষিত নয়, এমন নীচতা, তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে দেব ও মানবদের প্রতি দাম্ভিক ঘৃণা।

তিনি উত্তর করলেন : তুমি সম্পূর্ণ নির্ভুল।

এস, আমরা তুল্যভাবে বিশ্বাস করতে অথবা পুনরাবৃত্ত হতে দিতে অস্বীকার করি যে পোসেইদোনের পুত্র থেসেউস্‌ অথবা জেউসের পুত্র পেইরিথিউস্‌ এক বীভৎস বলাৎকার করতে যাচ্ছেন আর করলেন, এই কাহিনী ; অথবা অন্য কোন বীর বা কোন দেবজাত পুত্র এমন অধার্মিক ও ভয়ানক জিনিসগুলি করতে সাহস করছেন যা আমাদের কালে তাঁদের সম্বন্ধে মিথ্যা করে তারা বলে : আর এস, আমরা আমাদের কবিদের ঘোষণা করতে বাধ্য করি যে হয় এ সব কাজ তাঁদের দ্বারা করা হয় নি অথবা তারা দেবতাদের পুত্র নয় ; একই নিঃশ্বাসে উভয় কথা প্রচার করতে তাদের কখনই অনুমতি দেওয়া হবে না। এটা আমরা হতে দেব না যে তারা আমাদের যুবাদের মত করাতে চেষ্টা করবে যে দেবতারা অশুভের কর্তা, আর বীরেরা সাধারণ মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্টতর নয়—এই মনোভাবগুলি, আমরা যেমন বলছিলাম, ধর্মসঙ্গতও নয়, সত্যও নয়, কারণ আমরা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছি যে দেবতাদের থেকে অশুভ আসতে পারে না।

সন্দেহ কী, করেছি।

আর অধিকন্তু যারা ওগুলি শোনে, তাদের উপর একটা খারাপ ফল হবার সম্ভাবনা থাকে ; কারণ প্রত্যেকে তার নিজ পাপকর্মের অজুহাত

দেখাতে শুরু করবে যখন তার এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মাবে যে অনুরূপ দুষ্ট কর্মগুলি তাদের দ্বারা সর্বদা সম্পন্ন হচ্ছে যারা

'দেবতাদের জ্ঞাতি, জেউসের আত্মীয়, যাদের পুর্বপুরুষাগত পূজার বেদী, জেউসের বেদী, আকাশে মাথা তুলে রয়েছে, ইদা পর্বতে,'

আর রয়েছে

'তাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান দেব-রক্ত।'

আর অতএব, এস, আমরা এই রকম সব কাহিনী সমাপ্ত করে দি, পাছে ওগুলি যুবাদের মধ্যে নৈতিক শিথিলতা জন্মায়।

তিনি উত্তর করলেন : সর্বতোভাবে।

কিন্তু এখন যে আমরা স্থির করছি কোন্ কোন্ শ্রেণীর বিষয় বলা হবে অথবা বলা হবে না, এস, আমরা দেখি কোন কোনটা আমরা বাদ দিয়েছি কি না। কী ধরনের দেব আর অর্ধ-দেব আর বীরদের আর অধো-জগৎ নিয়ে আলোচনা করতে হবে ইতিপূর্বে নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে।

খুব সত্য।

আর আমরা মানুষদের সম্বন্ধে কী বলব ? ওই হল আমাদের বিষয়-বস্তুর পরিষ্কার বাকী অংশ।

পরিষ্কার তাই।

কিন্তু, বন্ধু আমার, বর্তমানে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার মত অবস্থায় আমরা নেই।

কেন নেই ?

কারণ, যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, তবে আমাদের বলতে হবে যে মানুষদের সম্বন্ধে কবিরা আর গল্প কথকরা গুরুতম ভুল বিবৃতি দোষে দোষী হন যখন তাঁরা আমাদের বলেন যে বদমায়েশ লোকেরা প্রায়ই সুখী হয়, আর সত্যেরা দুঃখী হয় ; আর ধরা না পড়লে অন্যায় লাভজনক, কিন্তু ন্যায় মানুষের নিজস্ব ক্ষতি কিন্তু অপরের লাভ—আমরা তাদের এই সব জিনিস উচ্চারণ করতে নিষেধ করব আর বিপরীতটা গান করতে আর বলতে হুকুম করব।

তিনি উত্তর করলেন : সন্দেহ কী, আমরা করব।

কিন্তু যদি তুমি স্বীকার কর যে আমি এ বিষয়ে নির্ভুল, তবে আমি মনে করব যে তুমি সেই নীতির যাথার্থ্য বুঝাতে চেয়েছ যে নীতির জন্য আমরা বরাবর বিতণ্ডা করেছি।

আমি তোমার অনুমানের সত্যতা স্বীকার করি।

এই রকম জিনিসগুলি মানুষদের সম্বন্ধে বলা হবে কিংবা বলা হবে না, এ হল এক সমস্যা। সে সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারি না যে পর্যন্ত না আমরা আবিষ্কার করেছি, ন্যায় কী, আর তার অধিকারীর পক্ষে তা কী ভাবে স্বভাবত সুবিধাজনক, সে ন্যায়বান্ বলে বোধ হোক বা না হোক।

তিনি বললেন: অতীব সত্য।

কবিতার বিষয়-বস্তু নিয়ে ত যথেষ্ট হল: এস, এখন আমরা ভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করি; আর যখন এটা বিবেচনা করা হয়ে যাবে তখন বস্তু আর আকার উভয়কেই সম্পূর্ণ বিবেচনা করা হবে।

আদিমান্তস্ বললেন: আমি বুঝতে পারছি না, তোমার কথার মানে কী?

তাহলে তুমি যাতে বুঝতে পার তা আমাকে করতেই হবে; আর সম্ভবত আমি বেশি বোধগম্য হব যদি আমি ব্যাপারটাকে এই ভাবে রাখি। আমার অনুমান, তোমার জানা আছে যে, সমুদয় পুরাণ কাহিনী আর কবিতা হচ্ছে হয় অতীত নতুবা বর্তমান নতুবা ভাবী ঘটনাগুলির বিবৃতি?

তিনি বললেন: আলবৎ।

যে কোন বিবরণ হতে পারে হয় সরল বর্ণনা, অথবা অনুকরণ, অথবা দুয়ের এক মিশ্রণ?

তিনি বললেন: ওটাও আবার আমি পুরাপুরি বুঝতে পারছি না।

যখন আমার নিজেকে বোধগম্য করাতে এত বেগ পেতে হচ্ছে, আমার আশংকা হচ্ছে যে তখন আমি নিশ্চয় এক হাস্যকর শিক্ষক। অতএব একজন খারাপ বক্তার মত আমি বিষয়টার গোটাটা নেব না, কিন্তু আমার মানে চিত্রিত করবার জন্য ভেঙ্গে তার একটা টুকরা মাত্র নেব। তুমি ইলিয়াসের প্রথম পংক্তিগুলি জান; সেখানে কবি বলেন যে, খ্র্যুসেস্ তাঁর কন্যাকে মুক্তি দেবার জন্য আগামেম্‌নোনের কাছে প্রার্থনা জানালেন, আর আগামেম্‌নোন তাঁর উপর অত্যন্ত চটে গেলেন; তারপর খ্র্যুসেস্ তাঁর মনোরথ ব্যর্থ হওয়ায় ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করলেন যেন তাঁর ক্রোধ আখাইয়াবাসীদের উপর পতিত হয়। এখন এই পংক্তিগুলি পর্যন্ত—

'তিনি প্রার্থনা করলেন সমুদয় গ্রীক, কিন্তু বিশেষভাবে আত্রেয়ুসের দুই পুত্র, আর লোকেদের প্রধানদের কাছে,'

—কবি তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বে বলছেন; তিনি কখনও আমাদের এই অনুমানের

দিকে চালান না যে, তিনি অন্য আর কেউ। কিন্তু এর পরবর্তী বর্ণনায় খ্রুাসেসের ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করেন, আর তারপর, বক্তা হমেরস্ নন, কিন্তু বৃদ্ধ পুরোহিত স্বয়ং, আমাদের এই কথা বিশ্বাস করাবার জন্য যা পারেন সব কিছু করেন। আর ত্রোইয়া ও ইথাকাতে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার গোটা কাহিনী আর সমগ্র অদ্যুসেউস্ কাহিনী ব্যেপে গল্প তিনি এই দ্বিবিধ আকারে ঢেলে সাজিয়েছেন।

হাঁ।

আর কবি মাঝে মাঝে যে বক্তৃতাগুলি আওড়ান আর মধ্যবর্তী পুস্তকাংশ এই উভয়ের সংযোগে আখ্যায়িকা একটাই থেকে যায় ?

সম্পূর্ণ সত্য।

কিন্তু যখন কবি অন্য এক ব্যক্তি হয়ে কথা বলেন, আমরা কী বলতে পারি না যে তিনি তাঁর ভঙ্গী সেই ব্যক্তির ভঙ্গীর সদৃশ করে তোলেন, তাই তিনি জানান, সে ব্যক্তি কথা বলতে যাচ্ছে ?

নিশ্চিত।

আর গলার স্বর হোক বা অঙ্গভঙ্গী হোক, অন্য একজনের সঙ্গে নিজের এই সদৃশতা হচ্ছে সেই ব্যক্তির অনুকরণ যার চরিত্র তিনি গ্রহণ করেন ?

অবশ্য।

সুতরাং এই ক্ষেত্রে অনুকরণের পথ বেয়ে কবির আখ্যান এগোয় বলা যেতে পারে ?

খুব সত্য।

অথবা, যদি কবি সর্বত্র দেখা দেন, আর কখনও নিজেকে লুকিয়ে না রাখেন, তবে আবার তখন অনুকরণকে ছেড়ে দেওয়া হয় ; আর তাঁর কবিতা হয়ে দাঁড়ায় সরল বিবরণ। যাই হোক, আমি যাতে আমার মানেটা পুরাপুরি পরিষ্কার করতে পারি আর তুমি না বলতে পার 'আমি বুঝতে পারছি না', সেজন্য আমি দেখাব পরিবর্তনটা কী ভাবে ঘটে। যদি হমেরস্ বলতেন 'পুরোহিত এসেছিলেন, হাতে তাঁর মেয়ের মুক্তি-পণ, আখাইয়াবাসীদের, সর্বোপরি রাজাদের, কাছে যাচ্ঞা করেছিলেন' ; আর তারপর যদি খ্রুাসেসের ব্যক্তিত্বে কথা বলার পরিবর্তে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বে কথা বলে যেতেন, তবে কথাগুলি অনুকরণ হত না, কিন্তু সরল বিবৃতি হত। পুস্তকের ঐ অংশটা নিম্নরূপ হত : (আমি কবি নই, আর তাই আমি ছন্দ দিয়ে বলছি না :) 'পুরোহিত এসেছিলেন আর গ্রীকদের সাপক্ষে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে তারা যেন

ত্রোইয়া দখল করে আর নিরাপদে দেশে ফিরে যেতে পারে, কিন্তু ভিক্ষা চাইলেন যেন তারা তাঁর কন্যাকে তাঁর কাছে ফেরৎ দেয় আর তাঁর আনীত মুক্তিপণ গ্রহণ করে; আর ঈশ্বরকে ভক্তি দেখায়। তিনি এই ভাবে বলেছিলেন, আর অন্যান্য গ্রীকরা পুরোহিতকে ভক্তি করল আর সম্মতি দিল। কিন্তু আগামেম্‌নোন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁকে চলে যেতে এবং আর কখনও না আসতে আদেশ দিয়েছিলেন, পাছে ঈশ্বরের যষ্টি ও জপমালা তাঁর পক্ষে ব্যর্থ হয়—তাই তিনি বললেন, খ্র্যাসেসের কন্যাকে মুক্ত করা হবে না—সে আর্গসে তাঁর সাথে বুড়ী হবে। আর তারপর তিনি তাঁকে চলে যেতে, আর যদি তিনি অক্ষত দেহে ফিরে যেতে চান তবে তাঁকে না রাগাতে বললেন। আর বৃদ্ধ মানুষটি ভয়ে নীরব হয়ে চলে গিয়েছিলেন, আর যখন তিনি শিবির ত্যাগ করে বাইরে এসেছিলেন, তখন তিনি আপল্লোকে অনেক নামে ডাকলেন, মনে করিয়ে দিলেন তাঁর পক্ষে প্রীতিকর কী কী তিনি করেছিলেন তার সব, সেটা তাঁর মন্দির নির্মাণ হোক, বা বলিদান হোক, আর প্রার্থনা করলেন তাঁর সৎকাজগুলির প্রতিদান যেন তাঁকে দেওয়া হয়। আর আখাইয়াবাসীরা তাঁর চোখের জলের জন্য দেবতার তীরবিদ্ধ হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে'।—এমনি সব। এই উপায়ে গোটাটাই সরল বর্ণনায় পরিণত হত।

তিনি বললেন: আমি বুঝতে পারছি।

অথবা তুমি বিপরীত অবস্থা কল্পনা করতে পার—ফাঁকে ফাঁকে সমস্ত মধ্যবর্তী অংশগুলি বাদ দাও, আর মাত্র কথোপকথনটা রাখ।

তিনি বললেন: ওটাও আমি বুঝছি; তুমি বলতে চাও, যেমন ধর বিয়োগান্ত নাটক।

তুমি আমার মানেটা সম্পূর্ণ ধারণা করেছ; আর আমি যদি ভুল না করে থাকি, তবে বলব তুমি আগে যা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলে এখন তা তোমার কাছে স্পষ্ট করা হয়েছে; তা এই যে কবিতা আর পৌরাণিক দেব-কাহিনী, কোন কোন স্থলে, অনুকারী—এর দৃষ্টান্তগুলি বিয়োগান্ত আর মিলনান্ত নাটক যোগায়; অনুরূপ ভাবে এক বিপরীত ভঙ্গীও রয়েছে, সেখানে একমাত্র বক্তা হলেন কবি—এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ডিথাইর‍্যাম্ব: আর উভয়ের সংযোগ দেখতে পাওয়া যায় মহাকাব্যে আর কবিতার অন্য কতকগুলি ভঙ্গীতে। তোমাকে কী আমার সঙ্গী পাচ্ছি?

তিনি বললেন: হাঁ; আমি এখন দেখছি তুমি কী বলতে চেয়েছিলে।

আমি তোমাকে স্মরণ করতে অনুরোধও করব কী বলে আমি শুরু

করেছিলাম ; বলেছিলাম, আমরা বিষয়-বস্তু শেষ করেছি, আর ভঙ্গী নিয়ে এগুতে পারি।

হাঁ, আমার মনে পড়ছে।

এটা বলে আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম যে অনুকারী কলা সম্বন্ধে আমাদের একটা রফা নিষ্পত্তি করতেই হবে,—কবিদেরকে তাঁদের গল্পগুলি বর্ণনা করবার কালে আমরা তাঁদের অনুকরণ করবার অনুমতি দেব কি না, আর যদি দি তবে সমগ্রভাবে না অংশত দেব, আর যদি অংশত হয়, তবে কোন্ কোন্ অংশ, অথবা সমস্ত অনুকরণ কী নিষিদ্ধ হবে ?

আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি বলতে চাও, তুমি জিজ্ঞাসা করছ, বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটক আমাদের রাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার পাবে কি না।

আমি বললাম : হাঁ ; কিন্তু প্রশ্নটায় এর চেয়ে বেশি কিছু থাকতে পারে ; আমি বাস্তবিক এখনও জানি না, কিন্তু বিতর্কের হাওয়া যে দিকে বইবে, আমরা সেদিকে যাব।

তিনি বললেন : যাব আমরা নিশ্চয়।

তাহলে, আদিমান্তস্, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অভিভাবকদের অনুকারী হওয়া উচিত কি না ; অথবা বরং, আমাদের নির্দেশিত নিয়মের দ্বারা—যে, একজন মানুষ শুধু একটি জিনিস সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, আর অনেকগুলি পারে না ; যদি সে অনেকগুলিতে হাত দেয়, তবে কোনটিতেই বেশি সম্মান লাভে একেবারে অসমর্থ হয় —এ প্রশ্নটির কী সমাধান হয়ে যায় নি ইতিমধ্যে ?

আলবৎ।

আর অনুকরণ সম্বন্ধেও একথা সমান সত্য ; কোন একজন মানুষ একটি মাত্র জিনিসকে যত ভাল ভাবে অনুকরণ করতে পারে অনেকগুলিকে তত ভাল ভাবে পারে না ?

সে পারে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিযুক্ত তার পক্ষে একই সময়ে নানা বিষয় সাফল্যের সঙ্গে অনুকরণ করা বস্তুত অসম্ভব। কারণ আমার বিশ্বাস, পরস্পর সংশ্লিষ্ট দুটি ব্যাপারও একই সময় একই লোকের অনুকরণ ক্ষমতার বাইরে থাকতে পারে। যেমন ধর, বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত লেখকরা—এই মাত্র তুমি কী তাদের অনুকরণ নাম দাও নি ?

হাঁ, আমি দিয়েছিলাম।

আর তুমি ঠিকই বলেছ, একই ব্যক্তি এক সময়ে কবিওয়ালা ও অভিনেতা হতে পারে না ?

সত্য।

মিলনান্ত আর বিয়োগান্ত অভিনেতারাও এক নয়; তবুও ত এই সব জিনিস অনুকরণ মাত্র।

ওগুলি তাই।

আর আদিমান্তস্, মানব প্রকৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে তৈরি হয়েছিল বলে বোধ হয়। ঐ প্রকৃতি সুষ্ঠু ভাবে অনেকগুলি জিনিস অনুকরণ করতে ততটা অসমর্থ যতটা ঐ অনুকরণগুলি যাদের নকল সেই কাজগুলিকে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে অসমর্থ।

তিনি উত্তর করলেন: সম্পূর্ণ সত্য।

সুতরাং যদি আমাদের প্রথম ধারণায় স্থির থাকতে হয় আর মনে রাখি যে আমাদের অভিভাবকদের অন্য প্রত্যেক কাজ রদ্ করে, রাষ্ট্রে স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য, নিজেদের সমগ্রভাবে উৎসর্গ করতে হবে, তবে এটাই হবে তাদের শিল্প, এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কোন কাজে নিজেদের জড়াবে না, তাদের অন্য কোন জিনিস অভ্যাস বা অনুকরণ করা সঙ্গত হবে না; যদি তারা আদৌ অনুকরণ করে, তবে তাদের যৌবন থেকে শুরু করে উর্ধ্ব বয়স পর্যন্ত সেই সব চরিত্র অনুকরণ করা উচিত যেগুলি তাদের বৃত্তির উপযোগী—সাহসী, মিতাচারী, পবিত্র, মুক্ত, আর ঐ রকম; কিন্তু তাদের কোন রকম অনুদারতা অথবা হীনতা চিত্রিত করা বা অনুকরণে দক্ষ হওয়া উচিত নয়, পাছে অনুকরণ থেকে তারা যা অনুকরণ করছে নিজেরা তাই হয়ে দাঁড়ায়। তুমি কী কখনও লক্ষ্য কর নি, কী ভাবে অনুকরণগুলি, যৌবনের প্রাক্কালে শুরু হয় আর জীবনের চের বয়স পর্যন্ত চলতে থাকে, অবশেষে অভ্যাসে আর একটা দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়, আর দেহ, গলার স্বর ও মনকে পরিবর্তিত করে?

তিনি বললেন: হাঁ, নিশ্চিত।

আমি বললাম: সুতরাং যাদের জন্য আমাদের এত যত্নসাধ্যি ঘোষণা করি আর যাদের সম্বন্ধে আমরা বলি তাদের সৎ লোক হওয়া উচিত, তাদেরকে একজন স্ত্রীলোককে অনুকরণ করবার অনুমতি দেব না, সে স্ত্রীলোক যুবতী হোক বা বৃদ্ধা হোক, স্বামীর সাথে ঝগড়া করুক বা তার সুখ-গর্বে গর্বিত হয়ে দেবতাদের সঙ্গে আড়াআড়ি ও বড়াই করুক; অথবা যখন সে ক্লিষ্টা, বা দুঃখাভিভূতা বা ক্রন্দনরতা; আর নিশ্চিত এমন একজনকে নয় যে রোগিণী, প্রেমিকা বা গর্ভিণী।

তিনি বললেন: খুব ঠিক।

আর পুরুষ বা স্ত্রীলোক দাসরা যখন তাদের দাস-কর্ম সম্পন্ন করছে, তখন তাদেরকে তারা নিশ্চয় অনুকরণ করবে না ?

তারা নিশ্চয় করবে না।

আর সন্দেহ কী, বদ লোকদেরও না, যারা কাপুরুষ বা অন্য কিছু ; এইমাত্র আমরা যা ব্যবস্থা করেছি তার উল্টাটা তারা করে, মদ খেয়ে বা না খেয়ে একে অন্যকে বকাবকি, বা ব্যঙ্গ, বা গালাগালি করে, অথবা অন্য কোন প্রকারে, কথায় বা কাজে, নিজেদের ও তাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে অপরাধ করে, এদের যা ধরণ। যে সব পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক পাগল বা বদ, তাদের কাজ বা উক্তিও তাদের অনুকরণ করতে শেখান হবে না ; কারণ পাপের মত, পাগলামি কী, তা জানতে হবে, কিন্তু তা আচরণ বা অনুকরণ করা হবে না।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

তারা কী লৌহকার-স্বর্ণকারদের অথবা অন্য কারিকরদের অথবা দাঁড়ি সারেঙ্গ অথবা অনুরূপ অন্যদের অনুকরণ করতে পারে ?

তিনি বললেন : যখন তাদেরকে এই সব বৃত্তির কোনটাতেই নিজেদের মন দেবার অনুমতি দেওয়া হয় না, তখন কী করে তারা পারবে ?

তারা অশ্বদের হ্রেষা-রব, বলদগুলির গর্জন, নদীগুলির কুলকুলু ধ্বনি, সমুদ্র, বজ্র এবং ঐ ধরণের জিনিসের গুরু গুরু আওয়াজ অনুকরণ করতে পারবে না ?

তিনি বললেন : না, শুধু তাই নয়, যদি পাগলামি নিষিদ্ধ হয়, তবে তারা পাগলদের ব্যবহারও নকল করতে পারে না।

আমি বললাম : আমি যদি তোমাকে ঠিকমত বুঝে থাকি তবে তুমি বলতে চাও যে এক ধরণের বর্ণনাত্মক ভঙ্গী আছে যা সত্যকার সৎ মানুষ, যখন তার কিছু বলবার থাকে, তখন ব্যবহার করে, আর বিপরীত চরিত্র ও শিক্ষা বিশিষ্ট মানুষ অন্য ধরণ ব্যবহার করবে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আর এই দুই ধরণ কী কী ?

আমি উত্তর করলাম, কল্পনা কর, একজন ন্যায়বান্ ও সৎ লোক বর্ণনা করতে করতে অন্য একজন সৎ লোকের কথা বা কাজে এসে পড়ল, —আমি অনুমান করব যে সে যেন নিজেই সেই লোক এই ভাব দেখাতে চাইবে, আর এই ধরণের অনুকরণে লজ্জিত হবে না : যখন সে দৃঢ়তা ও বিজ্ঞতার সঙ্গে কাজ করছে, তখন সে সৎ লোকটির অংশ অভিনয় করতে সব চেয়ে বেশি রাজি থাকবে ; কিন্তু যখন রোগ বা ভালবাসা বা মদ তাকে নাগালে পেয়েছে অথবা সে অন্য কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে

তখন সে কম পরিমাণে রাজি থাকবে। কিন্তু যখন সে এমন এক চরিত্রে পৌঁছাবে যা তার অনুপযুক্ত, তখন সে সেটা নিয়ে এগুবে না ; সে এ রকম এক ব্যক্তিকে ঘৃণা করবে, আর তার সদৃশতা গ্রহণ, যদি আদৌ করে, তবে শুধু মুহূর্তের জন্য করবে, যখন সে কোন ভাল কাজ করছে ; অন্যান্য সময়ে সে একটা অংশ অভিনয় করতে লজ্জিত হবে যে অংশ সে কোন দিন অভ্যাস করে নি ; হীনতর আদর্শ অনুসরণে সে নিজেকে গঠন ও নির্মাণ করতে চাইবে না ; কৌতুকবশে ছাড়া, এ রকম একটা কলার নিয়োগকে সে সম্মানহানিকর মনে করে, আর তার মন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়।

তিনি উত্তর করলেন : আমি তাই প্রত্যাশা করি।

সুতরাং, আমরা হমেরস্ থেকে কতক দৃষ্টান্ত তুলে দিয়েছিলাম, সেগুলিতে অবলম্বিত আখ্যান কলার প্রণালী সে নেবে, অর্থাৎ বলা যায় তার ভঙ্গী অনুকরণাত্মক ও বর্ণনাত্মক এই উভয়ই হবে ; কিন্তু পূর্বোক্তটির খুব সামান্য আর পরোক্তটির প্রচুর পরিমাণ। তুমি কী সায় দিচ্ছ ?

তিনি বললেন : আলবৎ ; ঐ হল আদর্শ যা এ রকম শ্রোতা নিশ্চয় গ্রহণ করবে।

কিন্তু আর এক ধরণের চরিত্রের মানুষ আছে, যে সব কিছুই বর্ণনা করবে, আর, সে যত বেশি অপকৃষ্ট, তত বেশি ধর্মাধর্ম বিবেচনা-শূন্য হবে ; তার কাছে কোন কিছুই যথেষ্ট বদ নয় ; আর শুধু কৌতুকভরে নয়, কিন্তু সত্য সত্য গভীর আন্তরিকতায় আর বড় একটি দলের সম্মুখে সে সব কিছুই অনুকরণ করতে প্রস্তুত থাকবে। আমি এইমাত্র যেমন বলছিলাম, সে বজ্রের গুরু গুরু নাদ, বাতাসের আর শিলাবৃষ্টির শন শন ধ্বনি, চাকাগুলির ও কপিকলগুলির ঘর্ঘর শব্দ, আর বীণাগুলির বিবিধ বাদন ; বাঁশি-গুলির তুরীগুলির আর সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ধরে দেখাবার চেষ্টা করবে ; কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ, ভেড়ার মত ভ্যা ভ্যা অথবা কাকের মত কা কা করবে ; তার গোটা কলা-কৌশলে থাকবে গলার স্বর ও অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ, আর খুব কম বিবরণ।

তিনি বললেন : ঐ হবে তার বলার ধরণ।

সুতরাং, এই হল দু ধরণের ভঙ্গী ?

হাঁ।

আর তুমি আমার সঙ্গে একথা বলতে রাজি হবে ত যে ঐ দুটির একটি হবে সরল, আর সামান্য পরিবর্তন দেখাবে ; আর যদি স্বরমিল ও তাল-

লয় ও সরলতার জন্য তাদের বাছাই করা হয়, তবে তার ফল এই হয় যে বক্তা, যদি সে নির্ভুলভাবে বলে, তবে সর্বদা বেশ বেশি পরিমাণে ভঙ্গীতে একই থাকে, আর সে একটি মাত্র স্বরমিলের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে (কারণ পরিবর্তনগুলি যৎসামান্য), আর তুল্য প্রকারে সে প্রায় একই তাল লয় ব্যবহার করে।

তিনি বললেন: ওটা সম্পূর্ণ সত্য।

অপর দিকে, যদি সঙ্গীত ও ভঙ্গীকে মিশ খাওয়াতে হয়, তবে অন্যটির সকল রকম স্বরমিল আর সকল রকম তাল-লয় চাই, কারণ ভঙ্গীটির সব রকম পরিবর্তন আছে।

তিনি উত্তর করলেন: ওটাও সম্পূর্ণ সত্য।

আর দুই ভঙ্গী, অথবা দুইয়ের মিশ্রণ কী সমুদয় কাব্যকে কথায় প্রকাশ করবার সকল রকম আকারকে নিজের মধ্যে ধরে রাখছে না? তাদের একটিতে বা অন্যটিতে বা একত্রে উভয়েতে না বলে কেউ কোন কিছু বলতে পারে না।

তিনি বললেন: তাদের মধ্যে সব বিধৃত।

আর আমরা কী আমাদের রাষ্ট্রে মোট তিনটাই, অথবা মিশ্র দুটির মধ্যে একটিকে শুধু গ্রহণ করব? অথবা তুমি কী মিশ্র তৃতীয়টিকে অন্তর্গত করবে?

ধর্মের বিশুদ্ধ অনুকারীকে শুধু ঢুকতে দেওয়া আমার পছন্দ।

আমি বললাম: হাঁ, আদিমান্তস্; কিন্তু মিশ্র ভঙ্গীটিও খুব মনোহর; আর বাস্তবিক, তুমি যেটা পছন্দ করেছ, অঙ্গভঙ্গী সহকারে তার উল্টা ভঙ্গী হল ছোট ছেলেমেয়েদের আর তাদের অনুচরদের, আর সাধারণ ভাবে জগতের, কাছে সব চেয়ে প্রিয়।

আমি তা অস্বীকার করছি না।

কিন্তু আমি অনুমান করি, তুমি তর্ক করবে যে, এই রকম ভঙ্গী আমাদের রাষ্ট্রের অনুপযোগী, সেখানে মানব-প্রকৃতি দ্বিধা বা বহুধা নয়, কারণ একজন মানুষ শুধু একটি অংশ অভিনয় করে।

হাঁ, সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

আর এই হল কারণ যে জন্য আমাদের রাষ্ট্রে, আর শুধু আমাদেরই রাষ্ট্রে, আমরা দেখতে পাব যে মুচি যে, সে মুচি, কর্ণধারও নয়, আর চাষী যে সে চাষী, জুরীও নয়, সৈন্য যে সে সৈন্য, বণিকও নয়, আর সর্বত্র এই রকম?

তিনি বললেন: সত্য।

আর অতএব যখন এই অঙ্গভঙ্গীকারী ভদ্রলোকদের একজন, তারা এত বুদ্ধিমান্ যে তারা যে কোন জিনিসকে অনুকরণ করতে পারে, আমাদের কাছে আসে, আর তার নিজেকে ও কবিতাকে প্রদর্শনী করবার একটা প্রস্তাব দেয়, তখন আমরা নত হয়ে পড়ব আর তাকে মিষ্ট আর পবিত্র আর বিস্ময়কর জীব বলে পূজা দেব ; কিন্তু আমরা তাকে এও জানাব যে আমাদের রাষ্ট্রে সে যে রকম সে রকম লোকদের থাকতে দেওয়া হয় না ; আইনের বারণ আছে। আর ফলে যখন আমরা তাকে সুগন্ধি আতরে সিক্তিত করেছি আর একটা পশমের মালা তার মাথার উপর বসিয়েছি, তখন তাকে অন্য এক নগরে পাঠিয়ে দেব। কারণ আমাদের আত্মাদের স্বার্থে আমরা কর্কশতর ও কঠোরতর কবি অথবা গল্পকারকে নিয়োগ করতে চাই, যারা শুধু ধার্মিকদের ভঙ্গী অনুকরণ করবে, আর সেই সব আদর্শ অনুসরণ করবে যেগুলি আমরা যখন আমাদের সেনাদের শিক্ষা শুরু করেছিলাম তখন প্রথমেই ব্যবস্থা করেছিলাম।

তিনি বললেন : আমাদের ক্ষমতা থাকলে তা আমরা নিশ্চয় করব।

আমি বললাম : সুতরাং এখন, হে বন্ধু আমার, সঙ্গীতের বা সাহিত্যিক শিক্ষার যে অংশ গল্প বা পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার আলোচনা শেষ হল বলে বিবেচনা করা যেতে পারে ; কারণ কী বলতে হবে আর কী ভাবে বলতে হবে, উভয়ই আলোচিত হয়েছে।

তিনি বললেন : আমিও তাই মনে করি।

এর পর আসবে সুর আর গান।

সে ত দেখা যাচ্ছে।

যদি আমাদের নিজেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয়, তবে তাদের সম্বন্ধে আমাদের কী বলা উচিত, তা ইতিমধ্যে যে কেউ দেখতে পাবে।

গ্লাউকোন্ হেসে হেসে বললেন : আমার ভয় হচ্ছে, আমি 'যে কেউ' শব্দ দুটিতে পড়ছি কি না সন্দেহ, কারণ এই মুহূর্তে বলতে পারছি না তাদের কী হওয়া উচিত, যদিও আমি আন্দাজ করতে পারি।

যাই হোক না কেন, তুমি বলতে পার যে একটা গান বা গীতিকাব্যের তিনটি অংশ আছে—শব্দ, সুর, তাল লয় (ছন্দ) ; ঐ পরিমাণ জ্ঞান আমি পূর্বাহ্নে অনুমান করতে পারি ?

তিনি বললেন : হাঁ ; ঐটে পর্যন্ত তুমি পার।

আর শব্দগুলি সম্পর্কে, সঙ্গীতে কোন্‌গুলি বসাতে হবে আর কোন্‌গুলি

বসাতে হবে না, তার মধ্যে নিশ্চয় কোন পার্থক্য থাকবে না ; উভয়ে একই নিয়ম মেনে চলবে, আর এগুলি আমরা আগেই স্থির করেছি ?

হাঁ ।

আর সুর ও তাল-লয় শব্দগুলির উপর নির্ভর করবে ?

আলবৎ ।

যখন আমরা বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে বলছিলাম, তখন আমরা বলেছিলাম যে, বিলাপ আর দুঃখের গীত আমাদের দরকার নেই ?

সত্য ।

আর কোন্ স্বরমিলগুলি দুঃখ প্রকাশ করে ? তুমি ত সঙ্গীত-রসিক, তুমি আমাকে বলতে পার ।

তুমি যে স্বরমিলগুলি বুঝাতে চাও সেগুলি হল মিশ্র বা উচ্চ গ্রাম ল্যুদিয়া আর গলা-ছেড়ে গাওয়া বা খাদ ল্যুদিয়া, আর এ রকম সব ।

আমি বললাম : এগুলিকে তাহলে নিশ্চয় নির্বাসিত করতে হবে ; এমন কি যে স্ত্রীলোকেরা তাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে চায় তাদের কাছেও ওগুলির মূল্য নেই, আর পুরুষদের কথা ত বলাই বাহুল্য ।

নিশ্চিত ।

এর পর, মাতলামি ও কোমলতা ও আলস্য আমাদের অভিভাবকদের চরিত্রে মোটেই শোভা পায় না ।

মোটেই না ।

আর কোন্গুলি কোমল অথবা মত্ত তাল লয় ?

তিনি উত্তর করলেন : ইয়োনিয়া ও ল্যুদিয়া ; তাদের নাম হচ্ছে 'শিথিল' ।

বেশ, আর এগুলি কী কোন সামরিক কাজে লাগে ?

তিনি উত্তর করলেন : সম্পূর্ণ বিপরীত ; আর যদি তাই হয়, তবে দোরিয়াজ আর ফ্রুগিয়াজ শুধু বাকী রইল ।

আমি উত্তর করলাম : তাল লয় সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু আমি সামরিক একটা কিছু চাই, স্বরকে অথবা জোর বলাকে ধ্বনিত করবার জন্য যেটা একজন সাহসী লোক উচ্চারণ করে বিপদের ও কঠিন সংকল্পের মুহূর্তে, অথবা যখন তার কাজ ব্যর্থ হচ্ছে, আর সে আঘাত বা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে যাচ্ছে, অথবা অন্য কোন অশুভের কবলে পড়ছে, আর এই রকম প্রত্যেক সংকটে ভাগ্যের আঘাতগুলি দৃঢ়পদে আর বইবার স্থির সংকল্প নিয়ে সে ঠেকাচ্ছে । আর অন্য একটা চাই, যেটা শান্তির সময়ে আর কাজের স্বাধীনতার ব্যবহার করা হবে, যখন প্রয়োজনের

কোন চাপ নেই, আর সে ঈশ্বরকে প্রার্থনা দ্বারা, আর লোককে উপদেশ ও ভয় দ্বারা নিজের কাজ করিয়ে নেবার উদ্যোগী হচ্ছে ; অথবা, অপর দিকে, যখন সে অনুনয় বা উপরোধ বা ভয়ে আত্মসমর্পণ করতে তার ইচ্ছা প্রকাশ করছে, আর যখন প্রাজ্ঞ আচরণের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে তার সফলতায় স্ফীত হয় না, আর ঐ অবস্থায় পরিমিত ও বিজ্ঞভাবে কাজ করে আর ঘটনায় সায় দেয়, যে তাল লয় তাকে এই ভাবে দেখায়, সেটা চাই। এই দুটি তাল লয় তোমাকে ছেড়ে রাখতে অনুরোধ করছি : প্রয়োজনের ধুয়া, আর স্বাধীনতার ধুয়া, ভাগ্যহীনের ধুয়া আর ভাগ্যবানের ধুয়া, সাহসের ধুয়া, আর মিতাচারের ধুয়া : এগুলিকে, আমি বলি, ছেড়ে রাখ।

তিনি উত্তর করলেন : আর এগুলি হল দোরিয়া আর ফ্রুগিয়া স্বরমিল, যাদের কথা আমি এই মাত্র বলছিলাম।

আমি বললাম : যদি এগুলি আর শুধু এগুলিই, আমাদের গানে আর সুরে ব্যবহার করতে পাই, তবে আমরা স্বরের বিবিধত্ব অথবা সর্ব-সমতানী স্বরগ্রাম চাইব না।

আমি মনে করি, না।

সুতরাং আমরা তিন কোণওয়ালা আর জটিল স্বরগ্রাম যুক্ত কারিকরদের অথবা অন্য যে কোন বহু-তার অদ্ভুতভাবে সমতানীকৃত বাদ্য যন্ত্রগুলির নির্মাতাদের পালন করব না ?

নিশ্চিত না।

কিন্তু বেণুকারদের ও বেণু-বাদকদেরকে তুমি কী বলবে ? তুমি কী তাদেরকে আমাদের রাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার দেবে যখন তুমি চিন্তা করে দেখ যে স্বরমিলের এই মিশ্র ব্যবহারে বেণু একদিকে আর অন্য সমুদয় তারওয়ালা বাদ্য যন্ত্র অন্য দিকে করলে বেণু সেগুলির চেয়ে উৎকৃষ্টতর দাঁড়ায় ; এমন কি সর্ব-সমতানিক সঙ্গীত বেণুর এক অনুকরণ মাত্র ?

পরিষ্কার।

সুতরাং নগরে ব্যবহার করবার জন্য বাকী থাকে শুধু বেণু বা তার রকমফের, আর মেষ-পালরা গ্রামে একটা বাঁশি পেতে পারে।

বিতর্ক থেকে নিশ্চয় ঐ সিদ্ধান্তই টানা যায়।

আমি বললাম : মারস্যুয়াস্ ও তাঁর বাদ্য যন্ত্রগুলিকে পছন্দ না করে আপল্লো ও তাঁর বাদ্যযন্ত্রগুলিকে পছন্দ করা আদৌ আশ্চর্যের নয়।

তিনি উত্তর করলেন : আদৌ না।

এই ভাবে, মিশরের কুকুরের দোহাই, আমরা অজ্ঞাতসারে রাষ্ট্রকে

বিশোধিত করে এনেছি, ঐ রাষ্ট্রকে কিছু সময় আগে আমরা বিলাস-বহুল আখ্যা দিয়েছিলাম।

তিনি উত্তর করলেন : আর আমরা বিজ্ঞজনোচিত কাজ করেছি।

আমি বললাম : এস, আমরা এখন বিশোধনের কাজটা শেষ করি। সমতানের পরে স্বাভাবিক ভাবে আসে তাল ও লয় (ছন্দ) গুলি আর ওগুলিকেও একই নিয়মের অধীন করা হবে। কারণ ছন্দের জটিল প্রণালীগুলির অথবা প্রত্যেক প্রকার ছন্দের অনুসন্ধানে যাওয়া আমাদের উচিত হবে না, কোন্ কোন্ ছন্দ সাহসী ও সুসমঞ্জস জীবনকে প্রকাশ করে তা আবিষ্কার করা আমাদের কর্তব্য হবে ; আর যখন আমরা তাদের পাব তখন আমরা চরণ ও সুরকে অনুরূপ ভাবের শব্দগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেব, শব্দগুলিকে চরণ ও সুরের সঙ্গে নয়। এই ছন্দগুলি কী তা বলা হবে তোমার কর্তব্য—তুমি অবশ্যই আমাকে সেগুলি শিখিয়ে দেবে, যেমন তুমি ইতিমধ্যে আমাকে স্বরমিলগুলি শিখিয়ে দিয়েছ।

তিনি উত্তর করলেন : কিন্তু, বাস্তবিক আমি তোমাকে বলতে পারি না। আমি শুধু জানি যে ছন্দের তিনটি বা তার কাছাকাছি নীতি আছে, তা থেকে পদ্য রচনার প্রণালীগুলি তৈরি হয়, ঠিক যেমন শব্দগুলিতে চার প্রধান সুরবোধক চিহ্ন আছে যেগুলি থেকে সমুদয় তাল লয় (স্বর মিল) রচিত হয় ; এটাই আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সে কোন্ কোন্ ধরণের জীবন, এগুলি যাদের অনুকরণ, আমি তা বলতে সমর্থ নই।

আমি বললাম : তাহলে আমরা দামোনকে নিশ্চয় আমাদের পরামর্শের মধ্যে নেব ; আর তিনি আমাদের বলবেন কোন্ কোন্ ছন্দ নীচতা, বা ঔদ্ধত্য, বা ক্রোধ, বা অন্য ছোটলোকী ভাবের প্রকাশক, আর কোন্গুলিকে বিপরীত অনুভূতিগুলির প্রকাশক বলে নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। আর আমার মনে হয়—আমার একটা অস্পষ্ট স্মৃতি জাগছে—তিনি জটিল ক্রেতদ্বীপীয় এক মিশ্র ছন্দের উল্লেখ করেছেন ; এক ড্যাকটিল জাতীয় বা বীরত্ব ব্যঞ্জক ছন্দের কথাও বলেছেন ; আর তিনি সেগুলিকে এমন এক ধরণে সাজিয়েছেন যা আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না, ছন্দগুলিকে চরণের উত্থান ও পতনে সমান, একবার দীর্ঘ একবার হ্রস্ব করেছেন ; আর যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, তবে দুই হ্রস্ব ও দীর্ঘ অংশ সমন্বিত আয়াম্বাস ছন্দ ও ত্রোখী ছন্দের কথাও যেন বলেছেন, আর তাদেরকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ পরিমাণ দিয়ে জ্ঞাপন করেছেন। অধিকন্তু কোন কোন স্থলে তিনি ছন্দকে যতটা, চরণ সঞ্চালনকেও ততটা প্রশংসা বা নিন্দা করেছেন বলে বোধ হয় ; অথবা হয়ত দুটির একত্র সমাবেশকে ; কারণ তিনি কী বলতে চেয়েছেন,

সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। এই ব্যাপারগুলি, কিন্তু, আমি যেমন বলছিলাম, দামোনকে নির্দেশ করা হোক, কারণ বিষয়টির বিশ্লেষণ দুরূহ, বুঝেছ ?

আমি বরং সে রকম বলব।

কিন্তু এটা বুঝা দুরূহ নয় যে, ভাল বা খারাপ ছন্দের একটি মূল আছে, লালিত্য অথবা লালিত্যের অভাব।

আদৌ দুরূহ নয়।

আর অধিকন্তু ভাল ও খারাপ ছন্দ স্বাভাবিক ভাবে ভাল ও মন্দ ভঙ্গীর সদৃশতা লাভ করে ; আর স্বরমিল ও স্বর অমিল অনুরূপ ভাবে ভঙ্গীকে অনুসরণ করে ; কারণ আমাদের নীতি হল এই যে, ছন্দ আর স্বরমিল শব্দগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, শব্দগুলি তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

তিনি বললেন : ঠিক তাই বটে, ওগুলির শব্দকে অনুসরণ করা উচিত।

আর শব্দগুলি ও ভঙ্গীর চরিত্র কী আত্মার মেজাজের উপর নির্ভর করে না ?

হাঁ।

আর অন্য সব কিছু ভঙ্গীর উপর ?

হাঁ।

তাহলে ভঙ্গী ও স্বরমিল ও লালিত্য ও সু-ছন্দের সৌন্দর্য সরলতার উপর নির্ভর করে,—আমি বলছি সাধুভাবে ও মহৎভাবে শৃংখলাযুক্ত মন ও চরিত্রের সরলতার কথা, সেই অন্য সরলতার কথা নয় যা হচ্ছে মূর্খামির জন্য শ্রুতিকটু পদের পরিবর্তে কোমলতর পদের প্রয়োগ মাত্র ?

তিনি উত্তর করলেন : খুব সত্য।

আর যদি আমাদের যুবাদের তাদের জীবনের কাজ সম্পন্ন করতে হয়, তবে এই লালিত্যগুলিকে আর স্বরমিলগুলিকে কী চিরন্তন লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে হবে না ?

তাদের করতেই হবে।

আর সন্দেহ কী, চিত্রকরের কলা, আর অন্য প্রত্যেক সৃজনশীল ও গঠনাত্মক কলা ঐগুলিতে পূর্ণ,—বয়ন-কর্ম, চিকণের কাজ, স্থপতিবিদ্যা, আর সকল রকম নির্মাণ শিল্প ; প্রকৃতি, জন্তু, উদ্ভিদও,—এদের সবার মধ্যে লালিত্য নতুবা লালিত্যের অভাব রয়েছে। আর লালিত্য আর স্বরমিল যেমন সততা আর ধর্মের যমজ দুই ভগিনী আর তাদেখ সদৃশতা বহন করে সেই রকম কুশ্রীতা আর বৈষম্য আর সমতানহীন গতি শব্দগুলির ও অশুভ প্রকৃতির প্রায় সদৃশ থাকে।

তিনি বললেন : ওটা সম্পূর্ণ সত্য।

কিন্তু আমাদের তত্ত্বাবধান কী আর বেশি দূর অগ্রসর হবে না, আর আমাদের কবিদের কী আমরা বাধ্য করব যে তারা তাদের রচনাবলিতে শুধু শুভের প্রতিমূর্তি প্রকাশ করবে ; যদি তা না করে তবে শাস্তি ভোগ করবে, আমরা তাদের আমাদের রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করব ? অথবা একই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কী অন্য কারিকরদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হবে, আর তাদেরও কী নিষেধ করে দেওয়া হবে যে ভাস্কর্যে আর বাস্তু নির্মাণে আর অন্যান্য সৃজনশীল কলাগুলিতে পাপ আর অমিতাচার আর নীচতা আর অশ্লীলতার মত বিপরীত আকৃতিগুলিকে তারা প্রদর্শন করতে পারবে না ; আর যে আমাদের এই নিয়ম রক্ষা করতে পারবে না তাকে কী আমাদের রাষ্ট্রে কোন কলা চালু করতে বাধা দেব, পাছে আমাদের নাগরিকদের রুচি তার দ্বারা কলুষিত হয় ? আমরা চাইব না যে, আমাদের অভিভাবকরা নৈতিক বিকারের প্রতিমূর্তিগুলির মধ্যে, অস্বাস্থ্যকর চারণভূমিতে, বেড়ে উঠুক, আর সেখানে দিনের পর দিন, অল্প অল্প করে, ডাল পালা আর অনেক অনিষ্টকর গাছ গাছড়া ও ফুল থাক, যেন শেষ পর্যন্ত তারা নীরবে তাদের নিজেদের আত্মায় দূষিত পচনকে রাশীকৃত হতে না দেয়। আমাদের কলাবিদ্ বরং তারা হোক যারা সুন্দর ও ললিতের সত্য প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারে ; তখন আমাদের যুবারা স্বাস্থ্যপূর্ণ ভূখণ্ডে, সুন্দর দৃশ্য ও শব্দগুলির মধ্যে, বাস করবে, এবং প্রত্যেক জিনিসে যা শুভ আছে তা গ্রহণ করবে ; আর সুন্দর সুন্দর কাজের আলো, সৌন্দর্য, এক বিশুদ্ধতর অঞ্চল থেকে স্বাস্থ্য-প্রদায়ী মৃদু বাতাসের মত চোখের ও কাণের দিকে প্রবাহিত হবে, আর অজ্ঞাতসারে জীবনের প্রথম দিককার বছর-গুলি থেকেই আত্মাকে যুক্তির সৌন্দর্যের সদৃশতা ও সমানুভূতির মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে।

তিনি উত্তর করলেন : এর চেয়ে মহত্তর শিক্ষাদান আর কিছু হতে পারে না।

আমি বললাম : আর অতএব, সঙ্গীত শিক্ষাদান অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি বলবান্ এক হাতিয়ার, কারণ ছন্দ ও স্বরমিল আত্মার আভ্যন্তরীণ স্থানগুলিতে তাদের পথ করে নিতে পারে ; তার উপর তারা খুব সহজ ভাবে লেগে থাকে, লাবণ্য প্রদান করে, আর যে সুশিক্ষিত হয় তার আত্মাকে লাবণ্যপূর্ণ, আর যে কুশিক্ষিত হয়, তার আত্মাকে লাবণ্যহীন করে ; এবং আরও এই কারণে যে, আভ্যন্তরীণ সত্তার এই সত্য সে শিক্ষালাভ করেছে বলে কলা ও প্রকৃতিতে বিচ্যুতি বা দোষগুলি

সর্বাধিক বিচক্ষণতার সঙ্গে লক্ষ্য করবে, আর সত্য রুচি নিয়ে করবে ; যখন সে শুভকে প্রশংসা করে, আর তার আত্মার জন্য আনন্দিত হয়ে আত্মাতে তাকে গ্রহণ করে, তখন সে ন্যায্যভাবে অশুভকে দোষ দেবে ও ঘৃণা করবে ; এখন তার অল্প বয়সের দিনগুলিতে এটা করবে, এমন কি কারণটা কী তা জানতে সমর্থ হবার আগেই করবে ; আর যখন বিবেকের উন্মেষ হয়, সে বন্ধুকে চিনতে পারবে আর নমস্কার জানাবে, তার শিক্ষা তাকে দীর্ঘ কাল ধরে তার সঙ্গে পরিচিত করেছে।

তিনি বললেন : হাঁ, আমাদের যুবাদের সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া উচিত, আর তুমি যে সব কারণ উল্লেখ করলে সেগুলির জন্য উচিত, আমি এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

আমি বললাম : আমরা পড়তে শিখবার কালে যখন বর্ণমালার অক্ষরগুলি জেনেছিলাম, তারা সংখ্যায় খুব অল্প, আর তাদের পুনঃ পুনঃ সমুদয় আয়তন ও সংমিশ্রণে দেখেছিলাম, তখন আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম—এটা ঠিক সে রকম : তারা বেশি বা কম স্থান জুড়ে থাকুক; গুরুত্বহীন বলে তাদের অবজ্ঞা করি নি, কিন্তু সর্বত্র তাদের খুঁজে বের করতে ব্যগ্র ছিলাম ; আর যে পর্যন্ত না আমরা তাদের যেখানে দেখতাম সেখানেই চিনতে পারতাম, সে পর্যন্ত নিজেদের নিখুঁত মনে করি নি।

সত্য—

অথবা যখন জলে বা আয়নাতে অক্ষরগুলির প্রতিফলন আমরা চিনতে পারি, মাত্র তখন আমরা খোদ অক্ষরগুলিকে জানি ; একই কলা ও অধ্যয়ন আমাদের উভয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়।

ঠিক তাই—

যতই হোক, আমি এই মত অবলম্বন করি : আমরা, বা আমাদের অভিভাবকরা, যাদেরকে আমাদের শিক্ষা দান করতে হবে, কখনও সঙ্গীত-প্রিয় হতে পারি না / পারে না, যে পর্যন্ত না তাদের মূল আকার-গুলিকে, আমরা / তারা জানি / জানে, আর তাদের প্রতিমূর্তিগুলিকে, যেখানেই তাদের পাওয়া যাক না, চিনতে পারি / পারে ; ছোট বা বড় কোন জিনিসেই তাদের অবহেলা করা চলবে না। কিন্তু তারা সকলে একই কলা ও অধ্যয়ন বৃত্তের অন্তর্গত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

অতীব নিশ্চিতভাবে।

আর যখন সুন্দর এক আত্মা সুন্দর আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে, আর দুটি এক ছাঁচে ঢালা হয়, তখন তা হবে, যার দেখবার চোখ আছে তার কাছে, দৃশ্যগুলির মধ্যে সুন্দরতম।

বাস্তবিক সুন্দরতম।

আর সুন্দরতম হচ্ছে কমনীয়তম ?

সেটা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আর যে মানুষের স্বরমিলের মেজাজ থাকে, সে কমনীয়তার সাথে সব চেয়ে বেশি প্রেমে পড়বে ; কিন্তু যে স্বরমিলের অভাবযুক্ত সে তাকে ভালবাসবে না।

তিনি উত্তর করলেন : যদি তার আত্মায় অসম্পূর্ণতা থাকে তবে সেকথা সত্য ; কিন্তু যদি অন্যেতে শুধু কোন দৈহিক ত্রুটি থাকে, সে সেটা সম্বন্ধে ধৈর্য ধারণ করবে, আর তা সত্ত্বেও ভালবাসবে।

আমি বললাম : আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার এই ধরণের অভিজ্ঞতা আছে অথবা ছিল, আর আমি সম্মতি দিচ্ছি : কিন্তু তোমাকে আর একটা প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করবার আছে। আনন্দের আতিশয্যের কী মিতাচারের সঙ্গে কোন কুটুম্বিতা আছে ?

তিনি উত্তর করলেন : তা কেমন করে থাকতে পারে ? আনন্দ মানুষকে যতটা যন্ত্রণা দেয় তাকে তার সামর্থ্য গুণ ব্যবহারে ততটা সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে।

অথবা সাধারণ ভাবে ধর্মের সঙ্গে কোন কটুম্বিতা ?

কোন কিছুই না।

আর উচ্ছৃংখলতা ও অমিতাচারের সঙ্গে কুটুম্বিতা ?

হাঁ, সব চেয়ে বেশি।

আর কামুক প্রেমের আনন্দের চেয়ে বড় ও তীব্রতর কোন আনন্দ আছে কী ?

না, মত্ততরও কিছু নেই।

পক্ষান্তরে সত্য প্রেম হল সৌন্দর্য ও শৃংখলার প্রেম—পরিমিত ও সুসমঞ্জস।

তিনি বললেন : সম্পূর্ণ সত্য।

সুতরাং কোন অমিতাচার বা পাগলামিকে সত্য প্রেমের কাছে আসতে দেওয়া উচিত হবে না ?

আলবৎ না।

সুতরাং, যদি তাদের প্রেম যথার্থ হয় তবে পাগল বা অমিতাচারী আনন্দকে নিশ্চয় কখনও প্রেমিক ও তার প্রিয়তমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না, তাদের কারুরই এতে কোন অংশ থাকতে পারে না ?

না, বাস্তবিক, সোক্রাতেস্, এ আনন্দ নিশ্চয় কখনও তাদের কাছে আসবে না।

সুতরাং আমি অনুমান করি যে, যে নগর আমরা স্থাপন করতে যাচ্ছি, সেখানে তুমি এই মর্মে এক আইন জারি করবে যে, একজন বন্ধু তার প্রেমাস্পদের প্রতি অন্য কোন অন্তরঙ্গতার কাজ করবে না, বাপ তার ছেলের প্রতি যা করবে তার চেয়ে বেশি কিছু করবে না, আর তাও শুধু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে, আর প্রথমে তার নিশ্চয় অন্যের সম্মতি পাওয়া চাই ; আর তার সকল সহবাসে চালু সীমা বেঁধে দেবার জন্য এই নিয়ম করা হবে ; আর যেন এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হতে তাকে কখনও দেখা না যায়, অথবা, যদি সে বাড়াবাড়ি করে, তাকে অশিষ্টতা ও বদ রুচির দোষে দুষ্ট বলে গণ্য করা হবে।

তিনি বললেন : আমি সম্পূর্ণ সায় দিচ্ছি।

তুমি কী মনে কর আমাদের সঙ্গীত-তত্ব শেষ হল ? এটা ঠিক, যেখানে এর শেষ হওয়া উচিত সেখানেই শেষ হয়েছে। কারণ আমি মনে করি, সুন্দরের প্রেমে সঙ্গীত শেষ হওয়া উচিত।

তিনি বললেন : আমি তোমার সঙ্গে একমত।

সঙ্গীতের পর আসে ব্যায়াম, আমাদের যুবাদের ঐ বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে ?

আলবৎ।

ব্যায়াম, সঙ্গীতও বটে, শৈশবের বছরগুলি থেকেই শুরু হওয়া উচিত ; শিক্ষাটা যত্ন পূর্বক দেওয়া হবে আর সারা জীবন ধরে চলবে। এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে—আর এটা এমন এক ব্যাপার যার সম্বন্ধে আমার নিজের মতের সমর্থনে তোমার মত পেলে খুশি হব, কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস হচ্ছে—সত্য এই নয় যে কোন দৈহিক উৎকর্ষের ফলে ভাল দেহ আত্মার উন্নতি সাধন করে, কিন্তু, সত্য এই যে ভাল আত্মা, তার নিজের উৎকর্ষের ফলে, দেহের উন্নতি সাধন করে, যতদূর সম্ভব হতে পারে, করে। তুমি কী বল ?

হাঁ, আমি সম্মতি দি।

তারপর, যখন যথেষ্ট শিক্ষিত হয়েছে, তখন দেহের চেয়ে মনকে অধিকতর বিশিষ্ট যত্ন সমর্পণ করলে আমরা ঠিক কাজ করব। আর বাক্য বিস্তার এড়াবার জন্য আমরা এখন বিষয়টির সম্বন্ধে সাধারণ একটা খসড়ামাত্র উপস্থিত করব ?

খুব ভাল।

আমরা ইতিপূর্বে মন্তব্য করেছি যে, তারা সুরামত্ততা থেকে বিরত

থাকবে ; কারণ সকল ব্যক্তির মধ্যে অভিভাবকের মাতাল হওয়া আর জগতে কখন কোন্ স্থানে রয়েছে তা না জানা সব থেকে অবাঞ্ছনীয়।

তিনি বললেন : হাঁ, একজন অভিভাবকের যত্ন নেবার জন্য আর একজন অভিভাবকের কথা ভাবা দরকার হবে, এটা বাস্তবিক হাস্যকর।

. কিন্তু তারপর, তাদের খাদ্য সম্বন্ধে আমরা কী বলব ; কারণ আমাদের লোকগুলি বৃহত্তম দ্বন্দ্বের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করছে—তারা করছে না কী ?

তিনি বললেন : হাঁ।

আর আমাদের সাধারণ মল্ল যোদ্ধাদের দৈহিক অভ্যাস কী তাদের পক্ষে উপযুক্ত হবে ?

কেন নয় ?

আমি বললাম : আমার আশংকা হয়, যে ধরণের দৈহিক অভ্যাস তাদের আছে সেটা কেবল নিদ্রালু গোছের একটা জিনিস, আর বরং স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা বিপজ্জনক। তুমি কী লক্ষ্য কর না যে এই মল্ল যোদ্ধারা ঘুমিয়ে জীবন কাটায়, আর যদি তাদের প্রথামত ব্যবস্থা থেকে তারা সরে যায়, তা সে যত সামান্য পরিমাণেই হোক না, তবে সব চেয়ে সংকটজনক অসুস্থতার বশে চলে যায় ?

হাঁ আমি করি।

আমি বললাম : সুতরাং আমাদের যোদ্ধা পালোয়ানদের জন্য এক সুক্ষ্মতর ধরণের শিক্ষা দরকার হবে, তাদের সদা জাগ্রত কুকুরদের মত হতে হবে, আর চূড়ান্ত তীক্ষ্নতা নিয়ে দেখতে ও শুনতে হবে ; অভিযান কালে জলের আর খাদ্যের অভাবও বটে, গ্রীষ্মের তাপ ও শীতের শৈত্য, তাদের সহ্য করতে হবে, ঐগুলির নানা পরিবর্তনের ফলে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লে চলবে না।

ওটা আমার মত।

প্রকৃত উৎকৃষ্ট ব্যায়াম সেই সরল সঙ্গীতের যমজ ভগিনী, এই মাত্র আমরা যে সঙ্গীতকে বর্ণনা করছিলাম।

কী ভাবে তা ?

কেন, আমি ধারণা করি যে, এমন এক ব্যায়াম আছে যা আমাদের সঙ্গীতের মত, সরল ও শুভদ ; আর বিশেষভাবে সামরিক ব্যায়াম।

তুমি কী বলতে চাও ?

আমার মানেটা হমেরসের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে ; তুমি জান, যখন তারা যুদ্ধে নিযুক্ত থাকে তখন তিনি তাঁর বীরদের ভোজে

খাদ্য দেন সৈনিকের যা বরাদ্দ ; যদিও তারা হেল্লেসপন্তের তীরভূমির উপর থাকে তবু তারা মাছ পায় না, কিন্তু তাদেরকে সেদ্ধ মাংসও দেওয়া হয় না, শুধু সাঁতলান মাংস দেওয়া হয়, সেটাই সৈন্যদের জন্য সব চেয়ে সুবিধাজনক খাদ্য। শুধু তারা আগুন জালবে এই ব্যবস্থা থাকা চাই, আর তাদের বাসনকোসন বয়ে বেড়াবার কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে না।

সত্য।

আর একথা বললে আমার ভুল হবার সম্ভাবনা খুবই কম যে মিষ্টি চাটনির কথা হমেরস্ কোথাও বলেন নি। তাদের নিষিদ্ধ করার কিন্তু তিনি একবচন নন ; সকল পেশাদার পালোয়ান ভাল ভাবে জানে যে একজন মানুষকে সুস্থ অবস্থায় থাকতে হলে তার ঐ ধরণের কোন জিনিস গ্রহণ করা চলবে না।

তিনি বললেন : হাঁ ; আর একথা জেনে, তারা সেগুলি গ্রহণ না করে, ঠিকই করে।

সুতরাং তুমি স্যুরাকসীয় খানা আর সিক্যুলীয় রান্নার অতি-সক্ষ্মতা অনুমোদন কর না ?

আমার মনে হয় করি না।

যদি কোন মানুষকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে হয়, তবে তুমি কোরিন্থীয় কোন বালিকাকে তার নারী বন্ধু রূপে থাকতে দেবে না ?

আলবৎ না।

আথেনীয় মিষ্টান্নঘটিত সুস্বাদু দ্রব্যগুলিকে, ওগুলিকে তাই বলে মনে করা হয়, তুমি অনুমোদন করবে না ?

আলবৎ না।

এই ধরণের সব খাওয়া ও বাঁচাকে আমরা উচিতভাবে মহা-স্বরমিল ভঙ্গীতে আর সকল ছন্দে রচিত সুর ও গানের সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

ঠিক তাই।

সেখানে জটিলতা বিশৃংখলা উৎপাদন করেছিল, আর এখানে অসুখ ; পক্ষান্তরে সঙ্গীতে সরলতা আত্মায় মিতাচারের জনক ছিল ; আর ব্যায়ামে সরলতা, দেহে স্বাস্থ্যের জনক।

তিনি বললেন : অতীব সত্য ?

কিন্তু কোন রাষ্ট্রে যখন অমিতাচার ও অসুখ বহুগুণিত হয়, তখন ন্যায়ের ও ওষুধের সৌধগুলি সর্বদা খোলা হতে থাকে ; আর চিকিৎসকের

ও উকীলের কলাগুলি নিজেদের স্ফীত করে যখন তারা দেখে শুধু দাসেরা নয় কিন্তু নগরের মুক্ত মানুষরাও তাদের সম্বন্ধে কী রকম তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করছে।

অবশ্য।

আর তথাপি এর চেয়ে শিক্ষার মন্দ ও লজ্জাজনক অবস্থার বড় প্রমাণ আর কী থাকতে পারে যে, শুধু কারিকরদের বা ইতর ধরণের জনগণের প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসক ও বিচারকদের দক্ষতা প্রয়োজন হয় না, পরন্তু তাদেরও হয় না যারা এক উদার ভদ্র শিক্ষা লাভ করেছিল বলে জাহির করে? এটা কী লজ্জাজনক এবং সুশিক্ষার অভাবের একটা বড় লক্ষণ নয় যে মানুষকে তার আইন ও শরীরের জন্য বিদেশে যেতে হয়, কারণ বাড়ীতে সে কাউকে পায় না, আর নিশ্চয় নিজেকে সমর্পণ করতে হয় অন্য লোকদের হাতে যাদেরকে সে তার উপরে প্রভু ও বিচারক করে?

তিনি বললেন: সব জিনিসের মধ্যে, সব চেয়ে লজ্জাজনক নিশ্চয়।

আমি উত্তর করলাম: তুমি কী 'সব চেয়ে' বলবে, যখন তুমি বিবেচনা কর যে অশুভের আরও একটা অগ্রণী অবস্থা আছে, সেখানে মানুষ শুধু সারা জীবন মোকদ্দমাবাজ নয়; শুধু বাদী বা প্রতিবাদী হিসাবে আদালত-গৃহে তার দিনগুলি কাটায় না, কিন্তু তার বদ রুচি বশে তার মামলাবাজ স্বভাব নিয়ে সত্যি সত্যি গর্ব করে বেড়াতে প্রবৃত্ত হয়; সে কল্পনা করে যে সে অসাধুতায় ওস্তাদ; যে কোন বাঁকা পালা গ্রহণ করতে, প্রত্যেক গর্তে গড়িয়ে ঢুকতে আর বেরিয়ে আসতে পারে, পিচ্ছল জিনিসের মত কুঁজো হয়ে বিচারের পথ থেকে সরে পড়তে পারে। আর এই সব কিছু কিসের জন্য? না, ছোট খাট দফায় লাভ করবার জন্য। সেগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। সে জানে না যে জীবনকে এমন ভাবে ব্যবস্থিত করা যায় যে একজন ঘুম-কাতুরে বিচারকের সহায়তা ছাড়া চলা যেতে পারে, আর সেটা অনেক বেশি উচ্চতর ও মহত্তর ধরণের জিনিস হয়। এটা কী আরও লজ্জাজনক নয়?

তিনি বললেন: হাঁ, সেটা আরও বেশি লজ্জাজনক।

আমি বললাম: বেশ, আর ওষুধের সাহায্য নেওয়া চলে, যখন একটা ক্ষতকে সারাতে হবে, অথবা এক মহামারির সময় আসে তখন; কিন্তু ঠিক এই কারণে নয় যে অলসতা আর জীবনের অভ্যাসের ফলে, সেটা কী রকম আমরা এই মাত্র বর্ণনা করছিলাম, মানুষ নিজেদের জল ও বাতাসগুলিতে পূরিত করে, যেন তাদের দেহগুলি এক একটা জলাভূমি, এটাতে আস্ক্লেপিয়সের

উদ্ভাবনশীল ছেলেদের অসুখগুলির নাম বের করতে বাধ্য করে, যেমন বায়ু-নিঃসরণ, চোখের ছানি ; এটিও কী লজ্জা নয় ?

তিনি বললেন : হাঁ, তারা নিশ্চিত ব্যারামগুলিকে খুব অদ্ভুত ও নূতন তৈরি নাম দেয়।

আমি বললাম : হাঁ, আর আমি বিশ্বাস করি না যে আস্‌ক্লেপিয়সের কালে এই রকম সব ব্যারাম ছিল ; আর এটি আমি এই অবস্থা থেকে অনুমান করি যে হমেরসে পাই বীর এউরিপ্যুলস্‌ আহত হবার পর প্রামনিয়ান্ মদের দই পান করে, সঙ্গে ভালভাবে ছিটান যব ও পনীর ছিল ; ওগুলি নিশ্চয় উত্তেজক, তথাপি আস্‌ক্লেপিয়সের যে পুত্রেরা ত্রোইয়া যুদ্ধে উপস্থিত ছিল তারা মেয়েটি তাকে ঐ পানীয় দিলে তার দোষ দেয় নি, অথবা পাত্রক্লেসকে তিরস্কার করে নি,—সে তার চিকিৎসা করছিল।

তিনি বললেন : বেশ, তার মত অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে নিশ্চয় সেটা এক অসাধারণ পানীয় দেওয়া হয়েছিল।

আমি উত্তর করলাম : তত অসাধারণ নয় যদি তুমি স্মরণে রাখ যে পূর্ববর্তী কালে, সাধারণত যেমন বলা হয়, হেরোদিকসের কালের আগে, আস্‌ক্লেপিয়সের গোষ্ঠি আমাদের বর্তমান ভেষজ প্রণালী কাজে লাগাত না, এই প্রণালী ব্যারামগুলি সম্বন্ধে শিক্ষা দিত বলা যেতে পারে। কিন্তু হেরোদিকস্‌ একজন শিক্ষাদাতা, আর তাঁর নিজের শরীর সদাই অসুস্থ, শিক্ষা-দান ও চিকিৎসা বিদ্যা কলানর সংমিশ্রণে প্রথমত ও প্রধানত নিজেকে, আর দ্বিতীয়ত জগতের বাকী জনদের, যন্ত্রণা দেবার এক উপায় বের করলেন।

তিনি বললেন : কী ভাবে তা হল ?

বিলম্বিত মৃত্যুর উদ্ভাবনা করে ; কারণ তাঁর এক সাংঘাতিক ব্যারাম ছিল, সেটাকে তিনি চিরকাল ধরে পুষে রেখেছিলেন, তিনি সারা জীবন চির-রোগী হয়ে কাটিয়েছিলেন ; নিজের সেবা ছাড়া তিনি আর কিছুই করতে পারতেন না, আর যখনই প্রচলিত নিয়মানুবর্তিতা থেকে কোন বিষয়ে তিনি একটুও সরে যেতেন, তখনই অবিরত ভয়ে কষ্ট পেতেন ; আর এইভাবে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে, বিজ্ঞানের সহায়তায় লড়াই করে করে, তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত চালালেন।

তাঁর দক্ষতার এক বিরল পুরস্কার বটে।

আমি বললাম : হাঁ ; এমন একটা পুরস্কার যা একজন মানুষ ন্যায্যভাবে প্রত্যাশা করতে পারত যে কখনও বুঝত না যে, যদি আসক্লেপিয়স্‌ তাঁর বংশধরদের চিররোগী থাকবার কলায় শিক্ষা না দিয়ে

থাকেন, তবে ত্রুটিটা ওষুধের এই রকম এক শাখা সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতা থেকে হয় নি, কিন্তু এই কারণে হয়েছিল যে তিনি জানতেন সু-শৃংখল রাষ্ট্রগুলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির একটা কাজ থাকে, সেটাতে তাকে খাটতেই হবে, আর অতএব সর্বদা অসুস্থ থেকে অবসর কাটাবার সময় তার নেই। কারিকরের ক্ষেত্রে আমরা এটি লক্ষ্য করি, কিন্তু যথেষ্ট মজার কথা এই যে, ধনী ধরণের লোকদের সম্বন্ধে নিয়মটা আমরা প্রয়োগ করি না।

তিনি বললেন : কী ভাবে, তুমি বলবে ?

আমার কথার মানে এই : যখন কোন ছুতার অসুস্থ হয়, স্বাভাবিক ভাবে তখন সে তার চিকিৎসককে মোটা ও সহজ দাওয়াইয়ের জন্য অনুরোধ করে; একটা বমনকারী বা একটা জোলাপ বা একটা দাহক বা একটা ছুরি,—এইগুলি হল তার প্রতিষেধক। আর যদি কেউ তার জন্য পথ্য সম্বন্ধে সময়ব্যাপী একটা ব্যবস্থা করে আর বলে যে সে নিশ্চয় তার মাথা পটি ও কাপড়ে জড়িয়ে রাখবে, আর ঐ ধরণের সব কিছু করবে, তবে সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেবে, তার অসুস্থ হয়ে থাকবার সময় নেই, আর সে সেই জীবনের কোন সার্থকতা দেখতে পায় না যেটা তার চালু নিয়োগকে অবহেলা করে ব্যারামকে সেবা করবার জন্য ব্যয়িত হবে ; আর অতএব এই ধরণের চিকিৎসককে বিদায় নতি জানিয়ে, সে তার সাধারণ অভ্যাসগুলি আবার শুরু করে, আর হয় ভাল হয়ে উঠে, বেঁচে থাকে, আর তার কাজকর্ম করে, অথবা যদি তার শরীরে না কুলায়, তবে সে মারা যায়, আর তার কোন কষ্ট থাকে না।

তিনি বললেন : হাঁ, আর যে মানুষ জীবনের এই অবস্থায় রয়েছে, সে ওষুধের কলা এতদূর অবধি শুধু ব্যবহার করবে।

আমি বললাম : তার কী একটা বৃত্তি থাকে না ? তার জীবনে লাভটা কী হবে যদি সে তার বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয় ?

তিনি বললেন : সম্পূর্ণ সত্য।

কিন্তু ধনী ব্যক্তির বেলা এটা অন্য রকম ; তার সম্বন্ধে আমরা বলি না যে তার কোন বিশেষভাবে করবার মত কাজ আছে যা তাকে সম্পন্ন করতেই হবে, যদি সে বাঁচতে চায়।

সাধারণত মনে করা হয় তার কিছুই করবার নেই।

তাহলে তুমি ফোক্যুনিদেসের প্রবচন কখনও শোন নি যে সেই মাত্র একজন তার জীবিকা যোগাড় করেছে, অমনি তার ধর্মাচরণ করা উচিত ?

তিনি বললেন : না, শুধু তাই নয়, আমার মনে হয় যে আরও কিছু আগে থেকে তার শুরু হলে ভাল।

আমি বললাম : এটি নিয়ে তার সঙ্গে আমাদের বিবাদের প্রয়োজন নেই ; আমরা বরং নিজেদের জিজ্ঞাসা করি : ধর্মাচরণ কী ধনী লোকের পক্ষে বাধ্যতামূলক, অথবা সে কী তাছাড়াও জীবন যাপন করতে পারে? যদি তার পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়, তবে আমাদের আরও একটা প্রশ্ন তোলা যাক, দৈহিক বিশৃংখলার জন্য এই পথ্য ব্যবস্থা, ছুতারগিরিতে ও যান্ত্রিক কলাগুলিতে মনঃসংযোগ করবার বাধাস্বরূপ, তা কী সমভাবে ফোক্যুলিদেসের মনোভাবের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে না?

তিনি উত্তর করলেন : সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না ; দেহের এ ধরণের অত্যধিক যত্ন, যখন ব্যায়ামের নিয়মগুলি অতিক্রম করে যায়, তখন ধর্মাচরণের সব চেয়ে বড় বাধা হয়।

আমি উত্তর করলাম : হাঁ, বাস্তবিক, আর একটা গৃহ, এক সেনা-বাহিনী, অথবা রাষ্ট্রের কোন বিভাগের পরিচালনায় সমানভাবে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ; আর, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, কোন প্রকার অধ্যয়ন বা আত্ম-চিন্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন—অবিরত সন্দেহ করা হয় যে, মাথা ধরা ও ঘোরার জন্য দায়ী করতে হবে দর্শনকে। আর ফলে উচ্চতর তাৎপর্যবহ সমুদয় ধর্মাচরণ আর ধর্ম নিয়ে পরীক্ষা একদম থামান হয় ; কারণ সেই মানুষ সর্বদা কল্পনা করছে যে তাকে অসুস্থ করা হচ্ছে, আর সে তার দেহের সম্পর্কে অবিরত উদ্বেগে থাকছে।

হাঁ, সে সম্ভাবনা যথেষ্ট।

আর অতএব আমাদের রাজনীতি ধুরন্ধর আসক্লেপিয়স্‌কে মনে করা যেতে পারে, তিনি শুধু তাঁর কলার দক্ষতাটা সেই ব্যক্তিদের দেখিয়েছেন, যারা, সাধারণত দেহে ও জীবনের অভ্যাসগুলিতে সুস্থ বলে নির্দিষ্ট কোন পীড়ায় ভুগছিল ; যারা এই ধরণের তিনি তাদের জোলাপ বা ছুরি চালনা দ্বারা সারিয়ে তুলতেন, আর স্বাভাবিক ভাবে জীবন চালাতে আদেশ করতেন, এইখানে রাষ্ট্রের স্বার্থই ছিল তাঁর পরামর্শদাতা ; কিন্তু ব্যায়ামের পর ব্যায়াম ঢুকে যে দেহগুলিকে বিদীর্ণ করেছিল, তিনি সেগুলিকে ক্রমানুয়ে ধীরে ধীরে মলত্যাগ ও জলসেচের প্রক্রিয়ায় সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন না ; তিনি চাইতেন না আমাদের অপদার্থ জীবনগুলির মেয়াদ বাড়ুক অথবা দুর্বলতর পুত্রদের উৎপাদনকারী দুর্বল পিতারা বর্তমান থাকুক ; —যদি কোন মানুষ সাধারণ পথে বেঁচে থাকতে না পারে তবে তাকে

সারাবার কোন দায় তাঁর ছিল না ; কারণ এ ধরণের আরোগ্য না তাঁর নিজের না রাষ্ট্রের কোন কাজে আসত।

তিনি বললেন : তুমি তাহলে আস্‌ক্লেপিয়স্‌কে কূটনীতিবিদ্‌ বলে গণ্য কর।

পরিষ্কার ; আর তাঁর পুত্ররা তাঁর চরিত্র আরও চিত্রিত করেছিলেন। লিখে রাখ যে, প্রাচীন কালে তাঁরা ছিলেন বীরপুঙ্গব আর ট্রোইয়ার যুদ্ধে সেই ওষুধ ব্যবস্থা করতেন যেগুলির কথা আমি বলেছি ; তোমার স্মরণ হবে যখন পান্দরস্‌ মেনেলায়ুস্‌কে আহত করেছিল তখন কী ভাবে তারা

'ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুষে নিয়েছিল আর শান্তিদানকারী
প্রতিষেধগুলি ছিটিয়েছিল,'

কিন্তু তারা কখনও মেনেলায়ুসের ক্ষেত্রে, এউরুপ্যুলসের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি কিছু ব্যবস্থাপত্র দেন নি পরে রোগীকে কী খেতে বা পান করতে হবে তা নিয়ে, তাঁরা ধারণা করেছিলেন ঐ প্রতিষেধগুলি যে কোন লোককে নিরাময় করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, যে আহত হবার আগে স্বাস্থ্যবান্‌, আর যার অভ্যাসগুলি নিয়মিত, তার পক্ষে আর কিছু দরকার নেই ; আর এমন কি যদি সে প্রাম্‌নিয়া মদের দইও পান করত, তবে তৎসত্ত্বেও সুস্থ হয়ে উঠত। কিন্তু যাদের জীবনগুলির তাদের নিজেদের বা অন্যদের কাছে কোন দাম ছিল না ; সেই স্বাস্থ্যহীন ও অমিতাচারী প্রজাদের সম্বন্ধে তাদের কিছুই করবার ছিল না। ওষুধের কলা তাদের উপকারের জন্য পরিকল্পিত হয় নি। আর যদি তারা মিদাস্‌ যত ধনী ছিলেন তত ধনী হত, তবে আস্‌ক্লেপিয়সের পুত্ররা তবু তাদের কাছে যেতে অস্বীকার করত।

তারা খুব তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি ছিলেন, আস্‌ক্লেপিয়সের ঐ পুত্ররা।

আমি উত্তর করলাম : তা হওয়া স্বাভাবিক। তৎসত্ত্বেও বিয়োগান্ত নাট্যকাররা ও পিন্দারস্‌ আমাদের আদেশ অমান্য করে একথাও বলে যে আস্‌ক্লেপিয়স্‌ মৃত্যুমুখে পতিত এক ধনী মানুষকে আরোগ্য করবার জন্য ঘুষ নিয়েছিলেন, যদিও তারা স্বীকার করে যে তিনি আপল্লোর পুত্র ছিলেন, আর এই কারণে বিদ্যুতাহত হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা ইতি-পূর্বে আবার সজোরে আমাদের যে নীতি প্রচার করেছি সেই অনুসারে, তাদের বিশ্বাস করব না, যখন তারা আমাদের উভয় কথা এক সঙ্গে বলে ;—যদি তিনি দেব-পুত্র হন, তবে আমরা এই মত পোষণ করি যে, তিনি লোভী ছিলেন না ; অথবা যদি তিনি লোভী ছিলেন, তবে তিনি দেব-পুত্র ছিলেন না।

সোক্রাতেস্‌, চমৎকার তোমার এই সব কথা ; কিন্তু আমি তোমার কাছে

একটি প্রশ্ন রাখতে চাই : একটা রাষ্ট্রে কী ভাল ভাল চিকিৎসকদের থাকা দরকার নয়, আর তারা কী সর্বোৎকৃষ্ট নয় যারা অধিকতম সংখ্যক ভাল ও মন্দ দেহ কাঠামোর চিকিৎসা করেছে? আর অনুরূপভাবে তারা কী সর্বোৎকৃষ্ট বিচারক নয় যারা সকল ধরণের নৈতিক প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত?

আমি বললাম : হাঁ, আমিও চাই ভাল বিচারকরা ও ভাল চিকিৎসকরা থাকেন। কিন্তু তুমি কী জান কাদের আমি ভাল বলি?

তুমি আমাকে বলবে কী?

যদি পারি, আমি বলব, কিন্তু আমাকে বলতে হবে যে একই প্রশ্নে তুমি দুটি জিনিস জুড়ে দিয়েছ, অথচ তারা এক নয়।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : সে কী রকম?

আমি বললাম : কেন, তুমি ত চিকিৎসকদের ও বিচারকদের একসঙ্গে জুড়ে দিচ্ছ। এখন, তারা হল নিপুণতম চিকিৎসক যৌবন থেকে আজ পর্যন্ত যারা তাদের কলা সম্বন্ধে জ্ঞানের সঙ্গে ব্যারাম সম্বন্ধে অধিকতম অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করেছে; তাদের বরঞ্চ স্বাস্থ্যে জোরাল না হলেও চলে, আর তাদের নিজেদের দেহে সকল ধরণের ব্যারাম থাকলে ভাল হয়। কারণ আমার ধারণামতে দেহ সে যন্ত্র নয় যার সাহায্যে তারা দেহকে সারায়; তাই যদি হত তবে আমরা তাদের কখনও রুগ্ন হতে বা হয়ে গেছে এমন হতে দিতে পারতাম না; কিন্তু তারা দেহ সারায় মনের সাহায্যে, আর যে মন পীড়াগ্রস্ত হয় আর হয়েছে, তা কোন কিছু সারাতে পারে না।

তিনি বললেন : সেটা খুব সত্য।

কিন্তু বিচারকের বেলা কথাটা আলাদা; সে মন দিয়ে মনকে শাসন করে; অতএব সে পাপাসক্ত মনগুলির মধ্যে শিক্ষালাভ করেছে, আর যৌবন কাল থেকে আজ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিশে এসেছে, আর অপরাধের গোটা পঞ্জিকার ভিতর দিয়ে গিয়েছে, শুধু এ কারণে যে অন্যদের অপরাধগুলি সে তাড়াতাড়ি অনুমান করতে পারবে যেমন চিকিৎসক নিজের আত্মস্থ-করণ থেকে তাদের দৈহিক ব্যারামগুলি অনুমান করতে পারে, তার এমন হওয়া উচিত নয়; যে মাননীয় মনকে একটা সুস্থ বিচার সিদ্ধান্ত তৈরি করতে হবে, তার যৌবনে অশুভ অভ্যাসগুলির কোন অভিজ্ঞতা বা পাপস্পর্শ লাভ করা তার উচিত নয়। আর এই হল কারণ যে জন্য যৌবনে সৎ লোকেরা সরল থাকে, আর সহজে অসম্মানীদের দ্বারা প্রতারিত হয়, কারণ তাদের আত্মাতে অশুভ কী তখনও তার কোন ছায়া পড়ে নি।

তিনি বললেন : হাঁ, তারা প্রতারিত হবার খুব বেশি সম্ভাবনা রাখে।

আমি বললাম : বিচারকের যুবা বয়সী হওয়া উচিত নয়; অশুভকে

জানবার শিক্ষা তার পাওয়া উচিত তার নিজের আত্মা থেকে নয়, কিন্তু বেশি বয়স থেকে আর অন্যদের মধ্যে অশুভ প্রকৃতিকে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ থেকে ; জ্ঞান হবে তার পথ প্রদর্শক, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়।

তিনি বললেন : হাঁ, ওই হল বিচারকের আদর্শ।

আমি উত্তর করলাম : হাঁ, আর সে হবে একজন সৎ লোক (তোমার প্রশ্নের এই হল আমার উত্তর); কারণ শুভ যার আত্মা সে সৎ। কিন্তু যে ধূর্ত ও সন্দিগ্ধ প্রকৃতির কথা আমরা বলেছিলাম,—যে অনেক অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে, আর পাপিষ্ঠতায় নিজেকে শীর্ষস্থানীয় মনে করে, যখন সে তার নিজ লোকদের মধ্যে থাকে তখন সে যে সাবধানতাগুলি অবলম্বন করে তাতে তাকে বিস্ময়জনক মনে হয়, কারণ সে নিজেকে দিয়ে তাদের বিচার করে ; কিন্তু যখন সে ধার্মিক লোকদের সঙ্গ লাভ করে, যাদের বয়সের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তখন তার অসাময়িক সন্দেহগুলির জন্য সে আবার যে নির্বোধ সেই নির্বোধ হয়ে দাঁড়ায় ; একজন সাধু মানুষকে সে চিনতে পারে না, কারণ তার নিজের মধ্যে সাধুতার কোন নমুনা নেই ; একই কালে মন্দেরা সৎদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি বলে, আর সে তাদের সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎ করে বলে, সে নিজেকে নির্বোধ না ভেবে বরঞ্চ জ্ঞানী ভাবে, আর অন্যদের দ্বারাও জ্ঞানী বলে গণিত হয়।

তিনি বললেন : অতীব সত্য।

সুতরাং আমরা যে সৎ ও জ্ঞানী বিচারককে খুঁজছি সে এই লোকটি নয়, কিন্তু অন্য জন ; কারণ অধর্ম ধর্মকেও জানতে পারে না, কিন্তু সময় দ্বারা শিক্ষিত কোন ধার্মিক চরিত্র ধর্ম ও অধর্ম উভয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে ; ধার্মিক মানুষের, আর অধার্মিক মানুষের নয়, বিজ্ঞতা আছে— আমার মতে।

আমারও মতে বটে।

এই হল ভেষজের ধরণ, আর এই হল আইনের ধরণ, যা তুমি তোমার রাষ্ট্রে মঞ্জুর করবে। ওগুলি উৎকৃষ্টতর প্রকৃতিগুলির কল্যাণ করবে, আত্মা ও দেহ উভয়কে স্বাস্থ্য দান করবে ; কিন্তু যারা দেহে ব্যাধিগ্রস্ত তাদের মরবার জন্য ছেড়ে দেবে, আর দূষিত ও অপরিশোধনীয় আত্মাগুলি নিজেদের শেষ করে দেবে।

স্পষ্টত রোগীদের ও রাষ্ট্রগুলির, উভয়ের পক্ষে, সেটা সর্বোত্তম জিনিস হবে।

আর এই ভাবে, আমাদের যুবারা শুধু সেই সরল সঙ্গীত শিখবে, যা,

আমরা বলেছিলাম, মিতাচারকে উৎসাহ দেয়, তারা আইনের আশ্রয় নিতে অনিচ্ছুক হবে।

পরিষ্কার।

আর সঙ্গীতে ওস্তাদ একই পথ ধরে চলে সরল ব্যায়াম অভ্যাস করে সন্তুষ্ট থাকবে। সে কী এমন কৃতকার্য হতে পারে না যে চরম অবস্থা ছাড়া চিকিৎসা ভিন্নই চলতে পারে?

আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, পারে।

যে ব্যায়ামগুলি ও কষ্টগুলি সে করে সেগুলিই তার প্রকৃতির তেজী উপাদানকে উৎসাহ দেবে বলে অভিপ্রেত, তার বল বাড়াবার জন্য নয়; সাধারণ পালোয়ানদের মত সে ব্যায়াম ও নিয়মানুগত্যকে তার পেশী ফুলাবার জন্য ব্যবহার করবে না।

তিনি বললেন: খুব যথার্থ।

সঙ্গীত ও ব্যায়াম এই দুই কলা, প্রায়ই যা ভাবা হয়, একটি আত্মার শিক্ষণের জন্য, অন্যটি দেহের শিক্ষার জন্য, সে পরিকল্পনা ঠিক নয়।

তাহলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

আমি বললাম: উভয়ের শিক্ষকদের লক্ষ্য হল প্রধানত আত্মার উন্নতি।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: সেটা কী ভাবে হতে পারে?

আমি বললাম: স্বয়ং মনের উপর, ব্যায়ামের প্রতি তদ্‌গতপ্রাণা অনুরক্তির কী ফল হয় অথবা সঙ্গীতের প্রতি তদগতপ্রাণা অনুরক্তির কী বিপরীত ফল হয়, তুমি কী তা কখনও লক্ষ্য কর নি?

তিনি বললেন: কী ভাবে দেখান হয়?

আমি উত্তর করলাম: একটা উৎপাদন করে কঠিন ও দুরন্ত মেজাজ, অন্যটি কোমল ও মেয়েলি মেজাজ।

তিনি বললেন: ও হাঁ, আমি সম্পূর্ণ জানি যে, যে পালোয়ান মাত্র, সে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে অসভ্য বর্বর হয়, আর যে সঙ্গীতে ওস্তাদ মাত্র তার পক্ষে যতটা ভাল তার বেশি গলে যায় ও কোমল হয়।

আমি বললাম: তথাপি নিশ্চয় জেন এই দুরন্ত ভাব আসে শুধু তেজ থেকে, যা, যদি যথোচিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হত, তবে সাহস দিত, কিন্তু যদি অতি বেশি পরিমাণে ঘনীভূত হয়, তবে কঠিন ও পাশব হবার প্রবণতা দেখায়।

আমিও সম্পূর্ণ তাই ভাবি।

অপর দিকে, দার্শনিকের গুণ হবে শান্ত ভাব। আর এটাও, যখন

অত্যন্ত বেশি প্রশ্রয় পায়, রূপ নেয় কোমলতার। কিন্তু যদি যথোচিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে শান্ত ও সংযত হয়।

সত্য।

আর আমাদের মতে অভিভাবকদের এই উভয় গুণ থাকা উচিত ?

নিশ্চয়।

আর এদুটি পরস্পর ঐক্য রক্ষা করবে ?

প্রশ্নাতীত।

আর সমতানী আত্মা মিতা ও সাহসিনী উভয়ই।

হাঁ।

আর সমতানহীনা হচ্ছে ভীরু ও অশিষ্ট ?

খুব সত্য।

আর যখন কোন মানুষ সঙ্গীতকে তার উপর ক্রীড়া করতে দেয় আর সেই সব মধুর ও কোমল ও দুঃখ-করুণ সুরগুলি যাদের সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র বলছিলাম, তার দুই কর্ণ কুহরের ভিতর দিয়ে তার আত্মায় ঢুকতে দেয়, আর তার সমগ্র জীবন কাঁপা কাঁপা গলার গানে আর গানের আনন্দে অতিবাহিত হয় ; তখন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে তার মধ্যে অবস্থিত কামুকতা বা তেজ লোহার মত মেজাজ লাভ করে, আর ভঙ্গুর বা অকেজো করার পরিবর্তে উপকারী করে তোলে, পরের ধাপে সে গলতে ও অপচিত হতে থাকে যে পর্যন্ত না সে তার তেজকে অপচয় দ্বারা শেষ করে দেয় আর তার আত্মার শিরাগুলি কেটে ফেলে, আর সে এক দুর্বল যোদ্ধায় পরিণত হয়।

খুব সত্য।

যদি তেজের উপাদান স্বাভাবিক ভাবে তার মধ্যে দুর্বল হয়, তবে পরিবর্তনটা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়, কিন্তু যদি প্রচুর থাকে, তবে তেজকে দুর্বল করে সঙ্গীতের শক্তি তাকে উত্তেজনাক্ষম করে তোলে :—বিন্দুমাত্র উত্তেজনায় সে তৎক্ষণাৎ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, আর তাড়াতাড়ি নিবে যায় ; তেজ থাকার পরিবর্তে সে কোপন স্বভাব ও কামুক ও একগুঁয়ে হয়ে দাঁড়ায়।

ঠিক তাই।

আর এই ভাবে ব্যায়ামে, যদি কোন লোক খুব জোরে জোরে ব্যায়াম করে, আর অন্য একজন বড় রকম খাইয়ে হয়, আর সঙ্গীত ও দর্শনের মহান্ ছাত্রের বিপরীত হয়, তবে প্রথমে তার দেহের উঁচু অবস্থা তাকে গর্বে ও তেজে পূরিত করে, আর সে যা ছিল তার দ্বিগুণ মানুষ হয়ে দাঁড়ায়।

আলবৎ।

আর কী ঘটে? যদি সে আর কিছুই না করে, আর নব (9) দেবকন্যার সঙ্গে কোন আলাপ না করে, তবে এমন কি সেইটুকু বুদ্ধি যা তার মধ্যে হয়ত থাকে, কোন ধরণের শিক্ষা বা অনুসন্ধান বা চিন্তা বা সংস্কৃতির জন্য তার রুচি না থাকায়, তাও ক্ষীণ ও ভোঁতা ও অন্ধ হয়ে যায়, তার মন কখনও জাগে না বা পুষ্টি লাভ করে না, আর তার ইন্দ্রিয়গুলি তাদের কুয়াশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না?

তিনি বললেন: সত্য।

আর তার পরিণতি হল, দর্শনের বিদ্বেষ্টা হওয়া, অমার্জিত থাকা, বশ করবার মত মিষ্ট কথার কখনও ব্যবহার না করা,—সে বুনো পশুর মত, সবটা বলপ্রয়োগ ও হিংস্রতা, আর সে ব্যবহারের অন্য কোন পথ জানে না; আর সে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও অশুভ অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করে, আর ঔচিত্য ও লাবণ্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তার নেই।

তিনি বললেন: সেটা সম্পূর্ণ সত্য।

আর যেহেতু মানব প্রকৃতির দুটি নীতি আছে, একটি তেজোময় ও অন্যটি দার্শনিক (মনোময়), আমার বলা উচিত, এক ঈশ্বর মানবজাতিকে (আর শুধু পরোক্ষভাবে আত্মা ও দেহকে) তাদের স্বারূপ্যে দুটি কলা দিয়েছেন যাতে এই দুই নীতি (বাদ্য যন্ত্রের তারগুলির মত) আলগা বা শক্ত করে বাঁধা যেতে পারে যে পর্যন্ত না তারা যথাযোগ্যভাবে সুসমঞ্জস হয়।

অভিপ্রায় সেটা বলে বোধ হয়।

আর যে সঙ্গীতকে ব্যায়ামের সঙ্গে উচিততম অনুপাতে মেশায় আর তাদেরকে আত্মার সঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে উপযোগী করে, তাকে তারগুলি যে বাঁধে তার চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতর অর্থে নির্ভুলভাবে সত্য সঙ্গীতবিদ ও সমতানী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

তুমি সম্পূর্ণ ঠিক বলছ, সোক্রাতেস্।

আর যদি সরকারকে স্থায়ী হতে হয় তবে আমাদের রাষ্ট্রে সর্বদা এই রকম নেতৃত্বদানকারী প্রতিভার দরকার হবে।

হাঁ, সে দরকার অপরিহার্য হবে।

সুতরাং পুষ্টি ও শিক্ষার এই ধরণের হল আমাদের নীতিগুলি; আমাদের নাগরিকদের নৃত্যগুলি সম্বন্ধে, অথবা তাদের শিকার ও শিকারী কুকুর নিয়ে মৃগয়া, তাদের ব্যায়ামে ও অশ্বচালনায় নিপুণতার পরীক্ষা সম্বন্ধে আরও খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ করার সার্থকতা কোথায়? কারণ

এগুলি সব সাধারণ নীতির অনুগামী হবে, আর সেই নীতি স্থির হবার পর তাদের আবিষ্কারের পথে কোন বাধা নেই।

আমি সাহস করে বলতে পারি যে, কোন বাধা থাকবে না।

আমি বললাম: খুব ভাল; তাহলে পরের প্রশ্নটি কী? আমরা কী নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করব না, শাসক কারা আর প্রজা কারা?

আলবৎ।

কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে বয়োজ্যেষ্ঠরা নিশ্চয় কনিষ্ঠদের শাসন করবে?

পরিষ্কার।

আর এদের সর্বোৎকৃষ্টরা নিশ্চয় শাসন করবে?

ওটাও পরিষ্কার।

এখন তারাই কী সর্বোৎকৃষ্ট কৃষক নয় যারা কৃষিতে সব চেয়ে বেশি অনুরক্ত?

হাঁ।

আর আমাদের নগরের জন্য আমাদের অভিভাবকদের শ্রেষ্ঠ জনদের পেতে হবে। তাই তারা কী নিশ্চয় সেই মানুষ হবে না যাদের মধ্যে সর্বাধিক অভিভাবকের চরিত্র আছে?

হাঁ।

আর এই উদ্দেশ্যে তাদের জ্ঞানী ও করিৎকর্মা হওয়া উচিত, আর রাষ্ট্রের বিশেষ যত্ন পাওয়া উচিত?

সত্য।

আর কোন মানুষের কী সেটার সম্বন্ধে যত্ন নেওয়ার সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশি নয় যেটাকে সে ভালবাসে?

সন্দেহ কী।

আর সেটাকেই তার সর্বাধিক ভালবাসবার সম্ভাবনা, যাকে সে মনে করে তার নিজের সঙ্গে সমস্বার্থ বিশিষ্ট, আর যার শুভ বা অশুভ ভাগ্য, সে মনে করে, যে কোন সময়ে তার নিজের ভাগ্যকে প্রভাবান্বিত করতে পারে?

তিনি উত্তর করলেন: খুব সত্য।

সুতরাং একটা বাছাই করতেই হবে। এস, আমরা অভিভাবকদের মধ্যে তাদের উপর লক্ষ্য রাখি যারা তাদের সমগ্র জীবনে যা কিছু তাদের দেশের পক্ষে শুভ তা করতে সর্বাধিক ব্যগ্রতা দেখায়, আর যা দেশের স্বার্থের প্রতিকূল তা করতে সর্বাধিক বিরোধিতা দেখায়।

ওরাই হ'ল উপযুক্ত মানুষ।

আর তাদের সকল রকম বয়সে তাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে ? যাতে আমরা দেখতে পারি তারা তাদের দৃঢ়তা বজায় রাখতে পারে কি না, আর জোর হোক বা মোহ হোক, কোন কিছুর প্রভাবে তারা রাষ্ট্রের প্রতি তাদের কর্তব্য জ্ঞান ভুলে যায় কি না বা পরিহার করে কি না।

তিনি বললেন: কী ভাবে পরিহার করে ?

আমি উত্তর করলাম: আমি তোমার কাছে ব্যাখ্যা করব। কোন মানুষের মন থেকে হয় তার ইচ্ছানুসারে, অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দৃঢ়তা চলে যেতে পারে ; তার ইচ্ছানুসারে, যখন সে একটা মিথ্যার হাত থেকে রক্ষা পায় আর উৎকৃষ্টতর শিক্ষালাভ করে ; তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যখন সে সত্য থেকে বঞ্চিত হয়।

তিনি বললেন: ইচ্ছাকৃত দৃঢ়তা হারান আমি বুঝছি ; এখনও অনিচ্ছাকৃতের মানেটা আমার জানা হয় নি।

আমি বললাম: কেন, তুমি কী দেখ না লোকেরা অনিচ্ছায় শুভ থেকে বঞ্চিত হয়, আর ইচ্ছায় অশুভ থেকে ? সত্যকে হারান কী অশুভ নয়, আর সত্যকে অধিকার করা কী শুভ নয় ? আর তুমি সম্মতি দেবে যে জিনিসগুলি যা তাদের তাই বলে ধারণা করা হল সত্যকে অধিকার করা ?

তিনি উত্তর করলেন: হাঁ ; আমি তোমার সঙ্গে একমত হয়ে চিন্তা করি যে মানবজাতি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য থেকে বঞ্চিত হয়।

আর এই অনিচ্ছাকৃত বঞ্চনা কী হয় চুরি, নয় জোর, নয় মোহ দ্বারা সংঘটিত হয় না ?

তিনি উত্তর করলেন: তবু আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না।

আমার আশংকা হচ্ছে যে বিয়োগান্ত নাট্যকারদের মত আমি তমসাচ্ছন্ন ভাবে কথা বলে আসছি। আমার কথার মানে শুধু এই যে, কতক লোক মিষ্টি কথায় পরিবর্তিত হয় আর অন্যেরা ভুলে যায় ; বিতর্ক এক শ্রেণীর হৃদয়গুলি চুরি করে, অন্য শ্রেণীর সময় ; আর একেই আমি চুরি আখ্যা দি। এখন তুমি আমাকে বুঝতে পারছ ?

হাঁ।

যাদের জোর করা হয় তারা হল সেই সব লোক যাদের কোন যন্ত্রণা বা শোকের তীব্রতা তাদের মত পরিবর্তনে বাধ্য করে।

তিনি বললেন: আমি বুঝেছি, আর বলি তুমি সম্পূর্ণ নির্ভুল।

আর তুমি এটাও স্বীকার করবে যে, তারা মোহগ্রস্ত হচ্ছে যারা হয়

আনন্দের কোমলতর প্রভাবে, অথবা ভয়ের কঠোরতর প্রভাবে তাদের মনগুলিকে পরিবর্তিত করে?

তিনি বললেন: আর যা কিছু ছলনা করে তাই মোহিত করে বলা যেতে পারে।

অতএব, আমি যেমন এই মাত্র বলছিলাম, আমাদের নিশ্চয় অনুসন্ধান করতে হবে কারা সর্বোৎকৃষ্ট অভিভাবক, তাদের নিজেদের এই বিশ্বাস থাকা চাই যে যা তারা রাষ্ট্রের স্বার্থ বলে ভাবে তা তাদের জীবনের নীতি হবে। তাদের যৌবন থেকে উর্ধ্ব বয়স পর্যন্ত আমরা নিশ্চয় তাদের উপর চৌকি দেব, আর তাদের দ্বারা সেই সব কাজ সম্পন্ন করাব যেগুলি তাদের ভুলে যাবার বা প্রতারিত হবার সর্বাধিক সম্ভাবনা, আর যে ভোলে না, আর প্রতারিত হয় না, তাকে বাছাই করতে হবে, আর যে পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় তাকে প্রত্যাখান করতে হবে। তাই হবে উপায়?

হাঁ।

আর তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকবে শ্রম, যন্ত্রণা ও বিরোধাদি, সেগুলিতে তাদের একই গুণাবলির আরও প্রমাণ দিতে হবে।

তিনি উত্তর করলেন: খুব ঠিক।

আমি বললাম: আর তারপর আমরা তাদের মোহ দিয়ে পরীক্ষা করব —সেটা হল তৃতীয় ধরণের পরীক্ষা—আর দেখব তাদের ব্যবহারটা কী হয়: তারা ভীরু প্রকৃতির কি না দেখবার জন্য, যারা বাচ্চা ঘোড়াগুলিকে গোলমাল ও হাঙ্গামার মধ্যে নিয়ে যায়, তাদের মত আমরা নিশ্চয় আমাদের যুবাদের কোন না কোন ধরণের ত্রাসগুলির মধ্যে নিয়ে যাব; আর আবার তাদের আনন্দগুলির মধ্যে প্রবেশ করাব, অগ্নিকুণ্ডে সোনা যেমন পরীক্ষিত হয় তার চেয়েও বেশি সম্যকভাবে পরীক্ষা করব, যাতে আমরা আবিষ্কার করতে পারি তারা সকল মোহিনী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র কিনা, সর্বদা মহৎ আচরণশীল কি না; তাদের নিজেদের আর যে সঙ্গীত তারা শিখেছে তার সু-অভিভাবক কি না, আর সকল অবস্থাতে একটা ছন্দোময় ও সমতানী প্রকৃতি রক্ষা করতে পারে কি না যা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বাধিক হিতজনক। আর যে সকল রকম বয়সে, বালক আর যুবকরূপে আর পরিপক্ক জীবনে, পরীক্ষার ভিতর থেকে জয়ী ও বিশুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসে, সেই অবশ্য রাষ্ট্রের শাসক ও অভিভাবক নিযুক্ত হবে; তাকে জীবনে ও মরণে নিশ্চয় সম্মানিত করা হবে। আর সে নিশ্চয় সমাধি ক্রিয়া ও সম্মানজনক অন্যান্য স্মৃতিস্তম্ভ লাভ করবে, আমাদের ঐগুলির চেয়ে বড় কিছু দেবার নেই। কিন্তু যে ব্যর্থ হয় তাকে আমরা নিশ্চয় প্রত্যাখ্যান করব। আমি

এই ভাবনার ঝোঁক দিচ্ছি যে এই হল ধরণ যে ভাবে আমাদের শাসকরা ও অভিভাবকরা বাছাই ও নিযুক্ত হওয়া উচিত। আমি সাধারণ ভাবে বলছি, চুলচেরা নির্ভুলতার দাবী করছি না।

তিনি বললেন : বেশ, সাধারণ ভাবে বললে, আমি তোমার সঙ্গে একমত।

আর সম্ভবত 'অভিভাবক' শব্দটা পূর্ণতম অর্থে এই উচ্চতর শ্রেণীর প্রতি শুধু প্রযুক্ত হওয়া উচিত ; তারা আমাদের বিদেশী শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে আর স্বদেশে আমাদের নাগরিকদের মধ্যে শান্তি রক্ষা করে, যেন এক পক্ষের আমাদের অনিষ্ট করবার ইচ্ছা আর অন্য পক্ষের শক্তি না হতে পারে। যে যুবাদের আমরা পূর্বে নাম দিয়েছিলাম অভিভাবক, তাদের অধিকতর সঙ্গত ভাবে শাসকদের নীতিগুলির সহায়ক ও অনুমোদক পদবী দেওয়া চলে।

তিনি বললেন : আমি তোমার সঙ্গে একমত।

আমরা যে সব প্রয়োজনীয় মিথ্যার কথা সম্প্রতি বলেছিলাম, তাদের একটিকে কী কৌশলে উদ্ভাবন করতে পারি—মাত্র একটি রাজকীয় মিথ্যা, যা শাসকদের, যদি সেটা সম্ভব হয়, আর অন্তত পক্ষে নগরের আর সবাইকে, ভোলাতে পারে ?

তিনি বললেন : কী ধরণের মিথ্যা ?

আমি উত্তর করলাম : নূতন কিছু নয় ; শুধু একটা প্রাচীন ফৈনিকীয় কাহিনী যা বর্তমান কালের আগে অন্যান্য স্থানে প্রায়ই ঘটেছিল (কবিরা যেমন বলেন, আর জগৎকে বিশ্বাস করিয়েছেন), যদিও আমাদের কালে নয়, আর আমি জানি না এ ধরণের একটা ঘটনা আবার কখনও ঘটতে পারে কি না, অথবা যদি তা সম্ভব হয়, তবে এমন কি এখনও ঘটলে ঘটতে পারে কি না।

তোমার শব্দগুলি তোমার ঠোঁটের ডগায় কেমন যেন থেমে থেমে যাচ্ছে মনে হয়।

আমি উত্তর করলাম : যখন তুমি সব শুনবে তখন আমার ইতস্তত ভাবে তুমি বিস্মিত হবে না।

তিনি বললেন : বল তুমি, ভয় কোর না।

বেশ, তাহলে আমি বলব, যদিও আমি সত্যি জানি না কী ভাবে তোমার মুখের দিকে তাকাব, অথবা দু:সাহসী উপন্যাসটাকে কোন্ কথাগুলি উচ্চারণ করে বুঝাব ; সেটাকে আমি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করবার প্রস্তাব করছি : প্রথমত শাসকদের কাছে, তারপর সৈন্যদের কাছে, আর শেষ পর্যন্ত

জনগণের কাছে। তাদেরকে বলতে হবে যে তাদের যৌবন ছিল একটা স্বপ্ন আর শিক্ষা ও শিক্ষণ যা তারা আমাদের কাছে পেয়েছে তা কাল্পনিক দৃশ্য মাত্র; বাস্তব পক্ষে ঐ সমস্ত সময় ব্যেপে পৃথিবীর গর্ভে তাদের তৈরী করা হচ্ছিল ও খাওয়ান হচ্ছিল, যেখানে তারা নিজেরা আর তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট পদার্থগুলি নির্মিত হয়েছিল; যখন সেগুলি সমাপ্ত হল তখন তাদের মা তাদের উপরে পাঠিয়ে দিয়েছিল; আর এই ভাবে তাদের দেশ, তাদের মা আর তাদের ধাত্রীও বটে, হওয়ায় তার শুভের জন্য পরামর্শ দিতে আর আক্রমণের বিরুদ্ধে তাকে রক্ষা করতে তারা বাধ্য, আর তার নাগরিকদের তারা পৃথিবীর সন্তান আর তাদের নিজেদের ভাই বলে গণ্য করবে।

তিনি বললেন: তুমি যে মিথ্যার কথা বলতে যাচ্ছিলে তার সম্বন্ধে লজ্জা পাওয়ার তোমার ভাল কারণ ছিল।

আমি উত্তর করলাম: সত্য, কিন্তু আরও আসছে; আমি তোমাকে শুধু অর্ধেক বলেছি। নাগরিকগণ, আমাদের কাহিনীতে আমরা তাদের বলব, তোমরা সব ভাই বেরাদার, তবু ঈশ্বর তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গড়েছেন। তোমাদের মধ্যে কতকজনের আদেশ করবার ক্ষমতা আছে, আর এদের রচনায় তিনি সোনা মিশিয়েছেন, সেই কারণেও তাদের বৃহত্তম সম্মান আছে; অন্যদের তিনি রূপায় তৈরী করেছেন, সহায়ক হবার জন্য; অন্য যাদের আবার কৃষক ও কারিকর হবার কথা তাদের পিতল ও লোহা দিয়ে তিনি তৈরি করেছেন; আর সাধারণত জাতির ধারা ছেলেমেয়েদের মধ্যে বর্তায়। কিন্তু সবাই একই মৌলিক উৎস থেকে আগত, তাই কোন সোনার বাপ-মা হয়ত কখনও কখনও রূপার পুত্র পায়, অথবা কোন রূপার বাপ-মা সোনার পুত্র। আর ঈশ্বর, অন্য সমস্তের উপরে, প্রথম নীতি হিসাবে, শাসকদের কাছে ঘোষণা করেন, এমন কোন জিনিস নেই যা তাদের এত ব্যগ্রভাবে চৌকি দিতে হবে, অথবা যার উপর তাদের এত ভাল অভিভাবকগিরি চালাতে হবে, যত জাতির পবিত্রতা রক্ষার উপর। তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত কোন্ কোন্ উপাদান তাদের সন্তানদের মধ্যে মিশে যাচ্ছে; কারণ যদি সোনার বা রূপার বাপ-মায়ের পুত্রের পিতল ও লোহার মিশ্রণ থাকে, তবে প্রকৃতি পদমর্যাদার হেরফেরের আদেশ দেয়, আর শাসকের চোখ নিশ্চয় শিশুটির দিকে করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠে না, যেহেতু তাকে নিচের সিঁড়িতে নেমে যেতে আর কৃষক বা কারিকর হতে হচ্ছে, ঠিক যেমন কারিকরের ছেলেরা থাকতে পারে যাদের মধ্যে সোনার বা রূপার মিশ্রণ আছে বলে তাদেরকে সম্মানে উন্নীত করা হয়, আর তারা

অভিভাবক বা সহায়ক হয়। কারণ এক দৈববাণী বলে যে, যখন কোন পিতল বা লোহার মানুষ রাষ্ট্রকে পাহারা দেয়, তখন সেটি ধ্বংস পায়। এই রকম হল কাহিনীটা ; আমাদের নাগরিকদের এটি বিশ্বাস করাবার কোন সম্ভাব্যতা আছে কী ?

তিনি উত্তর করলেন : বর্তমান পুরুষে নয় ; এটা সুসম্পন্ন করবার কোন উপায় নেই ; কিন্তু তাদের পুত্রদের কাহিনীটিকে বিশ্বাস করান যেতে পারে, আর তাদের পুত্রদের পুত্রদের, আর তাদের পরে বংশ-পরাম্পরার।

আমি উত্তর করলাম : মুস্কিলটা কোথায় আমি বুঝতে পারছি ; তথাপি তাদের নগরের স্বার্থে আর পরস্পরের স্বার্থে এই ধরণের এক বিশ্বাসের পরিপুষ্টি প্রত্যেককে অন্যের জন্য অধিকতর যত্নবান্ করে তুলবে। কিন্তু উপন্যাস ও যথেষ্ট হল, সেটা এখন জনরবের পাখাগুলির উপর ভর করে বিদেশে উড়ে যেতে পারে, আর সেই কালে আমরা আমাদের পৃথিবী-জাত বীরদের অস্ত্রসজ্জিত করি আর তাদেরকে তাদের শাসকদের আদেশের অধীন রেখে, চল, চালিয়ে নিয়ে যাই। তাদের চারদিক চেয়ে দেখতে আর একটা স্থান নির্বাচন করতে দাও যেখান থেকে সব চেয়ে ভাল ভাবে বিদ্রোহ দমন করতে পারে, কেউ ভিতর থেকে অবাধ্য হলে তার বিরুদ্ধে, আর শত্রুদের বিরুদ্ধেও, নিজেদের রক্ষা করতে পারে ; ঐ শত্রুরা হয়ত নেকড়ে বাঘের মত বাইরে থেকে বেষ্টনির উপর নেমে আসবে। ঐখানে তারা শিবির স্থাপন করুক, আর যখন তারা শিবির স্থাপন করেছে তখন যথাযোগ্য ঈশ্বরদের কাছে বলি দিক, আর নিজেদের বাসস্থান তৈরি করুক।

তিনি বললেন : ঠিক সে রকম হোক ।

তাদের বাসস্থানগুলি নিশ্চয় এমন হওয়া চাই যে সেগুলি তাদেরকে শীত কালে ঠাণ্ডা থেকে আর গ্রীষ্ম কালে গরম থেকে আচ্ছাদন দেবে।

তিনি উত্তর করলেন : আমি অনুমান করি, তুমি বাড়ীঘরের কথা বলছ।

আমি বললাম : হাঁ ; কিন্তু সেগুলি নিশ্চয় সৈন্যদের বাড়ী হতেই হবে, আর দোকানদারদের বাড়ী নয় ।

তিনি বললেন : পার্থক্যটা কী ?

আমি উত্তর করলাম : পার্থক্যটা আমি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব। যে পাহারাদার কুকুরগুলি শাসনের অভাবে, অথবা ক্ষুধায়, অথবা এক বা অন্য কোন অভ্যাসের বশে, ভেড়াগুলির দিকে ফিরে দাঁড়ায় আর বিরক্ত করে, আর কুকুরের মত আচরণ করে না, নেকড়ে বাঘের মত আচরণ করে, তাদের রাখা মেষ-পালের পক্ষে এক অপবিত্র ও অদ্ভুত জিনিস হবে।

তিনি বললেন : সত্যি অদ্ভুত ।

আর অতএব নিশ্চয় সকল রকম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন আমাদের সহায়করা, আমাদের নাগরিকদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হওয়ায়, তাদের পক্ষে মারাত্মক কিছু না হয়ে উঠে; আর ভদ্র ও মিত্র হওয়ার পরিবর্তে অসভ্য স্বৈরশাসক না হয়।

হাঁ, খুব সতর্ক হওয়া উচিত।

আর সত্যিই সুশিক্ষা কী শ্রেষ্ট রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়াবে না?

তিনি উত্তর করলেন: কিন্তু তারা ত আগেই সুশিক্ষিত হয়েছে।

আমি বললাম: হে আমার প্রিয় গ্লাউকোন্, আমি ততটা আশ্বস্ত হতে পারছি না; আমি অনেক বেশি নিশ্চিত যে তাদের হওয়া উচিত, আর সত্য শিক্ষা, সেটা যাই হোক না কেন, একের সঙ্গে অন্যের, আর যারা তাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছে তাদের, সম্পর্কগুলিকে সভ্য ও মনুষ্যত্বপূর্ণ করবার জন্য সর্বাধিক প্রবণতা দেখাবে।

তিনি উত্তর করলেন: খুব সত্য।

আর শুধু তাদের শিক্ষা নয়, পরন্তু তাদের থাকবার জায়গা, আর তাদের নিজস্ব সব কিছু, এমন হওয়া উচিত যে সেগুলি অভিভাবক রূপে তাদের ধর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, অন্য নাগরিকদের তাদের শিকার বানাতে প্রলুব্ধ করবে না। যে কোন কাণ্ডজ্ঞানী লোক নিশ্চয় সেটা স্বীকার করবে।

তাকে করতেই হবে।

সুতরাং, এস, আমরা বিবেচনা করি, যদি তাদের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনাকে কাজে পরিণত করতে হয় তাদের জীবনের পথ কী হবে। প্রথমত, তাদের কারুরই যা একান্ত দরকারী তার বাইরে তার নিজস্ব কোন সম্পত্তি থাকবে না; তাদের কোন ব্যক্তিগত বাড়ী বা ভাণ্ডার থাকবে না যা তার মুখের উপর বন্ধ থাকবে যে প্রবেশ করতে মনস্থ করে; তাদের সংস্থানগুলি শুধু সেই ধরণের হবে যা শিক্ষাপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের দরকার হয়, যারা মিতাচারী ও সাহসী মানুষ; নাগরিকদের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট হারে বেতন গ্রহণ করতে রাজী থাকতে হবে, সেটা এমন যে বছরের ব্যয়গুলি মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট আর তার বেশি নয়; আর তারা শিবিরে সৈন্যদের মত একত্র ভোজন ও বসবাস করতে যাবে। আমরা তাদের বলবই যে তারা সোনা ও রূপা ঈশ্বরের কাছে পেয়েছে; দেবতুল্য ধাতু তাদের অভ্যন্তরে অধিক ভাবে আছে, আর অতএব যে ধাতু মানুষের মধ্যে চালু আছে তাতে তাদের কোন প্রয়োজন নেই, আর এই ধরণের পার্থিব মিশ্রণের দ্বারা দেবতুল্য জিনিষকে তাদের দূষিত করা উচিত

নয় ; কারণ সাধারণত ধাতু অনেক অপবিত্র কাজের উৎস হয়েছে, কিন্তু তাদের আভ্যন্তর ধাতু অকলুষিত রয়েছে। আর সমুদয় নাগরিকদের মধ্যে একমাত্র তারাই রূপা বা সোনাকে না স্পর্শ করতে না হাতে নিতে পারে, অথবা তাদের সঙ্গে একই ছাদের নিচে না থাকতে পারে, অথবা পরতে বা তাদের থেকে না পান করতে পারে। আর এই হবে তাদের মুক্তি, আর তারা রাষ্ট্রের পরিত্রাতা হবে। কিন্তু যদি কখনও তারা তাদের নিজস্ব বাড়ী বা জমি বা অর্থ উপার্জন করে, তবে অভিভাবক হওয়ার পরিবর্তে তারা হবে গৃহী ও কৃষক ; অন্য নাগরিকদের মিত্র হওয়ার পরিবর্তে তারা হবে শত্রু ও স্বৈরশাসক ; ঘৃণা করে ও ঘৃণিত হয়ে, ষড়যন্ত্র করে ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে, বহিঃশত্রুর চেয়ে অন্তঃশত্রুর অনেক বেশি ত্রাসে কাটবে। তারা তাদের সমগ্র জীবন আর তাদের নিজেদের পক্ষে আর রাষ্ট্রের বাকী জনদের পক্ষে ধ্বংসের ঘণ্টা বাদন প্রত্যাসন্ন করবে। এই সব কারণের দরুন আমরা কী বলতে পারি না যে, এই ভাবে আমাদের রাষ্ট্র নির্দেশিত হবেই, আর আমাদের অভিভাবকদের জন্য তাদের বাড়ী আর অন্য সকল ব্যাপার সম্পর্কে এগুলি হল আমাদের তৈরি নিয়মাবলি ?

গ্লাউকোন্ বললেন : হাঁ।

গ্রন্থ চার

এইখানে আদিমান্তস্ একটি প্রশ্ন মাঝে রাখলেন। তিনি বললেন: সোক্রাতেস, যদি কোন ব্যক্তি বলত যে তুমি এই লোকগুলিকে দুঃখী করছ আর তারা তাদের নিজেদের অসুখের কারণ, তবে তুমি কী উত্তর দিতে; বাস্তবে নগরটা তাদের, কিন্তু তার জন্য তারা একটুও উপকার পাচ্ছে না; পক্ষান্তরে অন্য মানুষরা জমি সংগ্রহ করছে, আর বড় বড় ও সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা তৈরি করছে, আর তাদের চারদিকে যা কিছু সুন্দর তাই রাখছে, নিজেদের কল্যাণের জন্য দেবদেবীদের কাছে নৈবেদ্য দিচ্ছে, আর অতিথি-বৎসলতা দেখাচ্ছে; অধিকন্তু, এই মাত্র তুমি যা বলছিলে, তাদের সোনা ও রূপা আছে, আর সব কিছু আছে যা ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাপাত্ররা সাধারণত লাভ করে থাকে; কিন্তু আমাদের গরিব নাগরিকরা যে ভাড়াটে সৈন্যদের নগরে স্থান দেওয়া হয়েছে আর সর্বদা পাহারা দিচ্ছে তাদের চেয়ে বেশি সুখে নেই?

আমি বললাম: হাঁ, আর তুমি যোগ করতে পার যে তাদের শুধু খাওয়া দেওয়া হয়, কিন্তু অন্য লোকদের মত তাদের খাদ্যের উপর বেতন দেওয়া হয় না; আর কোন মেয়েমানুষের জন্য অথবা অন্য কোন বিলাসী সখের জন্য ব্যয় করবার মত কোন অর্থ তাদের থাকে না; জাগতিক নিয়মে ঐগুলিকে সুখ বলে বিবেচনা করা হয়। আর একই প্রকৃতির অন্য অনেক অভিযোগ যোগ করা যেতে পারে।

তিনি বললেন: কিন্তু আমরা মনে করে নি, এস, এই সবই অভিযোগের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

আমি বললাম: মানে, তুমি জিজ্ঞাসা করতে চাও আমাদের উত্তরটা কী হবে?

হাঁ।

আমি বললাম: আমরা যদি আমাদের পুরানো পথে এগিয়ে যাই, তবে আমার বিশ্বাস যে আমরা উত্তরটা পাব। আর আমাদের উত্তরটা হবে এই যে, এমন কি তারা যা আছে তাতেই, সকল মানুষের মধ্যে আমাদের অভিভাবকদের সব চেয়ে সুখী হবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কোন একটি শ্রেণীর অনুপাতবিহীন সুখ আমাদের লক্ষ্য নয়, কিন্তু সমগ্রের সর্বাধিক সুখ আমাদের লক্ষ্য; আমরা ভেবেছিলাম যে রাষ্ট্র সমগ্রের শুভকে সামনে রেখে ব্যবস্থিত, আমাদের সেখানে ন্যায়কে পাবার

সর্বাধিক সম্ভাবনা থাকা উচিত, আর কু-ব্যবস্থিত রাষ্ট্রে অন্যায়কে; আর, তাদের খোঁজ পাবার পর, আমরা স্থির করতে পারতাম দুটির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর সুখী। আমি ধরে নিচ্ছি, বর্তমানে, সুখী রাষ্ট্র গঠন করছি, খণ্ডে খণ্ডে নয়, অথবা অল্প কয়েকজন সুখী নাগরিক সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, কিন্তু সমগ্রভাবে; আর ক্রমে ক্রমে আমরা বিপরীত রকমের রাষ্ট্রকে পরিদর্শন করতেও এগুব। ধর যেন আমরা এক মূর্তিকে রঙ করছি। আর একজন আমাদের কাছে এগিয়ে এল আর বলল, তুমি দেহের সুন্দরতম অংশগুলির উপর কেন সুন্দরতম রঙগুলি লাগাচ্ছ না— চোখ দুটি হওয়া উচিত বেগুনি, কিন্তু তুমি তাদের করেছ কালো,—তাকে আমরা সঙ্গতভাবে জবাব দিতে পারতাম, মশাই, তুমি নিশ্চয় চাইবে না যে আমরা চোখ দুটিকে এমন পরিমাণে সুন্দর করি যে তারা আর চোখ থাকবে না; বরং বিবেচনা কর এটিকে ও অন্য অবয়বগুলিকে তাদের উচিত অনুপাত দিয়ে গোটা জিনিসটা সুন্দর করেছি কি না। আর সুতরাং আমি তোমাকে বলি, অভিভাবকদের এক ধরণের সুখ অর্পণ করতে আমাদের বাধ্য কোর না যা তাদের অভিভাবক ছাড়া অন্য কিছুতে পরিণত করবে; কারণ আমরাও আমাদের কৃষকদের রাজকীয় পরিচ্ছদে ভূষিত করতে, আর তাদের মাথার উপর সোনার মুকুট রাখতে, আর যত খুশি জমি চাষ করতে, তাদের আদেশ দিতে পারি, আর তার বেশি নয়। আমাদের কুমোরদেরও পালঙ্কের উপর বিশ্রাম করতে, আর আগুনের পাশে ভোজ খেতে দেওয়া যেতে পারে, মদের পেয়ালা হাতে হাতে ঘুরবে, তাদের চাকগুলি ত সুবিধামত হাতের কাছেই থাকবে, আর যতটা পারে ততটা মৃৎপাত্রগুলি তৈরি করবে; এই ভাবে আমরা প্রত্যেক শ্রেণীকে সুখী করতে পারতাম—আর তারপর, তুমি যেমন কল্পনা কর, সমগ্র রাষ্ট্র সুখী হত। কিন্তু এই সব কল্পনা আমাদের মাথায় ঢুকিও না; কারণ, যদি আমরা তোমার কথা শুনে চলি, তবে কৃষক আর কৃষক থাকবে না, কুমোর কুমোর হওয়া থেকে বিরত হবে, আর রাষ্ট্রে কারুরই আলাদা কোন স্পষ্ট শ্রেণী-চরিত্র থাকবে না। এখন এটির গুরুত্ব খুব বেশি হয় না যেখানে সমাজের পচন, আর তুমি যা নও তা হবার ভাণ, শুধু মুচিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু যখন আইনগুলির ও সরকারের অভিভাবকরা শুধু বাহ্যত অভিভাবক থাকে, কিন্তু সত্য সত্য থাকে না, তখন দেখ তারা রাষ্ট্রকে কেমন ওলোট পালোট করে ফেলে। মানে, আমরা চাই আমাদের অভি-ভাবকরা রাষ্ট্রের সত্যকার পরিত্রাতা হোক, আর বিনাশক নয়, পক্ষান্তরে আমাদের প্রতিবাদী এক উৎসবরত চাষীদের কথা ভাবছে, তারা কোলাহল-

ময় আমোদের জীবন ভোগ করে, রাষ্ট্রের প্রতি তাদের কর্তব্য করছে এমন নাগরিকদের জীবনের কথা নয়। কিন্তু, যদি তাই হয়, তবে আমরা ভিন্ন জিনিসগুলি বুঝাচ্ছি, আর সে এমন জিনিসের কথা বলছে যা রাষ্ট্র নয়। আর, অতএব আমাদের নিশ্চয় বিবেচনা করতে হবে আমাদের অভিভাবকদের নিয়োগ করবার সময় আমরা তাদের অধিকতম ব্যক্তিগত সুখের দিকে লক্ষ্য রাখব, না সুখের এই নীতি সমগ্রভাবে রাষ্ট্রে অধিষ্ঠান করবে। যদি শেষোক্তটি সত্য হয়, তবে অভিভাবকদের ও সহায়কদের ও অন্যদের তাদের নিজ নিজ কাজ সমান উৎকৃষ্টতমভাবে করতে নিশ্চয় বাধ্য বা প্ররোচিত করা হবে। আর এই উপায়ে সমগ্র রাষ্ট্র এক মহৎ শৃংখলার সাথে উন্নতি লাভ করবে, আর বিভিন্ন শ্রেণীগুলি সেই অনুপাতে সুখের অংশ পাবে যা প্রকৃতি তাদের জন্য বরাদ্দ করেছে।

আমার মনে হয়, তুমি সম্পূর্ণ নির্ভুল।

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, তুমি আমার অন্য একটি মন্তব্যে সায় দেবে কিনা,—সেটা আমার মনে জাগছে।

সেটা কী হতে পারে?

কলাগুলির অবনতির দুটি কারণ আছে বলে মনে হয়।

সে দুটি কী?

আমি বললাম: ধন ও দারিদ্র্য।

তারা কী ভাবে ক্রিয়া করে?

ক্রিয়াটা নিম্নরূপ: যখন কোন কুমোর ধনী হয়, তখন তুমি কী মনে কর সে তার কলায় আগের মত যত্ন নেয়?

নিশ্চিত না।

সে অধিক থেকে অধিকতর অলস ও অমনোযোগী হয়ে দাঁড়ায়?

খুব সত্য।

আর ফল এই হবে যে সে খারাপ কুমোর হয়?

হাঁ, তার খুব অবনতি হয়।

কিন্তু, অপর দিকে, যদি তার অর্থ না থাকে, আর নিজের কল ও যন্ত্রপাতি যোগাড় করতে না পারে, তবে সে নিজেকে সমান ভাল ভাবে কাজে লাগাতে পারে না, তার ছেলেদের বা নবিশদেরও সমান ভাল ভাবে কাজ শেখাতে পারে না।

নিশ্চিত না।

অতএব, দারিদ্র্য হোক বা ধন হোক তার প্রভাবাধীনে থাকলে কারিকরেরা ও তাদের কাজ সমানভাবে অবনতির পথে যাবার সম্ভাবনা?

সেটা স্বতঃ-প্রকাশ।

আমি বললাম : সুতরাং এখানে নূতন অশুভগুলির সাক্ষাৎ মিলবে, এগুলিকে অভিভাবকদের চৌকি দিয়ে রাখতে হবে, নইলে এগুলি নজর এড়িয়ে নগরের মধ্যে ঢুকে পড়বে।

কোন্ অশুভগুলি ?

আমি বললাম : ধন ও দারিদ্র্য ; একজন হল বিলাস ও আলস্যের জনক, অন্যটি হল নীচতা ও পাপিষ্ঠতার, আর উভয়ে অসন্তোষের।

তিনি উত্তর করলেন : সেটা খুব সত্য ; কিন্তু তবু আমি জানতে পারলে খুশি হব, সোক্রাতেস্, যদি যুদ্ধসামগ্রী না থাকে, তবে, বিশেষভাবে কোন ধনী ও শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের নগর কী ভাবে যুদ্ধে যেতে সমর্থ হবে।

আমি উত্তর করলাম : এই ধরণের এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চয় মুস্কিল থাকবে ; কিন্তু যেখানে তাদের দুজন থাকে সেখানে কোন মুস্কিল নেই।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : সে কী রকম ?

আমি বললাম : প্রথমত, যদি আমাদের লড়াই করতে হয়, তবে আমাদের পক্ষ হবে শিক্ষিত যোদ্ধার পক্ষ, যারা ধনী লোকদের নিয়ে গঠিত এক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

তিনি বললেন : সে কথা সত্য।

আর, আদিমান্তস্, তুমি কী মনে কর না যে নিজের কলায় নিখুঁত একজন মুষ্টিযোদ্ধা সহজেই মুষ্টিযোদ্ধা নয় এমন দুই সম্পত্তিপন্ন ভদ্রলোকের সমকক্ষ হবে ?

ক্বচিৎ, যদি তারা একই সময়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমি বললাম : কী, নয়, যদি সে দৌড়ে চলে যেতে সমর্থ হয় আর তারপর ফিরে আসে, আর তাকে আঘাত করে যে প্রথম ছুটে আসে ; আর ধর, যেন সূর্যের দহনকারী উত্তাপের নিচে সে কয়েকবার এই রকম করল, ওস্তাদ হওয়ায় সে কী একাধিক বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে কুপোকাৎ করতে পারত না ?

তিনি বললেন : নিশ্চিত, তাতে বিস্ময়কর কিছু থাকত না।

আর তথাপি সম্ভবত ধনী লোকদের যা সামরিক গুণাবলি আছে তার চেয়ে মুষ্টিযুদ্ধে ও তার প্রয়োগে তার অধিকতর উৎকর্ষ আছে।

যথেষ্ট সম্ভাবনা।

সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে, আমাদের পালোয়ানরা তাদের নিজেদের সংখ্যার দুই বা তিনগুণের সঙ্গে লড়াই করতে সমর্থ হবে ?

আমি তোমার সাথে একমত, কারণ আমি মনে করি তুমি নির্ভুল।

আর কল্পনা কর যে, আহবে মত্ত হবার আগে, আমাদের নাগরিকরা দুই নগরের একটিতে সত্য কী তা তাদের বলবার জন্য দূতদের পাঠাল: রূপা ও সোনা আমাদের নেইও, রাখতেও দেওয়া হয় না, কিন্তু তোমাদের থাকতে পারে ও রাখতে দেওয়া হতে পারে; অতএব তোমরা এস, যুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর, আর অন্য নগরটির লুণ্ঠিত দ্রব্য গ্রহণ কর। এই সব কথা শুনবার পর, কে রোগা ও অভঙ্গুর কুকুরগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করা পছন্দ করবে, বরং কুকুরগুলিকে স্বপক্ষে নিয়ে হৃষ্টপুষ্ট ও নরম ভেড়াগুলির সঙ্গে লড়াই করবে না?

সেটা হবার সম্ভাবনা; আর তথাপি যদি অনেক রাষ্ট্রের ধন একটিতে জড়ো করার ব্যবস্থা হয়, তবে গরিব রাষ্ট্রের একটা বিপদ থাকতে পারে।

কিন্তু কী সরল তুমি যে আমাদের নিজেদেরটার সম্বন্ধে ছাড়া অন্য সবের সম্বন্ধে তুমি আদৌ রাষ্ট্র সংজ্ঞাটা ব্যবহার করছ।

কেন, সে কী রকম?

অন্য রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে তোমার বহুবচন ব্যবহার করা উচিত; তাদের একটিও এক নগর নয়, কিন্তু অনেক নগর, যেমন তারা খেলার বেলায় বলে। কারণ যে কোন নগর, যত ছোট হোক, বাস্তবেতে দুই-এ বিভক্ত; এক গরিবদের নগর, অন্য ধনীদের; তারা একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত; আর এটাতে ও ওটাতে অনেক ক্ষুদ্রতর ভাগ আছে; আর তুমি সবশুদ্ধ খেই হারিয়ে ফেলবে যদি তুমি তাদের সবগুলিকে একটি মাত্র রাষ্ট্র বলে আলোচনা কর। কিন্তু যদি তুমি তাদের অনেকগুলি বলে ধরে নাও, আর একের ধন ও শক্তি ও ব্যক্তিদের অন্যদের দাও, তবে তুমি সর্বদা অনেক বেশি বন্ধু পাবে আর অনেক শত্রু নয়। আর তোমার রাষ্ট্র, যে বিজ্ঞ বিধান এখন সেখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে, যত কাল তা প্রাধান্য সহ বহাল থাকে, তত কাল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মহত্তম হবে। আমার বলার অভিপ্রায় এ নয় যে খ্যাতিতে বা বাহ্যিক আকারে, কিন্তু কাজে ও বাস্তবে, যদিও তার দেশরক্ষীর সংখ্যা এক হাজারের বেশি নয়। হেল্লাস-বাসীদের বা বর্বরদের মধ্যে তার সমান একটিমাত্র রাষ্ট্রও তোমার খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। যদিও অনেককে মনে হয় যেন তত মহৎ আর অনেক গুণ মহত্তর।

তিনি বললেন: সেটা অতীব সত্য।

আমি বললাম: আর যখন তারা রাষ্ট্রের আয়তন, আর কী পরিমাণ ভূখণ্ড তার অন্তর্গত বলে ধরবে, যার বাইরে তারা যাবে না, বিবেচনা

করছে, তখন আমাদের শাসকদের পক্ষে কী হবে সর্বোৎকৃষ্ট যা তারা স্থির করবে ?

তুমি কী সীমা প্রস্তাব করতে চাও ?

আমি রাষ্ট্রকে ততদূর পর্যন্ত বাড়তে দিতে পারি, যা তার ঐক্য রক্ষার পক্ষে অনুকূল ; আমার মনে হয়, সেই হল যথোচিত সীমা ।

তিনি বললেন : খুব ভাল ।

আমি বললাম : সুতরাং এখানে আর একটি বিধান আছে যার খবর অভিভাবকদের কাছে আমাদের পাঠাতে হবে । আমাদের নগর না বড় না ছোট নগর রূপে পরিগঠিত হোক, কিন্তু এক ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ নগর হবে ।

তিনি বললেন : আর নিশ্চয় এটি একটা খুব কঠোর বিধান নয়, যা আমরা তাদের উপর চাপাচ্ছি ।

আমি বললাম : আর অন্যটি, যার কথা আমরা পূর্বে বলেছিলাম, হবে আরও হালকা,—মানে যখন নিকৃষ্ট তখন অভিভাবকদের সন্তানদের নিচে নামিয়ে দেবার আর যখন স্বাভাবিকভাবে উৎকৃষ্ট তখন নিচের শ্রেণীদের সন্তানদের অভিভাবকদের পদে উন্নীত করবার বিধান । আমার বলার অভিপ্রায় এই ছিল যে, নাগরিকদের ক্ষেত্রে, সাধারণভাবে, প্রকৃতি যাকে যে কাজের জন্য বিশেষ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছে, তাকে সেই কাজে লাগান উচিত হবে, এক একজনকে একটি একটি কাজে ; আর প্রত্যেক মানুষ তারপর তার নিজের কাজ করবে, আর অনেক জন না হয়ে একজন হবে ; এই ভাবে গোটা নগর একটি নগর হবে, অনেক নগর হবে না ।

তিনি বললেন : হাঁ, সেটা তত শক্ত নয় ।

হে আমার সাধু আদিমান্তস্‌, যে বিধিনিষেধগুলির ব্যবস্থা-পত্র আমরা দিচ্ছি, সেগুলি, ভাবা যেতে পারে, কতক সংখ্যক বড় বড় নীতি, কিন্তু তা নয়, ওগুলি সব সামান্য জিনিস, আর যদি যত্ন করা হয়, তবে, প্রবচন যেমন বলে, একটি বড় জিনিসের অন্তর্গত—একটা জিনিস, কিন্তু যাকে আমি বরং আখ্যা দেব, তেমন বড় নয়, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট ।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : সেটা কী হতে পারে ?

আমি বললাম : শিক্ষা ও পুষ্টি : যদি আমাদের নাগরিকরা সু-শিক্ষিত হয়, আর জ্ঞানী মানুষ হয়ে উঠে, তবে তারা এই সবের ভিতর দিয়ে সহজে পথ চিনে নেবে, অন্য সব ব্যাপারের ভিতর দিয়েও, সেগুলি আমি উল্লেখ করছি না ; যেমন ধর, বিয়ে, স্ত্রীলোকের অধিকার, ছেলেমেয়ের

জন্মদান, এগুলি সাধারণ নীতি থেকে অনুসৃত হবে, তা হল প্রবচন অনুযায়ী

'বন্ধুদের সব জিনিস সর্বজনীন।'

তাদের স্থির ভাবে বসাবার পক্ষে সেটা হবে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

আমি বললাম: উপরন্তু, যদি একবার ভাল ভাবে শুরু হয়, তবে রাষ্ট্র একটা চাকার মত, সঞ্চিত শক্তি নিয়ে চলতে থাকে। কারণ সুষ্ঠু পুষ্টি ও শিক্ষা উৎকৃষ্ট কাঠামোগুলিকে পোঁতে, আর এই উৎকৃষ্ট কাঠামোগুলি সুষ্ঠু শিক্ষার ফলে শিকড় গজিয়ে বেশি বেশি উন্নতি করতে থাকে, আর এই উন্নতি যেমন অন্য জন্তুদের মধ্যে তেমন মানুষদের মধ্যেও বংশপরম্পরাকে প্রভাবান্বিত করে।

তিনি বললেন: খুব সম্ভাবনা।

সুতরাং, সংক্ষেপে বলতে গেলে: এই হল বিষয় যার দিকে আমাদের শাসকদের মনোযোগ, সকলের আগে, প্রদত্ত হওয়া দরকার,—সঙ্গীত ও ব্যায়াম তাদের মৌলিক আকারে রক্ষিত হোক, আর কোন নূতনত্ব যোগ না করা হোক। তারা ওগুলিকে অবিকল যা ছিল তাই রাখতে তাদের সাধ্যমত প্রাণপণ চেষ্টা নিশ্চয় করবে। আর যখন কেউ বলে যে মানবজাতি সব চেয়ে ভালবাসে

'গায়কদের যে নূতনতম গান আছে.'

তখন বুঝতে হবে, সে আশংকা করছে যে সে নূতন গানগুলিকে নয়, কিন্তু গানের এক নূতন ধরণকে প্রশংসা করছে; আর এটিকে প্রশংসা করা অথবা কবি যা বলতে চায় তা বলে ধারণা করা সমুচিত হবে না; কারণ যে কোন সাঙ্গীতিক একীকরণ সমগ্র রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক, আর নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। দামোন আমাকে এই কথাই বলেন, আর আমি তাঁর উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি;—তিনি বলেন, যখন সঙ্গীতের ধারাগুলি বদলে যায়, তখন তাদের সাথে সাথে রাষ্ট্রের মূলীভূত নীতিগুলি সর্বদা বদলে যায়।

আদিমান্তস্ বললেন: হাঁ, আর তুমি দামোনের ও তোমার নিজের ভোটের সঙ্গে আমার ভোটটা যোগ করতে পার।

আমি বললাম: সুতরাং আমাদের অভিভাবকরা তাদের দুর্গের ভিত্তি প্রস্তরগুলি সঙ্গীতে স্থাপন করবে?

তিনি বললেন: হাঁ; যে নীতি-হীনতার কথা তুমি বলছ তা অত্যন্ত সহজে চুরি করে ভিতরে ঢুকে যায়।

আমি উত্তর করলাম: হাঁ, আমোদের আকারে; আর প্রথম দৃষ্টিতে সেটাকে নির্দোষ বলে বোধ হয়।

তিনি বললেন : কেন ? হাঁ, আর তাতে কোন ক্ষতি নেই ; এই কী ঘটে না, উচ্ছৃংখলতার এই ভাব, একটু একটু করে, একটা আশ্রয় খুঁজে নেয়, অদৃশ্যভাবে আচার ও প্রথার মর্মভেদ করে, আর ভিতরে ঢুকে পড়ে ; সেখান থেকে প্রবলতর বেগে বেরিয়ে আসে, মানুষে মানুষে চুক্তিগুলিকে আক্রমণ করে, আর চুক্তিগুলি থেকে বেপরোয়া ভাবে আইন ও কাঠামো-গুলিতে চলে চলে যায়, কোন দিকে দৃকপাত করে না, আর সোক্রাতেস্, সরকারী ও বেসরকারী সকল অধিকারকে পর্যুদস্ত করা হয় শেষ ফল।

আমি বললাম : সেটা কী সত্য।

তিনি উত্তর করলেন : ঐ আমার বিশ্বাস ?

সুতরাং, আমি যেমন বলছিলাম, আমাদের যুবাদের প্রথম থেকে একটা কঠোরতর প্রণালীতে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, কারণ যদি আমোদ-প্রমোদগুলি হয় নীতিহীন, আর যুবারা নিজেরা হয় নীতিহীন, তবে তারা কখনও সুশিক্ষিত ও ধর্মপরায়ণ নাগরিক হয়ে বেড়ে উঠতে পারে না।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

আর যখন তারা খেলাতে শুভ সূচনা করেছে, আর এমন এক ধরণে সঙ্গীতের সাহায্যে সুশৃংখলা রক্ষার অভ্যাস রপ্ত করেছে, যা অন্যদের বে-আইনী খেলা থেকে কত না আলাদা, তখন এই সুশৃংখলার অভ্যাস তাদের সকল কাজে তাদের সঙ্গ নেবে, আর তাদের ক্রম-বিকাশের নীতি হবে, আর যদি রাষ্ট্রে কোন না কোন পতিত স্থান থাকে, তবে সেগুলিকে আবার তুলে ধরবে।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

এই ভাবে শিক্ষিত তারা নিজেদের জন্য কিছু কিছু ছোটখাট নিয়ম উদ্ভাবন করবে যেগুলি তাদের পূর্বজ-রা একেবারে অবহেলা করেছিল।

তুমি কী বলতে চাও ?

আমি এই ধরণের জিনিসগুলির কথা বলতে চাই :—তাদের জ্যেষ্ঠদের কাছে কনিষ্ঠরা কখন চুপ করে থাকবে ; উঠে দাঁড়িয়ে আর তাদের বসিয়ে কী ভাবে তাদের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে ; বাপ-মায়ের প্রতি কোন্ কোন্ সম্মান দেয় ; কোন্ কোন্ পোষাক ও জুতা পরতে হবে ; চুল কী ভাবে পরিপাটি করতে হবে ; সাধারণ ব্যবহার ও আচরণগুলি কী হবে। তুমি আমার সাথে একমত হচ্ছ ?

হাঁ।

কিন্তু আমার বিবেচনায়, এই ধরণের ব্যাপ

অল্পই বিজ্ঞতা প্রকাশ পাবে,—কখনও এ রকম করা হয় কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে ; এগুলি সম্বন্ধে কোন নির্ভুল লিখিত আইন স্থায়ী হবার সম্ভাবনাও নেই।

অসম্ভব।

আদিমান্তস্, এটা মনে হয় যে দিক পানে শিক্ষা মানুষকে চালায় তাই তার ভবিষ্যৎ জীবনকে স্থির করে। সদৃশ কী সর্বদা সদৃশকে আকর্ষণ করে না?

সন্দেহ কী।

যে পর্যন্ত না কোন একটা বিরল ও বড় ফলে পৌঁছান যায়, সে পর্যন্ত বুঝা যায় না সেটা শুভ হবে, অথবা শুভের বিপরীত হবে?

সে কথা অস্বীকার করবার নয়।

আমি বললাম: আর এই কারণে আমি ঐগুলি সম্বন্ধে আর আইন প্রণয়নে চেষ্টা করব না।

তিনি উত্তর করলেন: যথেষ্ট স্বাভাবিক তা।

বেশ, সভার কার্যসূচী, আর মানুষের সঙ্গে মানুষের সাধারণ আদান-প্রদান সম্বন্ধে ; অথবা আবার কারিকরদের সঙ্গে সমঝৌতা সম্বন্ধে ; অপমান ও ক্ষতি, অথবা মোকদ্দমার শুরু, জুরি নিয়োগ, সম্বন্ধে ; তুমি কী বলতে চাও? দরকার হতে পারে এমন বাজার ও বন্দর শুল্ক চাপান ও আদায় সম্পর্কে, আর সাধারণ ভাবে বাজার, পুলিশ, বন্দর আর ঐ রকম সব বিষয় সম্পর্কে, নানা প্রশ্নও উঠতে পারে। কিন্তু ও ভগবান্! আমরা কী এই বিশেষ ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করতে দয়া-পরবশ হয়ে রাজি হব?

তিনি বললেন: আমি মনে করি, সৎ মানুষদের উপর এগুলি সম্বন্ধে কোন বিধান চাপাবার দরকার নেই ; বিধি-নিষেধ যা দরকার তারা নিজেরা তা যথেষ্ট তাড়াতাড়ি বের করে নিতে পারবে।

আমি বললাম: হাঁ, আমার বন্ধু, যদি ঈশ্বর, আমরা তাদেরকে যে আইনগুলি দিয়েছি, সেগুলি তাদের হয়ে রক্ষা করেন।

আদিমান্তস্ বললেন: স্বর্গীয় সহায়তা ত পাবেই, আর তা ছাড়া, তারা চিরকাল ধরে তাদের আইনগুলি ও জীবনগুলি তৈরি করতে থাকবে আর সংস্কার করতে থাকবে, এই আশায় যে সেগুলি একদা পূর্ণতা লাভ করবে।

আমি বললাম: তুমি তাদের সেই রোগীদের সঙ্গে তুলনা করছ যারা, আত্ম-সংযম না থাকায়, তাদের অমিতাচারের অভ্যাস ত্যাগ করে না?

ঠিক তাই।

আমি বললাম: হাঁ, আর কতই না আনন্দময় জীবন তারা যাপন করে। তারা সর্বদা চিকিৎসা করছে, আর তাদের গোলমালগুলিকে বাড়াচ্ছে আর জটিল করছে, আর সর্বদা কল্পনা করছে যে কোন গোপন ওষুধে তারা ভাল হয়ে যাবে, সেটা যে কেউ তাদের চেষ্টা করে দেখতে বলুক না।

তিনি বললেন: এই ধরণের রোগীদের এ খুব সাধারণ অবস্থা।

আমি উত্তর করলাম: হাঁ; আর মনোহর বিষয়টা হল এই যে, তারা তাকে তাদের সব চেয়ে বড় শত্রু মনে করে যে তাদের সত্য কথাটা বলে; সেটা সাদামাটা এই যে, যদি তারা খাওয়া ও পান করা ও বেশ্যাসক্ত করা ও আলসেমি করা না ছাড়ে তবে না ওষুধ না দহন না যাদু না তাবিজ না অন্য কোন প্রতিষেধক কাজ করবে।

তিনি উত্তর করলেন: মনোহর। যে মানুষ তোমাকে বাতলায় উচিত কী, তার উপর রিপু পরবশ হওয়া,—আমি এতে মনোহর কিছু দেখি না।

আমি বললাম: এই ভদ্রলোকরা তোমার সুনজরে নেই দেখছি।

নেই-ই ত।

তুমি সেই রাষ্ট্রগুলির ব্যবহারও প্রশংসা করবে না যেগুলি সেই লোকদের মত কাজ করে যাদের আমি এইমাত্র বর্ণনা করছিলাম। কারণ বিশৃংখল রাষ্ট্রগুলি কী নেই যেখানে মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়ে কাঠামো পরিবর্তন করতে নাগরিকদের নিষেধ করা হয়েছে, আর তথাপি এই রাজত্বে বসবাসকারী যে ব্যক্তি অতিশয় সুমিষ্টভাবে তাদের তোয়াজ করে, আর প্রশ্রয় দেয় আর খোসামোদ করে আর তাদের খেয়ালগুলিকে পূর্বে কল্পনা করে নিতে আর চরিতার্থ করতে দক্ষ হয়, তাকে মহান্ ও শুভদ কূটনীতিবিদ্ বলে গণনা করা হয়—এই রাষ্ট্রগুলি কী সেই ব্যক্তিদের সদৃশ নয় যাদের আমি বর্ণনা করছিলাম?

তিনি বললেন: হাঁ; মানুষগুলি যত খারাপ, রাষ্ট্রগুলি তত খারাপ; আর আমি তাদের প্রশংসা করব, সেটা দূর-অস্তু।

আমি বললাম: তুমি কী রাজনৈতিক দুর্নীতির তৈরি এই সব মন্ত্রীদের অনুরক্ততা ও চতুরতার প্রশংসা কর না?

তিনি বললেন: হাঁ, আমি করি, কিন্তু তাদের সকলকে নয়, কারণ তাদের মধ্যে কতক আছে যাদের জনতার হাততালি এই বিশ্বাসে ভুলিয়ে নিয়েছে যে তারা সত্যি সত্যি কূটনীতিবিদ্, এদেরকে প্রশংসা করবার বেশি কিছু নেই।

আমি বললাম : তুমি কী বলছ ? তাদের জন্য তোমার আর একটু বেশি ভালবাসা থাকা উচিত ছিল। যখন একজন মানুষ মাপতে পারে না, আর অন্য অনেক জন যারা মাপতে পারে না ঘোষণা করে যে সে চার হাত উঁচু, সে কী তাদের কথা বিশ্বাস না করে পারে ?

তিনি বললেন : না, শুধু তাই নয়, নিশ্চয় ঐ রকম ক্ষেত্র আছে।

বেশ, সুতরাং তাদের উপর রাগ কোর না ; কারণ তারা কী একটা খেলার সামিল নয়, আমি যে তুচ্ছ সংস্কারগুলি বর্ণনা করছিলাম সেগুলিতে তারা তাদের হাত চালাবার চেষ্টা করছে ; তারা সর্বদা কল্পনা করছে যে আইন প্রণয়নের দ্বারা তারা চুক্তিতে প্রবঞ্চনা ও অন্যান্য যে পেজমি আমি উল্লেখ করছিলাম, সব বন্ধ করে দেবে, জানে না যে তারা এক শত-মস্তার মাথাগুলি কেটে ফেলতে চাইছে ?

তিনি বললেন : হাঁ, তারা যা করছে সেটা ঠিক এই।

আমি বললাম : আমার ধারণা এই যে সত্যকার আইন-প্রণেতা এই শ্রেণীর বিধিবিধানগুলি নিয়ে নিজেকে বেশি বিব্রত করবে না, তা সে আইনগুলি সম্পর্কে হোক বা কাঠামো সম্পর্কে হোক, রাষ্ট্র সুশৃংখল বা বিশৃংখল যাই থাকুক ; কারণ প্রথমোক্ত রাষ্ট্রে তারা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, আর পরোক্তটিতে সেগুলি বাতলাতে কোন মুস্কিল হবে না ; আর তাদের অনেকগুলি স্বাভাবিক ভাবে আমাদের পূর্ববর্তী ব্যবস্থা থেকে প্রবাহিত হবে।

তিনি বললেন : সুতরাং, আইন প্রণয়নের কাজে কী বাকী রইল ?

আমি বললাম : আমাদের পক্ষে কিছু থাকল না ; কিন্তু দেবাদিদেব ঈশ্বর, আপল্লোর কাছে রয়েছে বৃহত্তম ও মহত্তম জিনিসগুলির ব্যবস্থাপনা।

তিনি বললেন : তারা কী ?

মন্দির ও বলিদানের প্রতিষ্ঠান, আর দেবদের, অর্দ্ধ-দেবদের ও বীরদের সমগ্র পূজার্চনা ; মৃতের আস্তানা ; আর যে নিচের জগতের অধিবাসীদের প্রসন্ন করতে চায় তার জন্য যে সব আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হবে সেগুলির ব্যবস্থাপনা। এগুলি এমন ব্যাপার যে এদের সম্বন্ধে আমরা নিজেরা কিছুই জানি না, আর এক নগরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আমাদের পুরুষ পরম্পরার রীতিকে ছাড়া কোন ব্যাখ্যাতার হাতে তাদের ছেড়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে অ-বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে। এই সেই দেব যে কেন্দ্রে, পৃথিবীর নাভিরন্ধ্রে আসীন, আর তিনি হলেন সমুদয় মানবজাতির ধর্মের ব্যাখ্যাতা।

তুমি ঠিক বলেছ, আর তুমি যেমন প্রস্তাব করছ, আমরা তা মেনে নেব, সে রকম করব।

কিন্তু হে আরিস্তোনের পুত্র, এই সবের ভিতর ন্যায় কোথায়? আমাকে বল কোথায়। এখন আমাদের নগরকে বাসযোগ্য করা হয়েছে, সুতরাং একটি মোমবাতি জ্বালাও, আর সাহায্যের জন্য তোমার ভাইকে ও পলেমার্খস্‌কে আর আমাদের বাকী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নাও, আর এস, আমরা দেখি এখানে কোথায় আমরা ন্যায়কে আর কোথায় অন্যায়কে আবিষ্কার করতে পারি, আর কোন্ খানে একটি অন্যটি থেকে পৃথক, আর যে মানুষ সুখী হতে চায় এদের মধ্যে কোন্‌টিকে তার অংশ হিসাবে পেতে হবে, দেব বা মানুষদের দৃষ্ট হোক বা অ-দৃষ্ট হোক।

গ্লাউকোন্ বললেন: বাজে কথা; তুমি কী নিজে অঙ্গীকার করনি, বলনি যে, প্রয়োজনের সময় ন্যায়কে সাহায্য না করা অধর্ম হবে?

আমি অস্বীকার করছি না যে আমি বলছিলাম, আর তুমি আমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলে; কথা আমি রাখবই; কিন্তু তোমাদেরও যোগ দিতে হবে।

তিনি উত্তর করলেন: আমরা ত দেবই।

বেশ, তাহলে আমি আবিষ্কারটা এই ভাবে করব, আশা করি; আমি, মানে, শুরু করব এই স্বীকৃতি নিয়ে যে রাষ্ট্র, যদি যথাযথ শৃংখলা-যুক্ত হয়, তবে পূর্ণাঙ্গ হবে।

সে ত অতীব নিশ্চিত।

আর পূর্ণাঙ্গ হওয়া, অতএব জ্ঞানী ও সাহসী ও মিতাচারী ও ন্যায়বান্ হওয়া?

ওটাও তুল্যভাবে পরিষ্কার।

এই গুণগুলির মধ্যে যা যা আমরা রাষ্ট্রে পাই, ভাল, কোনটিকে না যদি পাই তবে সেটা হবে অবশিষ্টটা?

খুব ভাল।

যদি চারটি জিনিস থাকে, আর আমরা তাদের একটির খোঁজ করতে থাকি, সেটা যেখানেই থাকুক, তবে যেটা খোঁজা হচ্ছিল, প্রথম থেকেই কোন্‌টা খোঁজা হচ্ছে তা আমাদের জানা থাকত বলে, বেশি কিছু মুস্কিলে পড়তে হত না; অথবা যদি আমরা প্রথমে অন্য তিনটি জানতে পারতাম, তবে তখন চতুর্থটি পরিষ্কার সেটি হত যে একটি অবশিষ্ট ছিল।

তিনি বললেন: খুব সত্য।

আর ধর্ম [=গুণ] গুলির সম্বন্ধে কী অনুরূপ প্রণালী অনুসরণ করা হবে না,—এগুলিও ত সংখ্যায় চার ?

স্পষ্টত।

রাষ্ট্রে প্রাপ্ত ধর্মগুলির মধ্যে, দৃষ্টিপথে প্রথম আসছে বিজ্ঞতা, আর এটিতে আমি এক সুনির্দিষ্ট বিশেষত্ব ধরতে পারছি।

সেটা কী ?

আমরা যে রাষ্ট্রকে বর্ণনা করে আসছি, মন্ত্রণায় সেটা শুভদ, তাই তাকে বিজ্ঞ বলা হয় ?

খুব সত্য।

আর শুভ মন্ত্রণা হচ্ছে স্পষ্টই এক শ্রেণীর জ্ঞান, কারণ অজ্ঞতার নয়, কিন্তু জ্ঞানের অধিকারী মানুষরা ভাল পরামর্শ দেয় ?

স্পষ্টত।

আর কোন রাষ্ট্রে জ্ঞানের বহু শ্রেণী আর জ্ঞান বহুবিধ ?

অবশ্য।

ছুতারের জ্ঞান আছে; কিন্তু সেটা কী সেই ধরণের জ্ঞান যা নগরকে মন্ত্রণায় জ্ঞানী ও শুভদ আখ্যা পাইয়ে দেয় ?

আলবৎ নয়; সেটা নগরকে ছুতারগিরিতে দক্ষতার খ্যাতি দান করে।

সুতরাং একটা নগরকে জ্ঞানী বলা হবে না এজন্য যে সেটা কাঠের হাতিয়ারগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী; সে জ্ঞান রাষ্ট্রের সর্বোৎকর্ষের উপায় সম্বন্ধে মন্ত্রণা দেয় ?

আলবৎ না।

আমি বললাম: এজন্যও নয় যে পিতলের বাসনগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী পরামর্শ দেয়; অন্য কোন জ্ঞানের অধিকারী বলেও নয়; অন্যদের সম্বন্ধে ঐ কথা।

তিনি বললেন: এগুলির কোনটির জন্যই নয়।

আর যে জ্ঞান মাটি চাষ করতে শেখায় সে জ্ঞানের অধিকারী বলেও নয়; সেটার জন্য নগরকে কৃষিনিষ্ঠ নাম দিতে পার ?

হাঁ।

আমি বললাম: বেশ, আমাদের অধুনা স্থাপিত রাষ্ট্রে নাগরিকদের মধ্যে কারও এমন জ্ঞান থাকতে পারে যা পরামর্শ দেয়, রাষ্ট্রের কোন বিশেষ ব্যাপারে সম্বন্ধে নয়, কিন্তু সমগ্র রাষ্ট্র সম্বন্ধে, আর বিবেচনা করে কী ভাবে রাষ্ট্র নিজের সঙ্গে ও অন্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট সম্বন্ধ বজায় রেখে কাজ করতে পারে ?

নিশ্চিত থাকতে পারে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কী এই জ্ঞানটা, আর কাদের মধ্যে এটিকে পাওয়া যায়?

তিনি উত্তর করলেন: এটি হল অভিভাবকদের জ্ঞান, আর তাদের মধ্যে পাওয়া যায় আমরা যাদের পূর্ণাঙ্গ অভিভাবক বলে বর্ণনা করছিলাম।

আর এই ধরণের জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দরুন কী সে নাম যা নগর লাভ করে?

পরামর্শে শুভ আর সত্য জ্ঞানী।

আর আমাদের নগরে কী এই সত্য অভিভাবকরা না কামাররা সংখ্যায় বেশি থাকবে?

তিনি উত্তর করলেন: কামাররা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে।

যারা কোন না কোন রকম জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দরুন একটা নাম লাভ করে, সে রকম সকল শ্রেণীর মধ্যে অভিভাবকরা কী ক্ষুদ্রতম হবে না?

খুব ক্ষুদ্রতম।

এই ভাবে ক্ষুদ্রতম অংশে বা শ্রেণীতে, এই নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব দানকারী অংশে, বা শ্রেণীতে, জ্ঞান অধিষ্ঠান করে, আর তার দরুন সমগ্র রাষ্ট্র, প্রকৃতি অনুযায়ী গঠিত হওয়ায়, বিজ্ঞ হবে; আর এটি, একমাত্র যার বিজ্ঞতা নাম পাবার যোগ্য জ্ঞান আছে, প্রকৃতির বিধানে সকল শ্রেণীর মধ্যে এটিই সব চেয়ে ছোট।

সত্যতম।

আমি বললাম: সুতরাং এই ভাবে রাষ্ট্রের চারটি ধর্মের মধ্যে একটির প্রকৃতি ও স্থান আবিষ্কৃত হল।

তিনি উত্তর করলেন: আর আমার বিনীত মতে খুব সন্তোষজনক ভাবে আবিষ্কৃত হল।

আমি বললাম: এবার সাহসিকতার কথা, ঐ গুণ কোন্ অংশে অবস্থান করে রাষ্ট্রকে সাহসী নাম দেয়, জানবার কোন অসুবিধা নেই?

কী ভাবে, তুমি বুঝিয়ে বল।

আমি বললাম: কেন, যে কেউ কোন রাষ্ট্রকে সাহসী বা ভীরু বললে সেই অংশের কথা মনে উদয় হবে যা রাষ্ট্রের হয়ে যুদ্ধে যায়।

তিনি বললেন: কেউ কখনও অন্য অংশের কথা ভাববে না।

নিশ্চিত না।

বাকী নাগরিকরা সাহসী হতে পারে অথবা ভীরু হতে পারে,

কিন্তু আমার ধারণায় তাদের সাহস বা ভীরুতার ফলে নগরকে এক বা অন্য নাম দেওয়া হবে না।

কোন্ কোন্ জিনিসকে ভয় করতে হবে, আর কোন্ কোন্ জিনিসকে ভয় করতে হবে না, সেই সেই জিনিসগুলির প্রকৃতি কী, আমাদের আইন-প্রণেতারা সে সম্বন্ধে যে অভিমত তাদের শেখায় তা সকল অবস্থায় নগরের নিজের একটা অংশ রক্ষা করার দরুন ঐ নগর হবে সাহসী; আর ধর্মটির নাম তুমি দাও সাহস।

তুমি যা বলছ আমি তা আর একবার শুনতে পেলে খুশি হব, কারণ আমি মনে করি না যে, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ বুঝেছি।

আমি বলতে চাই সাহস এক প্রকার পরিত্রাণ।

কিসের পরিত্রাণ?

কোন্ জিনিসগুলিকে ভয় করতে হবে, তারা কী, আর কোন্ প্রকৃতির, আইন শিক্ষার মাধ্যমে সেগুলিকে রপ্ত করে, তাদের সম্বন্ধে মত থেকে পরিত্রাণ; আর 'সকল অবস্থায়' শব্দ দুটি দ্বারা আমি জানাতে চাই যে আনন্দে বা যন্ত্রণায়, অথবা আকাঙ্ক্ষায় বা ভয়ে, মানুষ এই অভিমত রক্ষা করে, আর হারায় না। আমি কী তোমাকে একটা উদাহরণ দেব?

দিলে ভাল হয়।

আমি বললাম: তুমি জান, যখন রজকরা খাঁটি সাগর-নীল-লোহিত করবার জন্য পশম রাঙাতে চায়, তখন তারা প্রথমে সাদা রঙ বেছে নিয়ে শুরু করে; এটি তারা সবিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে তৈরি করে ও মাড় দেয়, যাতে সাদা জমিটা নীল-লোহিত রঙ পূর্ণ পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে। তারপর রাঙান চলতে থাকে; আর এই প্রকারে যা কিছু রঞ্জিত হয় তাই ভারী রঙ হয়, আর সাবান দিয়ে হোক কী সাবান ছাড়া হোক, কোন ধোলাই তার উজ্জ্বলতা তুলে দিতে পারে না। কিন্তু, যখন জমি যথোচিত তৈরি হয় না, তখন তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, নীল লোহিতের বা অন্য কোন রঙের চেহারা কী ম্যাটমেটে হয়।

তিনি বললেন: হাঁ; আমি জানি তাদের ধুয়ে যাওয়া ও হাস্যকর চেহারা হয়।

আমি বললাম: সুতরাং এখন তুমি বুঝবে, আমাদের সৈন্যদের বাছাই করবার আর তাদের সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য আমাদের কী ছিল; আমরা সেই প্রভাবগুলির খোঁজ করছিলাম, যেগুলি আইনগুলির রঙকে পূর্ণভাবে গায়ে লেগে থাকতে তাদের তৈরি করবে, আর তাদের পুষ্টি ও শিক্ষার দ্বারা বিপদগুলি সম্বন্ধে তাদের অভিমতের, আর অন্য সকল

অভিমতের রঙ অনপনের ভাবে স্থির হয়ে বসে যাবে, আনন্দের মত এত শক্তিশালী জিনিসকে ক্ষারজল দিয়েও ধুয়ে ফেলতে পারবে না—যে আনন্দ সোডা বা ক্ষারজল থেকে অনেক বেশি শক্তিধর প্রতিভূ তা আত্মাকে ধুয়ে সাফ করে—অথবা অন্য সমস্ত রাসায়নিক দ্রাবণের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিধর দুঃখময় বাসনা দ্বারা। সত্য ও মিথ্যা বিপদগুলি সম্বন্ধে আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সত্য অভিমত রক্ষা করবার এই বিশ্বজনীন শক্তিকে আমি সাহস বলি, আর সেই মতে স্থির থাকি ; যদি তুমি অসম্মত হও ত বল।

তিনি উত্তর করলেন : কিন্তু আমি সম্মতি দিচ্ছি ; কারণ আমি অনুমান করি যে তুমি শুধু যুক্তিহীন সাহসকে বাদ দিতে চাও, যেমন একটা বুনো পশুর সাহস বা একজন দাসের সাহস—তোমার মতে এটি সে সাহস নয় যা আইন বিধিবদ্ধ করে, আর যার অন্য একটা নাম থাকা উচিত।

অতীব নিশ্চিত।

সুতরাং আমি অনুমান করি, সাহস হল তুমি যা বর্ণনা করলে তাই।

আমি বললাম : কেন, হাঁ, তুমি অনুমান করতে পার, আর যদি তুমি 'একজন নাগরিকের' শব্দ দুটি যোগ কর, তবে তুমি খুব বেশি ভুল করবে না ; যদি তুমি চাও, তবে পরে আমরা পরীক্ষাটা আরও দূর অবধি টেনে নিয়ে যাব ; কিন্তু বর্তমানে আমরা সাহসের খোঁজ করছি না, করছি ন্যায়ের ; আর আমাদের অনুসন্ধানের খাতিরে আমরা যথেষ্ট বলেছি।

তিনি উত্তর করলেন : তুমি ঠিক বলেছ।

রাষ্ট্রে দুটি ধর্ম আবিষ্কৃত হতে বাকী আছে—প্রথম মিতাচার, আর তারপর ন্যায়, আমাদের অনুসন্ধানের শেষ জিনিস।

খুব সত্য।

এখন, মিতাচার নিয়ে নিজেদের বিব্রত না করে, আমরা কী ন্যায়ের খোঁজ করতে পারি ?

তিনি বললেন : আমি জানি না সেটা কী করে হতে পারে। আর আমি এটাও আকাঙ্ক্ষা করি না যে ন্যায় আলোয় প্রকাশিত হবে আর মিতাচার দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে ; অতএব আমার ইচ্ছা এই যে তুমি দয়া করে প্রথমে মিতাচার সম্বন্ধে বিবেচনা কর।

আমি উত্তর করলাম : নিশ্চিত, তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই।

তিনি বললেন : তবে বিবেচনা কর।

আমি উত্তর করলাম : হাঁ ; আমি নিশ্চয় করব ; আর আমি বর্তমানে যতদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে মিতাচারের ধর্ম আগেকার দুটির চেয়ে বেশি পরিমাণে তাল ও ধ্বনির সমতা-বিশিষ্ট ।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কী ভাবে ?

আমি উত্তর করলাম : মিতাচার হচ্ছে কতক আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষাকে শৃংখলায় আনা বা নিয়ন্ত্রণ করা ; কী আশ্চর্য। এটিকেই একজন মানুষের 'নিজের কর্তা নিজে হওয়া' বলে বুঝান হয় ; আর ভাষায় একই ধরণের অন্য নমুনা পাওয়া যেতে পারে ।

তিনি বললেন : সন্দেহ নেই ।

'নিজের কর্তা' কথাটিতে হাস্যকর একটা জিনিস আছে ; কারণ কর্তা চাকরও বটে, আবার চাকরের কর্তাও বটে ; আর এই ধরণের কথায় এক ব্যক্তিকেই নির্দেশ করা হয় ।

আলবৎ ।

আমার বিশ্বাস, মানেটা হচ্ছে এই যে, মানব আত্মাতে একটা উৎকৃষ্টতর, আর একটা নিকৃষ্টতরও বটে, নীতি আছে ; আর যখন উৎকৃষ্টতর নিকৃষ্টতরকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, তখন একজন মানুষকে বলা হয় নিজের কর্তা নিজে ; এটা প্রশংসাসূচক কথা ; কিন্তু যখন কু-শিক্ষা বা কু-সঙ্গের দরুন, উৎকৃষ্টতর নীতি, এটা ক্ষুদ্রতরও বটে, নিকৃষ্টতরের বৃহত্তর বপু দ্বারা অভিভূত হয়—তখন সে ক্ষেত্রে তাকে দোষ দেওয়া হয় আর অহং ও নীতিহীনতার দাস বলা হয় ।

হাঁ, তার কারণ আছে ।

আমি বললাম : আর এখন আমাদের নবসৃষ্ট রাষ্ট্রের দিকে তাকাও, তুমি দেখতে পাবে, সেখানে দুটি অবস্থা একটি রূপ গ্রহণ করছে ; কারণ রাষ্ট্রকে, তুমি স্বীকার করবে, সঙ্গতভাবে নিজের মনিব বলা যেতে পারে, যদি 'মিতাচার' ও 'আত্ম-কর্তৃত্ব' পদ দুটি সত্যভাবে নিকৃষ্টতরের উপরে উৎকৃষ্টতর অংশের শাসন বুঝায় ।

তিনি বললেন : হাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি যা বলছ, তা সত্য ।

আমাকে আরও লক্ষ্য করতে দাও যে বহুবিধ ও জটিল আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রণা সাধারণত শিশুদের ও স্ত্রীলোকদের ও ভৃত্যদের মধ্যে, আর তথাকথিত মুক্ত মানুষদের মধ্যে, পাওয়া যায়, যারা নিম্নতম ও বেশি জনবহুল শ্রেণী ।

তিনি বললেন : আলবৎ ।

পক্ষান্তরে, সরল ও পরিমিত যে আকাঙ্ক্ষাগুলি যুক্তি অনুসরণ করে চলে, আর মন ও সত্য অভিমতের নেতৃত্বের অধীন থাকে, সেগুলি মাত্র অল্প কয়েক জনের মধ্যে দেখা যায়, আর তারা হল উচ্চতম বংশজাত ও সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে শিক্ষিত।

খুব সত্য।

তুমি দেখতে পাবে, আমাদের রাষ্ট্রে এ দুয়ের স্থান আছে ; আর অনেকের হীনতর আকাঙ্ক্ষাগুলি অল্প কয়েকজনের ধার্মিক আকাঙ্ক্ষা ও বিজ্ঞতার দ্বারা দাবিয়ে রাখা হয়।

তিনি বললেন : ওটা আমি দেখতে পাচ্ছি।

যদি এমন কোন সুন্দর নগর থাকে, যাকে তার নিজের আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষাগুলির কর্তা, আর নিজের কর্তা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে, তবে এই রকম পদবী আমাদের রাষ্ট্র দাবী করতে পারে, কী বল ?

তিনি উত্তর করলেন : নিশ্চিত।

এটিকে মিতাচারী বলা যেতে পারে, আর কারণগুলি একই ?

হাঁ।

আর যদি এমন কোন রাষ্ট্র থাকে যেখানে শাসকরা ও প্রজারা, কে শাসন করবে, এই প্রশ্নে একমত হয়, তবে সেটাও আবার আমাদের রাষ্ট্র হবে ?

নিঃসন্দেহে।

আর নাগরিকরা এই ভাবে নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় কোন্ শ্রেণীর মধ্যে মিতাচারকে পাওয়া যাবে—শাসকদের মধ্যে না প্রজাদের মধ্যে ?

তিনি উত্তর করলেন : আমার ধারণা মতে উভয়েতে।

তুমি কী লক্ষ্য করেছ যে, মিতাচার এক ধরণের সমতান, আমাদের এই আন্দাজে আমরা বেশি ভুল করি নি ?

কী করে তা হয় ?

কেন, কারণ মিতাচার সাহস ও বিজ্ঞতার মত নয়, তাদের প্রত্যেকে মাত্র একটা অংশে বাস করে, একটা রাষ্ট্রকে করে বিজ্ঞ আর অন্যটা সাহসী ; মিতাচার তা করে না, সে সমগ্রে পরিব্যাপ্ত হয়, আর স্বরগ্রামের সকল সুর বাজিয়ে চলে, আর দুর্বলতর ও প্রবলতর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক সামঞ্জস্য উৎপাদন করে, তা তুমি তাদের বিজ্ঞতায় বা শক্তিতে বা সংখ্যায় বা অন্য কিছুতে প্রবলতর বা দুর্বলতর যাই বিবেচনা কর না কেন। সুতরাং গভীরতম সত্য হল, আমরা মিতাচারকে স্বাভাবিক ভাবে

শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টের ঐক্যমত বলে গণনা করতে পারি, সেই ঐক্যমত রাষ্ট্রগুলি ও ব্যক্তিরা উভয়ের মধ্যে এক বা অন্যের শাসনের অধিকার।

আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

আমি বললাম : আর এই ভাবে চারটির মধ্যে তিনটি ধর্ম আবিষ্কৃত হয়েছে বলে আমরা বিবেচনা করতে পারি। ঐ ধর্মগুলির শেষেরটি একটা রাষ্ট্রকে ধার্মিক করে, তাই হল ন্যায় ; যদি আমরা শুধু জানতাম সেটা কী।

অনুমানটা স্বতঃপ্রকাশ।

গ্লাউকোন্, তাহলে সময় হয়েছে, যখন শিকারীর মত আমাদের সীমান্ত ঘিরে ফেলতে হবে, আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হবে যেন ন্যায় চুরি করে পালিয়ে না যায়, আর আমাদের দৃষ্টির বাইরে গিয়ে উঠতে না পারে ; কারণ, সন্দেহাতীত, সে এদেশের কোথাও না কোথাও আছে ; অতএব চৌকি রাখ, আর তাকে চোখে চোখে রেখে পাকড়াও করবার জন্য পরিশ্রম কর, আর যদি তুমি তাকে প্রথম দেখতে পাও, তবে আমাকে জানতে দিও।

হায়, যদি আমি পারতাম। কিন্তু আমাকে বরং তোমার একজন অনুগামী বলে গণ্য কর, সে এমন যে তুমি যা দেখাবে তা দেখবার মত যথেষ্ট দুটি চোখ আছে—আমি ঐ টুকুমাত্র কাজের।

একটি প্রার্থনা কর, আর আমাকে অনুসরণ কর।

আমি করবই, কিন্তু তোমাকে আমার পথ দেখাতে হবে।

আমি বললাম ; এখানে পথ নেই, আর বনটা অন্ধকার আর ধাঁধাঁ লাগায় ; তবু আমাদের ঠেলে যেতেই হবে।

এস, আমরা ঠেলে যাই।

এইখানে আমি কিছু দেখলাম। আমি বললাম : হো ! হো ! আমি একটা পথ দেখতে শুরু করছি, আর আমার বিশ্বাস, শিকার হাতছাড়া হবে না।

তিনি বললেন : সুসংবাদ।

আমি বললাম : সত্য, আমরা বোকা মানুষ।

কিসে ?

কেন, হে সাধু মশাই, আমাদের অনুসন্ধানের গোড়াতে, যুগ-যুগান্ত আগে, ছিল ন্যায়, আমাদের পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, আর আমরা তাকে দেখেও দেখিনি ; এর চেয়ে বেশি হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না। সেই সব মানুষের মত যারা তাদের হাতে জিনিস রেখে তা চারদিকে খুঁজে

বেড়ায়—আমাদের রকমটা তাই ছিল—আমরা যা খুঁজছিলাম কাছে বলে তার দিকে তাকালাম না, কিন্তু যা দূর ব্যবধানে ছিল তার দিকে তাকালাম; আর আমার ধারণা, সেজন্য সে আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে।

তুমি কী বলতে চাও?

মানে, আমি বলতে চাই যে, বস্তুত একটা লম্বা অতীত সময় ধরে আমরা ন্যায়ের কথা বলে আসছি, অথচ তাকে চিনতে পারি নি।

তোমার ভূমিকার দৈর্ঘ্যে আমি অস্থির হয়ে উঠছি।

আমি বললাম: বেশ তবে, আমাকে বল, আমি ঠিক বলছি না বেঠিক বলছি; তোমার মনে আছে একটা রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের কালে আমরা সর্বদা এক মৌল নীতি তৈরি করছিলাম, একজন মানুষের শুধু একটা কাজ অনুষ্ঠান করা উচিত, তা হবে সেই জিনিস যার সঙ্গে তার প্রকৃতি সব চেয়ে ভাল ভাবে খাপ খায়;—এখন ন্যায় হল এই নীতি বা এর একটা অংশ।

হাঁ, আমরা প্রায়ই বলেছি একজন মানুষ শুধু একটা কাজ করবে।

অধিকন্তু, আমরা জোর দিয়ে বলেছি যে, ন্যায় হচ্ছে একজনের তার নিজের কাজ করা, আর ব্যস্তবাগীশ হয়ে পরের কাজে হাত না দেওয়া; আমরা বার বার একথা বলেছি, আর অন্য অনেকে আমাদের কাছে একথা বলেছে।

হাঁ, আমরা ও-রকম বলেছি।

সুতরাং, একজনের এক নির্দিষ্ট পথে নিজের কাজ করাকে ন্যায় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তুমি কী বলতে পার এই অনুমান আমি কোথা থেকে করি?

আমি বলতে পারি না, আমাকে বললে খুব খুশি হব।

কারণ আমি মনে করি যে রাষ্ট্রে যখন মিতাচার ও সাহস ও বিজ্ঞতা ধর্মগুলি গণনা করা হল, তখন এটি হল একমাত্র ধর্ম যা অবশিষ্ট রইল; আর, এটি হল তাদের সবায়ের অস্তিত্বের চূড়ান্ত কারণ ও শর্ত, আর তাদের মধ্যে বর্তমান থেকে তাদের রক্ষাকারীও বটে; আর আমরা বলছিলাম যে যদি আমরা তিনটিকে আবিষ্কার করি, তবে ন্যায় হবে চতুর্থটি বা বাকী একটি।

সেটা ত আপনা আপনি একের পর অন্য আসে।

যদি আমাদের নির্ধারণ করতে বলা হয় এই গুণ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্‌টি তার উপস্থিতি দ্বারা রাষ্ট্রের উৎকর্ষে সর্বাধিক সাহায্য করে, ঐ উৎকর্ষ শাসকদের ও প্রজাদের ঐক্যমত, অথবা বিপদ্‌গুলির সত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে

আইনের নির্দেশিত অভিমতগুলিকে সেনাদের মধ্যে সংরক্ষণ, অথবা শাসকদের মধ্যে বিজ্ঞতা ও সতর্কতা অথবা এই অন্য একটি যার কথা আমি উল্লেখ করছি, আর যা শিশুদের ও স্ত্রীলোকদের, দাস ও মুক্ত মানুষদের, কারিকর, শাসক, প্রজাদের মধ্যে দেখা যায়—মানে, প্রত্যেকে তার নিজের কাজ করছে, আর ব্যতিব্যস্ত হয়ে অন্যের কাজে হাত দিচ্ছে না,—এই গুণ, জয় পত্র দাবী করতে পারে কি না, সে এক দুরূহ প্রশ্ন যার উত্তর সহজ নয়।

তিনি উত্তর করলেন : কোন্‌টা সে জিনিস তা বলতে একটা মুস্কিল আছে বৈ কি।

তারপর প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রতি ব্যক্তির তার নিজের কাজ করবার ক্ষমতা অন্য রাষ্ট্রনৈতিক ধর্মগুলির সঙ্গে, বিজ্ঞতা, মিতাচার, সাহসের সঙ্গে, প্রতিযোগিতা করবার জন্য উপস্থিত থাকে।

তিনি বললেন : হাঁ।

আর এই প্রতিযোগিতায় যে ধর্ম প্রবেশ করে তা হল ন্যায়।

ঠিক তাই।

এস, প্রশ্নটাকে আর এক দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখি ; কোন রাষ্ট্রে শাসকরা কী তারা নয় যাদেরকে তুমি আইনগত মোকদ্দমাগুলির নিষ্পত্তির পদটি বিশ্বাসভরে অর্পণ করবে ?

আলবৎ।

আর একজন মানুষ অন্য কারও জিনিস না নিতে পারে আর তার নিজের জিনিস থেকে বঞ্চিত হতে না পারে, মামলাগুলির সিদ্ধান্ত কী এছাড়া অন্য কোন ভিত্তিতে হয় ?

হাঁ, ঐটাই তাদের নীতি।

ওটা হল ন্যায্য একটা নীতি ?

হাঁ।

সুতরাং এই দৃষ্টিতেও ন্যায়কে একজন মানুষের যা নিজস্ব আর যার সে অধিকারী তা তার পাওয়া ও রাখা বলে স্বীকার করতে হবে।

খুব সত্য।

এখন বিবেচনা কর, আর বল তুমি, আমার সঙ্গে একমত হও কি না। ধর যেন একজন ছুতার এক মুচির, অথবা একজন মুচি এক ছুতারের কাজ করছে ; আর ধর তারা তাদের যন্ত্রপাতিগুলি অথবা তাদের কর্তব্য-গুলি বিনিময় করল, অথবা একই ব্যক্তি উভয়ের কাজ করল, অথবা অন্য যে পরিবর্তন হোক তাই করল ; তুমি কী মনে কর যে, ফলে রাষ্ট্রের কোন বড় ক্ষতি হবে ?

বেশি নয়।

কিন্তু যখন মুচি বা অন্য কোন মানুষ যাকে প্রকৃতি বণিক করবার জন্য সংকল্প করেছিল, ধন বা বল বা তার অনুগামীর সংখ্যা বা অন্য কোন অনুরূপ সুবিধা দ্বারা তার হৃদয় উর্ধ্বে উথিত হওয়ার, সে অন্যের হাতিয়ারগুলি বা কর্তব্যগুলি গ্রহণ করবার পর যোদ্ধাদের শ্রেণীতে, অথবা একজন যোদ্ধা আইন প্রণেতাদের ও অভিভাবকদের শ্রেণীতে জবরদস্তি পথ করে নেবার চেষ্টা করল, যার জন্য সে অনুপযুক্ত, অথবা যখন একজন মানুষ একাধারে বণিক, আইন-প্রণেতা, যোদ্ধা সব হল : তখন আমি মনে করি আমার সঙ্গে একমত হয়ে তুমি এই কথা বলবে যে, এই বদলা-বদলি ও এই একের কাজে অন্যের হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রের ও বংশের ধ্বংসের সামিল হয়।

সত্যতম।

আমি বললাম : সুতরাং তিনটা পরিষ্কার আলাদা শ্রেণী আছে, এইটা দেখা যাচ্ছে, একের ব্যাপারে অন্যের কোন রকম হস্তক্ষেপ, অথবা একের অন্যোতে পরিবর্তন, রাষ্ট্রের পক্ষে সব চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক, আর ন্যায্যতমভাবে অশুভকর বলে আখ্যাত হতে পারে ?

যথার্থ।

আর একজনের নিজের নগরের প্রতি বৃহত্তম পরিমাণ অশুভ- করাকে তুমি আখ্যা দেবে অন্যায় ?

আলবৎ।

সুতরাং এই হল অন্যায় ; আর অপর দিকে যখন বণিক, সহায়ক, ও অভিভাবক, প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ কাজ করে, সেটা হল ন্যায়, আর তারা নগরকে করবে ন্যায়বান্।

আমি তোমার সঙ্গে একমত।

আমি বললাম : আমরা এখনও অতি-নিশ্চিত হব না ; কিন্তু যদি ন্যায়ের এই ধারণা ব্যক্তিতে যেমন রাষ্ট্রেও তেমন, পরীক্ষার পর, সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না ; যদি এটি সত্য বলে প্রমাণিত না হয়, তবে আমাদের নিশ্চয় আবার এক নূতন অনুসন্ধান করতে হবে। প্রথমতঃ, এস আমাদের পুরানো গবেষণাটা শেষ করা যাক। ওটা আমরা শুরু করেছিলাম এই ধারণার বশে, তোমার মনে আছে, যে, যদি আমরা ন্যায়কে আগে এক বৃহত্তর পরিমাণে দেখে পরীক্ষা করতে পারতাম, তবে তাকে ব্যক্তিতে অবলোকন করবার অসুবিধা কম হত। রাষ্ট্রকে সেই বৃহত্তর নমুনা বলে মনে হয়েছিল, আর তদনুসারে আমাদের

সাধ্যে যতটা কুলিয়েছিল ততটা ভাল এক রাষ্ট্র তৈরি করেছিলাম, ভাল ভাবে জানতাম যে শুভদ রাষ্ট্রে ন্যায়কে পাওয়া যাবে। আমরা যে আবিষ্কার করেছিলাম তা এখন ব্যক্তিতে প্রয়োগ করা হোক—যদি তারা মিলে যায়, আমরা সন্তুষ্ট হব ; অথবা যদি ব্যক্তিতে একটা পার্থক্য হয়, তবে আমরা রাষ্ট্রে ফিরে আসব, আর তত্ত্বটার আর একটা পরীক্ষা নেব। যখন একসঙ্গে ঘষা হবে তখন দুটির ঘর্ষণে সম্ভবত একটা আলো জ্বলে উঠবে, যাতে ন্যায় চকচক করবে, আর তখন যে দৃশ্য প্রকাশিত হবে তাকে আমাদের আত্মাগুলিতে স্থাপন করব।

সেটা হবে নিয়মিত ক্রমে ; তুমি যা বলছ, এস, আমরা তা করি।

আমি জিজ্ঞাসা করতে অগ্রসর হলাম : যখন দুটি জিনিস, একটি বড় ও একটি ছোট, একই নামে আখ্যাত হয়, যতদূর অবধি তাদেরকে এক বলা হয়, তারা সদৃশ অথবা অসদৃশ ?

তিনি উত্তর করলেন : সদৃশ।

সুতরাং, আমরা যদি শুধু ন্যায়ের ধারণাটা বিবেচনা করি, তবে ন্যায়-বান্ মানুষ ন্যায়বান্ রাষ্ট্রের সদৃশ হবে ?

তা হবে।

আর আমরা একটি রাষ্ট্রকে তখনই ন্যায়বান্ ভেবেছি যখন সে-রাষ্ট্রের তিনটি শ্রেণী আলাদা আলাদা ভাবে তাদের নিজ নিজ কাজ করে ; আর রাষ্ট্রকে মিতাচারী ও সাহসী ও বিজ্ঞ ভেবেছি, এই একই শ্রেণীগুলিতে প্রাপ্তব্য ভাব ও ধর্মগুলির সমাবেশ দেখে ?

তিনি বললেন : সত্য।

আর ব্যক্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা আমরা ধরে নিতে পারি যে তার নিজের আত্মায় তার সেই একই তিনটি নীতি আছে যা রাষ্ট্রে পাওয়া যায় ; আর তাকে সঙ্গত ভাবে একই শব্দগুলি দিয়ে বর্ণনা করা যেতে পারে, কারণ সে একই ধরণে প্রভাবান্বিত হয়।

তিনি বললেন : আলবৎ।

সুতরাং আর একবার, ও আমার বন্ধু, আমরা এক সহজ প্রশ্নের উপর অবতরণ করেছি—আত্মার এই তিনটি নীতি আছে কী নেই ?

এটা সহজ প্রশ্ন। না, শুধু তাই নয়, বরং, সোক্রাতেস্, প্রবচন বলে যে, যা শুভ তা কঠিনও বটে।

আমি বললাম : খুব সত্য ; আর আমি মনে করি না যে, যে প্রণালী আমরা প্রয়োগ করছি, এই প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের পক্ষে তা আদৌ যথেষ্ট ; সত্য প্রণালীটা অন্য এক দীর্ঘতর প্রণালী। তথাপি

এক উপায়ে আমরা এর সমাধানে পৌঁছাতে পারি, সেটা পূর্বতন অনুসন্ধানের স্তরের নিচে নয়।

তিনি বললেন: আমরা কী সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না? বর্তমান অবস্থাতে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট।

আমি উত্তর করলাম: আমিও চূড়ান্ত ভাবে সন্তুষ্ট।

তিনি বললেন: সুতরাং, কল্পনাটা অনুসরণ কর, ভগ্নোৎসাহ হয়ো না।

আমি বললাম: আমরা কী নিশ্চয় স্বীকার করব না যে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একই নীতিগুলি ও অভ্যাসগুলি বিরাজ করছে যেগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে আছে? আর সেগুলি ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলে যায়?—নতুবা কী ভাবে তারা সেখানে আসতে পারে? কামুকতা বা তেজ গুণ নাও;—এটা কল্পনা করা হাস্যকর হবে যে এই গুণটি, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ব্যক্তিদের কাছ থেকে লাভ করে নয়; সেই সেই ব্যক্তিদের ঐ গুণের অধিকারী বলে মনে করা হয়; যেমন ধর, থ্রাকেবাসীরা, স্কুথিয়াবাসীরা, আর সাধারণ ভাবে উত্তরের জাতিগুলি। আর জ্ঞানের প্রতি প্রেম সম্বন্ধে একই কথা বলা যেতে পারে, এটা হল জগতের আমাদের এই অংশের বৈশিষ্ট্য, অথবা অর্থের প্রতি প্রেম, যা সমান সত্য ভাবে ফৈনিক ও মিশরীয়দের প্রতি আরোপ করা যেতে পারে।

তিনি বললেন: ঠিক তাই।

এটি বুঝতে কোন কষ্ট নেই?

কিছু না।

কিন্তু যখন আমরা জিজ্ঞাসা করতে প্রবৃত্ত হই, এই নীতিগুলি তিন না এক, তখন প্রশ্নটা পুরাপুরি তত সহজ থাকে না; অর্থাৎ বলতে হয়, আমাদের প্রকৃতির এক অংশ দিয়ে আমরা শিখি, অন্য অংশ দিয়ে ক্রুদ্ধ হই, আর তৃতীয় অংশ দিয়ে আমাদের স্বাভাবিক ক্ষুৎ-পিপাসাগুলির তৃপ্তি সাধন করি; অথবা প্রত্যেক ধরণের কাজে সমগ্র আত্মা সক্রিয় হয়; কোন্‌টা ঠিক তা স্থির করাই মুস্কিল।

তিনি বললেন: হাঁ, মুস্কিলটা ঐ খানে।

সুতরাং, এস; এখন আমরা চেষ্টা করি আর স্থির করি তারা কী এক না বিভিন্ন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কী ভাবে আমরা করতে পারি?

আমি উত্তর দিলাম: এই ভাবে। স্পষ্টত একই জিনিস একই অংশে ক্রিয়া করতে পারে না, অথবা তার উপর ক্রিয়া হতে পারে না, একই জিনিসের সম্পর্কে একই সময়ে, পরস্পর বিপরীতভাবে; অতএব যখনই

বাহ্যিক আকারে এক, এমন জিনিসগুলিতে এই বিরুদ্ধতা ঘটে, তখন আমরা জানি যে তারা বাস্তবিক এক নয়, কিন্তু বিভিন্ন।

উত্তম।

আমি বললাম: উদাহরণ নাও; একই জিনিস কী একই সময়ে একই অংশে গতিহীন ও গতিবান্ থাকতে পারে?

অসম্ভব।

আমি বললাম: তথাপি এস, আমরা সংজ্ঞাগুলির এক অধিকতর নির্ভুল বিবৃতি দান করি, পাছে এর পর আমরা পথের ধারে মত নিয়ে ঝগড়া করি। একজন মানুষের কথা কল্পনা কর যে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার হাত দুটি ও তার মাথা নাড়ছে; আর মনে কর আর এক ব্যক্তি তা দেখে বলছে, একই মুহূর্তে একজন ও একই ব্যক্তি গতিবান্ ও গতিহীন হয়ে আছে—এই ধরণের কথা বলবার প্রণালীতে আমাদের আপত্তি করা উচিত হবে; আর আমাদের বরং এই কথা বলা উচিত হবে যে, তার এক অংশ গতিবান্, আর সেই সময়ে অন্য অংশ গতিহীন।

খুব সত্য।

আর মনে কর, আপত্তিকারী আরও সূক্ষ্মতায় চলে গেল, আর সুন্দর পার্থক্য রেখা টানল যে, লাটিমগুলির অংশগুলি শুধু নয়, কিন্তু গোটা লাটিমগুলিই, যখন তাদের কীলকগুলি একস্থানে স্থির রেখে তারা চারদিকে ঘুরতে থাকে, তখন একই সময়ে গতিহীন ও গতিবান্ অবস্থায় থাকে (আর একই স্থানে স্থির থেকে ঘুরছে এমন যে কোন জিনিস সম্বন্ধে সে একই কথা বলতে পারে); তার আপত্তিকে আমরা স্বীকার করব না, কারণ এই সব ধরণের ক্ষেত্রে জিনিসগুলি তাদের নিজেদের অংশগুলিতে গতিহীন ও গতিবান্ নয়; আমরা বরং বলব যে, তাদের একটা মেরুদণ্ড ও একটা পরিধি উভয়ই আছে, আর মেরুদণ্ডটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কারণ লম্ব থেকে তার কোন বিচ্যুতি হয় না; আর পরিধিটা ঘুরে ঘুরে যায়। কিন্তু যদি, যখন ঘুরছে তখন, মেরুদণ্ডটা হয় ডাইনে নয় বাঁয়ে, সামনের দিকে অথবা পিছনের দিকে হেলে, তবে কোন দৃষ্টিবিন্দু থেকেই তারা গতিহীন হতে পারে না।

তিনি উত্তর করলেন: তাদেরকে বর্ণনা করবার ঐ হল নির্ভুল প্রণালী।

সুতরাং, এই আপত্তিগুলির কোনটিই আমাদের হতবুদ্ধি করবে না, অথবা আমাদের বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি দেবে না যে, একই জিনিস একই সময়ে, একই অংশে অথবা একই জিনিসের সম্পর্কে, ক্রিয়া করতে পারে, অথবা বিপরীত ভাবে তার উপর ক্রিয়া হতে পারে।

আমার চিন্তা ধারা অনুসারে, নিশ্চিত না ।

আমি বললাম : তথাপি, এই ধরণের সমুদয় আপত্তি পরীক্ষা করতে, আর সেগুলি যে অসত্য তা বিস্তারিত ভাবে প্রমাণ করতে, যাতে আমাদের বাধ্য হতে না হয়, সেজন্য, এস, আমরা সম্ভাব্যতা ধরে নি, আর এই জ্ঞান নিয়ে এগিয়ে যাই যে, যদি এই ধারণা অসত্য বলে ধরা পড়ে তবে তার থেকে যে সব ফলাফলগুলি দেখা দেবে সেগুলি সব বরবাদ করা হবেই ।

তিনি বললেন : হাঁ, সেই হবে শ্রেষ্ঠ উপায় ।

আমি বললাম : বেশ, তুমি কী মানবে না যে সম্মতি ও অসম্মতি, আকাঙ্ক্ষা ও অনিচ্ছা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, সবই পরস্পর বিরোধী, তারা সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় যাই বলে বিবেচিত হোক না, কারণ তাদের বিরোধিতাটা সত্য, সেটা কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না ?

তিনি বললেন : হাঁ, তারা বিপরীত ।

আমি বললাম : বেশ, আর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, আর সাধারণ ভাবে আকাঙ্ক্ষাগুলি, আর আবার ইচ্ছা ও অভিলাষ—এই সবগুলি, তুমি বলবে, ইতিপূর্বে উল্লিখিত শ্রেণীগুলিতে আছে । তুমি বলবে—বলবে না কী—যে আকাঙ্ক্ষা করে তার আত্মা তার আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে অন্বেষণ করছে ; অথবা সে যে জিনিসের অধিকারী হতে ইচ্ছা করে তাকে নিজের দিকে টানছে ; অথবা আবার, যখন কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে কোন জিনিস তাকে দেওয়া হোক, তখন তার মন, তার আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণের জন্য অভিলাষী হয়ে, তাকে, তার পাবার ইচ্ছাটা তার মাথা দুলিয়ে জ্ঞাপন করে, যেন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আর সে উত্তর দিচ্ছে ?

খুব সত্য ।

আর অনিচ্ছুকতার ও বিতৃষ্ণার ও আকাঙ্ক্ষার অভাবকে তুমি কী বলবে, এগুলিকে কী বিতৃষ্ণা ও প্রত্যাখ্যানের বিপরীত শ্রেণীর বলে দেখাবে না ?

আলবৎ ।

সাধারণ ভাবে, আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে এটি মত, একথা স্বীকার করে নিয়ে, এস; আমরা মনে করি, আকাঙ্ক্ষাগুলির একটা বিশেষ শ্রেণী আছে, আর এগুলির মধ্য থেকে আমরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে বেছে নেবই, তাদের যে নাম দেওয়া হোক ; তাদের মধ্যে এ দুটি হল সবার চেয়ে সুস্পষ্ট ?

তিনি বললেন : এস, ঐ শ্রেণীকে আমরা গ্রহণ করি ।

একটির উদ্দেশ্য হল খাদ্য, আর অন্যটির পানীয় ?

হাঁ।

আর এখানে প্রশ্নটা আসে ; তৃষ্ণা কী আত্মার যে পানীয়ের, আর শুধু পানীয়ের, আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষা নয় ; অন্য কোন জিনিস দিয়ে মিশ্রিত পানীয়ের নয়। উদাহরণ দি, গরম বা ঠাণ্ডা, অথবা বেশি বা অল্প, অথবা এক কথায় কোন বিশেষ ধরণের পানীয় ; কিন্তু যদি তৃষ্ণাটার সঙ্গী থাকে তাপ, তবে আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে ঠাণ্ডা জলের ; অথবা, যদি তৃষ্ণাটা অত্যধিক হয়, তবে যে পানীয় আকাঙ্ক্ষিত হয় তা হবে অত্যধিক ; অথবা, যদি অসামান্য না হয়, তবে পানীয়ের পরিমাণও সামান্য হবে ; কিন্তু বিশুদ্ধ ও সরল তৃষ্ণা বিশুদ্ধ ও সরল পানীয় আকাঙ্ক্ষা করবে, যা হল তৃষ্ণার স্বাভাবিক তৃপ্তি, খাদ্য যেমন ক্ষুধার।

তিনি বললেন : হাঁ, তুমি যেমন বলছ, প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরল আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সরল আর মিশ্রিত আকাঙ্ক্ষা মিশ্রিত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু এখানে এক বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে ; আর এক বিরোধী দাঁড়াতে পারে ও বলতে পারে যে, কোন মানুষ শুধু পানীয় আকাঙ্ক্ষা করে না, কিন্তু ভাল পানীয় আকাঙ্ক্ষা করে, অথবা শুধু খাদ্য নয়, কিন্তু ভাল খাদ্য। সে যাতে এ ভাবে দাঁড়াতে ও বলতে না পারে, সেজন্য আমি আগে থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক ; কারণ আকাঙ্ক্ষার বিশ্বজনীন বস্তু হচ্ছে ভাল, আর তৃষ্ণা একটা আকাঙ্ক্ষা হওয়ার দরুন, প্রয়োজনবশেই ভাল পানীয়ের আকাঙ্ক্ষা বুঝাবে ; আর একই কথা অন্য প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সমান সত্য।

তিনি উত্তর করলেন ; হাঁ, বিরোধীর কিছু বলার থাকতে পারে বটে।

আমি তবু এই মত পোষণ করি যে, আপেক্ষিকগুলির মধ্যে কতক সম্বন্ধসূচক শব্দের এটাতে বা ওটাতে একটা গুণ সংলগ্ন থাকে ; অন্যগুলি সরল আর তাদের সহ-আপেক্ষিকগুলিও সরল।

আমি জানি না, তুমি কী বলতে চাও।

আচ্ছা, তুমি অবশ্য জান যে বৃহত্তরটি ক্ষুদ্রতরটির আপেক্ষিক ?

আলবৎ।

আর অনেক বেশি বৃহত্তরটি অনেক বেশি ক্ষুদ্রতরের ?

হাঁ।

আর একদা বৃহত্তর একদা ক্ষুদ্রতরের, আর যা বৃহত্তর তা যা ক্ষুদ্রতর হবে তার ?

তিনি বললেন : আলবৎ।

আর এই রকম হবে—বেশি ও কমের, আর অন্য আপেক্ষিক শব্দ-

গুলির, যেমন দ্বিগুণ ও অর্ধেক, অথবা আবার, বেশি ভারী ও বেশি পাতলা, বেশি দ্রুতগামী ও বেশি শ্লথ : গরম ও ঠাণ্ডার, আর অন্য যে কোন আপেক্ষিকগুলির বিশেষণ ;—তাদের সকলের সম্বন্ধে কী এটা সত্য নয় ?

হাঁ।

আর একই নীতি কি বিজ্ঞানগুলিতে খাটে না ? বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল জ্ঞান (এটাকে সত্য সংজ্ঞা বলে ধরে নিচ্ছি), কিন্তু একটা বিশেষ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল একটা বিশেষ ধরণের জ্ঞান ; মানে, যেমন ধর গৃহ-নির্মাণের বিজ্ঞান হচ্ছে এক ধরণের বিজ্ঞান যা অন্য ধরণগুলি থেকে আলাদা ও বিশেষ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত ও পৃথক্‌কৃত, আর অতএব বাস্তবিজ্ঞান বলে আখ্যাত।

নিশ্চিত।

এটির বিশেষ এক গুণ আছে যা অন্য কারুর নেই, কারণটা ত এই ?

হাঁ।

আর এটার এই বিশেষ গুণ আছে, কারণ এর একটা বিশেষ ধরনের উদ্দেশ্য আছে ; আর এটা অন্য কলা ও বিজ্ঞানগুলি সম্বন্ধে সত্য ?

হাঁ।

সুতরাং এখন যদি আমি নিজেকে পরিষ্কার করে বুঝাতে পেরে থাকি তবে তুমি আপেক্ষিকগুলি সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলাম তা থেকে আমার কথার মৌলিক মানেটা বুঝতে পারবে। আমার মানেটা ছিল যদি সম্বন্ধসূচক একটা শব্দ একা একা নেওয়া হয়, তবে অন্য শব্দটিও একা নেওয়া হয় ; যদি একটা শব্দকে বিশেষণযুক্ত করা হয়, তবে অন্য শব্দটিকেও বিশেষণযুক্ত করা হয়। আমার বলার অভিপ্রায় এই নয় যে আপেক্ষিকগুলি বিচ্ছিন্ন করা যায় না, অথবা স্বাস্থ্যের বিজ্ঞান স্বাস্থ্যপূর্ণ অথবা ব্যারামের প্রয়োজনবশে ব্যারামগ্রস্ত, অথবা শুভ ও অশুভের বিজ্ঞানগুলি অতএব শুভ ও অশুভ : কিন্তু অভিপ্রায় এই যে, যখন বিজ্ঞান শব্দটা আর বিশুদ্ধ ভাবে ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু একটা বিশেষিত উদ্দেশ্য থাকে, এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও ব্যারামের প্রকৃতি, তখন এটি সংজ্ঞাভুক্ত হয়, আর অতএব শুধু বিজ্ঞান বলে আখ্যাত হয় না, কিন্তু ওষুধের বিজ্ঞান বলে আখ্যাত হয়।

আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি, আর তুমি যেমন ভাবছ আমিও তেমন ভাবি।

তুমি কী বলবে না যে তৃষ্ণা হচ্ছে মূলত এই আপেক্ষিক শব্দগুলির একটি, স্পষ্টত একটি সম্বন্ধ থাকায়—

হাঁ, তৃষ্ণা হচ্ছে পানীয়ের আপেক্ষিক।

আর এক নির্দিষ্ট ধরনের তৃষ্ণা হচ্ছে, এক নির্দিষ্ট ধরনের পানীয়ের আপেক্ষিক; কিন্তু তৃষ্ণাকে একাকী নিলে বুঝায় না বেশির না কমের, না ভালর না মন্দের, না কোন বিশেষ ধরনের পানীয়ের, কিন্তু শুধু পানীয়ের?

আলবৎ!

সুতরাং তৃষার্ত একজনের আত্মা, যতদূর অবধি সে তৃষার্ত, শুধু পানীয় আকাঙ্ক্ষা করে; এর জন্য সে ব্যাকুল হয়, আর এটি সে পেতে চেষ্টা করে?

সেটা পরিস্ফুট।

আর যদি তুমি কোন জিনিস কল্পনা কর যা একটি তৃষ্ণার্ত আত্মাকে পানীয় থেকে টেনে আনে, তবে সেটা নিশ্চয় সেই তৃষ্ণার্ত নীতি থেকে আলাদা হবে যা তাকে একটা জন্তুর মত পানীয়ের দিকে টানে; কারণ আমরা যেমন বলছিলাম, একই জিনিস একই সময়ে নিজের একই অংশ নিয়ে একেরই সম্বন্ধে দুই বিপরীত দিকে কাজ করতে পারে না।

অসম্ভব।

ঠিক যেমন তুমি বলতে পার না যে তীরন্দাজের দুই হাত একই সময়ে ধনুকটাকে টানতে ও ঠেলতে পারে না, কিন্তু যা বলতে পার তা হচ্ছে এক হাত ঠেলে ও অন্যটি টানে।

তিনি উত্তর করলেন: ঠিক সে রকম।

আর কোন মানুষ কী তৃষ্ণার্ত হতে পারে, আর তবু পান করতে অনিচ্ছুক থাকতে পারে?

তিনি বললেন: হাঁ, এটা অনবরত ঘটছে।

আর এ ক্ষেত্রে একজন কী করবে? তুমি কী বলবে না যে আত্মায় এমন জিনিস ছিল যা কোন মানুষকে পান করতে আদেশ দিচ্ছিল, আর তাছাড়া এমন জিনিস ছিল যা তাকে পান করতে নিষেধ করছিল, সেটা যে নীতি তাকে আদেশ দিচ্ছিল তার চেয়ে আলাদা ও বেশি শক্তিমান?

আমি সে রকম বলব।

আর নিষেধাত্মক নীতি যুক্তি থেকে লাভ করা হয়, আর যা আদেশ করে ও আকর্ষণ করে তা কামুকতা থেকে সঞ্জাত?

পরিষ্কার।

সুতরাং আমরা সঙ্গত ভাবে ধরে নিতে পারি যে নীতি হল দুটি, আর তারা একে অন্য থেকে পৃথক; একটা হল, যার সাহায্যে কোন মানুষ যুক্তি দেখায়, একে আমরা আত্মার যৌক্তিক নীতি আখ্যা দিতে পারি, অন্যটি হল, যার সাহায্যে সে ভালবাসে, আর ক্ষুধিত হয়, আর তৃষিত

হয়, আর অন্য যে কোন আকাঙ্ক্ষার ঝাপটা অনুভব করে, তাকে নাম দেওয়া যায় অযৌক্তিক বা ক্ষুৎপিপাসার নীতি, বিবিধ আনন্দ ও তৃপ্তির মিশ্রণ ?

তিনি বললেন : হাঁ, আমরা সঙ্গত ভাবে তাদের আলাদা বলে ধরে নিতে পারি।

সুতরাং, এস, আমরা চূড়ান্ত স্থির করি যে আত্মাতে অবস্থানকারী দুটি নীতি আছে। আর উগ্রতা বা তেজ সম্বন্ধে কী ? এটি কী একটা তৃতীয়, নীতি অথবা আগের কোনটির কুটুম্ব ?

আমার বলবার ঝোঁক হবে—আকাঙ্ক্ষার কুটুম্ব।

আমি বললাম : বেশ : একটা গল্প আছে, আমি সেটা পড়েছি বলে মনে পড়ে, আর আমি সেটা বিশ্বাস করি। গল্পটা হল, আগ্লাইয়োনের পুত্র লেওনতিয়স্, পিরেয়স্ থেকে একদিন এল, উত্তর দেওয়ালের নিচে বাইরের দিকে কতকগুলি মৃতদেহ ফাঁসির জায়গায় মাটিতে শোয়ান দেখতে পেল। সে তাদের দেখবার একটা আকাঙ্ক্ষা আর একটা ভয় ও ঘৃণাও অনুভব করল ; কিছু সময় সে সংগ্রাম করল, আর চোখ দুটি ঢেকে রাখল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষাটা জয়লাভ করল ; আর তাদের জোর করে খুলে সে মড়াগুলির কাছে দৌড়ে গেল, বলতে বলতে গেল, ওরে আমার চোখ, দেখ, এই সুন্দর দৃশ্য প্রাণ ভরে দেখ।

তিদি বললেন : আমি নিজেই গল্পটা শুনেছি।

কাহিনীর উপদেশ হচ্ছে, সময়ে সময়ে রাগ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, যেন তারা দুই আলাদা জিনিস।

তিনি বললেন : হাঁ, ঐ হল মানে।

আর অন্য অনেক ঘটনা কী নেই যেখানে আমরা লক্ষ্য করি যে, যখন কোন মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলি তার যুক্তির উপর প্রবল প্রাধান্য লাভ করে, তখন সে নিজেকে তিরস্কার করে ; আর নিজের ভিতরে ঐ প্রবলতায় সে ক্রুদ্ধ হয়, আর এই যুঝাযুঝি কোন রাষ্ট্রের দুই দলের যুঝাযুঝির মত ; এই সংঘর্ষে তার তেজ তার যুক্তির সপক্ষে থাকে ;—কিন্তু যখন যুক্তি স্থির করে যে তাকে প্রতিরুদ্ধ করা উচিত নয়, তখন উগ্র বা তেজী উপাদানযুক্ত আকাঙ্ক্ষাগুলির সঙ্গে একত্র হয়ে যায়,—সে এমন এক ধরনের জিনিস যা আমার বিশ্বাস তুমি কখনও তোমার মধ্যে, অথবা আমার যেমন ধারণা, অন্য কারুর মধ্যে, ঘটতে দেখ নি ?

নিশ্চিত না।

ধর যে কোন মানুষ ভাবল যে সে অন্যের একটা ক্ষতি করেছে,

সে যত মহত্তর হবে, কোন দুঃখভোগ করলে সেজন্য তত কম রাগ সে অনুভব করতে সমর্থ হবে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যতই না কেন তার উপর ক্ষুধা বা শীত বা অন্য যন্ত্রণা চাপাক—সেগুলিকে সে ন্যায্য বলে গণ্য করে, আর আমি যেমন বলি এগুলির দ্বারা তার ক্রোধ উদ্দীপিত হতে অস্বীকার করে।

কিন্তু যখন সে ভাবে যে সে ক্ষতির অকারণ ভুক্তভোগী, তখন সে রাগে ফুলে যায়, আর যা ন্যায় বলে সে বিশ্বাস করে তার সপক্ষে চলে; আর সে ক্ষুধা বা শীত বা অন্য যন্ত্রণা ভোগ করে বলে সে অধ্যবসায়ী হতে ও জয়লাভ করতে মনে মনে মাত্র আরও বেশি স্থিরসংকল্প হয়। তার মহৎ ভাব উপশান্ত হবে না যে পর্যন্ত না সে হত্যা করে অথবা হত হয়; অথবা যে পর্যন্ত না সে তার রাখালের অর্থাৎ যুক্তির গলা শুনতে পায়, তার কুকুরকে আর ঘেউ ঘেউ না করতে আদেশ দেয়।

তিনি উত্তর করলেন: ছবিটা নিখুঁত; আর আমাদের রাষ্ট্রে, আমরা যেমন বলছিলাম, সহায়কদের হতে হবে কুকুর, আর শুনতে হবে শাসকদের গলা, তারাই রাখাল।

আমি বললাম: আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি আমাকে সম্পূর্ণ বুঝেছ; কিন্তু আর একটি বিষয় আছে, আমি চাই তুমি সেটা বিবেচনা কর।

কী বিষয়?

তোমার মনে আছে যে, উগ্রতা বা তেজ প্রথম দৃষ্টিতে এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা বলে বোধ হয়েছিল, কিন্তু এখন আমরা সম্পূর্ণ উল্টা কথা বলছি; কারণ আত্মার সংগ্রামে তেজ যৌক্তিক নীতির পক্ষে দাঁড়াচ্ছে।

নিশ্চিততম ভাবে।

কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন উঠছে; উগ্রতা কী যুক্তির থেকে আলাদা কিছু অথবা যুক্তির শুধু একটা রকমফের; পরবর্তী অবস্থায়, আত্মায় তিনটি নীতির পরিবর্তে, থাকবে শুধু দুটি, যৌক্তিক ও কামুক, অথবা, বরং রাষ্ট্র যেমন তিন শ্রেণী, বণিক, সহায়ক, উপদেষ্টা, নিয়ে রচিত হয়, সেই রকম এক বৈযক্তিক আত্মার একটি তৃতীয় উপাদান থাকতে পারবে না কী, তা হল উগ্রতা বা তেজ? আর যখন সুশিক্ষা দ্বারা ভূষিত হয় তা তখন যুক্তির স্বাভাবিক সহায়ক হয়?

তিনি বললেন: হাঁ; নিশ্চয় তৃতীয় একটা উপাদান থাকবে।

আমি উত্তর করলাম: হাঁ, উগ্রতা আকাঙ্ক্ষা থেকে আলাদা বলে আগেই ত দেখান হয়েছে, যদি উগ্রতা যুক্তি থেকেও আলাদা বলে প্রতিপাদিত হয় তবে তাই হবে।

কিন্তু সেটা সহজে প্রমাণিত হবে ; আমরা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মধ্যেও লক্ষ্য করতে পারি যে প্রায় জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তারা তেজে পূর্ণ, পক্ষান্তরে তাদের কতকজন কখনও যুক্তির ব্যবহার পর্যন্ত পৌঁছায় বলে মনে হয় না, আর তাদের অধিকাংশ অনেক দেরীতে সেখানে পৌঁছায় ।

আমি বললাম : চমৎকার। আর তুমি দেখতে পাবে, ইতর জন্তুদের মধ্যে উগ্রতা সমান ভাবে বিরাজ করছে—তুমি যা বলছ তার সত্যতার এটা আর একটা প্রমাণ। আর আমরা আর একবার হমেরসের কাছে নিবেদন করতে পারি, আমরা ইতিপূর্বে তাঁর কাছ থেকে উদ্ধৃত করেছি,

'তিনি তাঁর বক্ষ চাপড়েছিলেন আর এই ভাবে নিজের আত্মাকে
ভর্ৎসনা করেছিলেন' :

কারণ এই পংক্তিতে হমেরস্ পরিষ্কার ভাবে সেই শক্তিকে কল্পনা করে-ছিলেন যা যুক্তিযুক্ত উৎকৃষ্টতর ক্রোধকে যুক্তিহীন নিকৃষ্টতর ক্রোধ থেকে আলাদা বলে দেখায়, আর তিরস্কার করে।

তিনি বললেন : খুব সত্য ।

আর এই ভাবে, প্রচুর তোলপাড় করার পর আমরা ডাঙায় পৌঁছেছি, আর মোটামুটি একমত হয়েছি যে, যে নীতিগুলি রাষ্ট্রে রয়েছে সেই একই নীতিগুলিও ব্যক্তিতে রয়েছে, আর তারা সংখ্যায় তিন ।

ঠিক তাই ।

সুতরাং আমরা কী নিশ্চয় এই অনুমান করব না যে ব্যক্তি একই ভাবে জ্ঞানী, আর সেই একই ধর্মের জন্য জ্ঞানী যা রাষ্ট্রকে জ্ঞানের আধার করে ?

আলবৎ ।

আর যে গুণ রাষ্ট্রে সাহস সৃষ্টি করে সেই একই গুণ ব্যক্তিতে সাহস সৃষ্টি করে, আর রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ই অন্য সকল ধর্মের সঙ্গে একই সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকে ?

অবশ্য অবশ্য ।

আর যে ভাবে রাষ্ট্র ন্যায়বান্, সেই একই ভাবে ব্যক্তিও ন্যায়বান্ বলে আমরা স্বীকার করব ?

অবশ্য, একের পর অন্য আসে।

আমরা স্মরণ না করে পারি না যে তিনটি শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণী তার নিজের শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট কাজ করবে, তবেই সেখানে রাষ্ট্রের ন্যায় অবস্থান করবে ?

তিনি বললেন : আমাদের ভুলে যাবার সম্ভাবনা খুব কম ।

আমরা নিশ্চয় আবার মনে রাখব যে, যে ব্যক্তিতে তার প্রকৃতির ভিন্ন

ভিন্ন গুণগুলি তাদের নিজ নিজ কাজ করে, সেই ব্যক্তি ন্যায়বান্ হবে আর তার নিজের কাজ করবে ?

তিনি বললেন : হাঁ, আমরা সেটাও মনে রাখব।

আর জ্ঞানীর এক সমগ্র আত্মার ভার যার উপর অর্পিত সেই যৌক্তিক নীতির, কী শাসন করা, আর উগ্র বা তেজী নীতির প্রজা ও মিত্র হওয়া উচিত নয় ?

আলবৎ।

আর, আমরা যেমন বলছিলাম, সঙ্গীত ও ব্যায়ামের যুক্ত প্রভাব তাদের ঐক্য সাধন করবে, আর মহৎ বাক্য ও উপদেশের সাহায্যে যুক্তিকে প্রাণবন্ত ও পোষিত করবে, আর স্বরমিল ও ছন্দের সাহায্যে উগ্রতার ভাবকে শান্ত, সংহত ও সুসভ্য করবে ?

তিনি বললেন : সম্পূর্ণ সত্য।

আর এই ভাবে লালিত ও শিক্ষিত, এই দুটি, তাদের নিজ নিজ কর্তব্য সত্যভাবে শিখে নেবার পর, কামুকতার উপর শাসন কর্তৃত্ব চালাবে ; কামুকতা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আত্মার বৃহত্তম অংশ জুড়ে আছে, আর প্রকৃতিবশত লাভবান্ হয়েও কিছুতে তৃপ্ত হয় না ; এটিকে তারা চৌকি দেবে, পাছে যাকে বলি দৈহিক সুখভোগ তার পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে বর্ধমান ও শক্তিশালিনী, কামুক আত্মা, তার নিজের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ না থেকে, তাদের দাস ও শাসন করবার চেষ্টা করে যারা তার স্বাভাবিক জাত প্রজা নয়, আর মানুষের সমগ্র জীবনকে উল্টে দেয় ?

তিনি বললেন : খুব সত্য।

তারা উভয়ে একত্রে কী বাইরে থেকে আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে সমগ্র আত্মার ও সমগ্র দেহের শ্রেষ্ঠ রক্ষক হবে না ; তার নেতার অধীনে, একজন দেবে পরামর্শ আর অন্যজন করবে লড়াই আর সাহসের সঙ্গে তার হুকুম ও পরামর্শগুলি কার্যকর করবে ?

সত্য।

আর তাকেই সাহসী বলে গণ্য করা হবে যার সত্তা কাকে তার ভয় করা উচিত আর কাকে তার ভয় করা উচিত নয় সে সম্বন্ধে যুক্তির আদেশগুলি আনন্দ ও যন্ত্রণার মধ্যে পালন করতে পারে ?

তিনি উত্তর করলেন : ঠিক।

আর তাকেই আমরা জ্ঞানী বলি যার মধ্যে আছে সেই ছোট অংশ যা শাসন করে, আর যা এই আদেশগুলি ঘোষণা করে ; তিনটি অংশের

প্রত্যেকটির আর সমগ্রের স্বার্থের পক্ষে কী অনুকূল তার সম্বন্ধে একটা জ্ঞান সেই অংশেরই আছে বলে কল্পনা করা হয় ?

নিশ্চয় নিশ্চয় ।

আর তুমি কী বলবে না যে সে হচ্ছে মিতাচারী যার এই একই উপাদানগুলি বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরমিলে মিশে আছে, যার মধ্যে যুক্তির এক শাসক নীতি আর তেজ ও আকাঙ্ক্ষার দুই প্রজা নীতি সমভাবে সম্মত হয় যে যুক্তির শাসন করা উচিত, আর বিদ্রোহ করে না ?

তিনি বললেন : নিশ্চিত, রাষ্ট্রে হোক বা ব্যক্তিতে হোক, ঐ হল মিতাচারের সত্য বিবরণ ।

আমি বললাম : আর এটা নিশ্চয় যে, আমরা বার বার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছি, কী ভাবে, আর কোন্ গুণের বলে, কোন মানুষ ন্যায়বান্ হবে ।

সেটা খুব নিশ্চিত ।

আর ন্যায় কী ব্যক্তিতে অস্পষ্টতর, আর তার আকৃতি কী আলাদা, অথবা সে সেই একই রকম যে ভাবে তাকে আমরা রাষ্ট্রে পেয়েছিলাম ?

তিনি বললেন : আমার মতে কোন পার্থক্য নেই ।

কারণ, যদি এখনও আমাদের মনে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট থাক, তবে আমি কতকগুলি মামুলি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যেগুলি তার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের নিঃসন্দিগ্ধ করবে ।

কোন্ ধরণের দৃষ্টান্তগুলির কথা তুমি বলছ ?

যদি ঘটনাটা আমাদের কাছে রাখা হয়, তবে কী আমরা নিশ্চয় স্বীকার করব না যে, ন্যায়বান্ রাষ্ট্রের, অথবা এই রকম একটা রাষ্ট্রের, নীতিগুলিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের, ন্যায়হীন মানুষের চেয়ে সোনা বা রূপার এক আমানত সরিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা কম থাকবে ? কেউ কী এটি অস্বীকার করবে ?

তিনি উত্তর করলেন : কেউ না ।

ন্যায়বান্ মানুষ বা নাগরিক কী কখনও দেবস্ব অপহরণ, চুরি অথবা বন্ধুদের প্রতি বা তার দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার দোষে দোষী হবে ?

কখনও না ।

যেখানে শপথ নেওয়া হয়েছে, অথবা চুক্তি করা হয়েছে, সেখানে সে কখনও বিশ্বাসভঙ্গও করবে না ।

অসম্ভব ।

আর পরস্ত্রীগমন, অথবা তার বাবা ও মাকে অসম্মান প্রদর্শন, অথবা

তার ধর্মীয় কর্তব্যে গাফিলতি করবার সম্ভাবনা আর কারও এত কম হবে না ?

কারও না।

তার কারণ এই যে তার প্রত্যেক অংশ নিজের কাজ করছে, তা শাসন করা হোক বা শাসিত হওয়া হোক ?

ঠিক তাই।

সুতরাং তুমি কী সন্তুষ্ট যে, যে গুণ এ ধরণের লোকদের আর এ ধরণের রাষ্ট্রগুলির সৃষ্টি করে তা ন্যায়, অথবা তুমি কী অন্য কিছু আবিষ্কার করবার প্রত্যাশা কর ?

বাস্তবিক, আমি করি না।

সুতরাং আমাদের স্বপ্ন সফল হয়েছে, আর আমাদের নির্মাণের কাজের শুরুতে আমরা সন্দেহ করেছিলাম যে কোন দৈবশক্তি নিশ্চয় আমাদের ন্যায়ের এক আদিম আকারে নিয়ে উপনীত করছে, সে সন্দেহ এখন সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

হাঁ, নিশ্চিত।

আর শ্রমের বিভাগ নির্দেশ করে,—ছুতার ও মুচি ও বাকী নাগরিকরা প্রত্যেকে তার নিজের কাজ করবে, আর অন্যের কাজ করবে না,—এই শ্রম-বিভাগে ন্যায়ের একটা ছায়ামাত্র ছিল, আর সেই কারণে এটি উপযোগী ছিল ?

পরিষ্কার।

কিন্তু বাস্তবে ন্যায় ছিল আমরা যেমন বর্ণনা করছিলাম সেই রকম; সংশ্লিষ্ট ছিল, বহির্মুখীন মানুষটির সঙ্গে নয়, কিন্তু অন্তর্মুখীন মানুষটির সঙ্গে, যা হল মানুষের আসল সত্য রূপ আর ব্যাপার, কারণ ন্যায়বান্ মানুষ তার আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উপাদানগুলিকে একের কাজে অন্যকে হস্তক্ষেপ করবার, অথবা তাদের কাউকে অন্যদের কাজ করবার, অনুমতি দেয় না,—সে তার নিজের আভ্যন্তরীণ জীবনে সুশৃংখলা আনে, আর নিজে নিজের প্রভু আর নিজে নিজের আইন হয়, ও নিজের সঙ্গে বিবাদহীন থাকে; আর যখন সে তার ভিতরকার তিনটি নীতিকে একত্র বেঁধে ফেলেছে, সেগুলিকে নিম্নতর ও মধ্যবর্তী আর মাঝামাঝি ক্ষতিগুলির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—যখন এইগুলি একত্র বেঁধেছে, আর বহু হয়ে থাকে নি, কিন্তু একটি সমগ্র পরিমিত আর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে, তখন সে কাজে প্রবৃত্ত হয়, যদি তার কাজ করতে হয়, সে কাজ সম্পত্তির ব্যাপার হোক, বা দেহের যত্ন হোক, বা রাজনীতি

কিংবা বেসরকারী কোন বিষয় হোক ; যা এই সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থাকে রক্ষা করে, অথবা ঐ অবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করে, তাকে ন্যায্য ও শুভ কাজ বলে নির্দিষ্ট করা হয়, আর যে জ্ঞান তাঁর অধিপতি, তাকে বিজ্ঞতা বলে চিন্তা করা ও অভিহিত করা হয়, আর যা কোন সময়ে এই অবস্থার অপহ্নব ঘটায় তাকে সে বলবে ন্যায়হীন কাজ আর যে অভিমত তার অধিপতি তাকে বলবে অজ্ঞতা ।

সোক্রাতেস্, তুমি খাঁটি সত্য কথা বলেছ ।

খুব ভাল ; আর আমরা যদি জোর দিয়ে বলি আমরা ন্যায়বান্ মানুষ ও ন্যায়বান্ রাষ্ট্রকে আর তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ন্যায়ের প্রকৃতিকে আবিষ্কার করেছি, তবে আমাদের মিথ্যাভাষণ হবে না ?

নিশ্চিততম রূপে না ।

সুতরাং আমরা কী সে রকম বলতে পারি ?

এস, আমরা সে রকম বলি।

আমি বললাম : আর এখন অন্যায়কে বিবেচনা করতে হবে ।

পরিষ্কার ।

অন্যায় কী নিশ্চয় তিনটি নীতির মধ্যে এক সংঘর্ষ উদ্ভবের ফল নয়—অনধিকার চর্চা ও হস্তক্ষেপ ও আত্মার এক অংশের সমগ্র আত্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ও একজন সত্য রাজকুমারের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহী প্রজার, যার আনুগত্য স্বাভাবিক, তার অবৈধ কর্তৃত্ব গ্রহণ,—এই সব বিশৃংখলা ও ভ্রম, অন্যায় ও অমিতাচার, ও ভীরুতা ও অজ্ঞতা ও অধর্মের আকারগুলি ছাড়া কী ?

যথার্থ সে রকম।

আর যদি ন্যায় ও অন্যায়ের প্রকৃতি জানা থাকে, তবে ন্যায়হীন কাজ করা আর ন্যায়হীন হওয়ার, অথবা আবার ন্যায়বান্ কাজ করা আর ন্যায়বান্ হওয়ার মানেও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হবে ?

তিনি বললেন : তুমি কী বলতে চাও ?

আমি বললাম : কেন, তারা অসুখ ও স্বাস্থ্যের মত ; দেহে অসুখ ও স্বাস্থ্য যা, তারা আত্মায় ঠিক তাই হয়ে আছে ।

তিনি বললেন : কী করে ?

আমি বললাম : কেন, যা স্বাস্থ্যপ্রদ, তা স্বাস্থ্য সৃষ্টি করে, আর যা অস্বাস্থ্যপ্রদ তা ব্যারাম সৃষ্টি করে ?

হাঁ ।

আর ন্যায্য কাজগুলি ন্যায় সৃষ্টি করে আর অন্যায্য কাজগুলি অন্যায় সৃষ্টি করে ?

সেটা নিশ্চিত।

আর স্বাস্থ্যের সৃষ্টি হচ্ছে এক প্রাকৃতিক শৃংখলা আর দেহের অংশ-গুলির মধ্যে অন্যের দ্বারা একের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ; আর ব্যারামের সৃষ্টি হচ্ছে এই প্রাকৃতিক শৃংখলার সঙ্গে ঐক্যহীন এক অবস্থা উৎপাদন ?

সত্য।

আর ন্যায়ের সৃষ্টি কী এক প্রাকৃতিক শৃংখলা আর আত্মার অংশগুলির মধ্যে অন্যের দ্বারা একের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, আর অন্যায়ের সৃষ্টি এই প্রাকৃতিক শৃংখলার সঙ্গে ঐক্যহীন এক অবস্থার উৎপাদন নয় ?

সত্য।

সুতরাং ধর্ম হল আত্মার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ও মঙ্গল, আর অধর্ম হল আত্মার ব্যারাম ও দুর্বলতা ও বিকৃতি ?

সত্য।

আর সদাচার কী ধর্মে, আর অসদাচার কী অধর্মে উপনীত করে না ?

নিশ্চয় নিশ্চয়।

তথাপি ন্যায় ও অন্যায়ের তুলনামূলক সুবিধা সম্বন্ধে পুরানো প্রশ্নটির এখনও উত্তর দেওয়া হয় নি : কোন্‌টা বেশি লাভজনক, ন্যায়বান্ হওয়া ও ন্যায্যভাবে কাজ করা আর ধর্মাচরণ করা, দেবতাদের ও মানুষদের চোখে পড়ুক বা না পড়ুক, অথবা ন্যায়হীন হওয়া ও অন্যায্যভাবে কাজ করা, যদি শুধু শাস্তি ও সংস্কার এড়িয়ে যাওয়া যায় ?

সোক্রাতেস্, আমার বিচারে, প্রশ্নটা এখন হাস্যকর দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা জানি যে, যখন দৈহিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে, তখন জীবন আর সহনীয় থাকে না, যদিও বা সকল প্রকার মাংস ও মদ্য দিয়ে ভূরিভোজ করান হয়, আর সমুদয় ধন ও সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী করে দেওয়া হয় ; আর আমাদের কী এই কথা বলা হবে যে, যখন জৈবনিক নীতির মূলটার তলদেশ একেবারে ক্ষয়ে গেছে আর দূষিত হয়েছে, তখন তবু কোন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার সার্থকতা আছে, যদি সে যা চায় তাই তাকে দেওয়া হয়, একটি মাত্র ব্যতিক্রম থাকে যে তাকে ন্যায় ও ধর্ম লাভ করতে অথবা অন্যায় ও অধর্মের হাত থেকে পার পেতে হবে না ; ধরে নিচ্ছি তারা উভয়ে সে রকম যে রকম আমরা বর্ণনা করেছি ?

আমি বললাম : হাঁ, তুমি যেমন বলছ, প্রশ্নটা হাস্যকর। তথাপি,

আমরা সেই জায়গার কাছে এসেছি যেখানে আমরা নিজের চোখে সব চেয়ে পরিষ্কার ভাবে সত্যকে দেখতে পাব; তাই পথের ধারে আমরা যেন হীনবল হয়ে বসে না পড়ি।

তিনি উত্তর করলেন: নিশ্চিত না।

আমি বললাম: চলে এস এখানে, আর অধর্মের বিবিধ আকৃতিগুলি দেখ, মানে, আমি বলছি, তাদের মধ্যে যেগুলি তাকাবার পক্ষে উপযুক্ত সেগুলিকে দেখতে বলছি।

তিনি উত্তর করলেন: আমি তোমাকে অনুসরণ করছি; এগোও।

আমি বললাম: বিতর্ক এমন একটা উচ্চ গ্রামে পৌঁছেছে যে, মনে হচ্ছে, সেখান থেকে, যেন পর্যবেক্ষণের উচ্চ দুর্গ থেকে, একজন মানুষ নিচের দিকে তাকালে পরে দেখতে পাবে যে ধর্ম হচ্ছে অদ্বিতীয় এক, কিন্তু অধর্মের আকৃতিগুলি অসংখ্য; চারটি হচ্ছে বিশেষ ধরণের আর প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বললেন: তুমি কী বলতে চাও?

আমি উত্তর করলাম: মানে, আমি বলতে চাই, রাষ্ট্রের যতগুলি স্পষ্ট আলাদা আকার আছে, আত্মারও ততগুলি আলাদা আকার আছে বলে বোধ হয়।

কতগুলি?

আমি বললাম: রাষ্ট্রের পাঁচটি, আর আত্মার পাঁচটি।

তারা কী কী?

আমি বললাম: প্রথম হল সেটি যেটিকে আমরা বর্ণনা করে আসছি আর যেটির দুই নাম আছে বলা যেতে পারে, রাজতন্ত্র ও অভিজনতন্ত্র, শাসন কাজটা বিশিষ্ট একজন চালায় বা অনেকে চালায় তদনুসারে।

তিনি উত্তর করলেন: সত্য।

কিন্তু আমি মনে করি, নাম দুটা বটে, বর্ণনা করছে শুধু একটি আকার; কারণ সরকার একজনের বা অনেকের হাতে থাক, যদি শাসকরা সেই ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে যে ভাবে আমরা কল্পনা করেছি, তবে রাষ্ট্রের মূল আইনগুলি রক্ষা পাবে।

তিনি উত্তর করলেন: সে কথা সত্য।

গ্রন্থ পাঁচ

সুতরাং এই হল সেই নগর বা রাষ্ট্র যাকে আমি বলি শুভ ও সত্য; আর শুভ ও সত্য মানুষও এই ছাঁচের হয়; আর এটা যদি ঠিক হয়, তবে অন্য প্রত্যেকটি ভুল; আর অশুভ হল তাই, যা শুধু রাষ্ট্র-সংবিধানকে স্পর্শ করে না, কিন্তু প্রতি আত্মার নিয়ন্ত্রণকেও করে। সেটা চার আকারে দেখা দেয়।

তিনি বললেন: সেগুলি কী, শুনি?

চারটি অশুভ আকার একাদিক্রমে কী ভাবে দেখা দেয় বলে আমার কাছে বোধ হয়, তা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় পলেমার্খস্, তিনি আদিমান্তস্‌কে ছাড়িয়ে ওদিকে একটু দূরে বসেছিলেন, তাঁর কাণের কাছে ফিস্‌ফিস্ শুরু করলেন; কাঁধ বরাবর তাঁর কোটের উপরটা হাত বাড়িয়ে ধরলেন, আর তাঁকে নিজের দিকে টানলেন, নিজেকে এমন ভাবে ঝুঁকিয়ে দিলেন যেন তাঁর খুব কাছে হতে পারেন, আর তাঁর কাণে কাণে কিছু বললেন, যার শুধু এই কথাগুলি আমার কাণে এল, 'আমরা কী ওঁকে ছেড়ে দেব, অথবা আমরা কী করব?'

আদিমান্তস্ তাঁর গলার স্বর চড়িয়ে বললেন: আলবৎ না।

আমি বললাম: কাকে তোমরা ছেড়ে দিতে চাইছ না?

তিনি বললেন: তোমাকে।

আমি আবার বললাম: বিশেষ ভাবে আমাকেই কেন ছেড়ে দেওয়া হবে না?

তিনি বললেন: কেন, আমাদের ধারণা, তুমি অলস, আর গল্পের একটা খুব গুরুতর অংশ, একটা গোটা পরিচ্ছেদ, আমাদের কাছে চেপে যাচ্ছ; আর তুমি ভাবছ, তোমার এই চতুর অগ্রসর হওয়া আমরা লক্ষ্য করব না; এটা যেন প্রত্যেকের কাছে স্বতঃসিদ্ধ যে স্ত্রীলোকদের ও সন্তান-সন্ততিদের ব্যাপারে 'বন্ধুরা সব জিনিস সমান ভাবে ভোগ করেন'।

আরে, আমি কী ঠিক বলিনি, আদিমান্তস্?

তিনি বললেন: হাঁ; কিন্তু অন্য সব জিনিসের মত, এই বিশেষ ক্ষেত্রে কী ঠিক, তা ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন আছে; কারণ সমাজ অনেক শ্রেণীর হতে পারে। অতএব দয়া করে বল কী ধরণের সমাজের কথা তুমি বলছ। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে প্রত্যাশা করে বসে আছি, তুমি তোমার নাগরিকদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু বলবে—তারা

কী ভাবে জগতে সন্তান পয়দা করবে, আর তারা এখানে পৌঁছবার পর কী ভাবে তাদের মানুষ করবে, আর স্ত্রীলোকদের ও সন্তানদের এই সমাজ, তার প্রকৃতি কী—কারণ আমাদের মত এই যে, এই ধরণের ব্যাপারগুলির নির্ভুল বা ভ্রান্ত পরিচালনা রাষ্ট্রের শুভ বা অশুভ সম্পাদনে প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করবে। আর এখন এ প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়েছে, তবু তুমি আর একটি রাষ্ট্র হাতে নিতে যাচ্ছ। তাই আমরা সংকল্প করেছি, তুমিও শুনতে পেলে, তুমি এ সবের বিবরণ না দেওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব না।

গ্লাউকোন্ বললেন : ঐ সংকল্পে তুমি ধরে নিতে পার আমি যেন বলছি, সম্মত।

থ্রাস্যমাখস্ বললেন : আর কথা না বাড়িয়ে, তুমি আমাদের সকলকে সমান ভাবে সম্মত বলে ধরতে পার।

আমি বললাম : এই ভাবে আমার উপর হামলা করে তোমরা বুঝছ না তোমরা কী করছ। রাষ্ট্র নিয়ে কী না তর্কের ঝড় তুললে তোমরা। যখন আমি ভাবছি, আমি শেষ করেছি, আর এই প্রশ্নটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি বলে হৃষ্ট হচ্ছি, আর ভাবছি আমি কী ভাগ্যবান্ যে আমি তখন যা বলেছি তোমরা তা মনে মনে মেনে নিয়েছ, ঠিক তখন তোমরা আমাকে একেবারে ভিত থেকে শুরু করতে বলছ, জ্ঞান নেই যে শব্দরূপা বোলতার চাকে ঢিল ছুড়ছ। আমি ঘনায়মান এই বিপদ দেখতে পেয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

থ্রাস্যমাখস্ বললেন : কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সবাই এখানে এসেছি বলে তুমি ধারণা কর,—সোনা খুঁজতে না কথাবার্তা শুনতে ?

হাঁ, কিন্তু কথাবার্তার একটা সীমা থাকা উচিত।

গ্লাউকোন্ বললেন : হাঁ, সোক্রাতেস্, সমগ্র জীবনটাই হল, শুধু সেই সীমা যা জ্ঞানী লোকেরা এ ধরণের কথাবার্তায় আরোপ করেছেন। কিন্তু আমাদের কথা ছেড়ে দাও, তুমি নিজে উৎসাহী হও, আর নিজের মত করে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও : আমাদের অভিভাবকদের মধ্যে যা চালু করা হবে সেই স্ত্রীলোকদের ও সন্তানদের সমাজটা কী রকম হবে ? আর জন্ম ও শিক্ষার মাঝখানকার সময়-ক্ষেপ কী ভাবে ব্যবস্থা করব, সে বিষয়ে সব চেয়ে বেশি যত্ন নেওয়া দরকার বলে মনে হয়। আমাদের বল, এই জিনিসগুলি কেমন হবে।

হাঁ, আমার সরল-মনা বন্ধু, কিন্তু উত্তরটা হল সরলের উল্টা ; আমাদের আগের সিদ্ধান্তগুলির চেয়ে অনেক বেশি সংশয় এর সম্বন্ধে জাগে।

কারণ যা বলা হবে তার সাধ্যতাকে সন্দেহ করা হতে পারে ; আর অন্য এক দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখলে, যদি বা সাধ্য হয়, তবে পরিকল্পনাটা সর্বোৎকৃষ্ট কি না, সন্দেহের বিষয়। সুতরাং বিষয়টার সম্মুখীন হতে আমি একটু অনিচ্ছা বোধ করি, পাছে হে প্রিয় বন্ধু আমার, আমাদের উচ্চাশা স্বপ্নমাত্রে পর্যবসিত হয়।

তিনি উত্তর করলেন : ভয় পেও না, কারণ তোমার শ্রোতারা তোমার উপর কঠোর হবে না ; তারা সংশয়বাদীও নয়, বিরুদ্ধভাবাপন্নও নয়।

আমি বললাম : হে সু-বন্ধু আমার, মনে হয়, আমাকে উৎসাহ দেওয়াই এই কথাগুলির মর্ম।

তিনি বললেন : হাঁ।

তাহলে আমাকে বলতে দাও যে তুমি ঠিক উল্টা কাজটি করছ ; তুমি যে উৎসাহ দিচ্ছ তা পুরাপুরি খুব ভাল হত যদি আমি নিজে বিশ্বাস করতাম যে আমি যা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি তা আমি নিজে জানি : যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ব্যাপারগুলি একজন মানুষ শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে, সেগুলি সম্বন্ধে তাকে ভালবাসে 'এমন জ্ঞানবান্ লোকদের মধ্যে সত্য ঘোষণা তার মনে কোন ভয় বা দ্বিধা উৎপাদন করবার কথা নয় ; কিন্তু তুমি নিজে যখন শুধু একজন দ্বিধাগ্রস্ত অনুসন্ধিৎসু, ঐ হল আমার অবস্থা, তখন বিতর্ক চালিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক ও বিচ্ছিরি জিনিস ; আর বিপদ্ এই নয় যে আমি উপহাসের পাত্র হব (এ নিয়ে ভয় পাওয়া বালকোচিত), কিন্তু এই যে কোথায় আমি পা ফেলছি তার সম্বন্ধে যেখানে আমার স্থির নিশ্চয় হওয়া দরকার সেখানে সত্য আমার হাত ফস্‌কে যাবে, আর আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে যাব। আমি প্রার্থনা করি, আমি যে শব্দগুলি উচ্চারণ করতে যাচ্ছি স্বর্গবাসী মহাকাল যেন সেগুলি আমার উপর ছুড়ে না দেন। কারণ আমি খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আইনের ব্যাপারে সৌন্দর্য অথবা সততা অথবা ন্যায় সম্বন্ধে প্রবঞ্চক হওয়া যত বড় অপরাধ তার তুলনায় অনিচ্ছাবশত মানবঘাতী হওয়া তার চেয়ে ঢের ছোট অপরাধ। আর সে হল এমন এক ঝুঁকি যা আমি বরং মিত্রদের মধ্যে নয়, শত্রুদের মধ্যে, নিতে রাজি আছি, আর অতএব আমাকে উৎসাহ দিয়ে তুমি ভালই করছ।

গ্লাউকোন্ হেসে বললেন : বেশ বেশ, সোক্রাতেস্, এমন যদি হয় যে তুমি আর তোমার বিতর্ক আমাদের গুরুতর ক্ষতি করে, তবে তোমাকে আগেভাগে নরহত্যার দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হবেই, আর তোমাকে নিশ্চয় প্রবঞ্চক বলে গণ্য করা হবে না ; সুতরাং সাহস কর, আর বল।

আমি বললাম : আচ্ছা, আইন বলে যে একজন লোক যখন মুক্তি পায় তখন সে অপরাধ-মুক্ত হয়, আর যা আইনে চলে তা বিতর্কেও চলে। তাহলে কেন তুমি ভয় করবে ?

আমি উত্তর করলাম : আমি অনুমান করি যে আমি নিশ্চয় পিছন-পানে পা টেনে নেব আর যথাস্থানে যা হয়ত আগে আমার বলা উচিত ছিল, তা বলব। পুরুষদের অংশের অভিনয় শেষ হয়ে গেছে, আর এখন স্ত্রীলোকদের পালা আসাটা উচিত হচ্ছে। তাদের সম্বন্ধে আমি বলতে শুরু করব, আর খুব খুশি মনে করব, কারণ তোমরা আমাকে আমন্ত্রণ করেছ।

আমাদের নাগরিকদের মত জাত ও শিক্ষিত মানুষদের যথোচিত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার, আমার মতে, একটি মাত্র পথ আছে। সিদ্ধান্তটা হবে স্ত্রীলোকদের ও সন্তান-সন্ততিদের উপর কর্তৃত্বের অধিকার আর তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে। স্থির হয়েছে আদিতে আমরা যে পথে রওনা হয়েছিলাম, সেই পথ এখন অনুসরণ করব, তখন আমরা বলেছিলাম পুরুষদের যে দলের অভিভাবক ও প্রহরী কুকুর হতে হবে।

সত্য।

এস, আমরা এর উপরে কল্পনা করি, আমাদের স্ত্রীলোকদের জন্ম ও শিক্ষা একই রকম বা প্রায় একই রকম নিয়মাবলির অধীন হবে; তার পর আমরা দেখব ফলটা আমাদের নকসা অনুযায়ী হয় কি না।

তুমি কী বলতে চাও ?

আমি বললাম : আমি যা বলতে চাই তা একটা প্রশ্নের আকারে রাখা যেতে পারে : কুকুরগুলি কী মদ্দা ও মাদীতে বিভক্ত, না শিকারে ও চৌকি দিতে আর কুকুদের অন্যান্য কর্তব্যে উভয়ে সমান অংশ গ্রহণ করে ? অথবা আমরা কী কুকুর পালের পুরাপুরি ও অদ্বিতীয় ভার মদ্দাগুলিকে অর্পণ করব, আর মাদীগুলিকে ঘরের কাজে ছেড়ে দেব, এই কল্পনার বশবর্তী হয়ে যে বাচ্চাগুলি বয়ে নেওয়া আর দুধ দেওয়া তাদের পক্ষে যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ।

তিনি বললেন :- না ; তারা তুল্যভাবে অংশ গ্রহণ করে ; তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল এই যে, মদ্দারা বলবত্তর আর মাদীরা দুর্বলতর।

কিন্তু যদি তাদের একই ভাবে লালন পালন করা না হয় তবে তুমি কী বিভিন্ন জন্তুকে একই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে পার ?

পারি না।

কিন্তু যদি পুরুষদের যা মেয়েদেরও সেই কর্তব্য হয়, তবে তাদের একই লালন ও একই শিক্ষা হবে ?

হাঁ !

আমাদের পুরুষদের শিক্ষার ব্যবস্থায় ছিল সঙ্গীত ও ব্যায়াম ।

হাঁ ।

সুতরাং স্ত্রীলোকদেরও নিশ্চয় সঙ্গীত ও ব্যায়াম, আর যুদ্ধের কলাও বটে, শেখান হবে, ওগুলিও তারা পুরুষদের মত অভ্যাস করবে ?

আমি বিবেচনা করি,—অনুমান তাই দাঁড়ায় ।

আমি বললাম : আমি বরঞ্চ প্রত্যাশা করব, আমার প্রস্তাবগুলি, যদি কাজে পরিণত হয়, তবে অপ্রচলিত বলে, হাস্যকর প্রতিভাত হবে ।

তাতে কোন সন্দেহ নেই ।

হাঁ, আর সমুদয় জিনিসের মধ্যে সব চেয়ে হাস্যকর হবে, শিক্ষাগারে পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা উলঙ্গ হয়ে ব্যায়াম করছে এই দৃশ্য, বিশেষত যখন তারা আর যুবতী নেই ; যে উৎসাহী বৃদ্ধ পুরুষরা তাদের কোঁচকান চামড়া ও কদাকার সত্বেও ব্যায়ামাগারগুলিতে যাতায়াত করতেই থাকে তাদের চেয়ে ঐ স্ত্রীলোকরা বেশি কিছু সুন্দর এক দৃশ্য হবে না ।

তিনি বললেন : হাঁ, বাস্তবিক : বর্তমানের ধারণা অনুযায়ী প্রস্তাবটা হাস্যকর মনে করা হবে ।

আমি বললাম : কিন্তু তাহলে, আমরা যখন স্থির সংকল্প নিয়েছি যে, মন খুলে কথা বলব, তখন এই ধরণের নূতনত্বের দিকে লক্ষ্য করে অতি-বুদ্ধিরা যে সব ঠাট্টা ছুড়ে মারবে, আমরা নিশ্চয় সেগুলিকে ভয় করব না ; সঙ্গীত ও ব্যায়াম উভয়েতে স্ত্রীলোকদের কৃতিত্বের কথা, আর সর্বোপরি তাদের বর্ম পরা আর ঘোড়ার পিঠে চড়া সম্বন্ধে তারা কী রকম বলাবলিই না করবে ।

তিনি উত্তর করলেন : খুব সত্য ।

তথাপি শুরু যখন করেছি, আইনের বন্ধুর জমিতে এগিয়ে যেতে তখন হবেই আমাদের ; আর একই সময়ে এই সব ভদ্রলোকের কাছে আমরা ভিক্ষা চাইব তারা জীবনে একবারের মত গম্ভীর হোক । আমরা তাদের স্মরণ করিয়ে দেব, বেশি দিনের কথা নয়, হেল্লাস্‌বাসীরা এই মতাবলম্বী ছিল যে উলঙ্গ মানুষকে দর্শন হাস্যকর ও অশ্লীল, বর্বর জাতিদের মধ্যে এখনও ঐ মত সাধারণভাবে গ্রাহ্য ; আর যখন প্রথমে ক্রেতদ্বীপবাসীরা আর পরে লাকেদামনীয়াবাসীরা প্রথাটি প্রবর্তন করল, সেদিনকার অতিবুদ্ধির তখন হয়ত ঐ নূতনত্ব নিয়ে সমভাবে হাসাহাসি করেছিল ।

সন্দেহ নেই।

কিন্তু যখন অভিজ্ঞতা দেখাল যে ঢেকে রাখার চেয়ে খোলা থাকতে দেওয়া অনেক বেশি ভাল আর যুক্তি দেখিয়ে উৎকৃষ্টতর নীতি প্রতিষ্ঠিত হল, তখন যেটা বাইরে চোখেতে হাস্যকর ঠেকছিল সেটা শূন্যে মিলিয়ে গেল, তখন সেই মানুষ তার মত নির্বোধ বলে প্রতিপাদিত হল যে হাসির তীরগুলি মূর্খতা ও পাপের দৃশ্য ছাড়া অন্য কোন দৃশ্যের দিকে ছুড়ে মারে, অথবা শুভের মানদণ্ড ছাড়া অন্য কোন মানদণ্ডে সুন্দরকে পরিমাপ করতে গম্ভীর ভাবে বসে যায়।

তিনি উত্তর করলেন : খুব সত্য।

সুতরাং, প্রথম প্রশ্নটা কৌতুকভরে অথবা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে, তা নিয়ে, এস, আমরা স্ত্রীলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়ায় আসি ; তার কী পুরুষালি কাজে গোটাভাবে বা আংশিকভাবে স্থান গ্রহণের সামর্থ্য আছে না আদৌ নেই ? আর যুদ্ধের কলা কী সেই কলাগুলির অন্যতম যাতে সে স্থান গ্রহণ করতে পারে বা পারে না ? অনুসন্ধান শুরু করবার ওই হবে প্রকৃষ্টতম পথ, যা সম্ভবত আমাদের সঙ্গততম সিদ্ধান্তে নিয়ে যাবে।

ওটা প্রকৃষ্টতম পথ বটে।

আমরা কী প্রথমে বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করব এবং নিজেদের বিরুদ্ধে তর্ক দিয়ে শুরু করব ? তা করলে বিপক্ষের স্থানটা অরক্ষিত থাকবে না।

তিনি বললেন : কেনই বা করব না ?

তাহলে এস আমরা আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের মুখে একটা বক্তৃতা বসিয়ে দি। তারা বলবে : 'ও সোক্রাতেস্। ও গ্লাউকোন্। কোন প্রতিপক্ষেরই তোমাদের অপরাধী সাব্যস্ত করার প্রয়োজন নেই। কারণ তোমরা নিজেরা, রাষ্ট্রের প্রথম পত্তনের কালে, নীতিটা স্বীকার করে নিয়েছিলে যে প্রত্যেককে তার প্রকৃতির উপযোগী একটি মাত্র কাজ করতে হবে।' আর যদি আমি ভুল না করে থাকি, তবে নিশ্চিতই, এ রকম একটি স্বীকারোক্তি আমরা করেছিলাম। 'আর পুরুষদের ও স্ত্রীলোকদের প্রকৃতিগুলি কী বাস্তবিক খুব বেশি ভিন্ন ভিন্ন হয় না ?' আমরা উত্তর দেব : অবশ্য তারা হয়। তখন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, 'পুরুষদের ও স্ত্রীলোকদের উপর অর্পিত কর্তব্যগুলি বিভিন্ন হওয়া উচিত কি না, আর তাদের বিভিন্ন প্রকৃতিগুলির সঙ্গে যুতসই হওয়া উচিত কি না ?' নিশ্চিত তাদের হওয়া উচিত। 'কিন্তু তাই যদি হয়, তবে পুরুষরা ও স্ত্রীলোকরা, যাদের প্রকৃতিগুলি এত সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাদের একই কাজগুলি

করা সমীচীন হবে, এই কথা বলায় তোমরা কী ঘোর অসমাঞ্জস্যে পতিত হও নি?'—ওগো চতুর মশাই, এই সব আপত্তি যে তুলবে, যেই তুলুক, তার বিরুদ্ধে আমাদের হয়ে কী আত্মরক্ষা তুমি করবে?

যখন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করা হয় তখন উত্তর দেওয়ার পক্ষে ওটা একটা সোজা প্রশ্ন নয়, ; মামলাটা আমাদের দিকে টেনে আনবার জন্য আমি তোমার কাছে সাহায্য যাচঞা করব, করছি।

গ্লাউকোন্, এগুলি হল আপত্তি, আর এই ধরণের অন্য অনেক আপত্তি আছে, অনেক আগেই আমি এগুলি দিব্য চোখে দেখেছিলাম ; স্ত্রীলোকদের ও শিশুদের ভার নেওয়া ও লালন করা বিষয়ে কোন আইন তৈরির কাজ হাতে নিতে ঐগুলি আমাকে বাধা দিচ্ছিল, ভীত করছিল।

তিনি বললেন : জেউসের দিব্যি, মীমাংসিতব্য সমস্যাটা সহজাত নয়ই আর সব কিছু।

আমি বললাম : কেন, হাঁ, তাত বটেই, কিন্তু সত্য কথা এই যে, কোন মানুষ যখন ডুব-জলে পড়ে, তখন সে একটা ছোট সাঁতরাবার গামলায় পড়ুক অথবা মাঝ সমুদ্রে পড়ুক, তার সাঁতার না কেটে উপায় থাকে না।

খুব সত্য।

আর আমরা কী নিশ্চয় সাঁতার কাটব না আর তীরে পৌঁছবার চেষ্টা করব না ; আমরা আশা করব যে আরিয়োনের তিমি অথবা অন্য কোন অলৌকিক সাহায্য আমাদের উদ্ধার করবে?

তিনি বললেন : আমি তাই কল্পনা করি।

বেশ তাহলে, এস দেখি যদি পালাবার কোন উপায় পাওয়া যায়। আমরা স্বীকৃতি দিয়েছিলাম—আমরা কী দেই নি?—যে বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন বৃত্তি থাকা উচিত, আর পুরুষদের ও স্ত্রীলোকদের প্রকৃতিগুলি ভিন্ন। আর এখন কী বলছি আমরা?—যে বিভিন্ন প্রকৃতিগুলির একই বৃত্তি থাকা উচিত।—এই হল অসামঞ্জস্য দোষ যার দায় আমাদের উপর চাপান হচ্ছে।

যথার্থ।

আমি বললাম : গ্লাউকোন্, সত্য বলছি, প্রতিবাদ কলার কী মহিমাময়ী শক্তি।

তুমি এ-রকম কেন বলছ?

কারণ আমার মনে হয়, অনেক অনেক লোক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

এই আচরণ করে। যখন সে মনে করে যে যুক্তি দিচ্ছে, তখন সে বস্তুত তর্ক করছে, ঠিক এই কারণে যে সে সংজ্ঞা দিতে ও বিশ্লেষণ করতে পারে না, আর তাই যার কথা বলে তার সম্বন্ধে জানে না ; আর বিবাদের মরজি নিয়ে, সু-আলোচনার মরজি নিয়ে নয়, সে শুধু কথার উপর কথা গেঁথে প্রতিবাদ জানায়।

তিনি বললেন : হাঁ, প্রায়শ এ রকম ঘটে ; কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের ও আমাদের বিতর্কের সম্পর্কটা কী ?

প্রচুর ; কারণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিশ্চিত ভাবে আমাদের একটা মৌখিক প্রতিবাদে লিপ্ত হবার বিপদ্ আছে।

কী রকম ?

কারণ আমরা সাহসী ও বিবাদপ্রিয় হয়ে শুধু বাচনিক সত্যের উপর জোর দি ; সেটা হল এই যে বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন বৃত্তি থাকা উচিত। কিন্তু আমরা কখনও আদপেই বিবেচনা করি নি প্রকৃতির ঐক্য বা বৈচিত্র্যের অর্থ কী, আর যখন আমরা বিভিন্ন প্রকৃতিকে বিভিন্ন বৃত্তি আর একই প্রকৃতিকে একই বৃত্তি প্রদান করেছিলাম কেন আমরা তাদের আলাদা করেছিলাম।

তিনি বললেন : তাই ত ; না, ওটা কখনও আমাদের বিবেচনায় আসে নি।

আমি বললাম : কল্পনা কর যেন আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ জিজ্ঞাসা করলাম, টেকো মানুষদের ও চুলওয়ালা মানুষদের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন বিরোধিতা আছে কি না, আর আমরা যদি স্বীকার করি, আছে, তবে টেকো মানুষরা মুচি হলে আমরা চুলওয়ালা মানুষদের মুচি হতে নিষেধ করে দেব, আর চুলওয়ালারা মুচি হলে টেকোদের মুচি হতে নিষেধ করব ?

তিনি বললেন : সেটা কৌতুকের সামিল হবে।

আমি বললাম : হাঁ, কৌতুক একটা ; আর কেন ? না, যখন আমরা রাষ্ট্র নির্মাণ করেছিলাম, তখন আমরা এমন বুঝাই নি যে প্রকৃতি-গুলির বিরোধিতা সব রকম পার্থক্য পর্যন্ত প্রসারিত করে বিবেচনা করা হবে, বুঝিয়েছিলাম যে শুধু সেই পার্থক্যগুলি ধরা হবে যেগুলি ব্যক্তির অবলম্বিত বৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার করছে ; উদাহরণ, আমাদের তর্ক করা উচিত ছিল যে চিকিৎসক আর যে মনে একজন চিকিৎসক এদের একই প্রকৃতি আছে বলে বলা যেতে পারে।

সত্য।

অপর দিকে, চিকিৎসক ও ছুতারের প্রকৃতিগুলি বিভিন্ন।

আলবৎ।

আমি বললাম: আর যদি কোন কলা বা বৃত্তিতে লিঙ্গভেদে পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাদের যোগ্যতার দিক থেকে উনিশ-বিশ বলে বোধ হয়, তবে আমরা বলব যে এ রকম বৃত্তি বা কলা তাদের মধ্যে হয় একে, নয় ওকে, অর্পণ করা সমীচীন হবে; কিন্তু পার্থক্যটা যদি আবদ্ধ থাকে শুধু স্ত্রীলোকের প্রসব ও পুরুষের জন্মদানে, তবে এটা একটা প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায় না যে কী ধরণের শিক্ষা স্ত্রীলোকের পাওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে আর স্ত্রীলোককে পুরুষ থেকে আলাদা করতে হবে; অতএব আমরা এই মতেই বরাবর অটল থাকব যে আমাদের অভিভাবকদের ও তাদের স্ত্রীদের একই রকমের বৃত্তি থাকা উচিত।

তিনি বললেন: খুব সত্য।

তারপর, আমরা বিরুদ্ধবাদীকে জিজ্ঞাসা করব, নাগরিক জীবনের যে কোনও বৃত্তি বা যে কোনও কলাকে যদি ধরি, তবে একজন পুরুষের প্রকৃতি থেকে একজন স্ত্রীলোকের প্রকৃতি কী ভাবে ভিন্ন?

জিজ্ঞাসাটা সম্পূর্ণ উচিত কাজ হবে।

আর হয়ত সে, তোমার নিজের মত, উত্তর দেবে যে তৎক্ষণাৎ একটা পুরা উত্তর দেওয়া সহজ নয়; কিন্তু একটু গভীর চিন্তা করে দেখলে বুঝা যাবে মুস্কিল কিছু নেই।

হাঁ, হয়ত।

তারপর কল্পনা কর যে, আমরা তাকে আমাদের বিতর্কে সঙ্গ নিতে আমন্ত্রণ জানালাম; তখন আমরা তাকে দেখাতে পারব বলে আশা করি যে, স্ত্রীলোকের গড়নে অদ্ভুত এমন কিছু নেই যা তাদেরকে রাষ্ট্র-শাসনের বেলায় কাবু করবে।

সর্বতোভাবে।

এস, আমরা তাকে বলি: আমরা এখন তোমাকে একটি প্রশ্ন করব: কোন বিষয়ে গুণান্বিত বা গুণহীন প্রকৃতির কথা যখন তুমি বলেছিলে, তখন কী তুমি এই বলতে চেয়েছিলে যে একজন মানুষ সহজে কোন জিনিস আয়ত্ত করবে, অন্যজন তা কষ্টে করবে; অল্প একটু পড়াশুনা একজনকে অনেক কিছু আবিষ্কারে নিয়ে যাবে; অন্য দিকে, অপর জন অনেক অধ্যয়ন ও আত্মনিয়োগের পর, শিখতে না শিখতে ভুলে যাচ্ছে; অথবা আবার, তুমি কী বলতে চেয়েছিলে, একজন এমন দেহ পেয়েছে যা মনের সৎ অনুচর হয়েছে, অন্য দিকে, অপরজনের দেহটা তার পক্ষে বাধা স্বরূপ হয়েছে?—পার্থক্যগুলি কী এই রকম হবে না, যেগুলি প্রকৃতি

যারা গুণান্বিত একজন মানুষকে গুণ বর্জিত একজন মানুষ থেকে আলাদা করে ?

কেউ তা অস্বীকার করবে না ।

আর মানব জাতির এমন কোন বৃত্তি তুমি কী উল্লেখ করতে পার যাতে পুরুষজাত এই সব দান ও গুণ স্ত্রীজাতের চেয়ে উচ্চতর স্তরে অধিকার করে বর্তমান নেই ? বুনন কলা, মিঠাই আচার তৈরি যেগুলিতে স্ত্রীজাতি বাস্তবিকই বড় বলে বোধ হয়, আর যেগুলিতে পুরুষের কাছে তার হেরে যাওয়া, সমস্ত জিনিসের মধ্যে সব চেয়ে অসম্ভব, সেগুলির কথা বলবার জন্য আমার কী সময় নষ্ট করবার কোন প্রয়োজন আছে ?

তিনি উত্তর করলেন : স্ত্রীজাতির সাধারণ ন্যূনতার কথা তুমি যা বললে, তাতে তুমি সম্পূর্ণ নির্ভুল ; যদিও অনেক স্ত্রীলোক অনেক বিষয়ে অনেক পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তথাপি তুমি যা বলছ, তা মোটের উপর সত্য।

আমি বললাম : বন্ধু হে, তাই যদি হয় তবে রাষ্ট্র শাসন সম্বন্ধে কোন বিশেষ গুণপনা দরকার হয় না, স্ত্রীলোক বলে শুধু স্ত্রীলোক যার অধিকারী, অথবা পুরুষ বলে শুধু পুরুষ যার অধিকারী, কিন্তু প্রকৃতির দানগুলি উভয়কে সমভাবে বণ্টন করা হয়েছে ; পুরুষদের সমুদয় বৃত্তি স্ত্রীলোকদেরও বৃত্তি, কিন্তু তাদের সবগুলিতেই স্ত্রীলোক পুরুষের চেয়ে নিচে ।

খুব সত্য।

তাহলে আমাদের আইনের ধারাগুলি সবই কী আমরা পুরুষদের উপর চাপাব আর কোনটাই স্ত্রীলোকদের উপর চাপাব না ?

সেটা কখনও হতে পারে না ।

একজন স্ত্রীলোকের রোগ আরাম করবার প্রকৃতি-দত্ত ক্ষমতা আছে, অন্যের নেই ; একজন সঙ্গীতজ্ঞা অন্যের প্রকৃতিতে বিন্দুমাত্র সঙ্গীত নেই ?

খুব সত্য ।

আর একজন স্ত্রীলোকের ব্যায়ামের ও সামরিক কুচ-কাওয়াজের দিকে প্রবণতা আছে, অন্যজন যুদ্ধবিমুখ, ও ব্যায়ামকে ঘৃণা করে ?

আলবৎ ।

আর একজন স্ত্রীলোক দার্শনিক, অন্য জন দর্শনের শত্রু ; একজনের তেজ আছে, অন্যজন তেজোহীন ?

সেটাও সত্য ।

তারপর একজন স্ত্রীলোকের অভিভাবকের মেজাজ থাকবে, অন্যের

থাকবে না। এই ধরণের পার্থক্য দেখেই. কী পুরুষ অভিভাবকদের বাছাইয়ের কাজটা হয় নি?

হাঁ।

অভিভাবক তৈরির জন্য যে গুণগুলি দরকার, পুরুষরা ও স্ত্রীলোকরা সেগুলির সমান অধিকারী; তাদের যা কিছু পার্থক্য সেটা শুধু তুলনায় তাদের শক্তিমত্তার বা দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে।

স্পষ্টত।

আর যাদের এ ধরণের গুণাবলি আছে সেই স্ত্রীলোকদের তুল্য গুণ সমন্বিত আর সদৃশ সমর্থ ও চরিত্রবিশিষ্ট পুরুষদের সঙ্গী ও সতীর্থরূপে বাছাই করতে হবে?

খুব সত্য।

আর একই প্রকৃতিগুলির কী একই বৃত্তিগুলি থাকা উচিত নয়?

উচিত।

সুতরাং, আমরা আগে যা বলছিলাম, অভিভাবকদের স্ত্রীদের সঙ্গীত ও ব্যায়াম অর্পণ করায় অস্বাভাবিক কিছু নেই—আমরা ঘুরে আবার সেই বিষয়ে এসে পড়লাম।

নিশ্চিত না, অস্বাভাবিক কিছু নেই।

আমরা তখন যে আইন প্রণয়ন করেছিলাম, তা প্রকৃতির অনুকূল ছিল, আর অতএব সেটা অসম্ভব কিছু নয়, মাত্র উচ্চাশাও নয়; আর বর্তমানে চালু বিপরীত প্রথা, বস্তুত, প্রকৃতির বিরুদ্ধতা।

সেটা সত্য বলে বোধ হয়।

আমাদের বিবেচনা করবার কথা ছিল, প্রথমত, আমাদের প্রস্তাবগুলিকে কাজে পরিণত করা সম্ভব কি না, দ্বিতীয়ত ওগুলিই সব চেয়ে হিতকারী কি না?

হাঁ।

তার সম্ভাব্যতা স্বীকৃত হয়েছে?

হাঁ।

এর পর অত্যন্ত বড় জিনিস উপকারটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে?

সম্পূর্ণ তাই।

তুমি স্বীকার করবে যে, যে শিক্ষা একজন পুরুষ মানুষকে উত্তম অভিভাবক করে সেই একই শিক্ষা একজন স্ত্রীলোককে উত্তম অভিভাবক করবে; কারণ তাদের মূল প্রকৃতি এক রকম?

হাঁ।

আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম।

কী সেটা ?

তুমি কী বলবে উৎকর্ষে সব মানুষ সমান হয়, অথবা একজন মানুষ অন্য জনকে উৎকর্ষে ছাড়িয়ে যেতে পারে ?

পরে যা বললে।

আর আমরা যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করছিলাম সেখানে ত অভিভাবকরা আমাদের আদর্শ প্রণালীতে মানুষ হয়ে উঠেছে ; তুমি কী ধারণা কর তারা বেশি পরিপূর্ণ মানুষ না মুচিরা বেশি পরিপূর্ণ মানুষ যাদের শিক্ষা ছিল জুতা তৈরি করায় ?

কী হাস্যকর এক প্রশ্ন !

আমি উত্তর করলাম : আমাকে তোমার উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে ; আচ্ছা, আর আমরা কী আরও বলতে পারি না যে, আমাদের অভিভাবকরা আমাদের নাগরিকদের মধ্যে সর্বোত্তম ?

অনেক অনেক উত্তম।

আর রাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকরা যতদূর সম্ভব উত্তম হবে, এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছু আছে কী ?

এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছু থাকতে পারে না।

আর আমরা যে ভাবে বর্ণনা করেছি, সে ভাবে বর্তমান থাকলে সঙ্গীত ও ব্যায়াম উভয়ে এই কাজ সুসম্পন্ন করবে ?

নিশ্চিত।

সুতরাং, আমরা এখন এক আইন প্রণয়ন করেছি যা শুধু সম্ভব নয়, পরন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বাধিক পরিমাণে কল্যাণকর ?

সত্য।

সুতরাং, আমাদের অভিভাবকদের স্ত্রীদের অনাবৃতদেহ হতে দাও, কারণ ধর্ম হবে তাদের পোষাক ; আর যুদ্ধের ও স্বদেশ রক্ষার শ্রমে তাদের ভাগী হতে দাও ; শুধু শ্রমগুলির বণ্টনে লঘুতরগুলি স্ত্রীলোকদের দেওয়া হবে, তারা প্রকৃতিতে দুর্বলতর বলে। কিন্তু অন্য সব দিক থেকে তাদের করণীয় কাজগুলি একই হবে। উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে সর্বোত্তমকে সিদ্ধ করবার জন্য, শারীরিক ব্যায়ামে রত উলঙ্গ স্ত্রীলোকদের দেখে যে মানুষ হাসে, তার সম্বন্ধে বলি, তার হাসি হল

'কাঁচা বিজ্ঞতার একটা ফল'।

খুব সত্য।

সুতরাং, স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আমাদের আইনে এই ছিল এক মুস্কিল, যার

হাত থেকে, আমরা বলতে পারি যে, আমরা রক্ষা পেয়েছি ; স্ত্রীপুরুষ ভেদে অভিভাবকদের সকল বৃত্তি সাধারণ বৃত্তি হবে এই আইন প্রণয়ন করার জন্য. ঢেউটা আমাদের জ্যান্ত গিলে ফেলে নি ; বিতর্কের নিজের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য এই ব্যবস্থার উপযোগিতার, আর সম্ভাব্যতারও বটে, সাক্ষ্য বহন করছে।

হাঁ, ওটা একটা জবরদস্ত ঢেউ ছিল, তার হাত থেকে রক্ষা পেলে।

আমি বললাম : হাঁ, আরও জবরদস্ত একটা আসছে ; তুমি যখন পরেরটি দেখবে তখন এটিকে আর বড় কিছু বলে বিবেচনা করবে না।

এগোও : আমাকে দেখতে দাও।

আমি বললাম : আইনটা হল এটির আর এর আগে যা কিছু এসেছিল সবের ফলশ্রুতি, সেটা নিম্নোক্ত ভাবের হবে,—'যে আমাদের স্ত্রী-অভিভাবকদের সাধারণ ভোগ্যা হতে হবে, আর তাদের ছেলেমেয়েদের সর্বজনের ছেলেমেয়ে হতে হবে, আর কোন বাপ মা তার ছেলেমেয়েকে চিনবে না, কোন শিশুও তার বাপ মাকে চিনবে না।'

তিনি বললেন : হাঁ, ঐ ঢেউটা অন্যটার চেয়ে অনেক বেশি বড় ; আর এ রকম একটা আইনের সম্ভাব্যতা, উপযোগিতাও বটে, অনেক বেশি সন্দেহজনক।

আমি বললাম : স্ত্রীদের ও শিশুদের সার্বজনীন ভাবে পাওয়া সম্বন্ধে উপযোগিতা নিয়ে বড় রকম তর্ক হতে পারে, এ আমি মনে করি না ; সম্ভাব্যতা হল সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, তা নিয়ে সবিশেষ তর্ক হবে।

আমি মনে করি, উভয় সম্বন্ধেই অনেকগুলি সন্দেহ জাগতে পারে।

আমি উত্তর করলাম : তুমি বলতে চাও যে, আমাকে দুই প্রশ্ন একত্র নিতেই হবে। এখন আমার কথার অর্থ ছিল যে, উপযোগিতা তোমার স্বীকৃতি পাবে ; আর আমি ভেবেছিলাম, আমি তাদের একটার হাত থেকে রক্ষা পাব, আর তারপর থাকবে শুধু সম্ভাব্যতা বিচার।

কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ধরা পড়েছে, আর অতএব তোমাকে দয়া করে উভয়ের মধ্যে একটা রফার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি বললাম : আচ্ছা, আমি আমার ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করছি ; তথাপি আমাকে একটা ছোট অনুগ্রহ ভিক্ষা দাও : দিনে যারা স্বপ্ন দেখে তারা যেমন একা একা বেড়ায় নিজেদের স্বপ্নের আনন্দে মসগুল, আমাকে সেই রকম স্বপ্নলোকের পথে বেড়াতে দাও ; কারণ তারা তাদের ইচ্ছাগুলি পূরণ করবার কোন উপায় আবিষ্কার করার পূর্বে—ওটা এমন ব্যাপার যা নিয়ে ওরা কখনও মাথা ঘামায় না—

তারা সম্ভাব্যতা নিয়ে চিন্তা করে করে নিজেদের বরং ক্লান্ত করতে চাইবে না : কিন্তু তারা যা আকাঙ্ক্ষা করে তা ইতিমধ্যেই তাদেরকে দান করা হয়েছে, এই ধরে নিয়ে তারা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়, আর যখন তাদের বাসনা চরিতার্থ হয় তখন তারা কী করতে চায়, তা বিস্তারিত বর্ণনা করতে আনন্দ বোধ করে—তাদের সামর্থ্য কখনও বেশি কিছু করবার মত নয়, সেই সামর্থ্যকে বেশি কিছু কাজে না লাগাবার এই একটা ফন্দি তাদের আছে। এখন আমি নিজেই উৎসাহ হারাতে শুরু করেছি ; আর, তোমাদের অনুমতি নিয়ে, সম্ভাব্যতার প্রশ্নটা এখনকার মত স্থগিত রাখতে পারলে খুশি হব। অতএব, প্রস্তাবটা কাজে পরিণত করা সম্ভব ধরে নিয়ে, আমি এখন অনুসন্ধান করতে প্রবৃত্ত হব, শাসকরা এই বন্দোবস্তগুলি কার্যকর করবে, এবং আমি দেখাব যে, আমাদের পরিকল্পনা, যদি সম্পন্ন হয় তবে তা রাষ্ট্রের ও অভিভাবকদের সর্বাধিক কল্যাণ করবে। সুতরাং, প্রথমত, যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমি তোমার সাহায্য নিয়ে ব্যবস্থার সুবিধাগুলি বিবেচনার চেষ্টা করব ; আর এর পর সম্ভাব্যতার প্রশ্ন।

আমার কোন আপত্তি নেই ; এগোও।

প্রথম, আমি মনে করি যে যদি আমাদের শাসকদের ও তাদের সহায়কদের, তারা যে নাম ধারণ করে তার যোগ্য হতে হয়; তবে, একজনের হুকুম করবার ক্ষমতা, আর অন্যজনের পালন করবার ইচ্ছা, অবশ্যই থাকা চাই ; অভিভাবকরা নিজেরা আইনগুলি প্রতিপালন করবে। আর তাদের হাতে সব রকম খুঁটিনাটি পূরণের ভার ন্যস্ত থাকবে, সেগুলিতে তারা অবশ্যই ঐ আইনগুলির মর্যাদা রক্ষা করে তার ভাব অনুকরণ করবে।

তিনি বললেন : ঠিক কথা।

আমি বললাম : তুমি, তাদের আইন-প্রণেতা, পুরুষদের বাছাই করবার পর এখন স্ত্রীলোকদের বাছাই করবে, আর তাদেরকে পুরুষদের হাতে দেবে ;—তারা যতদূর সম্ভব পুরুষদের সম-প্রকৃতি হবে ; আর তাদের নিশ্চয় সমভোগ্য বাড়ীতে বাস করতে ও আহার্য গ্রহণ করতে হবে। তাদের কারুরই একান্ত নিজের বলে কিছু থাকবে না ; তারা একত্র হবে, আর একত্র লালিত হয়ে উঠবে, আর ব্যায়ামগুলিতে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। আর এই ভাবে তাদের প্রকৃতির একটা অভাবের বা প্রয়োজনের চাপে একে অন্যের সঙ্গে সহবাস করতে আকৃষ্ট হবে—প্রয়োজন শব্দটা খুব বেশি কড়া শব্দ নয়, কী বল ?

তিনি বললেন : হাঁ ;— প্রয়োজন, জ্যামিতিক নয়, কিন্তু অন্য ধরণের

প্রয়োজন, যা প্রেমিকরা জানে, আর যা মানবজাতির রাশি রাশির কাছে অনেক বেশি বিশ্বাসজনক ও বাধ্যতামূলক।

আমি বললাম, সত্য : আর এটি, গ্লাউকোন্, অন্য সমুদয়ের মত নিশ্চয় একটা সুশৃংখল কায়দা অনুসরণ করে চলতে থাকবে ; ধন্যদের নগরে কামুকতা একটা অপবিত্র জিনিস, শাসকরা তা নিষিদ্ধ করবে ?

তিনি বললেন : হাঁ, আর এটাকে থাকবার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

সুতরাং, এটা পরিষ্কার যে এর পরের জিনিস হবে, বৈবাহিক সম্বন্ধকে পরম পবিত্র রাখা, আর যা সব চেয়ে কল্যাণকর, তাকে পবিত্র বলে গণ্য করা !

যথার্থ।

আর বিয়েগুলিকে কী করে সব চেয়ে কল্যাণকর করা যায় ?—ও প্রশ্নটা আমি তোমার কাছেই রাখছি, কারণ আমি তোমার বাড়ীতে শিকারের জন্য রাখা কুকুরগুলিকে, আর উঁচুদরের পাখীগুলিকে, সেও অল্প নয়, দেখেছি। এখন আমি তোমাকে অনুনয় করি, বল, তুমি আমাকে নিশ্চয় করে বল, তুমি কী কখনও তাদের জোড় বাঁধার ও প্রসবের সময় উপস্থিত থেকে লক্ষ্য করেছ ?

কোন্ বিশেষত্বগুলি ?

কেন, প্রথমত যদিও তারা সবাই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, তথাপি তাদের মধ্যে কতকগুলি কী অন্যদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর নয় ?

সত্য।

আর তুমি কী কোন বিচার-বিবেচনা না করে তাদের সবায়ের থেকে বাচ্চা তোল, না শুধু সর্বোৎকৃষ্টগুলির থেকে যাতে বাচ্চা হয় তা দেখ।

সর্বোৎকৃষ্টদের থেকে।

আর তুমি কী বৃদ্ধতমদের না কনিষ্ঠতমদের না শুধু পরিণত বয়স্কদের গ্রহণ কর ?

আমি শুধু পরিণত বয়স্কদের বাছাই করি।

আর যদি বাচ্চা তোলার ব্যাপারে যত্ন ও সাবধানতা নেওয়া না হত, তবে তোমার পাখী ও কুকুরগুলির অনেক অবনতি ঘটত ?

আলবৎ।

আর সাধারণ ভাবে ঘোড়াদের ও অন্য জন্তুদের বেলাতেও তাই।

নিঃসন্দেহ।

আমি বললাম : হা দয়াল বিধাতা ! প্রিয় বন্ধু আমার, যদি মানববংশের জন্য একই নীতি সত্য হয়, তবে কী চূড়ান্ত কুশলতা না আমাদের অভিভাবকদের দরকার হবে।

নিশ্চয়, একই নীতি সত্য ; কিন্তু এটির জন্য কেন বিশেষ কুশলতা দরকার হবে ?

আমি বললাম : আমাদের শাসকরা প্রায়ই গোটা গোষ্ঠীর উপর ওষুধগুলি প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এখন তুমি জান যে যখন রোগীদের ওষুধ দরকার হয় না, তাদের শুধু নিয়মকানুনের অধীন রাখলেই চলে, তখন নিকৃষ্ট ধরণের বদ্যিকেই যথেষ্ট মনে করা হয় ; কিন্তু যখন ওষুধ দিতে হয়, তখন চিকিৎসককে সাধারণ মানুষের উপরে কিছু হতে হবে।

তিনি বললেন ; তা সম্পূর্ণ সত্য ; কিন্তু তুমি কোন্ দিক লক্ষ্য করে বলছ ?

আমি উত্তর করলাম : আমি বলতে চাই যে, আমাদের শাসকরা দেখতে পাবে, তাদের প্রজাদের কল্যাণের জন্য বেশ বড় মাত্রায় মিথ্যা ও ছলনার দরকার হয় ; আমরা বলছিলাম যে, এই সব জিনিসের ব্যবহার, এগুলিকে ওষুধ রূপে গণ্য করলে, উপকার দর্শাতে পারে।

আর, আমরা খুব ঠিক বলেছিলাম।

আর বিয়ে ও জন্মের নিয়মাবলিতে তাদের আইন-সম্মত ব্যবহার প্রায়ই দরকার হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

তা, কী ভাবে ?

আমি বললাম : কেন, ইতিপূর্বেই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে উভয়ের সর্বোৎকৃষ্টকে যত দূর সম্ভব বেশি বার, আর নিকৃষ্টতরের সঙ্গে নিকৃষ্টতরের যতদূর সম্ভব কম বার, মিলিত করতে হবে ; আর যদি ঝাঁককে প্রথম শ্রেণীর অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে হয়, তবে তারা এক ধরনের মিলনের ফলে জাত সন্তানদের লালন-পালন করবে, অন্য ধরনের মিলনের ফলে জাত সন্তানদের করবে না। এখন এসব নিশ্চয় গোপন রাখতে হবে, শুধু শাসকরা জানবে, নচেৎ আমাদের ঝাঁকের আরও একটা বিপদ্ ঘটবে, অভিভাবকদের নাম ঘোষণা করলে পর, বিদ্রোহ শুরু হবে।

খুব সত্য।

নির্দিষ্ট কতকগুলি উৎসবকে আমাদের ঠিক করে দেওয়া কী বেশি ভাল হত না ? সেখানে আমরা বর-কনেদের একত্র নিয়ে আসব, আর নৈবেদ্য প্রদান করা হবে, আর মানানসই বিয়ের গানগুলি আমাদের কবিরা রচনা করবেন ; আর বিয়ে সংখ্যায় কতগুলি হবে, সে ব্যাপার শাসকদের সুবিবেচনার উপর ছেড়ে দিতেই হবে, তাদের লক্ষ্য হবে যেন গড় লোক-সংখ্যা বজায় থাকে ? আরও অনেক বিষয় আছে যা তাদের বিবেচনা করতে হবে, যেমন যুদ্ধ, ব্যাধি, আর অনুরূপ জিনিসগুলি, যাতে যতদূর

সম্ভব রাষ্ট্র খুব বেশি বড় বা খুব বেশি ছোট হওয়ায় বাধা পায় তা করতে হবে।

তিনি উত্তর করলেন : নিশ্চিত।

ভাগ্য-পরীক্ষার কোন না কোন নূতন ধরন আমাদের আবিষ্কার করতে হবে, যত বার আমরা কম যোগ্যদের একত্র করব ততবার তারা সেই গুটিগুলি টানবে, আর তখন তারা নিজেদের মন্দ-ভাগ্যকে ধিক্কার দেবে, নালিশ করবে, শাসকদের নয়।

তিনি বললেন : সন্দেহ কী।

আর আমার মনে হয়, আমাদের অধিকতর সাহসী ও উৎকৃষ্ট যুবারা অন্যান্য সম্মান ও পুরস্কার ত লাভ করবেই, উপরন্তু তারা তাদের হাতে অর্পিত স্ত্রীলোকদের সাথে সহবাস করবার বেশি সুযোগ পেতে পারে ; এ রকম করবার একটা কারণ তাদের সাহস, আর এই ধরনের বাপেদের যতগুলি সম্ভব পুত্রোৎপাদন করা উচিত।

সত্য।

আর যথোচিত কর্মচারীরা, পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক হোক বা উভয় হোক, কারণ পদগুলি পুরুষদের মত স্ত্রীলোকরাও পাচ্ছে—

হাঁ—

যথোচিত কর্মচারীরা উৎকৃষ্ট বাপ-মায়েদের সন্তানদের খোঁয়াড়ে বা বেষ্টনিতে নিয়ে যাবে, আর সেখানে নির্দিষ্ট ধাত্রীদের হাতে তারা তাদের গচ্ছিত রাখবে। ঐ ধাত্রীরা এক আলাদা আস্তানায় বাস করবে। কিন্তু নিকৃষ্টদের, আর আকস্মিক বিকৃত হয়ে জন্মান উৎকৃষ্টদের, সন্তানদের এক রহস্যময় অজ্ঞাত স্থানে সরিয়ে রাখা হবে। তাদের সরান সমীচীনই হবে।

তিনি বললেন : হাঁ যদি অভিভাবকদের বংশধারা বিশুদ্ধ রাখতে হয় তবে তা করতেই হবে।

কর্মচারীরা তাদের লালনের ব্যবস্থা করবে, আর মায়েদের বুক যখন দুধে ভরে উঠবে তখন তাদেরকে বেষ্টনিতে নিয়ে আসবে, সম্ভাব্য প্রচুরতম সতর্কতা অবলম্বন করবে যেন কোন মতেই তার নিজের শিশুকে সে চিনতে না পারে ; এবং যদি আরও দরকার পড়ে, তবে দুধেলা অন্য ধাত্রীদের নিয়োগ করা যেতে পারে। এ বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করা হবে যেন মাই খাওয়ান অত্যন্ত লম্বা সময় ধরে না চলে ; আর রাতে উঠা বা অন্য কষ্ট মায়েদের থাকবে না, কিন্তু এই ধরনের সব কিছু ধাত্রীদের ও পরিচারিকাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

তুমি কল্পনা করছ, আমাদের অভিভাবকদের স্ত্রীরা যখন সন্তান প্রসব করবে তখন বেশ মজায় সময় কাটাবে।

আমি বললাম : কেন, আর তাদের কাটান ত উচিত। কিন্তু, এস, আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাই। আমরা বলছিলাম যে বাপ-মায়েরা জীবনের পূর্ণতম বিকাশের অবস্থায় থাকা উচিত ?

খুব সত্য।

আর জীবনের পূর্ণতম বিকাশটা কী ? একজন স্ত্রীলোকের জীবনের কুড়ি বৎসর, আর একজন পুরুষের জীবনের ত্রিশ বৎসর, প্রায় এই সময়টাকে কী ঐ সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে না ?

কোন্ কোন্ বছরগুলি তুমি ধরতে চাও ?

আমি বললাম : একজন স্ত্রীলোক, কুড়ি বৎসর বয়সে রাষ্ট্রকে ছেলে-মেয়ে উপহার দিতে শুরু করতে পারে, আর চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সন্তান ধারণ করে যেতে পারে ; একজন পুরুষ মানুষ পঁচিশে শুরু করতে পারে, তখন সে সেই রিপু ছাড়িয়েছে যখন জীবনের নাড়ী-স্পন্দন দ্রুততম বেগে চলে, আর সে পঞ্চান্ন না হওয়া পর্যন্ত সন্তান উৎপাদন করে যেতে পারে।

তিনি বললেন : নিশ্চিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েতে ঐ বৎসরগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলির পূর্ণতম বিকাশের সময়।

বয়সের যে সীমা বেঁধে দেওয়া হল, তার উপরে বা নিচে যে কেউ সরকারী বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তার সম্বন্ধে জোর দিয়ে বলা হবে সে অপবিত্র ও অসাধু একটা জিনিস করেছে ; যে শিশুর সে জনক, যদি সে চুরি করে নব-জীবন পেয়ে থাকে, তবে, তাকে গর্ভে ধারণ করা হয়েছে উৎসর্গ ও প্রার্থনা থেকে অত্যন্ত ভিন্ন এক প্রসাদাৎ, ঐ উৎসর্গ ও প্রার্থনা বিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত পুরুতানী ও পুরুতরা এবং গোটা নগর অর্পণ করে এই উদ্দেশ্যে যে নূতন বংশ তাদের মঙ্গলময় ও হিতকারী বাপ-মায়েদের চেয়ে অধিকতর মঙ্গলময় ও হিতকারী হতে পারে ; অথচ তার এই শিশুটি হবে অন্ধকারের ও অদ্ভুত কামুকতার সন্তান।

তিনি উত্তর করলেন : খুব সত্য।

আর নির্ধারিত বয়ঃসীমায় যাদের মধ্যে কেউ জীবনের পূর্ণ বিকাশে স্থিত কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে শাসকদের আজ্ঞা ছাড়া একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে, তার প্রতি একই আইন প্রয়োগ করা হবে ; কারণ আমরা বলব যে সে রাষ্ট্রে এক অপ্রত্যায়িত ও অ-পবিত্র জারজকে উৎপাদন করেছে।

তিনি উত্তর করলেন : খুব সত্য।

এটা কিন্তু শুধু তাদের সম্বন্ধে খাটবে যারা নির্ধারিত বয়:সীমার মধ্যে রয়েছে : সে-বয়স পার হবার পর আমরা তাদের ইচ্ছামত চরে বেড়াতে দেব, ব্যতিক্রম হবে কোন মানুষ তার কন্যাকে, অথবা কন্যার কন্যাকে, অথবা তার মাকে বা মায়ের মাকে বিয়ে করতে পাবে না ; অপর দিকে, স্ত্রীলোকদের তাদের পুত্রদের বা বাপেদের, অথবা পুত্রের পুত্র অথবা বাপের বাপকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ, আর একূল ওকূল উভয় কূলে এই নিয়ম চলবে। আমরা এই সব অনুমতি দান করছি, আর এই অনুমতির সঙ্গে থাকছে, কঠোর নির্দেশ, যে কোন ভ্রূণের অস্তিত্ব দেখা দিলে সে যাতে জগতের আলো না দেখে তার ব্যবস্থা করতে হবে ; আর যদি কেউ জোর করে জন্ম নেয়, তবে বাপ-মাকে নিশ্চয় সমঝে দিতে হবে যে, এ রকম মিলন থেকে জাত সন্তানকে পালন করা যেতে পারে না, আর তাদের সেই অনুসারে বন্দোবস্ত করতে হবে।

তিনি বললেন : সেটাও একটা যুক্তি-সঙ্গত প্রস্তাব। কিন্তু তারা কী করে জানবে বাপ কারা আর কন্যা কারা, ইত্যাদি ?

তারা কখনই জানবে না। রকমটা হবে এই :—বিয়ের সম্পর্কের দিন থেকে তারিখটা ধরে, যে বরকে সে দিন বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে, তার সপ্তম বা দশম মাস পরে সমুদয় পুরুষ শিশুদের তার ছেলে আর স্ত্রী-শিশুদের তার মেয়ে বলে ডাকবে, আর তারা তাকে বাবা ডাকবে, সে তাদের ছেলে-মেয়েদের বলবে নাতি নাতনী, আর তারা জ্যেষ্ঠ বংশীয়দের বলবে ঠাকুর্দা ও ঠাকুরমা। তাদের বাপ-মায়েরা যখন একত্র জুটেছিল, তখন যারা গর্ভে এসেছিল, তাদের সবাইকে তারা ডাকবে ভাই বোন বলে, আর এরাই, আমি যা বলছিলাম, আন্তর্বিবাহ করতে নিষিদ্ধ হবে। —ভাই-বোনদের মধ্যে, একদম বিয়ে বারণ, এটা থেকে কিন্তু তা মনে করা হবে না ; যদি ভাগ্য তাদের অনুকূলতা করে, আর তারা প্যুথিয়াস্থিত দৈববাণীর আজ্ঞা পায় তবে তা হতে পারে।

তিনি উত্তর করলেন : ঠিক আছে।

গ্লাউকোন্, এই হল সেই পরিকল্পনা যার ব্যবস্থা অনুযায়ী আমাদের রাষ্ট্রের অভিভাবকদের তাদের সমভোগ্যা স্ত্রীদের ও পরিবারবর্গকে পাবার কথা। আর এখন তুমি চাইবে, বিতর্কটা দেখাক যে এই সমভোগ্যতা আমাদের গণরাজ্যের বাকী অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছু থাকতে পারে না—তুমি কী চাইবে না ?

হাঁ, আলবৎ।

আইন-প্রণয়নে এবং রাষ্ট্র-সংগঠনে আইন-প্রণেতার প্রধান লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, আমাদের নিজেদেরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, আমরা সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কার করতে কী প্রয়াস পাব—বৃহত্তম শুভ কী, আর বৃহত্তম অশুভ কী ; এবং তারপর বিবেচনা করব আমাদের পূর্ববর্তী বিবরণের উপর ছাপটা শুভ না অশুভ ?

সর্বতোভাবে।

যেখানে ঐক্যের রাজত্ব থাকা উচিত, সেখানে অনৈক্য ও চিত্ত-বিক্ষেপ ও বহুত্ব ঘটলে, তার চেয়ে বৃহত্তর অশুভ কী হতে পারে ? অথবা ঐক্যের বন্ধনের চেয়ে বৃহত্তর কোন্ শুভ আছে ?

থাকতে পারে না।

আর যেখানে আনন্দ ও যন্ত্রণাগুলির সমভোগ বর্তমান, যেখানে উল্লাস বা বেদনার একই ঘটনাগুলি উপলক্ষে সমস্ত নাগরিকরা খুশি হয় অথবা দুঃখ পায়, সেখানে ঐক্য বিরাজমান ?

সন্দেহ কী।

হাঁ ; আর যেখানে নেই সাধারণ অনুভূতি কিন্তু আছে শুধু ব্যক্তিগত অনুভূতি, সেখানে সংগঠনের অভাব—তখন তুমি পাও, নগরে ও নাগরিকদের সামনে, একই ঘটনাগুলি ঘটছে, তাতে জগতের এক অর্ধাংশ জয়োল্লাস করছে, আর অপর অর্ধাংশ দুঃখসাগরে ডুবে যাচ্ছে ?

নিশ্চিত।

সাধারণত 'আমার' ও 'আমার নয়', 'তার' ও 'তার নয়' এ শব্দগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে মতানৈক্য থেকে এই ধরনের পার্থক্যগুলির উদ্ভব হয়।

ঠিক তাই বটে।

আর সেটাই কী সর্বাধিক সুশৃংখল রাষ্ট্র নয়, যেটাতে বৃহত্তম সংখ্যক ব্যক্তি 'আমার' ও 'আমার নয়' কথাগুলি একই ভাবে একই জিনিসে প্রয়োগ করে ?

সম্পূর্ণ সত্য।

অথবা আবার যা ব্যক্তির অবস্থার প্রায় নিকটতম সাদৃশ্য লাভ করে তা সর্বাধিক সুশৃংখল—দেহে যেমন, যখন আমাদের কারুর একটি আঙুল মাত্র আঘাত পায়, তখন সমগ্র কাঠামোটা, কেন্দ্ররূপী আত্মার দিকে আকৃষ্ট হয়, আর তার অন্তর্নিহিত শাসন ক্ষমতার অধীনে একটিই রাজ্য গঠন করে, আঘাত অনুভব করে, আর সকলে একত্র হয়ে আহত অংশটার প্রতি সমবেদনা জানায়, আর আমরা বলি যে মানুষটার আঙুলে যন্ত্রণা

হয়েছে; আর দেহের যে কোন অংশ যন্ত্রণা ভুগলে ঐ ভোগের উপশমে আনন্দ অনুভূতি লাভ করে, তার সম্বন্ধে একই ভাষা ব্যবহার করা হয়।

তিনি উত্তর করলেন: খুব সত্য; আর আমি তোমার সাথে একমত যে, সুশৃংখলতম রাষ্ট্রে তুমি এই যে সমভোগ্য অনুভূতির বর্ণনা করছ তার নিকটতম সাদৃশ্য দেখা যায়।

সুতরাং যখন নাগরিকদের কেউ কোন শুভ বা অশুভ অনুভব করে, তখন গোটা রাষ্ট্রই তার ব্যাপারকে নিজের ব্যাপার মনে করবে, আর তার সঙ্গে হয় হর্ষ নয়ত দুঃখ প্রকাশ করবে?

তিনি বললেন: হাঁ, একটা সুশৃংখল রাষ্ট্রে যা ঘটবে তা হল এই।

আমি বললাম: এখন আমাদের রাষ্ট্রে ফিরে যাবার আর এই আকার অথবা অন্য কোন আকার এই মূলনীতিগুলির সঙ্গে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না দেখবার সময় হয়েছে।

খুব উত্তম।

অন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের মত আমাদের রাষ্ট্রে শাসকরা আছে আর প্রজারা আছে?

সত্য।

তাদের সকলে একে অন্যকে নাগরিক বলে ডাকবে?

অবশ্য।

কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রে অন্য একটা নাম কী নেই যা লোকেরা তাদের শাসকদের দেয়?

সাধারণত, তারা তাদেরকে মনিব বলে ডাকে, কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে তারা তাদের শুধু শাসক বলে ডাকে।

আর আমাদের রাষ্ট্রে নাগরিক ছাড়া অনা কোন্ নাম লোকে শাসকদের দেয়?

তিনি উত্তর করলেন: তাদের রক্ষাকর্তা ও সহায়ক বলে ডাকে।

আর শাসকরা জনগণকে কী বলে ডাকে?

তাদের ভরণ-পোষণকারী ও পালক-পিতা বলে।

আর অন্য রাষ্ট্রগুলিতে তাদেরকে কী বলে ডাকে?

দাস।

আর অন্য রাষ্ট্রগুলিতে শাসকরা একে অন্যকে কী বলে ডাকে?

সহ-শাসক।

আর আমাদের রাষ্ট্রে কী বলে ?

সহ-অভিভাবক।

তুমি কী কখনও অন্য কোনও রাষ্ট্রে এমন শাসকের দৃষ্টান্তের কথা জান যে তার সহযোগীদের একজনকে বন্ধু আর অন্যজনকে বন্ধু নয় বলে নির্দেশ করছে ?

হাঁ, অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

আর বন্ধু বলে সে গণনা ও বর্ণনা করে একজনকে যে তার কোন স্বার্থ পুষ্ট করছে, আর অপরিচিত বলে অপরজনকে যে তার স্বার্থ পুষ্ট করছে না।

ঠিক তাই।

কিন্তু তোমার অভিভাবকদের মধ্যে কেউ কী অন্য অভিভাবককে অপরিচিত বলে ভাববে ও বলবে ?

নিশ্চিত না ; কারণ যার সঙ্গেই তাদের দেখা হোক, তারা প্রত্যেককে ভাই বা বোন, অথবা বাপ বা মা, অথবা ছেলে বা মেয়ে, অথবা যাদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের সন্তান বা বাপ-মা বলে ভাববে।

আমি বললাম : চমৎকার। কিন্তু আমি তোমাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করি : তারা কি শুধু নামেই এক পরিবার হবে ? অথবা তারা তাদের সকল কাজে অবশ্যই নামের সার্থকতা সাধন করবে ? দৃষ্টান্ত নাও। 'বাবা' এই শব্দ ব্যবহার করে কী, আইন যেমন নির্দেশ দেয়, বাপের সেই রকম যত্ন নেওয়া আর তাঁর প্রতি পুত্রোচিত বা কন্যোচিত ভক্তি ও কর্তব্য ও বাধ্যতা বুঝাবে ; আর এই সব কর্তব্য লংঘনকারী অধার্মিক ও অসাধু বক্তি বলে গণ্য হবে, আর ঈশ্বর বা মানবের হাত থেকে কোন শুভ-বিশেষ লাভ করবে, এমন সম্ভাবনা নেই ? তাদের বাপ, মা, বা আত্মীয় বলে যাদের পরিচয় দেওয়া হবে, তাদের সম্বন্ধে এইগুলি কী ধুয়া হবে, না হবে না, যার আবৃত্তি বার বার নাগরিকরা শিশুদের শেখাবার জন্য তাদের কানের কাছে করবে ?

তিনি বললেন : এইগুলিই, আর অন্য কিছু নয় ; কারণ তারা পারিবারিক বন্ধনের নামগুলি শুধু ঠোঁট দিয়ে উচ্চারণ করবে, আর তাদের ভাবে ভাবিত হয়ে আচরণ করবে না, এর চেয়ে হাস্যকর আর কী আছে ?

তাহলে অন্য কোন নগরের চেয়ে আমাদের নগরে মিলনের ও ঐক্যের বাণী বেশি বেশি শোনা যাবে। আমি পূর্বে যেমন বর্ণনা করছিলাম,

যখন কেউ ভাল থাকে অথবা অসুস্থ হয়, তখন বিশ্বজনীন ভাষা হবে, 'আমার সব ভাল', অথবা 'ভাল নয়।'

অতীব সত্য।

আর এই ধরনের চিন্তা ও বাক্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা কী বলছিলাম না, তারা তাদের আনন্দ-বেদনাগুলি সমভাবে ভোগ করবে ?

হাঁ, তা তারা করবে।

আর একই জিনিসে সম-স্বার্থ থাকবে, সে জিনিসকে তারা সবাই মিলে বলবে 'আমার নিজের', আর এই সমস্বার্থ বিশিষ্ট হওয়ায় তাদের আনন্দ ও বেদনা সম্বন্ধে সমানুভূতি হবে ?

হাঁ, অন্য রাষ্ট্রগুলির চেয়ে অনেক বেশি।

আর এর কারণ হল, রাষ্ট্রের সাধারণ কাঠামো ত থাকবেই, তার উপর অভিভাবকদের থাকবে, স্ত্রীলোকদের ও শিশু সন্তানদের সমভোগ ?

ঐটেই হবে প্রধান কারণ।

আর অনুভূতির এই ঐক্যকে আমরা বৃহত্তম শুভ বলে স্বীকার করেছিলাম, আর একটা সুশৃংখল রাষ্ট্রের সঙ্গে আনন্দ ও যন্ত্রণায় অভিভূত দেহ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্বন্ধ তুলনা করে আমরা এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম ?

ঐটিকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছিলাম, খুব উচিত বলে।

সুতরাং, আমাদের নাগরিকদের মধ্যে স্ত্রীদের ও সন্তানদের সমভোগ বর্তমান থাকা হল স্পষ্টত আমাদের রাষ্ট্রের সর্বাধিক শুভদায়ক ?

আলবৎ।

আর অন্য যে নীতি আমরা স্বীকার করেছিলাম তার সঙ্গে এটির মিল রয়েছে—সেটি এই যে অভিভাবকদের ঘরবাড়ী বা জমিজমা বা অন্য কোন সম্পত্তি বলে কিছু থাকবে না ; তাদের খাদ্য হল তাদের বেতন, সেটা তারা অন্য নাগরিকদের কাছ থেকে পাবে ; আর তাদের কোন ব্যক্তিগত খরচ থাকবে না ; কারণ তাদের ভিতরে অভিভাবকদের সত্য চরিত্র রক্ষা করা ছিল আমাদের অভিপ্রায়।

তিনি উত্তর করলেন : ঠিক আছে।

সম্পত্তির সমভোগ আর পরিবারগুলির সমভোগ, আমি যেমন বলছিলাম, উভয়ই তাদেরকে আরও বেশি সত্য অভিভাবক করে তুলবার প্রবণতা দেখায় : কী 'আমার' আর কী 'আমার নয়' তা নিয়ে মত-পার্থক্য বশত তারা নগরকে টুকরা টুকরা করে ছিন্নভিন্ন করবে না ; প্রত্যেক মানুষ যা কিছু অর্জন করেছে তার নিজের আলাদা এক বাড়ীতে

টেনে নিয়ে যাবে না, যেখানে আছে আলাদা একজন পত্নী ও ছেলেমেয়ে ও ব্যক্তিগত আনন্দ-যন্ত্রণাগুলি ; কিন্তু সকলেই যতটা হওয়া সম্ভব ততটা একই আনন্দ ও যন্ত্রণাগুলির সংস্পর্শে আসবে ; কারণ, কী তাদের আপন, আর কী তাদের প্রিয় সে সম্পর্কে সকলে একমত হবে, আর অতএব এক সাধারণ পরিণতির দিকে তাদের সকলের গতি থাকবে।

তিনি উত্তর করলেন : আলবৎ।

আর নিজের শরীরটা ছাড়া তাদের নিজের বলতে কিছুই থাকবে না, তাই তাদের মধ্যে নালিশ মোকদ্দমার অস্তিত্ব থাকবে না ; টাকা-পয়সা বা ছেলেমেয়ে বা পারিবারিক সম্পর্ক যে সব বিবাদ ঘটায় সেগুলির থেকে তারা পুরাপুরি মুক্তি পাবে।

অবশ্য পাবে।

আঘাত বা অপমান নিয়ে তাদের মধ্যে বিচারের প্রয়োজন হবার কখনও কোন সম্ভাবনা নেই। সমতুল্যরা যে সমতুল্যদের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করবে, সেটা আমরা সম্মানজনক ও নির্ভুল বলে ঘোষণা করব ; আমরা ব্যক্তির জীবন রক্ষাকে প্রয়োজনের ব্যাপার বলে আইন করব।

তিনি বললেন : সেই ভাল।

হাঁ ; আর আইনে আরও ভাল জিনিস আছে একটা ; যদি একজন লোকের অপর জনের সাথে ঝগড়া থাকে, তবে ঠিক তখন আর তথায় তার রাগের ঝাল ঝাড়বে, আর সেটাকে বিপজ্জনক সীমায় টানবে না।

আলবৎ।

কম বয়সীদের শাসন করবার ও দণ্ড দেবার ভার বয়স্কদের উপর অর্পিত থাকবে।

স্পষ্টত।

এ বিষয়েও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যদি হাকিমরা হুকুম না দেয়, তবে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে আঘাত করবে না, অথবা অন্য কোন রকম বলপ্রয়োগ করবে না ; তাকে কোন ভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যও করবে না। কারণ দুই অভিভাবক রয়েছে, লজ্জা ও ভয়, তারা তাকে বাধা দিতে, অমিত শক্তি ধারণ করে ; লজ্জা, যাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা পিতৃত্বের তাদের উপর হাত তুলতে এই লজ্জাই মানুষকে নিবারণ করে ; ভয়, যে আঘাত পাবে, অন্যেরা, তাকে সাহায্য দিতে এগিয়ে আসবে যারা তার ভাই, পুত্র, অথবা বাপ, এই ভয় তাকে থামিয়ে রাখে।

তিনি উত্তর করলেন : সত্য কথা।

সুতরাং, আইন সব দিক দিয়ে নাগরিকদের সাহায্য করবে, যাতে তারা একের সঙ্গে অন্যে সদ্ভাবে থাকতে পারে।

হাঁ, সদ্ভাবের কোন অভাব হবে না।

আর অভিভাবকরা কখনও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, এই কারণে নগরের বাকী অংশ ভাগ হয়ে গিয়ে হয় তাদের বিরুদ্ধে নতুবা একে অন্যের বিরুদ্ধে যাবার কোন বিপদ্ ঘটবে না।

কোন বিপদ্‌ই ঘটবে না।

যে ছোটখাট নীচতাগুলির হাত থেকে তারা রেহাই পাবে, সেগুলির উল্লেখ পর্যন্ত করতে আমার একটুও ভাল লাগে না, কারণ সেগুলি নজর দেবার অযোগ্য ; যেমন, উদাহরণস্বরূপ ধর, গরিবদের দ্বারা ধনীদের তোষামোদ, আর পরিবার প্রতিপালন এবং গৃহস্থালির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে টাকা পয়সার জোগাড়, ধার করে পরে অস্বীকার, যে ভাবেই হোক অর্থার্জন, আর স্ত্রীলোকদেয় ও দাসদের হাতে রাখবার জন্য ক্ষমতা অর্পণ করবার দরুন লোকেরা যে সব জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করে—বহু ধরণের বহু অশুভ মানুষ এভাবে ভোগ করে, সেগুলি যথেষ্ট নিচ আর যথেষ্ট স্পষ্ট, অথচ বলবার মত নয়।

তিনি বললেন : হাঁ, সেটা উপলব্ধি করবার জন্য মানুষের দু. চোখের দরকার হয় না।

এই সব অশুভ থেকে তারা ত্রাণ পাবে, আর তাদের জীবন ওল্যুম্পীয় বিজেতাদের মত ধন্য, তার চেয়েও বেশি ধন্য হবে।

তা কী করে হবে ?

আমি বললাম : আমাদের নাগরিকরা যে দেবানুগ্রহ লাভ করে, তার অংশমাত্র লাভ করে ওল্যুম্পীয় বিজেতারা সুখী বলে গণ্য হয় ; আমাদের নাগরিকরা অধিকতর গৌরবময় জয়ে জয়ী হয়েছে আর সরকারী খরচায় পূর্ণ ভরণপোষণ পাচ্ছে। কারণ যে জয়ে তারা জয়ী হয়েছে, তা সমগ্র রাষ্ট্রের মোক্ষস্বরূপ ; আর যে মুকুটে তারা ও তাদের ছেলে-মেয়েরা ভূষিত হয়, তা হচ্ছে জীবনের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন তাকে পূর্ণরূপে দান ; যখন বেঁচে থাকে তখন তারা তাদের স্বদেশের কাছ থেকে পুরস্কারগুলি পায়, আর মৃত্যুর পর সসম্মানে কবরস্থ হয়।

তিনি বললেন : হাঁ, আর ওগুলি গৌরবময় পুরস্কার বটে।

আমি বললাম : তোমার কী মনে আছে, পূর্বেকার আলোচনায় কী ভাবে একজন, সে নামহীনই থাকুক, আমাদের অভিভাবকদের অসুখী করছি বলে আমাদের দোষ ধরেছিল—তারা ছিল নিঃসম্বল, আর পারত সব

জিনিস অধিকারে আনতে—যাকে আমরা উত্তর দিয়েছিলাম যে, যদি সুযোগ আসে তবে পরে আমরা এই প্রশ্ন বিবেচনা করব ; কিন্তু বর্তমানে যা স্থির হয়েছে, আমরা আমাদের অভিভাবকদের সত্য অভিভাবক করব, এবং কোন এক বিশেষ শ্রেণীর নয়, কিন্তু সমগ্রের বৃহত্তম সুখের দিকে লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্র গড়ব, তা আমরা করেছি ?

হাঁ, আমার মনে আছে ।

আর এখন যখন আমাদের রক্ষকদের জীবন ওল্যুম্পীয় বিজেতাদের চেয়ে অনেক গুণ উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর যাতে হয় তা করেছি, তখন, তুমি কী বল—মুচিদের বা অন্য কোন কারিকরদের বা কৃষকদের জীবন কী এর সঙ্গে তুলনীয় হবে ?

আলবৎ না।

একই কালে আমি অন্যত্র যা বলেছি এখানে আবার তার পুনরাবৃত্তি করা উচিত মনে করে বলি যে, যদি আমাদের অভিভাবকদের মধ্যে কেউ থাকে যে এমন ভাবে সুখী হবার চেষ্টা করে যে সে আর অভিভাবক থাকে না, আর এই নিরাপদ ও সুসমঞ্জস যে জীবন আমাদের বিচারে সকল জীবনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে সন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু সুখের কোন যৌবনসুলভ অহমিকা তার মাথায় ঢোকায় সে মোহাভিভূত হয়ে সমগ্র রাষ্ট্রকে নিজে আত্মসাৎ করতে সচেষ্ট হয়, তবে তাকে শিক্ষা দিতে হবে, কী জ্ঞানপূর্ণ কথা না হেসিয়দস্ বলেছিলেন, যখন বলেছিলেন, 'অর্ধ একের চেয়ে বেশি' ।

যদি সে আমার পরামর্শ নিত, তবে আমি তাকে বলতাম : তুমি যখন এ রকম এক জীবন দান স্বরূপ পাচ্ছ, তখন যেখানে আছ সেখানেই থাক ।

আমি বললাম : তুমি তবে সম্মতি দিচ্ছ যে আমাদের বর্ণনা মত এক সমভোগ্য জীবন-পথ আমাদের পুরুষদের ও স্ত্রীলোকদের থাকবে—সমভোগ্য শিক্ষা, সমভোগ্য ছেলে-মেয়ে ; আর নগরে বাস করুক বা যুদ্ধে বেরিয়ে যাক, তারা নাগরিকদের উপর সম-চৌকি দেবে ; কুকুরদের মত একত্রে তাদের পাহারা দিতে হবে, আর একত্রে শিকারে যেতে হবে ; আর সর্বদা ও সর্ব বিষয়ে, তারা যত দূর অবধি সমর্থ, স্ত্রীলোকদের পুরুষদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে হবে ? আর এই রকম করলে তারা তাই করবে যা সর্বোৎকৃষ্ট । আর স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ককে অপবিত্র করবে না, কিন্তু রক্ষা করবে ।

তিনি উত্তর করলেন : আমি তোমাকে আমার সম্মতি দিচ্ছি ।

আমি বললাম : এ রকম একটা সমাজকে সম্ভব হতে দেখা যাবে

কি না —অন্য জন্তুদের মধ্যে যেমন, মানুষদের মধ্যেও তেমন—আর যদি সম্ভব হয় তবে কী ভাবে সম্ভব, এখনও সে অনুসন্ধান বাকী আছে?

আমি যে প্রশ্ন রাখতে উদ্যত হচ্ছিলাম, তুমি আগেভাগে তা ধরে ফেলেছ।

আমি বললাম: তারা কী ভাবে যুদ্ধ চালাবে, তা দেখবার কোন বাধা নেই।

কী ভাবে?

কেন, অবশ্য তারা একত্র যুদ্ধযাত্রা করবে; আর তাদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যারাই যথেষ্ট শক্ত, তাদের সঙ্গে নেবে, যাতে, কারিকরের শিশুকে যেমন করা হয়, তারা কাজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারে, যে কাজ বড় হয়ে তাদের করতে হবে; আর চেয়ে দেখা ছাড়া তাদের যুদ্ধে সাহায্য করতে ও কাজে লাগতে হবে, আর তাদের বাপেদের ও মায়েদের পরিচর্যা করতে হবে। তুমি কী কখনও লক্ষ্য কর নি, কলা-গুলিতে কুমোরের ছেলেরা কুমোরের চাকা সম্পূর্ণ করবার আগে কী ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখে আর সাহায্য করে?

হাঁ, আমি করেছি।

আর তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে আর তাদের কর্তব্যগুলি শেখবার ও অভ্যাস করবার সুযোগ দিতে কুমোররা কী আমাদের অভিভাবকদের চেয়ে বেশি যত্নবান্ হবে?

তিনি বললেন: কল্পনাটা হাস্যকর।

প্রভাবটা বাপ-মায়ের উপরও পড়বে, অন্য জন্তুদের পক্ষে যেমন তাদের পক্ষেও তেমন, তাদের বাচ্চাদের উপস্থিতি তাদের সাহসের পক্ষে বৃহত্তম উদ্দীপক হবে।

সোক্রাতেস্, এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা; আর তবু যদি তারা পরাজিত হয়, যুদ্ধে তা ত হামেশা ঘটতে পারে, তবে বিপদ্‌টা কত না বড় হবে। বাপ-মায়েরা ত যাবেই, ছেলেমেয়েদেরও হারাতে হবে, আর রাষ্ট্র কখনও স্বাস্থ্য ফিরে পাবে না।

আমি বললাম: সত্য; কিন্তু তুমি কী তাদের কখনও কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে দিতে চাও না?

সে কথা বলা আমার একেবারেই উদ্দেশ্য নয়।

বেশ, কিন্তু যদি তাদের বিপদের ঝুঁকি নিতেই হয়, তবে তাদের কী এমন অবসর বেছে নেওয়া উচিত নয়, যখন, যদি তারা দুর্ঘটনা এড়ায়, তবে তখন তারা তার ফলে আরও উৎকৃষ্ট হবে?

স্পষ্টত।

ভাবী সেনারা তাদের যৌবনের দিনগুলিতে যুদ্ধ সন্দর্শন করে কী করে না, তা খুব গুরুতর একটা ব্যাপার, তার জন্য কিছুটা ঝুঁকি মোটামুটি নেওয়া যেতে পারে।

হাঁ, খুব গুরুতর।

সুতরাং আমাদের প্রথম পদক্ষেপ এক রকম হবে,—আমাদের ছেলে-মেয়েদের যুদ্ধে দর্শক করা ; কিন্তু এও আমাদের দেখতে হবে যেন বিপদে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা থাকে ; তাহলে সব ভাল ভাবে চলবে।

সত্য।

এটা কল্পনা করা যেতে পারে যে তাদের বাপ-মায়েরা যুদ্ধের ঝুঁকি সম্বন্ধে অন্ধ হবে না, কিন্তু মানবিক দূরদৃষ্টি যতটা যায়, তার থেকে জানবে, কোন্ যুদ্ধযাত্রাগুলি নিরাপদ্ আর কোন্‌গুলি বিপজ্জনক ?

সেটা কল্পনা করা যেতে পারে।

আর তারা তাদেরকে নিরাপদ্ যুদ্ধযাত্রাগুলিতে নেবে আর বিপজ্জনক-গুলি সম্বন্ধে সাবধান হবে।

সত্য।

আর তারা তাদেরকে অভিজ্ঞ প্রবীণদের আজ্ঞাধীনে স্থাপন করবে, তারাই হবে তাদের নেতা ও শিক্ষক ?

খুব উচিত হবে।

তথাপি, যুদ্ধের বিপদ্‌গুলি সর্বদা আগে থেকে জানা যেতে পারে না ; তাদের ঘটবার যথেষ্ট আকস্মিক সম্ভাবনা রয়েছে ?

সত্য।

সুতরাং এই রকম আকস্মিকতার জন্য ছেলেমেয়েদের নিশ্চয় ডানাগুলি যুগিয়ে দিতে হবে, যেন প্রয়োজনের সময়ে তারা উড়ে পালিয়ে যেতে পারে।

তিনি বললেন : তুমি কী বলতে চাও ?

আমি বলতে চাই যে, যৌবনের প্রথম উদ্‌গমে আমরা তাদের ঘোড়ায় চড়াব, আর যখন তারা ঘোড়ায় চড়তে শিখেছে, তখন ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে তাদের যুদ্ধ দেখাতে নিয়ে যাব ; ঘোড়াগুলি তেজী ও যুদ্ধপ্রিয় হবে না, কিন্তু যা পাওয়া যায় তার মধ্যে নম্রতম আর দ্রুততম হবে। এই ভাবে তারা পরে যা তাদের নিজেদের কাজ হবার কথা, তার এক চমৎকার নিদর্শন লাভ করবে ; আর যদি বিপদ্ আসে, তবে তাদের শুধু তাদের জ্যেষ্ঠদের অনুসরণ করে পালিয়ে যেতে হবে।

তিনি বললেন : আমার বিশ্বাস, তুমি ঠিক বলছ।

তারপর, যুদ্ধের কথা ; তোমার সেনাদের একের সঙ্গে অন্যের, আর তাদের শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্কগুলি কী হবে? আমার প্রস্তাব করবার বাসনা হবে যে, যে সেনা তার স্থান ত্যাগ করে আর অস্ত্র ত্যাগ করে, অথবা অন্য কোন ভীরুতার কাজে অপরাধী হয়, তাকে কৃষকের বা কারিকরের পদে নামিয়ে দেওয়া হবে। তুমি কী মনে কর?

সর্বতোভাবে, আমি বলব।

আর যে নিজেকে বন্দী হয়ে নিয়ে যেতে দেয়, তাকে তার শত্রুদের কাছে উপহার রূপে দিয়ে দেওয়াই ভাল ; সে তাদের আইন সঙ্গত লুটের মাল, আর তাকে নিয়ে তাদের যা খুশি করতে দাও।

আলবৎ।

কিন্তু যে বীর নিজেকে প্রসিদ্ধ করেছে, তার প্রতি কী আচরণ করা হবে? প্রথমত, সে তার যুবা বয়সী সাথীদের কাছ থেকে সেনাবাহিনীতে নিশ্চয় সম্মান লাভ করবে ; তাদের প্রত্যেকে একের পর একজন এসে তাকে মুকুটভূষিত করবে। তুমি কী বল?

আমি অনুমোদন করি।

আর তার মিত্রতায় প্রসারিত দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ সম্বন্ধে তুমি কী বল?

তাতেও আমি সম্মতি দি।

কিন্তু আমার পরবর্তী প্রস্তাবে কষ্ট করেও সম্মতি দেবে কিনা সন্দেহ।

তোমার প্রস্তাবটা কী?

সে তাদের চুমো দেবে আর চুমো খাবে।

সব চেয়ে নিশ্চিত ভাবে, এবং আমি আরও দূর পর্যন্ত গিয়ে বলবার ইচ্ছা করছি ; যুদ্ধটা চলতে থাকা কালে, যাকে চুমো দিতে তার মন চাইবে সে যেন তার চুমো খেতে অস্বীকার না করে। ফলে যদি সেনা-বাহিনীতে একজন প্রেমিক থাকে, তার প্রেমাস্পদ যুবা বা কুমারী যাই হোক, সে সাহসের পুরস্কার পাবার জন্য আরও ব্যগ্র হতে পারে।

আমি বললাম : চমৎকার। সাহসী মানুষের অন্যদের চেয়ে বেশি সংখ্যক স্ত্রী পাবার কথা ইতিপূর্বে নির্ধারিত হয়েছে ; আর এই রকম সব ব্যাপারে অন্যদের কাউকে না দিয়ে তাকেই প্রথম বাছাইগুলি করতে দেওয়া হবে, যাতে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব ছেলেমেয়ে তার হতে পারে!

সম্মত।

আবার, হমেরসের মতানুসারে, আরও একটা উপায় আছে যে ভাবে

সাহসী যুবাদের সম্মানিত করা উচিত ; কারণ, তিনি বর্ণনা করে বলেন, কী ভাবে আইয়াস্, যুদ্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করবার পর, লম্বা অস্ত-হাড় দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন ; ঐ হল পুষ্পিতযৌবন এক বীরের উপযুক্ত সংবর্ধনা, ওটা শুধু সম্মান অর্ঘ্য নয়, কিন্তু খুব বড় একটা বলকারক জিনিসও বটে।

তিনি বললেন : অতীব সত্য।

আমি বললাম : তাহলে এটিতে হমেরস্ অবশ্যই আমাদের শিক্ষাদাতা হবেন ; আর আমরাও, উৎসর্গে ও অনুরূপ ঘটনাগুলিতে, তাদের শৌর্যের মাপ অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, সাহসীদের গান গেয়ে আর আমরা যে সব অন্য সম্মানের কথা উল্লেখ করেছিলাম সেগুলি দিয়ে সম্মান দেব ; আর দেব

'অগ্রবর্তী আসনগুলি, এবং মাংস ও পূর্ণ পেয়ালাগুলি',

আর তাদের সম্মান দেখান মানে আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষাও দিতে থাকব।

তিনি উত্তর করলেন : সেটা হবে উপযুক্ত।

আমি বললাম : হাঁ ; আর যখন কোন মানুষ যুদ্ধে গৌরবজনক মৃত্যু বরণ করে, তখন আমরা কী বলব না, প্রথমত, সে স্বর্ণজাতীয় ?

সন্দেহ কী।

না, শুধু তাই নয়, আমরা কী হেসিয়দসের মধ্যে উচ্চ সাক্ষী পাচ্ছি না এই কথা ঘোষণা করবার যে যখন তারা মারা যায় তখন

'তারা পৃথিবীর উপরে পবিত্র দেবদূত, শুভের কর্তা, অশুভের নিবারক,
শক্তিমান্ বাগ্মীদের অভিভাবক' ?

হাঁ, আর আমরা তাঁর সাক্ষ্য মেনে নিচ্ছি।

দেব-প্রতিম আর বীর ব্যক্তিদের কবর দেওয়ার কী রকম ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে, আর তাদের বিশেষ মর্যাদার সূচক কী হবে, তা আমরা নিশ্চয় দেবতার কাছে জেনে নেব ; আর তিনি যেমন আদেশ করেন, আমরা সে রকম করব ?

সর্বতোভাবে।

আর আমরা যুগ যুগ ধরে তাদের ভক্তি করব, আর সমাধিগুলির সামনে, বীরদের কবরগুলির সামনে যেমন করি, হাঁটু গেড়ে বসব ; আর শুধু তারা নয়, পরন্তু যারাই অসাধারণ উৎকৃষ্ট বলে পরিগণিত হয়, তারা বয়স হয়ে গেলে মৃত্যুমুখে পতিত হোক, অথবা অন্য কোন উপায়ে মৃত্যুমুখে পতিত হোক, একই সম্মানগুলিতে প্রবেশাধিকার পাবে।

তিনি বললেন : সেটা খুব সঙ্গত হবে।

তারপর, আমাদের সেনারা তাদের শত্রুদের সাথে ব্যবহারটা কী করবে ?

কোন্ বিষয়ে তুমি বলছ ?

সর্ব প্রথমে, দাসত্ব বিষয়ে ? তুমি কী উচিত বলে মনে কর যে হেল্লাস্বাসীরা হেল্লাসীয় রাষ্ট্রগুলিকে দাসত্বে আবদ্ধ করবে, অথবা অন্যদের তাদেরকে দাস করতে দেবে, যদি তারা তা থেকে বিরত থাকতে পারে ? সমগ্র জাতি হয়ত একদিন বর্বরদের শৃংখলের অধীন হয়ে যাবে এ বিপদ্ রয়েছে, সেইটে বিবেচনা করে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া কী আমাদের প্রথা হওয়া উচিত নয় ?

তাদেরকে মুক্তি দেওয়া অনন্ত গুণ উৎকৃষ্টতর।

সুতরাং কোন হেল্লাস্বাসীকে তাদের দাসরূপে অধিকার করা উচিত নয় ; এটি একটা নিয়ম হল ; এই নিয়ম তারা পালন করবে আর সমস্ত হেল্লাস্বাসীকে পালন করতে পরামর্শ দেবে ?

তিনি বললেন : হাঁ ; এই ভাবে তারা বর্বরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে আর একে অন্যের গায়ে হাত তুলতে বিরত থাকবে।

তারপর নিহতদের কথা ; বিজেতাদের কী, আমি বললাম, তাদের থেকে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু নেওয়া উচিত ? শত্রুকে অপহরণ করার মত আচরণ কী যুদ্ধকে মুখোমুখি সাক্ষাৎ না করার এক অজুহাত দান করে না ? কাপুরুষরা মৃতের চারদিকে লুকিয়ে থাকে, ভাণ করে যে তারা এক কর্তব্য সম্পন্ন করছে। আর আজকের আগে অনেক সেনাবাহিনী এই লুটের প্রতি অনুরাগ বশত বিধ্বস্ত হয়েছে।

খুব সত্য।

আর একটি মৃতদেহ থেকে অপহরণ করায় কী অনুদারতা ও লোভ প্রকাশ পায় না, এবং যখন প্রকৃত শত্রু উড়ে চলে গেছে, আর যুদ্ধ করবার বাইরের আবরণটা শুধু পিছনে ফেলে রেখে গেছে, তখন মৃত শরীরটাকেই শত্রু হেন ব্যবহার করাও কী হীনতা ও স্ত্রীলোকবৎ আচরণের প্রকৃষ্ট প্রকাশ নয়—এটা কী বরং সেই কুকুরের মত নয় যে তার আততায়ীকে পায় না, তার পরিবর্তে যে পাথরগুলি তার গায়ে এসে লাগে সেগুলির সঙ্গে ঝগড়া করে ?

তিনি বললেন : কুকুরের সঙ্গে খুব সাদৃশ্য রয়েছে বটে।

সুতরাং, অবশ্যই মৃতদেহ থেকে অপহরণে অথবা তাদের কবরস্থ হতে বাধা দানে আমরা বিরত থাকব ?

তিনি উত্তর করলেন: অবশ্যই আমরা খুব নিশ্চিত ভাবে বিরত থাকব।

দেবতাদের মন্দিরগুলিতে আমরা অস্ত্রগুলিও নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করব না, হেল্লাস্‌বাসীদের অস্ত্রগুলি ত একেবারেই না, যদি আমরা অন্য হেল্লাস্‌বাসীদের সঙ্গে সম্প্রীতি রাখতে চাই; আর, বাস্তবিক, আমাদের আশংকা করবার কারণ আছে যে যদি না দেবতা নিজে তা করতে আদেশ দেন তবে জ্ঞাতি কুটুম্বদের কাছ থেকে নেওয়া লুটের মাল উৎসর্গ করা একটা কলুষতা বিশেষ?

খুব সত্য।

আবার হেল্লাসের বিস্তৃত অঞ্চল ছারখার করা বা ঘরবাড়ী পোড়ান সম্বন্ধে প্রথাটা কী হওয়া দরকার?

তিনি বললেন: তোমার মতটা কী, তা শুনবার আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত কোর না।

আমার বিচারে, উভয় জিনিস নিষিদ্ধ করা উচিত হবে; আমি শুধু বছরের ফসলটা, তার বেশি কিছু নয়, নিতে চাই। আমি তোমাকে বলব, কেন?

প্রার্থনা করি, বল।

কেন, তুমি দেখ, 'অনৈক্য' ও 'যুদ্ধ' এই নাম দুটিতে একটা পার্থক্য আছে, আর আমি কল্পনা করি তাদের প্রকৃতি দুটিতেও একটা পার্থক্য রয়েছে; যা আভ্যন্তরীণ ও গার্হস্থ্য, একটা তা প্রকাশ করে, অন্যটি যা বাহ্য ও বৈদেশিক তা প্রকাশ করে; দুটির মধ্যে প্রথমটিকে বলে অনৈক্য, আর শুধু দ্বিতীয়টিকে বলে যুদ্ধ।

তিনি উত্তর করলেন: সেটা খুব উচিত পার্থক্য।

আমি কী সমান উচিত ভাবে মন্তব্য করতে পারি না যে হেল্লাসীয় জাতির সকলে রক্তের ও বন্ধুতার বন্ধনগুলিতে একত্র বাঁধা, আর বর্বরদের কাছে বিদেশী ও অপরিচিত?

তিনি বললেন: খুব পার।

আর অতএব যখন হেল্লাস্‌বাসীরা বর্বরদের সঙ্গে আর বর্বররা হেল্লাস্‌-বাসীদের সঙ্গে লড়াই করে, তারা লড়াই করা কালে আমরা তাদের বর্ণনা করব যুদ্ধে লিপ্ত আছে বলে, আর প্রকৃতি বশে শত্রু বলে, আর এই শ্রেণীর বিপক্ষতাকে যুদ্ধ নামে অভিহিত করা উচিত হবে; কিন্তু যখন হেল্লাস্‌বাসীরা একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করে তখন আমরা বলব যে

প্রকৃতিবশে তারা বন্ধু হয়েও হেল্লাস্ একটা বিশৃঙ্খল ও অনৈক্যপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

আমি সম্মত।

আমি বললাম: সুতরাং বিবেচনা কর, যাকে অনৈক্য বলে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি, যখন তা ঘটে, আর নগর দ্বিধা বিভক্ত হয়, তখন যদি উভয় পক্ষই একে অন্যের জমিগুলি ধ্বংস করে আর বাড়ীঘর পোড়ায়, তবে বিরোধটা কত না গর্হিত বলে বোধ হয়। কোন খাঁটি স্বদেশ-প্রেমিক তার নিজের মা ও ধাত্রীকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলতে নিজেকে প্রবৃত্ত করবে না; বিজিতদের পাকা ফসল থেকে বঞ্চিত করবার কারণ বিজেতাদের থাকতে পারে, কিন্তু তাদের অন্তরে শান্তির কামনা তারা সর্বদা পোষণ করবে আর চিরকাল লড়াই চালিয়ে যেতে চাইবে না।

তিনি বললেন: হাঁ; ওটা অন্যটার চেয়ে একটা উৎকৃষ্টতর মেজাজ।

আর যে নগরটা তুমি পত্তন করছ, তা কী হেল্লাসীয় নগর হবে না?

তিনি উত্তর করলেন: হওয়া উচিত।

তাহলে নাগরিকরা কী সৎ ও সভ্য হবে না?

হাঁ, খুব সভ্য হবে।

আর তারা কী হেল্লাসের অনুরাগী হবে না? আর হেল্লাসকে তাদের নিজেদের জায়গা বলে মনে করবে না? আর সাধারণ মন্দিরগুলিতে স্থান গ্রহণ করবে না?

অতীব নিশ্চিতরূপে।

আর তাদের মধ্যে যে কোন মত-পার্থক্যের উদয় হোক, তাকে তারা মনে করবে শুধু অনৈক্য বলে—বন্ধুদের মধ্যে একটা ঝগড়া, যাকে একটা যুদ্ধ বলে অভিহিত করা চলবে না?

আলবৎ না।

সুতরাং তারা তাদের মত ঝগড়া করবে, যারা কোন না কোন দিন পুনর্মিলিত হবার অভিপ্রায় রাখে?

আলবৎ।

তারা বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে ভুল সংশোধন করবে, কিন্তু তাদের বিরোধীদের দাস বা ধ্বংস করবে না; তারা হবে সংস্কারক, শত্রু নয়?

ঠিক তাই।

আর তারা নিজেরা হেল্লাসীয় বলে তারা হেল্লাস্‌কে ছারখার করবে না, তারা বাড়ীঘরও পোড়াবে না, এমন কি এ কল্পনা করবে না যে, একটা নগরের সমুদয় লোকরা—পুরুষরা, স্ত্রীলোকরা, ও শিশুরা—সমান

ভাবে তাদের শত্রু, কারণ তারা জানে যে যুদ্ধাপরাধ সর্বদাই অল্প কয়েক জনে আবদ্ধ থাকে, আর অনেকে তাদের বন্ধু। আর এই সব কারণে তারা তাদের জমিগুলি নাশ করতে আর তাদের বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করতে অনিচ্ছুক হবে ; এক দলের সঙ্গে অন্য দলের শত্রুতা ততদিন পর্যন্ত টিকবে যতদিন না অনেক নিরপরাধ ভুক্তভোগী অপরাধী জনা কয়েককে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে ?

তিনি বললেন : তাদের হেল্লাসীয় শত্রুদের সঙ্গে আমাদের নাগরিকদের এই হবে আচরণ ; আর এখন হেল্লাসীয়রা একে অন্যের সাথে যে আচরণ করে তা বর্বরদের সঙ্গে করবে ; এতে আমি সায় দি।

সুতরাং, এস, আমরা আমাদের অভিভাবকদের জন্যও এই আইন প্রণয়ন করি যে—তারা হেল্লাসীয়দের জমিজমা ছারখার করবে না, তাদের বাড়ীঘরও পোড়াবে না।

সম্মত ; আর আমাদের পূর্বেকার প্রণীত সকল আইনের মত, এগুলিও খুব উৎকৃষ্ট, আমরা তাও স্বীকার করছি।

কিন্তু, সোক্রাতেস্, তথাপি যদি তোমাকে এই ভাবে চলতে দেওয়া হয়, তবে আমি বলবই যে, তুমি অন্য প্রশ্নটি পুরাপুরি ভুলে যাবে, যে প্রশ্নটা তুমি এই আলোচনার প্রারম্ভে এক পাশে ঠেলে দিয়েছিলে :— জিনিসগুলির এই রকম শৃংখলা সম্ভব কী, আর আদৌ সম্ভব হলে, কী ভাবে সম্ভব ? কারণ আমি স্বীকার করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি যে, যে পরিকল্পনা তুমি প্রস্তাব করছ, সেটি যদি কৃতিসাধ্য হয় তবে রাষ্ট্রের সর্ববিধ মঙ্গল সাধন করবে। আমি যোগ করব, যা তুমি উহ্য রেখেছ, তোমার নাগরিকরা যোদ্ধাদের মধ্যে সব চেয়ে সাহসী হবে, আর কখনও তাদের স্থান ছাড়বে না, কারণ তারা সবাই একে অন্যকে জানবে, আর প্রত্যেকে অপরকে বাবা, ভাই, ছেলে বলে সম্বোধন করবে ; আর তাদের স্ত্রীলোকরা সেনাবাহিনীতে একই পদে হোক বা পশ্চাৎরক্ষী হিসাবে হোক, হয় শত্রুর পক্ষে ভীতির কারণ রূপে, নয় দরকারের সময় সহায়ক রূপে, যোগ দিচ্ছে বলে যদি তুমি ধরে নাও, তবে আমি জানি যে তখন তারা একেবারে অপরাজেয় হবে ; আর অনেক গার্হস্থ্য সুবিধাও আছে, সেগুলিও উল্লেখ করা যেতে পারে, আর সেগুলিকে আমি পুরাপুরি স্বীকৃতি দি ; কিন্তু আমি এই সমস্ত সুবিধা এবং আরও অনেকগুলি ততটা সুবিধা স্বীকার করে নিচ্ছি যদি তোমার এই রাষ্ট্রটি অস্তিত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়। তাই আমাদের ওগুলি সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলা

নিষ্প্রয়োজন ; সুতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে, এস, আমরা সম্ভাব্যতা ও অর্থ-সংস্থানের প্রশ্নে ফিরে যাই—বাকীগুলি পড়ে থাকতে পারে।

আমি বললাম : আমি যদি ক্ষণবিলম্ব করি, তবে তুমি তৎক্ষণাৎ আমার উপর হঠাৎ আক্রমণ চালাও, একটুও দয়া দেখাও না ; আমি প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ অতি কষ্টে পার হতে না হতে, তুমি বুঝতে পারছ না বলে মনে হচ্ছে যে, তুমি আমার উপর তৃতীয়টি এনে ফেলছ, ওটা হল সব চেয়ে বড় আর সব চেয়ে ভারী। যখন তুমি তৃতীয় ঢেউটি দেখবে ও শুনবে, আমার মনে হয়, তখন তুমি আরও দয়ার্দ্র হবে এবং স্বীকার করবে যে, যে প্রস্তাব আমি এখন বলতে ও অনুসন্ধান করতে যাচ্ছি তার সম্বন্ধে কিছুটা ভয় ও ইতস্তত ভাব স্বাভাবিক ছিল। সেটা এক অসামান্য প্রস্তাব।

তিনি বললেন : যত বেশি তুমি এই ধরণের আবেদন করবে, তত বেশি আমরা দৃঢ়সংকল্প হচ্ছি যে, তুমি আমাদের বলবেই বলবে, কী করে এ রকম একটা রাষ্ট্র সম্ভব হয় ; বলে ফেল, আর এখনই।

ন্যায় ও অন্যায়ের পিছনে পিছনে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা পথের এইখানে এসে পোঁছেছি, এটা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দি, তারপর শুরু করি।

তিনি বললেন : সত্য ; কিন্তু তাতে কী ?

আমি শুধু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, যদি আমরা তাদের আবিষ্কার করে থাকি, তবে ন্যায়বান্ মানুষের কোন বিষয়েতেই বিশুদ্ধ ন্যায় থেকে চ্যুত হওয়া উচিত হবে না, এ দাবী আমাদের করতে হবে কি না ; অথবা আংশিক ন্যায়লাভে সন্তুষ্ট থেকে বা অন্য মানুষদের মধ্যে যে পরিমাণে ন্যায় পাওয়া যায় তার চেয়ে কিছুটা বেশি পরিমাণের ন্যায়লাভেই ক্ষান্ত হয়ে বিশুদ্ধ ন্যায়ের জন্য ব্যগ্র হব না ?

আংশিক মাত্রাই যথেষ্ট হবে।

একটা আদর্শ যাতে পেতে পারি, সেজন্য আমরা অনুসন্ধান করছিলাম বিশুদ্ধ ন্যায়ের প্রকৃতি কী, আর নিখুঁত ন্যায়বানের চরিত্র কী, অন্যায় কী, আর নিখুঁত ন্যায়হীনের চরিত্র কী। এগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে এই কারণে যে, যে নির্ধারিত বিধি তারা উপস্থাপিত করে আর যতদূর অবধি আমরা তার সদৃশ হই, তা সামনে রেখে আমাদের নিজেদের সুখ ও দুঃখের অভাব আমরা বিচার করতে পারি, কিন্তু তারা বাস্তবে বর্তমান থাকতে পারে, এটা দেখাবার উদ্দেশ্যে নয়।

তিনি বললেন : সত্য।

একজন চিত্রকর তার কলার চূড়ান্ত সাহায্য নিয়ে এক নিখুঁত সুন্দর মানুষের আদর্শ আঁকবার পর এ রকম কোন লোক কখনও বাস্তবে বিদ্যমান ছিল, তা দেখাতে অসমর্থ হল,—এই কারণে কী তার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে?

তার একটুও ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না।

আচ্ছা, আমরাও কী এক নিখুঁত রাষ্ট্রের একটা আদর্শ সৃষ্টি করছিলাম না?

সন্দেহ কী।

আর আমাদের তত্ত্বের কী কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে যে বর্ণনামত একটা নগর বিন্যাসের সম্ভাব্যতা আমরা প্রমাণ করতে অসমর্থ হচ্ছি?

তিনি উত্তর করলেন: নিশ্চয় না।

আমি বললাম: ঐ হল সত্য। কিন্তু, যদি, তোমার অনুরোধে, আমাকে চেষ্টা করতে ও দেখাতে হয়, কী ভাবে আর কোন্ কোন্ অবস্থাধীনে সম্ভাব্যতা উচ্চতম, তবে আমি, এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে, তোমাকে তোমার পূর্বেকার স্বীকৃতিগুলি পুনরাবৃত্তি করতে অনুরোধ করব।

কোন্ স্বীকৃতিগুলি?

আমি জানতে চাই, আদর্শগুলিকে কখনও ভাষায় পুরাপুরি ধরা যায় কি না? বাক্য কী, ঘটনা যা, তার চেয়ে বেশি প্রকাশ করে না; আর একজন মানুষ যা কিছু চিন্তা করতে পারে, প্রকৃতই কী, জিনিসের প্রকৃতি বশত, সর্বদা, সত্য থেকে খাটো হয় না? তুমি কী বল?

আমি সম্মতি দি।

সুতরাং তুমি আমার সাথে এ জেদ করবে না যে, আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে প্রকৃত রাষ্ট্র প্রত্যেক দিক থেকে আদর্শের সঙ্গে মিলে যাবে; যদি আমরা শুধু আবিষ্কার করতে সমর্থ হই, আমরা যেমন প্রস্তাব করেছিলাম প্রায় তার মতন করে কী ভাবে একটা নগর শাসিত হতে পারে, তবে তুমি স্বীকার করবে যে তোমার দাবী মত সম্ভাব্যতা আমরা আবিষ্কার করেছি; আর সন্তুষ্ট থাকবে। আমি নিশ্চয় জানি, আমি সন্তুষ্ট হব—তুমি কী হবে না?

হাঁ, আমি হব।

তারপর, রাষ্ট্রগুলিতে কী সেই দোষ, যা তাদের বর্তমান কু-শাসনের কারণ, আর কী সে সামান্যতম পরিবর্তন যা একটি রাষ্ট্রকে সত্যতর আকারে পরিণতি লাভ করতে সমর্থ করবে, তা দেখাতে আমাকে চেষ্টা করতে দাও; সম্ভব হলে পরিবর্তনটা শুধু একটা জিনিসের, না হলে দুটি জিনিসের, হোক; অন্তত পক্ষে পরিবর্তনগুলি যেন যতদূর সম্ভব কম ও সামান্য হয়।

তিনি উত্তর করলেন : বিলক্ষণ।

আমি বললাম : আমার মনে হয় যে, যদি শুধু একটি পরিবর্তন করা হত, যা সামান্য বা সহজ নয়, যদিও সম্ভব, তবে রাষ্ট্রের সংস্কার হতে পারত।

তিনি বললেন : সেটা কী ?

আমি বললাম : এখন তবে ঢেউগুলির মধ্যে বৃহত্তমের মতন বলে যাকে আমি মনে করি, সেটার সাক্ষাৎকারে চলেছি ; এমন কি যদি ঢেউটা ভেঙে পড়ে আর আমাকে হাসি ও অপমানের তলায় ডুবিয়ে দেয় তবু কথাটা উচ্চারিত হবেই। আর তুমি ভাল করে আমার কথাগুলি লক্ষ্য কর ।

যাত্রা কর ।

আমি বললাম : **যে পর্যন্ত না দার্শনিকরা রাজা হয় অথবা এই জগতের রাজারা ও রাজকুমাররা দর্শনের মর্মবাণী ও ক্ষমতা আয়ত্ত করে, আর রাজনৈতিক মহত্ত্ব ও বিজ্ঞতা একজনেতে এসে মিলিত হয়, আর যারা অপরটিকে বাদ রেখে দুটির একটিকে অনুসরণ করে সেই ইতরতর লোকগুলি একধারে অপসৃত হতে বাধ্য হয়, সে পর্যন্ত নগরগুলি কখনও তাদের রাশি রাশি অশুভ থেকে মুক্তি পাবে না,—না, আমি বিশ্বাস করি, মানবজাতিও না,—আর তখনই শুধু এই আমাদের রাষ্ট্র জীবন পাবার সম্ভাবনা লাভ করবে আর দিনের আলো দেখতে পাবে।** হে আমার প্রিয় গ্লাউকোন্, এই ধরনের ছিল আমার চিন্তা, এটা আমি খুশি মনে উচ্চারণ করতাম, যদি না এটি উচ্চারণ করাও অতিশয় বাড়াবাড়ি বলে মনে হত ; কারণ অন্য কোন রকম রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সুখ থাকতে পারে না, এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মান বাস্তবিকই একটা শক্ত জিনিস।

সোক্রাতেস্, কী তুমি বলতে চাও ? আমি চাইব যে তুমি বিবেচনা করে দেখ, যে শব্দটি তুমি উচ্চারণ করেছ সেটি এমন এক শব্দ, যা শুনে বহু সংখ্যক ব্যক্তি, আর খুব সম্মানিত ব্যক্তিও বটে, তুমি কোথায় আছ তা জানবার আগে, মুহূর্ত মধ্যে তাদের কোটগুলি খুলে ফেলে আর হাতের কাছে যা আছে সেই অস্ত্র ধারণ করে যথাসাধ্য তোমার দিকে দৌড়ে আসবে, অভিপ্রায় নিয়ে,—ভগবান জানেন কী অভিপ্রায় ; আর যদি তুমি একটা উত্তর তৈরি না কর, তবে তুমি 'তাদের, চমৎকার অতি বুদ্ধিদের, হাতে স্থান-ছাড়া' হবে, ভুল নেই।

আমি বললাম : তুমিই ত আমাকে বিপাকে ফেললে।

আরে, আমি একেবারেই ভুল করিনি। যাই হোক, তোমাকে এই বিপাক থেকে বের করে আনবার জন্য যা পারি আমি সবই করব ; কিন্তু আমি তোমাকে দিতে পারি শুভেচ্ছা আর শুভ পরামর্শ, আর, হয়ত তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর অন্যের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ভাবে যোগাতে পারি—এই-ই সব, এর বেশি পারি না। আর এখন, এই রকম এক সহায়ক পেয়ে, তুমি যে নির্ভুল তা অবিশ্বাসীদের দেখাবার জন্য নিশ্চয় প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাবে।

আমি বললাম : তুমি যখন এমন অমূল্য সহায়তা দিতে চাইছ, তখন আমার চেষ্টা করা উচিত। আর আমার মনে হয় যে, যদি আমাদের ত্রাণ পাবার একটা সুযোগ করে নিতে হয়, তবে আমরা নিশ্চয় ব্যাখ্যা করব যখন আমরা বলি দার্শনিকদের রাষ্ট্র শাসন করা দরকার তখন কাদের লক্ষ্য করে বলি ; তখন আমরা নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হব : কতকগুলি প্রকৃতি আবিষ্কৃত হবে যাদের দর্শন অধ্যয়ন করা এবং রাষ্ট্রে নেতা হওয়া উচিত ; আর অন্যরা আবিষ্কৃত হবে, যারা দার্শনিক হওয়ার জন্য জন্মে না, আর যাদের নেতা হওয়ার পরিবর্তে বরং শিষ্য হওয়া সাজে।

তিনি বললেন : এখন তাহলে একটা সংজ্ঞা চাই।

আমি বললাম : আমাকে অনুসরণ কর, আর আমি আশা করি যে কোনও না কোনও উপায়ে আমি তোমাকে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হব।

এগোও।

আমি ভরসা করি যে তোমার স্মরণ আছে, আর অতএব আমার তোমাকে মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই যে, একজন প্রেমিক, যদি সে তার নামের উপযুক্ত হয়, তবে স্বাভাবিক ভাবে তার ভালবাসার জিনিসের কোন একটা অংশের প্রতি নয়, কিন্তু সমগ্রের প্রতি, সে তার ভালবাসা দেখাবে।

আমি সত্যি বুঝতে পারছি না, আর অতএব তোমাকে সানুনয়ে অনুরোধ করি স্মৃতিটা ঝালিয়ে নিতে আমাকে সাহায্য কর।

আমি বললাম : অন্য ব্যক্তি, যে উত্তর তুমি দিলে, মোটামুটি সে উত্তর দিতে পারত ; কিন্তু তোমার নিজের মত সুখসন্ধানী একজন মানুষের জানা উচিত যে যারা বিকশিত-যৌবন তারা সকলে কোন না কোন রকমে একজন প্রেমিকের বুকে চঞ্চল্য ও উচ্ছ্বাস তোলে, আর সে তাদের

তার স্নেহময় শ্রদ্ধার পাত্র বলে বিবেচনা করে। এই কী একটা ধরন নয় যা তুমি সুন্দরদের সম্বন্ধে অবলম্বন কর : একজনের নাক চেপ্টা, এবং তুমি তার মনোহর মুখশ্রীর প্রশংসা কর ; বক্র-নাসা অন্যজনের, তুমি বল, রাজকীয় আকৃতি ; আর যে চেপ্টাও নয়, বাঁকাও নয়, তার সুষম লাবণ্য আছে ; কাল মুখশ্রী পুরুষোচিত ; ফরসারা দেবশিশু ; আর যাদের নাম দেওয়া হয় মিষ্টি 'মধু পাণ্ডুর' তাদের সম্বন্ধে বলি নামটা নিজেই প্রেমের আবিষ্কার ছাড়া আর কী ; ঐ প্রেমিক ছোট শব্দ ব্যবহার করে কথা কয়, আর যদি যুবজনের গালে পাণ্ডুরতা দেখা দেয় তবে তার আর বিরূপতা থাকে না ? এক কথায় যৌবন-বসন্তে ফোটা একটি মাত্র ফুলও যাতে না হারাতে হয়, তার জন্য হেন অজুহাত নেই যা তুমি দেখাবে না, এ হেন কথা নেই যা তুমি বলবে না।

তর্কের খাতিরে, যদি তুমি আমাকে প্রেমের ব্যাপারে একজন বেপারী ঠাওরাও তবে আমি সায় দিচ্ছি।

আর মদ্য-অনুরাগীদের সম্বন্ধে তুমি কী বল ? তুমি কী তাদের একই জিনিস করতে দেখ না ? যে কোন মদ খাবার যে কোন ছুতা পেলেই তারা খুশি।

খুব ভাল।

আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকদের সম্বন্ধে একই কথা সত্য। যদি তারা একটা সেনাবাহিনী চালনার কর্তৃত্ব না পায়, তবে তারা একটা সারির নেতৃত্ব নিতেও রাজি আছে ; আর যদি তারা প্রকৃত মহত্ত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দ্বারা সম্মানিত হতে না পারে, তবে ক্ষুদ্রতর ও ইতরতর লোকদের দ্বারা সম্মানিত হলে খুশি হয়,—কিন্তু সম্মান, কোনও না কোন প্রকারের সম্মান, তাদের পাওয়া চাই-ই।

ঠিক তাই।

আর একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করতে দাও ; যে কোন এক শ্রেণীর বস্তুগুলিকে আকাঙ্ক্ষা করে, সে কী গোটা শ্রেণীটা আকাঙ্ক্ষা করে, না মাত্র একটা অংশ আকাঙ্ক্ষা করে ?

গোটাটা।

আর আমরা কী দার্শনিক সম্বন্ধে বলতে পারি না যে, সে একজন প্রেমিক, কিন্তু জ্ঞানের শুধু একটা অংশের নয়, কিন্তু গোটা জ্ঞানের ?

হঁা গোটাটার।

আর যে শিখতে অপছন্দ করে, বিশেষত যৌবনে, কী ভাল আর কী ভাল নয়, তা বিচার করবার সামর্থ্য যে সময়ে তার নেই, এই রকম

একজনকে আমরা দার্শনিক বা জ্ঞানানুরাগী নয় বলে ধরে নি, ঠিক যেমন যে তার খাবার খেতে অস্বীকার করে সে ক্ষুধার্ত নয়, আর বলা যেতে পারে তার ভাল খিদে হয় নি, ক্ষুধামান্দ্য হয়েছে ?

তিনি বললেন : খুব সত্য ।

অপর দিকে যার সকল রকম জ্ঞানের জন্য রুচি আছে, আর শিখতে উৎসুক, আর কখনও তৃপ্ত হয় না, তাকে সঙ্গতভাবে একজন দার্শনিক বলে অভিহিত করা যায় ? আমি কী ঠিক বলছি না ?

গ্লাউকোন্ বললেন : যদি জানবার ঔৎসুক্য একজনকে দার্শনিকে পরিণত করে, তবে তুমি দেখতে পাবে যে অনেক অদ্ভুত জীব ঐ নামের দাবীদার হবে। দৃশ্যবস্তুর অনুরাগী সকলে শিখতে আনন্দ পায়, আর কাজেই তাদের বাদ দেওয়া হবে না। সঙ্গীতপ্রিয় অপেশাদাররাও এমন সব লোক যারা দার্শনিকদের স্থান থেকে অদ্ভুত ভাবে বিচ্যুত, কারণ জগতে তারা হল শেষ ব্যক্তি যারা পারলে দার্শনিক আলোচনার মত কোন কিছুতে প্রবৃত্ত হবে না, অথচ তারা দিয়নুসীয় উৎসবগুলিতে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করে যেন তারা কাণ দুটিকে প্রত্যেক ঐক্যতানটি শুনবার জন্য ভাড়া দিয়েছে ; অনুষ্ঠান নগরে হোক বা গ্রামে হোক—তাতে কিছু যায় আসে না—তারা সেখানে উপস্থিত আছে। এখন আমাদের কী এই মত গ্রহণ করতে হবে যে এরা সবাই আর অন্য যে কারুর অনুরূপ রুচি আছে, তারা, আর সম্পূর্ণ গৌণ কলাগুলির অধ্যাপকরাও বটে, দার্শনিক ?

আমি উত্তর করলাম : আলবৎ নয় ; তারা শুধু অনুকারী ।

তিনি বললেন : তাহলে সত্যিকার দার্শনিক কারা ?

আমি বললাম : তারা, যারা সত্যের দর্শনে অনুরাগী ।

তিনি বললেন : সেটাও উত্তম ; কিন্তু জানতে পেলে খুশি হতাম, তুমি কী বলতে চাও ?

আমি উত্তর করলাম : অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাকে হয়ত মুস্কিলে পড়তে হত ; কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, আমি যে প্রতিপাদ্যটা উপস্থিত করতে উদ্যত হয়েছি, তুমি সেটাকে গ্রহণ করবে ।

প্রতিপাদ্যটা কী ?

সৌন্দর্য কুশ্রীতার বিপরীত, তাই তারা দুই ?

আলবৎ ।

আর তারা দুই, এই কারণে তাদের প্রত্যেকে এক ?

সত্য আবার ।

আর ন্যায়বান্ ও ন্যায়হীন, ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে এবং অন্য প্রত্যেক

শ্রেণী সম্বন্ধে, একই মন্তব্য খাটে ; একা একা করে ধরলে, প্রত্যেকটি এক ; কিন্তু কাজগুলির ও জিনিসগুলির ও পরস্পরের সঙ্গে তাদের বিবিধ মিশ্রণের ফলে তারা সব রকম আলোয় দেখা দেয় আর অনেক বলে মনে হয়।

খুব সত্য।

আর এই হল পার্থক্য-রেখা যা আমি এক দিকে দৃশ্য অনুরাগ, কলা অনুরাগ, কর্মী শ্রেণী, এবং অন্য দিকে যাদের কথা আমি বলছি, আর একমাত্র যারা দার্শনিক নামের যোগ্য, তাদের মধ্যে টানি।

তিনি বললেন : তুমি তাদের পার্থক্যটা কী ভাবে দেখাতে চাও ?

আমি উত্তর করলাম : শব্দের ও দৃশ্যের যারা অনুরাগী, আমার ধারণামতে তারা সুন্দর স্বর ও রঙ ও আকৃতিগুলি আর তাদের থেকে যে কৃত্রিম ফলগুলি উৎপন্ন হয়, সেগুলি প্রিয় জ্ঞান করে, কিন্তু তাদের মন বিশুদ্ধ সৌন্দর্য দেখতে অথবা ভালবাসতে অপারগ।

তিনি উত্তর করলেন : সত্য।

যারা বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের দর্শন পর্যন্ত পৌঁছাতে সমর্থ তাদের সংখ্যা নগণ্য।

খুব সত্য।

আর যার সুন্দর জিনিসগুলি সম্বন্ধে বোধ থাকলেও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোন বোধ নেই, আর যে, যদি অন্য একজন তাকে সেই সৌন্দর্যের জ্ঞানের দিকে চালাতে চায় তবে তাকে অনুসরণ করতে অসমর্থ হয়, সে—এই রকম একজনের কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, সে কী জাগ্রত, অথবা শুধু একটা স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে? ভেবে বল : ঘুমাক বা জেগে থাকুক, স্বপ্নদ্রষ্টা কী এমন একজন নয় যে অননুরূপ জিনিসগুলিকে অনুরূপ মনে করে, আসল বস্তুর জায়গায় নকলটা বসায় ?

আমি নিশ্চিত ভাবেই বলব যে এইরূপ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু অন্যজনের কথা নাও : সে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অস্তিত্বকে চেনে, আর সে বস্তুগুলি থেকে কল্পনাকে আলাদা করতে সমর্থ, ঐ বস্তুগুলি তার কল্পনাতে অংশ গ্রহণ করে, বস্তুগুলিকে কল্পনার জায়গায় বসায় না, কল্পনাকেও বস্তুগুলির জায়গায় বসায় না—সে কী স্বপ্নদ্রষ্টা, অথবা সে কী জাগ্রত ?

সে সম্পূর্ণ জাগ্রত।

আর আমরা কী বলতে পারি না যে একজন যে জানে তার মনের জ্ঞান আছে, আর অন্যজন যে শুধু মত প্রকাশ করে, তার মনের মত আছে ?

আলবৎ পারি।

কিন্তু অনুমান কর যেন পরের জন আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে আর আমাদের বিবৃতি নিয়ে তর্ক করবে, আমরা কী তার বুদ্ধিমত্তায় দুঃখজনক গোলমাল আছে, তার কাছে সে কথা প্রকাশ না করে, তার প্রতি কোন শান্তিদায়ী মিষ্ট বাক্য বা পরামর্শ প্রয়োগ করতে পারি ?

তিনি উত্তর করলেন : তাকে কিছু সৎ পরামর্শ আমাদের নিশ্চয় দিতেই হবে।

এস, তবে, তাকে আমরা কি বলব তা আমরা ভেবে বের করি। তাকে এই আশ্বাস দিয়ে আমরা শুরু করব কী যে, যে কোন জ্ঞান সে লাভ করে থাকতে পারে, তাতেই তাকে স্বাগত জানাই, আর আমরা আনন্দিত যে সে এই জ্ঞান লাভ করেছে ? কিন্তু আমরা তাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাইব : যার জ্ঞান আছে সে কিছু জানে, না কিছু-না জানে ? (তোমাকে তার হয়ে উত্তর দিতে হবে।)

আমি উত্তর দি যে সে কিছু জানে।

কিছু যা আছে অথবা আছে-না ?

কিছু যা আছে ; কারণ যা নেই, সেটা কী করে কখনও জ্ঞাত হওয়া যেতে পারে ?

আর ব্যাপারটাকে বহু দৃষ্টি বিন্দুর থেকে দেখবার পর, আমরা কী নিশ্চিত হয়েছি যে, বিশুদ্ধ সত্তা বিশুদ্ধভাবে জ্ঞাত হয় অথবা হতে পারে, কিন্তু চরম অ-বর্তমান চরম অজ্ঞাত ?

এর চেয়ে নিশ্চিত আর কিছু নেই।

উত্তম। কিন্তু এমন কিছু জিনিস থাকে যার প্রকৃতি এ ধরণের যে সে আছে এবং আছে না, তবে তার একটা স্থান হবে বিশুদ্ধ হওয়াটা আর বিশুদ্ধ না-হওয়াটার মাঝামাঝি ?

হাঁ, তাদের মধ্যে।

আর, জ্ঞান হওয়াটার সঙ্গে এবং অজ্ঞান আবশ্যিকভাবে না-হওয়াটার সঙ্গে একরূপ, তাই সেই হওয়া ও না-হওয়ার মধ্যে মধ্যবর্তীর জন্য অজ্ঞান ও জ্ঞানের মধ্যে যদি মধ্যবর্তী কিছু থাকে, তবে তাকে আবিষ্কার করতে হবে ?

আলবৎ।

তুমি কী মতের অস্তিত্ব স্বীকার কর ?

নিঃসন্দেহ।

সেটা কী জ্ঞানের সঙ্গে এক, অথবা অন্য এক ধীশক্তির গুণ ?

অন্য ধীশক্তির গুণ।

সুতরাং মত ও জ্ঞানকে গুণগুলির এই পার্থক্যের অনুরূপ ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাপার নিয়ে কাজ করতে হয় ?

হাঁ।

আর জ্ঞান হল হওয়ার সঙ্গে তুলনামূলক, আর জানে হওয়া কী বস্তু। কিন্তু আরও অগ্রসর হবার আগে আমি ভাগ করব।

কী ভাগ ?

ধীশক্তিগুলি নিজেরাই একটা শ্রেণী গঠন করছে বলে আমি শুরু করব : তারা হল আমাদের মধ্যে এবং অন্য সকল জিনিসের মধ্যে দক্ষতা, যার বলে আমরা তাই করি যা করে থাকি। যেমন ধর, দর্শন আর শ্রবণকে আমি বলব সামর্থ্য গুণ। আমি কী শ্রেণী বলতে যা বুঝাই তার পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছি ?

হাঁ, আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি।

তাহলে তাদের সম্বন্ধে আমার মনোভাব কী আমি বলতে চাই। আমি তাদের দেখতে পাই না, এবং ফলে মূর্তি, রঙ, আর ঐ ধরণের জিনিস-গুলি আমাকে কতক জিনিসের মধ্যে পার্থক্যগুলি প্রণিধান করতে সমর্থ করে, এগুলি তাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কোন ধীশক্তির কথা যখন বলি, তখন আমি শুধু তার অঞ্চল ও তার ফলের কথা ভাবি ; আর যার একই অঞ্চল ও একই ফল থাকে তাকে বলি একই ধীশক্তি, কিন্তু যার অন্য অঞ্চল ও অন্য ফল থাকে, তাকে আলাদা বলি। তোমার বলবার ধরণও কী তাই ?

হাঁ।

আর তুমি কী আরও একটি প্রশ্নের উত্তর দয়া করে দেবে ? তুমি কী বলবে, জ্ঞান একটা ধীশক্তি, অথবা জ্ঞানকে তুমি কোন্ শ্রেণীতে ফেলবে ?

জ্ঞান আলবৎ একটা ধীশক্তি, ধীশক্তিগুলির মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী ?

আর মতও কী একটা ধীশক্তি ?

তিনি বললেন : আলবৎ, কারণ মত হচ্ছে তাই যা দিয়ে আমরা একটা মত তৈরি করতে সমর্থ হই।

আর তথাপি তুমি একটু ক্ষণ আগে স্বীকৃতি দিচ্ছিলে যে জ্ঞান আর মত এক নয় ?

তিনি বললেন : কেন, হাঁ ; কোন যুক্তিপূর্ণ জীব কী করে কখনও যা অভ্রান্ত তাকে যা ভুল করে তার সঙ্গে এক জিনিস বলে সনাক্ত করতে পারে ?

আমি বললাম : সুন্দর একটা উত্তর, ওটা প্রমাণ করছে যে আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্যটা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

হাঁ।

সুতরাং জ্ঞান ও মতের পরিষ্কার আলাদা ক্ষমতা থাকায় তাদের অঞ্চল ও বিষয়-বস্তুগুলিও পরিষ্কার আলাদা ?

নিশ্চয়।

হওয়া হচ্ছে জ্ঞানের অঞ্চল বা বিষয়-বস্তু, আর জ্ঞান হচ্ছে, হওয়ার প্রকৃতিকে জানা ?

হাঁ।

আর মত হচ্ছে, একটা মত থাকা ?

হাঁ।

আর আমরা কী তা জানি যা আমরা মত বলে দি ? মতের বিষয়-বস্তু আর জ্ঞানের বিষয়-বস্তু কী এক ?

তিনি উত্তর করলেন : না, শুধু তাই নয়, আগেই ত তা অপ্রমাণিত হয়েছে ; যদি ধীশক্তিতে পার্থক্য অঞ্চলে বা বিষয়-বস্তুতে পার্থক্য বুঝায়, আর যদি, আমরা যেমন বলছিলাম, মত ও জ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা দুই ধীশক্তি হয়, তবে জ্ঞানের ও মতের অঞ্চল এক হতে পারে না।

সুতরাং যদি হওয়া জ্ঞানের বিষয়-বস্তু হয়, তবে অন্য কোন জিনিস মতের বিষয়-বস্তু হবে নিশ্চয় ?

হাঁ, অন্য কোন জিনিস।

বেশ, তাহলে না-হওয়া কী মতের বিষয়-বস্তু ? অথবা, বলি, না-হওয়া সম্বন্ধে আদৌ একটা মত কী করে হতে পারে ? ভেবে বল : যখন একজন মানুষের কোন মত থাকে, তখন কী কোন বস্তু সম্বন্ধে তার মত থাকে না ? আমাদের কী এমন মত থাকতে পারে যা কোন অ-বস্তু সম্বন্ধে মত ?

অসম্ভব।

যার একটা মত আছে, তার কোন একটা বস্তু সম্বন্ধে মত আছে ?

হাঁ।

আর না-হওয়া একটা বস্তু নয়, কিন্তু ঠিকমত বলতে গেলে না-বস্তু ?

সত্য।

না-হওয়ার, অজ্ঞানকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত আবশ্যিক বিষয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল ; হওয়ার, জ্ঞানকে ?

তিনি বললেন : সত্য।

সুতরাং হওয়া বা না-হওয়ার সঙ্গে মতের কোন সংস্রব নেই ?

কোনটার সঙ্গেই নেই।

আর অতএব, মত অজ্ঞান হতে পারে না, জ্ঞানও হতে পারে না ?

সেটা সত্য বলে বোধ হয়।

কিন্তু মতকে কী তাদের প্রত্যেকটির বাইরে ও প্রত্যেকটিকে অতিক্রম করে খুঁজতে হবে, জ্ঞানের চেয়ে বেশি এক উজ্জ্বলতার মধ্যে অথবা অজ্ঞানের চেয়ে বেশি এক অন্ধকারময়তার মধ্যে ?

কোনটির মধ্যেই না।

সুতরাং আমি অনুমান করছি যে, তোমার কাছে মত জ্ঞানের চেয়ে অন্ধকার, কিন্তু অজ্ঞানের চেয়ে আলোকময় বলে প্রতিভাত হয় ?

উভয় : আর সামান্য পরিমাণ নয়।

আর তাদের ভিতরে ও মধ্যে আছে ?

হাঁ।

সুতরাং তুমি অনুমান করবে যে মত মধ্যবর্তী।

প্রশ্নাতীত।

কিন্তু আমরা আগে কী বলছিলাম না যে, যদি কোন বস্তু এমন এক ধরণের হয়ে দেখা দেয় যে তা একই সময়ে বর্তমান ও অবর্তমান, তবে ঐ ধরণের বস্তু বিশুদ্ধ হওয়া ও একেবারে না-হওয়ার ব্যবধানের মধ্যে পড়ছে বলে মনে হবে ; আর তার সম্বন্ধীয় ধীশক্তি জ্ঞানও নয়, অজ্ঞানও নয়, কিন্তু তাদের মধ্যেকার ব্যবধানের মধ্যে পাওয়া যাবে ?

সত্য।

আর সেই ফাঁকের মধ্যে এমন কোন জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে, যাকে আমরা বলি মত ?

তা হয়েছে।

সুতরাং আমাদের যা আবিষ্কার করা বাকী থাকবে তা হচ্ছে কোন্ সে বস্তু যা সমভাবে হওয়া ও না-হওয়ার প্রকৃতিতে অংশ গ্রহণ করে, আর সঙ্গত ভাবে দুটির কোনটিকেই বিশুদ্ধ ও সরল বলে অভিহিত করা যায় না ; এই অপরিজ্ঞাত অভিধা, যখন আবিষ্কৃত হবে তখন, আমরা সত্য সত্য মতের বিষয় বলে উল্লেখ করতে পারি, আর প্রত্যেককে তার যথোচিত ধীশক্তি আরোপ করতে পারি—চরমগুলিকে চরমগুলির ধীশক্তিতে আর মাঝেরগুলিকে মাঝেরগুলির ধীশক্তিতে আরোপ করতে পারি।

সত্য।

তর্কে এই পূর্বস্থাপনা হবার পর, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই সেই

ভদ্রলোককে যিনি এই মত অবলম্বন করেন যে, সৌন্দর্যের কোন বিশুদ্ধ বা অপরিবর্তনীয় কল্পনা নেই—যাঁর মতে সুন্দর হচ্ছে বহুলতা-ধর্মী—আমি বলি, তিনি, তোমার সুন্দর দৃশ্যগুলির অনুরাগী, যিনি একথা বলা হলে সহ্য করতে পারেন না যে সুন্দর এক, আর ন্যায়বান্ এক, অথবা কোন বস্তু এক—তাঁর কাছে আমি আবেদন করব, বলব, মশাই তুমি এতটা দয়াপরবশ হবে কী যে আমাকে বলবে, এই সব সুন্দর বস্তুগুলির একটিও আছে কী যা কুশ্রী দেখতে পাওয়া যাবে না, অথবা ন্যায়বান্দের, যা ন্যায়হীন দেখতে পাওয়া যাবে না ; অথবা পবিত্রদের, যা অপবিত্রও হবে না ?

তিনি উত্তর করলেন : না, কোন এক দৃষ্টিবিন্দুতে সুন্দরকে কুৎসিৎ দেখা যাবে ; বাকীগুলি সম্বন্ধেও একই কথা সত্য।

আর অনেক আছে যেগুলি কোন জিনিসের দ্বিগুণ, সেগুলি অন্যদের অর্ধ হতে পারে না ?—অর্থাৎ এক জিনিসের দ্বিগুণ সব, আর অন্য জিনিসের অর্ধ সব ?

সম্পূর্ণ সত্য।

আর যে জিনিসগুলিকে বড় ও ছোট, ভারী ও পাতলা, ভাষায় বলা হয়, সেগুলি এই নামে যতটা নির্দেশ করা যায় বিপরীত নামে আর তার চেয়ে কিছু কম করে নির্দেশ করা যায় না ?

সত্য ; এগুলি ও বিপরীত নামগুলি, উভয়ই সর্বদা তাদের সকলের প্রতি সংলগ্ন করা যাবে।

আর এই সব অনেক জিনিসের যেগুলিকে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়, এদের কোনটিকে কী এটা এই নয় না বলে এটা এই বলা যেতে পারে ?

তিনি উত্তর করলেন : এগুলি দ্ব্যর্থবোধক হেঁয়ালিগুলির মতন যেগুলি ভোজসভায় জিজ্ঞাসা করা হয় ; ছেলেপেলেদের ধাঁধাঁর মতন[1] ; তাতে আছে একজন খোঁজা বাদুড়ের দিকে তাক করছে, ধাঁধাঁয় যেমন বলে একটা কী দিয়ে তাকে আঘাত করল, আর একটা কিসের ডালের উপর বাদুড়টা বসেছিল। আমি জনে জনে যে সব জিনিসের কথা বলছি, সেগুলিও একটা হেঁয়ালি, আর দ্ব্যর্থবোধক : তুমি তোমার মনে স্থিরভাবে

---

1 টীকা করিয়া ধাঁধাকে এই ভাবে সাজান : 'একটি গল্প বলা হয় যে, একটি লোক এবং একটি লোক নয়, দেখে এবং দেখে না, একটি পাথর এবং একটি পাথর নয়, দিয়ে তাকে আঘাত করল এবং তাকে আঘাত করল না।' এটা প্রশ্নের আংশিক ব্যাখ্যা। বাকী সমাধান, পাঠকদের উপর রইল।

বলিয়ে নিতে পারছ না, হওয়া বা না-হওয়া, অথবা কোনটাই না—এর কোন ভাবকেই।

আমি বললাম: তুমি তাদের নিয়ে কী করবে? হওয়া ও না-হওয়ার মধ্যের চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন স্থান কী তারা পেতে পারে? কারণ এটা পরিষ্কার যে তারা না-হওয়ার চেয়ে বেশি গাঢ় অন্ধকারে বা নঞে নেই, অথবা হওয়ার চেয়ে বেশি আলোয় বা অস্তিত্বে পূর্ণ নয়।

তিনি বললেন: সেটা সম্পূর্ণ সত্য।

এই ভাবে আমরা যেন আবিষ্কার করেছি বলে বোধ হচ্ছে যে সুন্দর সম্বন্ধে আর অন্য সকল জিনিস সম্বন্ধে জনসাধারণ যে সব বিস্তর কল্পনা মনে মনে আঁকড়ে ধরে বসে আছে সেগুলি এদিক ওদিক দোল খাচ্ছে, বিশুদ্ধ হওয়া ও বিশুদ্ধ না-হওয়ার মধ্যে অর্ধপথে এক অঞ্চলে রয়েছে?

আমরা করেছি।

হাঁ, আর আমরা পূর্বে একমত হয়েছিলাম যে, এ শ্রেণীর যে কোন জিনিস আমরা খুঁজে পাই না কেন তাকে মতের ব্যাপার বলে বর্ণনা করা হবে, জ্ঞানের ব্যাপার বলে নয়; মধ্যবর্তী প্রবাহ ওটা, মধ্যবর্তী ধীশক্তি ওটাকে ধরে আটকে রেখেছে।

সম্পূর্ণ সত্য।

সুতরাং যারা অনেক সুন্দরকে দেখে, আর তথাপি না দেখে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে, না পারে অনুসরণ করতে কোন পথ-প্রদর্শককে যে সে দিককার পথ দেখায়; যারা অনেক ন্যায়বান্‌কে দেখে, কিন্তু বিশুদ্ধ ন্যায়কে না দেখে, আর এই রকম সবেতে—এই ধরণের ব্যক্তিদের মত আছে, কিন্তু জ্ঞান নেই বলা যেতে পারে?

সেটা নিশ্চিত।

কিন্তু যারা বিশুদ্ধকে ও চিরন্তনকে ও অপরিবর্তনীয়কে দেখে, তারা জানে বলে বলা যেতে পারে, আর তাদের শুধু মত ধারণ করে বলা যায় না?

সেটাও অস্বীকার করা যেতে পারে না।

একজন জ্ঞানের বিষয়গুলিকে, অন্যজন মতের বিষয়গুলিকে, ভালবাসে ও আলিঙ্গন করে? ভরসা করি, তোমার স্মরণ হবে, পরবর্তীরা হল সেই ব্যক্তিরা, যারা সুমিষ্ট স্বর মনোযোগের সঙ্গে শুনত, সুন্দর রঙের দিকে তাকিয়ে থাকত, কিন্তু বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অস্তিত্ব সহ্য করতে পারত না।

হাঁ, আমার স্মরণ আছে।

আমরা কী তাহলে তাদের জ্ঞান-প্রেমিক না বলে বরং মত-প্রেমিক বললে, অশোভনতার দোষে দোষী হব, আর তাদের এই ভাবে বর্ণনা করায় তারা কী আমাদের উপর খুব রাগ করবে?

আমি তাদের রাগ না করতে বলব; যা সত্য তার প্রতি কোন মানুষেরই রাগ করা উচিত নয়।

কিন্তু যারা প্রত্যেক জিনিসে সত্যকে ভালবাসে তাদের জ্ঞান-প্রেমিক বলে, মত-প্রেমিক বলে নয়, অভিহিত করা হবে।

সন্দেহ কী।

গ্রন্থ ছয়

আর এই ভাবে, গ্লাউকোন্, বিতর্কটা এক ক্লান্তিকর পথ ভ্রমণ করেছে, তারপর অবশেষে, সত্য ও মিথ্যা দার্শনিকরা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

তিনি বললেন : আমি ত মনে করি না যে, পথটা সংক্ষিপ্ত করতে পারা যেত।

আমি বললাম : আমি অনুমান করি, যেত না; আর তথাপি আমি বিশ্বাস করি যে, তাদের উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের আরও ভাল করে দৃষ্টি দেবার অবকাশ ঘটত, যদি আলোচনাটা এই একটি বিষয়ে আবদ্ধ রাখতে পারা যেত এবং আমাদের জন্য অপেক্ষমান অন্য অনেক প্রশ্ন না থাকত; ন্যায়বানের জীবন কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ন্যায়হীনের জীবনের থেকে আলাদা, তা দেখতে যে আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে ঐগুলি নিশ্চয় বিবেচনা করতে হবে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তার পরের প্রশ্নটা কী?

আমি বললাম : যথাক্রমে এর পরে যার নিশ্চয় আসবার কথা, সেটা। শুধু দার্শনিকরাই চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়কে সম্যক ধরতে সমর্থ, আর যারা বহু ও পরিবর্তনীয়ের রাজ্যে বেড়ায় তারা দার্শনিক নয়। অতএব, আমার তোমাকে জিজ্ঞাসা করতেই হবে ঘুরে দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টির আমাদের রাষ্ট্রের শাসক হওয়া উচিত?

আর সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আমরা কী করে দিতে পারি?

দুইয়ের মধ্যে যেটি সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে আমাদের রাষ্ট্রের আইনগুলিকে ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করতে পারে, তারা আমাদের অভিভাবক হোক।

খুব ভাল।

আমি বললাম : এ নিয়ে কী কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যে অভিভাবককে কোন জিনিস রক্ষা করতে হবে তার চোখ দুটি না থাকার চেয়ে থাকা ভাল?

ও নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

আর সত্যি বলছি, যারা বাস্তবিক প্রত্যেক জিনিসের সত্য অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানহীন, আর যাদের আত্মায় পরিষ্কার কোন আদর্শ নেই, আর একজন চিত্রকরের চোখ নিয়ে বিশুদ্ধ সত্যের দিকে তাকাতে, আর সেই মূল পদার্থকে সংস্কার করতে, আর অপর জগতের পূর্ণ দর্শন

পাবার পর এ জগতে সৌন্দর্য, সততা, ন্যায়ের আইনগুলির শৃংখলা-বিধান করতে, যদি ইতিপূর্বে না হয়ে থাকে, আর তাদের শৃংখলা পাহারা দিতে ও রক্ষা করতে, অসমর্থ হয়—আমি জিজ্ঞাসা করি,এই রকম ব্যক্তিরা আসলে অন্ধ ছাড়া আর কী?

তিনি বললেন: তারা সত্যই অনেকটা সেই অবস্থায় রয়েছে।

আর তাদের কী আমাদের অভিভাবক করতেই হবে, যখন, যারা অভিজ্ঞতায় তাদের সমকক্ষ ত বটেই, ধর্মের কোন বিশেষত্বে তাদের থেকে খাটোও নয় তার উপর প্রত্যেক জিনিসের প্রকৃত সত্তা কী তা জানে, তারা বর্তমান রয়েছে?

তিনি বললেন: সমুদয় মহৎ গুণের মধ্যে এটি মহত্তম, এটি যাদের করায়ত্ত তাদের না-মঞ্জুর করবার কোন কারণ থাকতে পারে না; সর্বদা তাদের নিশ্চয় প্রথম স্থান দিতে হবে, যদি না তারা অন্য কোন দিকে বিফল হয়ে থাকে।

আমি বললাম: তারপর কল্পনা কর যে, তারা এটি ও অন্য উৎকর্ষ-গুলি কতদূর পর্যন্ত একত্র ধারণ করতে পারে, আমরা তা নির্ণয় করছি।

সর্বতোভাবে।

প্রথমত, আমরা এই মন্তব্য দিয়ে শুরু করেছিলাম: দার্শনিকের প্রকৃতি স্থির করতে হবে। তার সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চয় বুদ্ধিপূর্বক বিচার করতে হবে, আর যখন আমরা তা করেছি, তখন, যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, তবে, আমরা এও স্বীকার করব যে, গুণাবলির এ ধরণের একটা মিলন সম্ভব, আর ওগুলি যাদের মধ্যে একত্র মিলিত হয়, তারা, আর শুধু তারা, রাষ্ট্রের শাসক হওয়া উচিত।

তুমি কী বলতে চাও?

আমাদের কল্পনা করা যাক যে, দার্শনিক মনগুলি সর্বদা এক ধরণের জ্ঞান ভালবাসে, সেই জ্ঞান তাদেরকে জানায় যে জন্ম মরণ সংঘাতে পরম সত্তা অবিকৃত থাকে।

সম্মত।

আমি বললাম: আমাদের আরও একমত হওয়া যাক যে তারা পূর্ণ সত্য হওয়ার প্রেমিক; বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর হোক, অথবা বেশি বা কম হোক, একটা অংশও নেই, যা তারা ত্যাগ করতে ইচ্ছুক থাকে; আগে আমরা প্রেমিক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই বলেছি।

সত্য।

আর যদি তাদের তাই হতে হয় যা আমরা বর্ণনা করছিলাম, তবে অন্য একটা গুণ কী নেই যেটাও তাদের থাকা উচিত ?

কী সে গুণ ?

সত্যবাদিতা ঃ তারা কখনও তাদের মনে স্বেচ্ছায় অসত্যবাদিতা গ্রহণ করবে না, সেটার প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা থাকবে, আর তারা সত্যকে ভালবাসবে।

হাঁ, তাদের সম্বন্ধে নিরাপদে এই ঘোষণা দেওয়া যেতে পারে।

আমি উত্তর করলাম ঃ কথাটা 'যেতে পারে' নয়, আমার বন্ধু ; বরং বল 'নিশ্চয় দেওয়া যায়', কারণ যার প্রকৃতি কোন জিনিসের প্রতি প্রণয়ে আসক্ত, সে যা কিছু তার স্নেহপ্রেমের বস্তুর অন্তর্গত বা সদৃশ তাই-ই ভাল না বেসে থাকতে পারে না।

তিনি বললেন ঃ যথার্থ।

আর সত্য ছাড়া জ্ঞানের বেশি সদৃশ অন্য কোন বস্তু আছে কী ?

কেমন করে থাকতে পারে ?

একই প্রকৃতি কী জ্ঞান-প্রেমিক আর অসত্য-প্রেমিক হতে পারে ?

কখনও না।

সুতরাং জ্ঞানের সত্য প্রেমিক তার যৌবনের আদি থেকে তার পক্ষে ক্ষমতায় যতদূর কুলায় ততদূর সত্যকে আকাঙ্ক্ষা করবে ?

সন্দেহ কী।

কিন্তু তারপর আবার, আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি, তার আকাঙ্ক্ষাগুলি একদিকে প্রবল অন্যদিকে দুর্বল করে সে পাবে ; তারা এক জলাশয়ের মত হবে, যা থেকে জল টেনে নিয়ে অন্য একটা খালে ফেলা হয়েছে।

সত্য।

যার আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রত্যেক আকারের জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট, সে আত্মার আনন্দগুলিতে ডুবে যাবে, আর কদাচিৎ দৈহিক প্রবৃত্তি অনুভব করবে—মানে, যদি সে একজন খাঁটি দার্শনিক হয়, একজন মেকী দার্শনিক না হয়।

সেটা সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত।

এই রকম একজনকে মিতাচারী ও লোভীর বিপরীত হতে হবে, সন্দেহ নেই ; কারণ যে অভিলাষগুলি অন্য মানুষকে অর্থ সঞ্চয় করতে ও খরচ করতে প্রবৃত্ত করে, তার চরিত্রে সেগুলির স্থান নেই।

খুব সত্য।

দার্শনিক প্রকৃতির আর একটি মানদণ্ডও স্থির করতে হবে।

সেটা কী।

অনুদারতা মনের কোন গোপন কোণেও থাকা উচিত হবে না। যে আত্মা সর্বদা দৈব ও মানবিক উভয় প্রকার জিনিসগুলির সমগ্রতার প্রতি স্পৃহা অনুভব করে, তার কাছে নীচাশয়তার চেয়ে বড় শত্রু আর কোন কিছুই থাকতে পারে না।

তিনি উত্তর করলেন : অতীব সত্য।

সুতরাং যার মনের প্রশস্ততা আছে, আর যে সকল কালের ও সকল স্থানের দর্শক, সে মানব জীবনকে কী বড় কিছু ভাবতে পারে?

না, পারে না।

অথবা এ রকম একজন কী মৃত্যুকে ভয়াল বলে গণনা করতে পারে?

বাস্তবিক না।

সুতরাং খাঁটি দর্শনে কাপুরুষ ও ইতর প্রকৃতির কোন স্থান নেই?

নিশ্চিত নেই।

অথবা আবার; যার গঠন সু-সমঞ্জস, যে লোভী বা ইতর বা অহমিকাপূর্ণ বা কাপুরুষ নয়—আমি বলি, সে কী কখনও তার আচরণে ন্যায়হীন বা কঠোর-হৃদয় হতে পারে?

অসম্ভব।

সুতরাং তুমি শীগগিরই লক্ষ্য করবে, একজন মানুষ ন্যায়বান্ ও শান্ত, অথবা কঠোরভাষী ও অমিশুক কি না; এগুলিই চিহ্ন, এগুলিই যৌবনে দার্শনিক প্রকৃতিকে অদার্শনিক প্রকৃতি থেকে আলাদা করে দেয়।

সত্য।

আরও একটা বিষয় আছে, যা লক্ষ্য করা উচিত।

কোন্ বিষয়?

শিখতে তার আনন্দ আছে কী নেই; কারণ যা তাকে কষ্ট দেয়, আর যাতে অনেক শ্রমে সে অল্প উন্নতি করে, সে তা ভালবাসবে না?

আলবৎ না।

আর আবার, যদি সে ভুলো মন হয় আর যা শেখে তার কিছুই মনে রাখে না, তাহলে সে কী শূন্যকুম্ভ হবে না?

সেটা নিশ্চিত।

যে বৃথা শ্রম করে, পরিণতিতে দাঁড়াবে, সে নিজেকে আর তার বিফল বৃত্তিকে ঘৃণা করবে?

হাঁ।

সুতরাং যে আত্মা বিস্মরণশীল তা খাঁটি দার্শনিক প্রকৃতিগুলির মধ্যে

স্থান পেতে পারে না ; আমরা জোর দেব যে দার্শনিকের ভাল স্মরণশক্তি থাকবে ?

আলবৎ ?

এবং আর একবার : অসমঞ্জস ও অভদ্র প্রকৃতি ত শুধু বিষমতার দিকে প্রবণতা দেখায় ?

নিঃসন্দেহ।

আর সত্যকে তুমি সুষমতা না বিষমতার সদৃশ ভাব ?

সুষমতার।

সুতরাং, অন্য গুণাবলির বাইরে আমরা স্বভাবত সুষম ও উদার মনের খোঁজ করতে চেষ্টা করব, যা স্বতই প্রত্যেক জিনিসের সত্য অস্তিত্বের দিকে ধাবিত হবে ?

নিশ্চিত।

বেশ, আর এই সমস্ত গুণগুলি যা আমি একে একে বর্ণনা করছিলাম, এগুলি কী একত্র মিলিত থাকে না, আর তারা কী, এক প্রকারে, সেই আত্মার পক্ষে দরকারী নয়, যে আত্মাকে অস্তিত্বের পূর্ণ ও নিখুঁত এক অংশ গ্রহণ করতে হয় ?

তিনি উত্তর করলেন : এগুলি অপরিহার্য রূপে দরকারী।

আর সেটা কী ত্রুটিহীন এক অধ্যয়ন হবে না, যা শুধু সে-ই অনুসরণ করতে পারে যে ভাল স্মরণশক্তি পেয়েছে, আর দ্রুত শিখতে সমর্থ—মহৎ, উদার, সত্যের, ন্যায়ের, সাহসের, মিতাচারের বন্ধু সে, তারা তার স্বগোত্র ?

তিনি বললেন : স্বয়ং ঈর্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এ ধরণের অধ্যয়নে কোন খুঁত ধরতে পারেন না।

আমি বললাম : আর যখন বয়স ও শিক্ষা দ্বারা তারা পূর্ণতা লাভ করেছে, তখন তাদের মত মানুষদের হাতে, আর তাদেরই হাতে শুধু, তুমি রাষ্ট্রকে বিশ্বাসভরে ন্যস্ত করবে।

এখানে আদিমান্তস্ মাঝে এসে পড়লেন, আর বললেন : সোক্রাতেস্, এ সব বিবরণে কেউ কোন জবাব দিতে পারে না ; কিন্তু যখন তুমি এই ভাবে কথা বল, তখন একটা অদ্ভুত অনুভূতি তোমার শ্রোতাদের মনের উপর দিয়ে বয়ে যায় ; প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় ও উত্তরদানে তাদের নিজেদের পটুতার অভাববশত তারা কল্পনা করে যেন বিতর্কে প্রতি পদক্ষেপে একটু একটু করে তারা ভুল পথে চালিত হচ্ছে : এই একটুগুলি জমতে থাকে, আর আলোচনার শেষে দেখা যায় তারা প্রবল এক পরাজয় লাভ করেছে,

আর তাদের পূর্বেকার সমস্ত ধারণাগুলি ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। আর কম নিপুণ সতরঞ্চ খেলোয়াড়রা যেমন শেষ কালে অধিকতর নিপুণ প্রতিপক্ষদের কাছে কোণঠাসা হয় আর দান চালাবার একটুও জায়গা পায় না, সেই রকম তারাও শেষ কালে নিজেদের নিস্তব্ধ দেখতে পায়; কারণ এই নূতন খেলায় শব্দ হল গুটি, তারা আর বলবার শব্দ পায় না; অথচ সকল সময়ে তারা নির্ভুল থাকে। এখন যা ঘটছে তা দেখে আমার মনে এই মন্তব্য জাগছে। কারণ আমাদের মধ্যে যে কেউ বলতে পারত যে, যদিও বিতর্কের প্রতি পদক্ষেপে সে তোমাকে কথায় মোলাকাৎ করতে সমর্থ নয়, তথাপি একটা তথ্যরূপে সে দেখে যে দর্শনের পূজারিরা, যখন শিক্ষার অংশরূপে শুধু যৌবনে নয়, কিন্তু তাদের পক্বতর বয়সের বৃত্তি হিসাবেও বটে, তাদের অধ্যয়ন চালাতে থাকে, তখন তাদের অধিকাংশ অদ্ভুত দানবে পরিণত হয়, চরম শয়তান নাই বা বললাম, আর তাদের মধ্যে যাদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, তারা, যে অধ্যয়নকে তুমি এত উঁচুতে তুলে ধরছ, তার দ্বারাই জগতে অকেজো বনে যায়।

বেশ। আর তুমি কী মনে করছ যারা ও-রকম বলে তারা ভুল বলে?

তিনি উত্তর করলেন: আমি বলতে পারি না; কিন্তু তোমার মত কী, আমি জানতে পারলে খুশি হব।

আমার মত শোন; আমি এই মতাবলম্বী যে তারা সম্পূর্ণ নির্ভুল।

তাহলে কেমন করে তোমার বলা সাজে যে নগরগুলি অশুভ থেকে বিরত হবে না যে পর্যন্ত না দার্শনিকরা সেগুলিকে শাসন করে, যখন আমরা স্বীকার করছি, ওগুলির পক্ষে দার্শনিকরা অকেজো?

আমি বললাম: তুমি এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছ, যার উত্তরটা নীতিপূর্ণ এক কাহিনীর মাধ্যমে মাত্র দেওয়া যেতে পারে।

হাঁ, সোক্রাতেস্, আর আমি অনুমান করি সে বলবার এক ধরন যাতে তুমি আদৌ অভ্যস্ত নও।

আমি বললাম: আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি এই রকম একটা হতাশ আলোচনায় আমাকে ডুবিয়ে দিতে পেরে বিশাল আমোদ পাচ্ছ; কিন্তু এখন কাহিনীটা শোন, আর তারপর আমার কল্পনাশক্তির অপ্রতুলতা দেখে তুমি আরও বেশি আমোদ পাও; কারণ সর্বোৎকৃষ্ট মানবরা তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রে যে ধরণের ব্যবহার পায়, সে ধরণ এত দুঃখজনক যে পৃথিবীতে কোন একটি জিনিসও তার সঙ্গে তুলনীয় নয়; আর অতএব, আমাকে তাদের মামলায় ওকালতি করতে হয়; কাজেই আমাকে মিথ্যা গল্পের আশ্রয় নিতেই হবে, আর অনেক জিনিস জড় করে তৈরি করা এক মূর্তি

বসাতে হবে, ছবিতে যেমন দেখা যায় ছাগেদের ও হরিণদের ঔপন্যাসিক মিলন ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে রকম আর কী। তারপর একটি নৌবাহিনী অথবা একটি জাহাজ মনে মনে কল্পনা কর; সেখানে একজন পোতা-ধ্যক্ষ রয়েছে। সে নাবিকদলের যে কোন জনের চেয়ে বেশি লম্বা আর বেশি জোরাল, কিন্তু সে অল্প একটু কালা, আর দৃষ্টিতেও তুল্য একটা ক্ষীণতা আছে, আর তার নৌচালন জ্ঞান বিশেষ কিছু উৎকৃষ্টতর নয়। নাবিকরা হাল চালান নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করছে—তাদের প্রত্যেকের মত হল যে তার হাল ধরবার অধিকার আছে, যদিও সে কখনও নৌ-চালনা কলা শেখে নি, আর বলতে পারে না, কে তাকে শিখিয়েছিল, অথবা কখন সে শিখেছিল, আর তারা জোর দিয়ে আরও বলবে যে এটি শেখান যায় না, আর যে উল্টাটা বলে, সে যেই হোক, তাকে টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলতে প্রস্তুত আছে। তারা অধ্যক্ষের চারদিকে ভীড় করে, তাকে অনুনয়-বিনয় যাচঞা করে হালটা তাদের হাতে ছেড়ে দেবার জন্য: আর যদি কোন সময়ে তারা আমল না পায়, কিন্তু তাদের চেয়ে অন্যদের প্রতি বেশি পক্ষপাতিতা দেখান হয়, তবে তারা সেই অন্যদের হত্যা করে অথবা জাহাজ থেকে ছুড়ে সমুদ্রে ফেলে দেয়। আর তারপর তারা পানীয় বা নিদ্রাদায়ী কোন ওষুধ দিয়ে প্রথমে মহান্ অধ্যক্ষের জ্ঞান বুদ্ধি শৃংখলবদ্ধ করবার পর, বিদ্রোহ করে, আর জাহাজটা দখল করে, আর ভাঁড়ারে যা কিছু আছে সব খুলে দেয়; এই ভাবে, পান ভোজন করতে করতে, তাদের কাছে যা প্রত্যাশা করা যেতে পারে, সেই রকমে তারা তাদের সমুদ্র-যাত্রায় অগ্রসর হয়। যে তাদের পক্ষভুক্ত, আর ছলে-বলে কৌশলে যেমন করেই হোক অধ্যক্ষের হাত থেকে নিজেদের হাতে পাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে তাদের চতুরভাবে সাহায্য করে, তাকে তারা নাবিক, চালক, উপযুক্ত সমুদ্র মানব নাম দিয়ে প্রশংসা জানায়, আর অন্য ধরণের মানুষকে এটা কোন কম্মের নয় বলে নিন্দা করে; কিন্তু সত্য চালককে যে নিশ্চয় বৎসর ও ঋতুগুলি ও আকাশ ও তারকাদল ও বায়ু-মণ্ডলের দিকে, আর তার কলার অন্তর্গত অন্য সব কিছুর দিকে মনোযোগ দান করতে হবে, যদি সে একটা জাহাজের উপর কর্তৃত্বের জন্য সত্য সত্য উপযুক্ত হবার অভিপ্রায় করে, আর তাকে যে নিশ্চয় হতে হবে এবং হবে হালধারী, অন্য লোকেরা পছন্দ করুক বা না করুক—হালধারীর কলার সঙ্গে কর্তৃত্বের মিলনের এই সম্ভাব্যতা কখনও তাদের চিন্তারাশির মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করে নি অথবা তাদের পেশার অংশরূপে পরিগণিত হয় নি। এখন যে পোতগুলি বিদ্রোহের অবস্থায় ছিল আর নাবিকরা বিদ্রোহী

হয়ে ঐ অবস্থায় এনেছে, সেগুলিতে সত্য চালককে কী চোখে দেখা হবে ? তারা কী তাকে অভিহিত করবে না একজন বহুভাষী, একজন নক্ষত্র পর্যবেক্ষক, একজন কোন কাজের নয় বলে ?

আদিমান্তস্ বললেন : অবশ্য।

আমি বললাম : সুতরাং মূর্তিটির মর্মার্থ শোনা তোমার পক্ষে, বলতে গেলে, প্রায় নিষ্প্রয়োজন কারণ তুমি ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছ। রাষ্ট্রের সঙ্গে সত্য দার্শনিকের কী সম্পর্ক সেটা তা বর্ণনা করে।

আলবৎ।

তারপর কল্পনা কর এবার তুমি এই কাহিনী সেই ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে গেলে যে নগরগুলিতে দার্শনিকদের কোন সম্মান নেই দেখে বিস্মিত হয়েছিল ; তার কাছে এটা ব্যাখ্যা কর আর তার মনে বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা কর, তারা সম্মান পেলেই বরং সেটা অনেক বেশি অসাধারণ হত।

আমি নিশ্চয় করব।

তাকে বল যে, দেশের সর্বোৎকৃষ্ট দর্শন পূজারিদের জগতের বাকী অংশের কাছে অকেজো মনে করায় তার ভুল হয় নি ; কিন্তু তাকে এটাও বল যে তাদের নিরর্থকতার জন্য তাদের দোষকে দায়ী কর যারা তাদের কাজে লাগায় না, তাদের নিজেদেরকে নয়। অধ্যক্ষ নাবিকদের কাছে, তাদের উপর কর্তৃত্ব করবার জন্য, বিনীত ভাবে ভিক্ষা চাইবে না— সেটা প্রকৃতির নির্দেশ নয় ; 'জ্ঞানীদেরও ধনীদের দোরে যেতে হবে না'— এই প্রবচনের উদ্ভাবক একটা মিথ্যা কথা বলেছে—কিন্তু সত্য এই যে যখন কোন মানুষ অসুস্থ হয়, সে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক, চিকিৎসকের কাছে তাকে নিশ্চয় যেতে হবে, আর যে শাসিত হতে চায়, তার কাছে যেতে হবে যে শাসন করতে সমর্থ। যে শাসক একটুও কাজের হবে, তার প্রজাদের কাছে ভিক্ষা চাওয়া উচিত হবে না যে তারা যেন তার দ্বারা শাসিত হয় ; যদিও মানবজাতির আধুনিক শাসকরা এক ভিন্ন ছাঁচের ; তারা সঙ্গত ভাবে বিদ্রোহী নাবিকদের সঙ্গে তুলিত হতে পারে, আর খাটি হালধারীরা তাদের সঙ্গে যাদের তারা বলে কোন কম্মের না আর নক্ষত্র পর্যবেক্ষক।

তিনি বললেন : একেবারে তাই।

এই সব কারণে, আর এই রকম লোকদের মধ্যে, সকল বিষয়ের মধ্যে মহত্তম অনুশীলন, দর্শনের, বিপক্ষ দলের কাছে বেশি সম্মানিত হবার সম্ভাবনা নেই ; এমন নয় যে দর্শনের বৃহত্তম ও স্থায়িতম ক্ষতি তার শত্রুদের দ্বারা করা হয়, কিন্তু তার নিজের স্ব-ঘোষিত অনুগামীদের দ্বারা

করা হয় ; এরা তারা যাদের অভিযোক্তারা এই কথা বলছে বলে কল্পনা কর যে, তাদের বৃহত্তর সংখ্যক পাঁড় জুয়াচোর, আর শ্রেষ্ঠরা অকেজো ; এই মতে আমি সায় দিয়েছিলাম ।

হাঁ ।

আর কী কারণে সতেরা অকেজো তা এখন ব্যাখ্যা করা হয়েছে ?

সত্য ।

আমরা কী তাহলে দেখাতে প্রবৃত্ত হব যে অধিকাংশের দুর্নীতি-পরায়ণতা অপরিহার্যও বটে, আর এটিকে, অন্যটির মত, দর্শনের ঘাড়ে চাপিয়ে দোষ দেওয়া চলে না ?

সর্বতোভাবে ।

আর প্রথমে শান্ত ও মহৎ প্রকৃতির বিবরণে ফিরে গিয়ে, এস, আমরা পালাক্রমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি ও উত্তর দি । তোমার মনে পড়বে, সত্য ছিল তার নেতা, যাকে সে সর্বদা এবং সকল জিনিসে অনুসরণ করেছিল ; এতে ব্যর্থ হলে, সে হত একজন প্রতারক, আর সত্য দর্শনে তার কোন অংশ বা ভাগ থাকত না ।

হাঁ, সেটা বলা হয়েছিল ।

আচ্ছা, আর এই একটি গুণ, অন্যদের উল্লেখ করা নাই বা হল, কী তার সম্বন্ধে চালু ধারণাগুলির ঘোর বিপরীত নয় ?

তিনি বললেন : নিশ্চিত ।

আর তার আত্ম-রক্ষার ব্যাপারে আমাদের কী বলবার অধিকার নেই যে, জ্ঞানের সত্য প্রেমিক সর্বদা হওয়ার চেষ্টা করে চলেছে—সেটাই হল তার প্রকৃতি, ব্যক্তিদের বহুলতায় সে থামবে না, ওটা ত একটা বাহ্য আকার মাত্র, কিন্তু সে চলতে থাকবে—ধারাল প্রান্ত ভোঁতা হবে না, তার আকাঙ্ক্ষার জোরও কমবে না, যে পর্যন্ত না সে আত্মার অবস্থানকারী এক দরদী ও আত্মীয় শক্তির সাহায্যে প্রত্যেক মূল অস্তিত্বের সত্য প্রকৃতির সত্য জ্ঞান লাভ করেছে, আর ঐ শক্তির দ্বারা স্বয়ং হওয়ার কাছে আসা, মেশা এবং অঙ্গীভূত হওয়ার পর তার জ্ঞান হবে আর সে সত্যভাবে বাঁচবে ও বিকাশ পাবে, আর তখন, আর সেই তখন না আসা পর্যন্ত, তার শ্রম থেকে সে বিরত হবে না ।

তিনি বললেন : এ ত তার এক ন্যায্য বিবরণ যার চেয়ে বেশি ন্যায্য আর কিছুই হতে পারে না ।

আর মিথ্যার প্রতি প্রেম কী একজন দার্শনিকের প্রকৃতির অংশ হবে ? সে কী মিথ্যাকে চূড়ান্ত ঘৃণা করবে না ?

সে করবে।

আর সত্য যখন দলপতি, তখন সে যে দলকে চালনা করে তার থেকে কোন অশুভ আশংকা করতে পারি না ?

অসম্ভব।

দলে থাকবে ন্যায় ও মনের স্বাস্থ্য, আর পিছনে পিছনে অনুগামী হবে মিতাচার।

তিনি উত্তর করলেন: সত্য।

আমি আবার দার্শনিকের ধর্মগুলি সাজিয়ে ধরব, তার প্রয়োজন দেখছি না কারণ তুমি নিঃসন্দেহে স্মরণ করবে যে সাহস, মহানুভবতা, বোধগম্যতা, স্মরণশক্তি ছিল তার প্রকৃতি-দত্ত দান। আর তুমি আপত্তি করেছিলে যে, যদিও আমি তখন যা বলেছিলাম, তা কেউ অস্বীকার করতে পারত না, তথাপি যদি তুমি শব্দগুলি ছেড়ে দিয়ে তথ্যগুলির দিকে তাকাও, তবে এই ভাবে যে সব ব্যক্তিকে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যত অকর্মণ্য, আর অধিকতর সংখ্যক চরম ভ্রষ্ট ; আমরা তখন এই সব অভিযোগের কারণগুলি অনুসন্ধান করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, আর কেন অতিজন খারাপ, সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার সীমানায় এসে পৌছেছিলাম, ঐ প্রশ্ন আবশ্যিক ভাবে আমাদেরকে খাঁটি দার্শনিকের পরীক্ষায় ও সংজ্ঞায় ফিরিয়ে এনেছে।

যথার্থ।

আর তারপর দার্শনিক প্রকৃতির দূষীকরণ কেন ঘটে, আমাদের বিবেচনা করতে হবে, কেন এত বেশি জন নষ্ট হয় আর এত অল্প জন নষ্ট হওয়া থেকে ত্রাণ পায়—আমি তাদের কথা বলছি, যাদের বলা হয়েছিল অকেজো, কিন্তু বদমায়েস নয়—আর, যখন আমরা তাদের কথা শেষ করেছি তখন আমরা দার্শনিকদের অনুকারীদের কথা বলব, কী ধরণের মানুষ তারা, যারা সেই সব বৃত্তির জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যেগুলি তাদের নাগালের বাইরে আর যেগুলির তারা অনুপযুক্ত, আর তারপর, তাদের বহু সংখ্যক অসংলগ্নতার কথা যার ফলে দর্শনের মাথায়, আর সকল দার্শনিকের মাথায়, সেই সর্বজনীন নিন্দা বর্ষণ ডেকে আনে, যার সম্বন্ধে আমরা বলছি।

তিনি বললেন: এই দূষীকরণ কী কী?

আমি সেগুলি তোমার কাছে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব। প্রত্যেকে স্বীকার করবে যে, কোন দার্শনিকের মধ্যে যে গুণগুলি থাকা আমরা দরকার বোধ করেছিলাম সেগুলি সব পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকা প্রকৃতি হল দুর্লভ এক চারাগাছ, মানবদের মধ্যে যার সাক্ষাৎ ক্বচিৎ মেলে।

বাস্তবিক দুর্লভ ।

আর কত না অসংখ্য শক্তিশালী কারণ এই দুর্লভ প্রকৃতিগুলিকে ধ্বংস করতে উদ্যত থাকে ।

কারণ ? কোন্ কারণগুলি ?

প্রথমত আছে তাদের নিজেদের ধর্মগুলি, তাদের সাহস, মিতাচার ও বাকীগুলি, আর ঐ প্রশংসার্হ গুণগুলির প্রত্যেকটি (আর এটা হল সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার) আত্মা থেকে দর্শনকে ধ্বংস ও বিচ্যুত করে যে আত্মা তাদের অধিস্বামিনী ।

তিনি উত্তর করলেন : সেটা অদ্ভুত ।

তারপর আছে জীবনের সমুদয় সাধারণ জিনিসগুলি—সৌন্দর্য, ধন, বল, পদমর্যাদা, আর রাষ্ট্রে বড় বড় সম্পর্কগুলি—তুমি বুঝতে পারছ কোন্ জিনিসগুলির কথা আমি বলছি—এগুলিরও একটা দূষীকরণের ও বিবিক্ত-করণের ক্ষমতা রয়েছে ।

আমি বুঝছি ; কিন্তু তুমি তাদের সম্বন্ধে কী বলতে চাও আমি আরও সঠিকভাবে জানতে পারলে খুশি হব ।

আমি বললাম : সমগ্র ভাবে, আর নির্ভুল পথে, সত্যকে পাকড়াও কর ; তখন পূর্ববর্তী মন্তব্যগুলি বুঝতে তোমার কোন কষ্ট হবে না, আর তারপর ওগুলি তোমার কাছে আর অদ্ভুত বলে বোধ হবে না ।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আরে, আমি কী ভাবে সত্যকে পাকড়াব ?

আমি বললাম : কেন, আমরা জানি যে সমস্ত অঙ্কুর ও বীজ, উদ্ভিদ বা জন্তু হোক, যখন তারা তাদের শক্তির অনুপাতে যথোচিত পুষ্টি বা জলবায়ু বা মাটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়, তখন উপযুক্ত পরিবেশের অভাব সম্বন্ধে আরও বেশি সচেতন হয়, কারণ অশুভ হচ্ছে যা সৎ নয় তার চেয়ে সতের আরও বড় শত্রু ।

খুব সত্য ।

অনুমান করবার কারণ আছে যে, সুন্দরতম প্রকৃতিগুলি, বিজাতীয় অবস্থার অধীন হলে, অপকৃষ্ট প্রকৃতিগুলির চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ বৈষম্যটা গুরুতর ।

বিলক্ষণ ।

আর আমরা কী বলতে পারি না, আদিমান্তস্, প্রকৃতি যে মনগুলিকে বেশি গুণে গুণসমন্বিত করেছে, তারা কু-শিক্ষিত হলে গভীরতম ভাবে মন্দ হয় ? বড় বড় অপরাধ ও বিশুদ্ধ অশুভের ভাব কী প্রকৃতির পূর্ণতা থেকে গজায় না, ঐ প্রকৃতি নিকৃষ্টতা বশে নয়, বরং শিক্ষা দ্বারা,

নির্বস্ত ; অপর দিকে, দুর্বল প্রকৃতিগুলি খুব বড় কোন শুভের অথবা খুব বড় কোন অশুভের দ্বারা কচিৎ অধিকতর সামর্থ্য লাভ করে ?

আমার মনে হয়, তুমি নির্ভুল।

আর আমাদের দার্শনিক একই উপমা অনুসরণ করে—সে একটা চারাগাছের মতন, উপযুক্ত পুষ্টি পেলে, অবশ্যম্ভাবীরূপে নিশ্চয় সকল ধর্মে বিকশিত হয় ও পক্কতা লাভ করে, কিন্তু, যদি এক বিজাতীয় মাটিতে রোপা বা পোঁতা হয়, তবে আগাছাগুলির মধ্যে সবার চেয়ে বিরক্তিকর হয়, যদি না সে কোন দৈবী শক্তিতে রক্ষা পায়। তুমি কী সত্যি মনে কর, লোকেরা যেমন প্রায়ই বলে থাকে, যে আমাদের যুবারা বাগ্-বিদগ্ধদের দ্বারা নীতিভ্রষ্ট হয়, অথবা বেসরকারী কলা-শিক্ষকরা তাদের বলবার মত পরিমাণে নীতিশূন্য করে ? যে জনগণ এই জিনিসগুলি বলে তারা কী সব চেয়ে বড় বাগ্-বিদগ্ধ নয় ? আর তারা কী, তুল্যভাবে যুবা ও বৃদ্ধ, পুরুষ ও স্ত্রীলোককে পূর্ণ শিক্ষা দেয় না, আর তাদের নিজেদের অন্তঃকরণ যা চায় সেই মত তাদের তৈরি করে না ?

তিনি বললেন : তারা কখন এটি করে ?

যেখানে তারা একত্র মিলিত হয়, আর জগৎ বসে, সভায়, অথবা আইন-আদালতে, অথবা প্রমোদ গৃহে, অথবা শিবিরে, অথবা অন্য কোন জন-আড্ডায়, আর সেখানে উঠে উচ্চ সোরগোল, আর যা বলা বা করা হয়ে থাকে তাতে, তারা কতক জিনিসকে প্রশংসা আর কতক জিনিসকে নিন্দা করে, সমভাবে উভয় সম্বন্ধে অত্যুক্তি করে, এই চিৎকার করছে, এই হাততালি দিচ্ছে, আর যেখানে তারা সমবেত হয় সেই পাহাড়গুলির ও স্থানের প্রতিধ্বনি নিন্দা-প্রশংসার ধ্বনিগুলিকে দ্বিগুণিত করে—এ রকম এক সময়ে একজন যুবা পুরুষের হৃদয় কী, লোকে যেমন বলে, তার ভিতরে লাফিয়ে উঠে না ? কোন বেসরকারী শিক্ষা কী তাকে প্রবল জনমত রূপ বন্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সমর্থ করবে ? অথবা নদী কী তাকে ভাসিয়ে নেবে না ? সাধারণ ভাবে শুভ ও অশুভ সম্বন্ধে যে ধারণাগুলি জনগণের আছে, সেগুলি কী তারও হবে না—তারা যা করে সে তাই করবে, আর তারা যেমন সে তেমন হবে ?

হাঁ, সোক্রাতেস্, প্রয়োজন তাকে বাধ্য করবে।

আমি বললাম : আর তথাপি, এখনও ঢের বড় একটা প্রয়োজন আছে, সেটা উল্লেখ করা হয় নি।

সেটা কী ?

স্বত্বলোপ অথবা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ অথবা মৃত্যুর শাস্তি শক্তি ;

সেগুলি, তুমি জান, এই নয়া বাগ্-বিদগ্ধরা আর শিক্ষাদাতারা, তারাই জনগণ, প্রয়োগ করে, যখন তাদের কথাগুলি শক্তিহীন হয়।

বাস্তবিক তারা করে বটে ; আর বেশ উগ্র ভাবে করে।

এখন অন্য বাগ্-বিদগ্ধের, অথবা কোন বেসরকারী ব্যক্তির, মত এই রকম অসমান লড়াইয়ে জয়ী হবে বলে কী প্রত্যাশা করা যেতে পারে ?

তিনি উত্তর করলেন : কোন মতেই না।

আমি বললাম : বাস্তবিক, না, এমন কি চেষ্টা করাটাও প্রকাণ্ড এক টুকরা মূর্খামি ; ভিন্ন ধরনের অন্য কোন আদর্শ নেই, ছিল না, হবার সম্ভাবনাও নেই, জনমত যে শিক্ষা জুগিয়েছে তা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা এই চরিত্র পায় নি—হে বন্ধু আমার, আমি বলছি শুধু মানবিক ধর্মের কথা ; মানবিকের চেয়ে যা বেশি, প্রবচন যেমন বলে, তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি ; কারণ আমি তোমাকে অন্ধকারে রাখতে চাই না যে, সরকার-গুলির বর্তমান অকল্যাণকর অবস্থায়, যা কিছু রক্ষা পায় আর শুভ ফলদাতা হয়, তা ঈশ্বরের কৃপায় রক্ষা পায়, আমরা তা সত্যই বলতে পারি।

তিনি উত্তর করলেন : আমি পূরো হাঁ দিচ্ছি।

তাহলে আরও একটা মন্তব্যে তুমি হাঁ বল, আমি যাচ্ঞা করি।

তুমি কী বলতে যাচ্ছ ?

কেন, এই কথাটা যে, ঐ সব ভাড়াটে লোকগুলি, যাদের অনেকে বাগ্-বিদগ্ধ বলে, আর যাদের শত্রু পক্ষ বলে তারা গণনা করে, আসলে, অনেকের, অর্থাৎ বলতে গেলে তাদের সভাগুলির মতামত ছাড়া অন্য কিছু শেখায় না ; আর এই হল তাদের জ্ঞান। আমি তাদেরকে এমন এক মানুষের সঙ্গে তুলনা করতে পারতাম যে প্রবল প্রতাপশালী এক পশুর মেজাজ ও আকাঙ্ক্ষাগুলি অনুধাবন করেছে, ঐ পশুকে সে খেতে দেয়—কী করে তার কাছে যেতে হয় আর তাকে চালাতে হয়, আরও কোন্ কোন্ সময়ে আর কোন্ কোন্ কারণে সে বিপজ্জনক বা তার বিপরীত, আর তার বিবিধ চীৎকারের কী মানে, আর কোন্ শব্দের দ্বারা যখন অন্যে উচ্চারণ করে তখন, সে তুষ্ট হয় অথবা রাগ করে, সে শিখে ফেলত ; আর তুমি আরও কল্পনা করতে পার যে যখন, অনবরত তাকে দেখাশোনা করবার পর, সে এই সবে পাকাপোক্ত হয়েছে, তখন সে তার জ্ঞানকে বিজ্ঞতা বলে, আর এর থেকে একটা প্রণালী বা কলা সৃষ্টি করে, সেটা সে শেখাতে এগিয়ে যায়, যদিও যে নীতিগুলির বা ইন্দ্রিয়-গুলির কথা সে বলছে তাদের সম্বন্ধে তার প্রকৃত কোন ধারণা নেই, কিন্তু এটিকে বলে সম্মানজনক আর ওটিকে অসম্মানজনক, অথবা শুভ বা অশুভ,

অথবা ন্যায্য বা অন্যায্য, সমস্তই সেই মহাপশুর রুচি ও মরজি অনুসারে। সে তাকেই শুভ বলে ঘোষণা করে যাতে পশুটা আনন্দ পায়, আর তাকে অশুভ বলে যা সে দেখতে পারে না ; আর সে ন্যায়বান্ ও মহৎ দরকারী, এ কথা ছাড়া তাদের অন্য কোন বিবরণ দিতে পারে না ; কোন্‌টার প্রকৃতি কী, আর তাদের মধ্যেকার পার্থক্যটা কী বিশাল, সে নিজে কোন দিন যাচাই করে দেখে নি, আব অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করবার কোন ক্ষমতাও নেই। স্বর্গের দোহাই, এ রকম একজন কী দুর্লভ শিক্ষাদাতা মানুষ হবে না ?

বাস্তবিক সে হবে।

আর যে মনে করে যে চিত্রাঙ্কণে বা সঙ্গীতে হোক, বা, শেষ পর্যন্ত রাজনীতিতে হোক, বিচিত্র বহুজনের মেজাজ ও রুচিগুলির সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি হল বিজ্ঞতা সে, কোন্ দিক দিয়ে, যাকে আমি বর্ণনা করে আসছি, তার থেকে আলাদা ? কারণ যখন একজন মানুষ বহুর সহচর হয়ে তাদেরকে দেখায়, তার কবিতা, বা তার অন্য শিল্প বা কাজ দিয়ে রাষ্ট্রের কী সেবা করেছে, বাধ্য-বাধকতা না থাকা সত্ত্বেও সে যাদের তার বিচারক করে, তখন তারা যা কিছু প্রশংসা করে তা-ই উৎপাদন করতে সে বাধ্য হবে। তথাপি কী সম্মানজনক আর কী শুভ সে সম্বন্ধে তাদের নিজেদের ধারণাগুলির সমর্থনে যে সব কারণ তারা দেখায় সেগুলি পরম হাস্যকর। তুমি কী ওগুলির একটিও এমন শুনেছ যাতে হাসি পায় না ?

না, আমার শুনবার সম্ভাবনাও নেই।

আমি যা বলে আসছি, তার সত্যতা কবুল করছ ? তাহলে আরও বিবেচনা করতে তোমাকে আমি অনুরোধ করি, জগৎ কী বহু সুন্দরের চেয়ে বরং বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের, অথবা প্রত্যেক শ্রেণীর বহুর অস্তিত্বের চেয়ে বিশুদ্ধের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে কখনও প্ররোচিত হবে ?

আলবৎ না।

সুতরাং, সম্ভবত জগৎ দার্শনিক হতে পারে না ?

অসম্ভব।

আর অতএব দার্শনিকরা অনিবার্যভাবে জগতের নিন্দাভাজন হবে ?

তাদের হতেই হবে।

আর সেই ব্যক্তিদের নিন্দাভাজন হবে যারা জনতার সঙ্গে সাহচর্য করে আর তাদের খুশি করতে চায় ?

সে ত প্রমাণিত।

সুতরাং কোন উপায় কী তুমি দেখতে পাও যাতে দার্শনিকরা শেষ পর্যন্ত তাদের বৃত্তিতে টিকে থাকতে পারে? আর মনে করে দেখ তার সম্বন্ধে আমরা কী বলছিলাম; বলছিলাম যে, তার থাকা দরকার দ্রুততা, আর স্মৃতিশক্তি, আর সাহস, আর মহানুভবতা—এগুলিকে আমরা সত্য দার্শনিককে প্রকৃতি-দত্ত দান বলে স্বীকার করেছিলাম।

হাঁ।

এই রকম একজন কী তার প্রথম শৈশব থেকে সকল জিনিসে সকলের মধ্যে প্রথম হবে না, বিশেষ ভাবে যদি তার দৈহিক গুণাবলি মানসিক গুণাবলির মত হয়?

তিনি বললেন: বিলক্ষণ।

আর তার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধুবান্ধবরা ও সহ-নাগরিকরা তাকে তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে লাগাতে চাইবে?

প্রশ্নাতীত।

তার পায়ে পড়ে, তারা তাকে অনুরোধের পর অনুরোধ করবে, আর সম্মান দেখাবে, আর খোসামোদ করবে, কারণ তারা এখন তাদের হাতে সেই ক্ষমতা পেতে চায় যা সে দখল করবে।

তিনি বললেন: সেটা প্রায় ঘটে।

আর এ রকম অবস্থায় তার মতন একজন মানুষের কী করবার সম্ভাবনা থাকে, বিশেষত যদি সে এক বড় নগরের নাগরিক হয়; হয় ধনী ও মহৎ; আর দীর্ঘদেহ ও উপযুক্ত যুবা পুরুষ? সে কী সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হবে না, এবং নিজেকে হেল্লাস্‌বাসীদের ও বর্বরদের ব্যাপারগুলি পরিচালনায় সমর্থ বলে জ্ঞান করে, আর এই ধরনের ধারণাগুলি তার মাথায় রেখে, সে কী নিজেকে বৃথা জাঁকজমকে ও অর্থহীন অহমিকায় কানায় কানায় পূর্ণ করে নিজেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একাকার করবে না?

সন্দেহ কী সে করবে।

এখন, এই যখন তার মানসিক অবস্থা, তখন কেউ যদি ধীর পায়ে তার কাছে আসে আর বলে, সে একটি নির্বোধ, তাকে বুদ্ধি সুদ্ধি নিশ্চয় লাভ করতে হবে, আর তা শুধু লাভ করতে পারা যায় তার জন্য দাসসুলভ ঘোর শ্রম করে, তুমি কী মনে কর যে, সে সহজে তার কথা শুনতে প্রস্তুত থাকবে?

খুব বেশি অন্য রকম হবে।

আর এমন কি, যদি কেউ থাকে যার অন্তর্লীন সততা অথবা স্বাভাবিক

যুক্তিবত্তার মাধ্যমে চোখ একটু খুলে গেছে, বিনীত হয়েছে, আর সে দর্শনের প্রেমে বন্দী হয়েছে, তবে বন্ধুবান্ধবরা কী আচরণ করবে, যখন তারা ভাববে যে তার সঙ্গহেতু যে সুবিধা তারা লাভ করবে বলে আশা করছিল, তাদের তা হারাবার সম্ভাবনা ঘটেছে ? অধিকতর উত্তম প্রকৃতির কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধা দেবার জন্য এবং তার শিক্ষককে শক্তিহীন করবার জন্য তারা কী সব কিছু বলবে ও করবে না ? এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বেসরকারী ষড়যন্ত্র আর সঙ্গে সঙ্গে সরকারী মামলাও কাজে লাগাবে না ?

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না ।

আর যে এই ধরনের অবস্থা-চক্রে পড়ে, সে কী কখনও একজন দার্শনিক হতে পারে ?

অসম্ভব ।

সুতরাং, যখন আমরা বলেছিলাম যে, এমন কি যে গুণগুলি মানুষকে একজন দার্শনিকে পরিণত করে সেগুলিও, যদি সে কুশিক্ষিত হয়, তবে তাকে দর্শন থেকে অন্য পথে সরিয়ে নিতে পারে, ধন আর আনুষঙ্গিকগুলি আর জীবনের অন্য তথা-কথিত জিনিসগুলির চেয়ে কিছু কম করে নয়, তখন কী আমরা নির্ভুল ছিলাম না ?

আমরা সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিলাম ।

এই ভাবে, হে আমার উৎকৃষ্ট বন্ধু, বৃত্তিগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটির পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী প্রকৃতিগুলির যে ব্যর্থতা ও ধ্বংস আমি বর্ণনা করছিলাম, তা সংঘটিত হল ; এসব সেই প্রকৃতি যেগুলিকে সব সময়ে দুর্লভ বলে আমরা মনে করি ; এই হল শ্রেণী যার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে মানুষরা যারা রাষ্ট্রগুলির ও ব্যক্তিদের বৃহত্তম অশুভের কর্তা, আর বৃহত্তম শুভেরও ; স্রোত তাদেরকে এক বা অন্য দিকে বয়ে নিয়ে যায় ; কিন্তু একজন ছোট মানুষ, ব্যক্তিতে হোক বা রাষ্ট্রগুলিতে হোক, কখনও বড় কোন জিনিস করবার কর্তা হয় নি ।

তিনি বললেন : ও-কথা অতীব সত্য ।

আর এই ভাবে দর্শন একাকিনী পিছনে পড়ে থাকে, তার বৈবাহিক আচার অসমাপ্ত রয় ; কারণ তার নিজের লোকেরা সরে পড়েছে, তাকে ত্যাগ করেছে, আর যে কালে তারা মিথ্যা ও অশোভন জীবন যাপন করছে, সেকালে অন্য অযোগ্য ব্যক্তিরা, তার রক্ষক হবার মত কোন আত্মীয়কটুম্ব নেই দেখে, ঢুকে পড়ে, আর তাকে অসম্মান করে ; আর তার গায়ে সেই তিরস্কারগুলি এঁটে দেয়, যেগুলি, তুমি যেমন বলছ,

তার ভর্ৎসনাকারীরা উচ্চারণ করে, আর পূজারিদের সম্বন্ধে জোর দিয়ে বলে যে কতক কোন কর্মের না, আর অধিকতর সংখ্যক কঠোরতম শাস্তির যোগ্য।

নিশ্চয় ; ঐ হল কথা যা লোকে বলে।

আমি বললাম : হাঁ ; অন্য আর কী তুমি তখন আশা করবে, যখন, ভেবে দেখ, নগণ্য জীবরা এই ভূখণ্ড—সুন্দর সুন্দর নাম ও জমকাল পদবীতে ভাল ভাবে ভরা এই ভূখণ্ড—তাদের কাছে খুলে দেওয়া হয়েছে দেখে, কারাগার থেকে দেবালয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া বন্দীদের মত, তাদের নিজেদের বাণিজ্য থেকে দর্শনে ঝাঁপ দেয় ; যারা এ রকম করে তারা সম্ভবত তাদের নিজেদের দীন শিল্পে চতুরতম ব্যক্তি ছিল ? কারণ যদিও দর্শন এই খারাপ অবস্থায় পড়েছে, তথাপি এখনও তার এমন একটা সম্ভ্রম আছে যা কলাগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় না। আর এই ভাবে যাদের প্রকৃতিগুলি অসম্পূর্ণ আর যাদের আত্মাগুলি তাদের ইতরতা দ্বারা বিকলিত ও বিকৃত, যেমন তাদের শরীরগুলি তাদের ব্যবসা ও শিল্প দ্বারা হয়েছে, এই রকম অনেকে দর্শনের দিকে আকৃষ্ট হয়। এটি কী অপরিহার্য নয় ?

হাঁ।

আর তারা কী ঠিক একজন হ্রস্বকায় টেকো কাঁসারির মত নয়, যে তার কয়েদের বাইরে এইমাত্র এসেছে, আর এক বিপুল সম্পত্তি পেয়ে গেছে ; সে স্নান সারে, নূতন একটা কোট পরে, আর বরবেশে সাজগোজ হলে পর তার মনিবের কন্যাকে বিয়ে করতে যায়, যে গরিব ও একা পড়ে ছিল ?

নিখুঁততম সমান্তরাল।

এই রকম বিয়েগুলির সন্তান কী হবে ? তারা কী পাপিষ্ঠ ও জারজ হবে না ?

এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন হতে পারে না।

আর যে ব্যক্তিরা শিক্ষার অযোগ্য তারা যখন দর্শনের নিকটস্থ হয়, আর তার সঙ্গে মিতালি করে যে তাদের থেকে এক পদ উপরে রয়েছে, তখন কোন্ ধরণের কল্পনা ও মতগুলির উদ্ভব হবার সম্ভাবনা ঘটে ? সেগুলি কী কর্ণ-মনোহর বাগ্-বৈদগ্ধ্য হবে না, তাদের মধ্যে খাঁটি অথবা সত্য জ্ঞানের যোগ্য বা সদৃশ কোনটাই নয় ?

তিনি বললেন : সন্দেহ নেই।

আমি বললাম : আদিমান্তস্, সুতরাং দর্শনের যোগ্য শিষ্যরা হবে

মাত্র ক্ষুদ্র অবশিষ্টাংশ : ঘটনাক্রমে কোন মহৎ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি, নির্বাসনে প্রবাসে আটকা পড়ে ছিল তার সেবায়, নীতিভ্রষ্ট করবার প্রভাব-গুলির অনুপস্থিতিতে দর্শনের প্রতি ভক্তিযুক্ত থাকে সে; অথবা একটা হীন নগরে জাত মহোচ্চ কোন আত্মা, যার রাজনীতি সে ঘৃণা ও অবহেলা করে; আর প্রকৃতি-দত্ত গুণযুক্ত অল্প কয়েকজন থাকতে পারে যারা কলাগুলি ছেড়ে দেয়, সেগুলিকে তারা ন্যায্যভাবে ঘৃণা করে, আর দর্শনের কাছে আসে —অথবা দৈবাৎ এমন কতক লোক থাকতে পারে যারা আমাদের বন্ধু থিয়াজেসের লাগামের টানে সংযত থাকে : কারণ থিয়াজেসের জীবনে সব কিছু তাকে দর্শন থেকে অন্য পথে নিয়ে যেতে ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য তাকে রাজনীতি থেকে দূরে রেখেছিল। আভ্যন্তরীণ সংকেত আসার ব্যাপার তেমন কিছু উল্লেখ করবার মত বিষয় নয়, কারণ এই রকম একজন উপদেষ্টা যদি কখন কাউকে দেওয়া হয়ে থাকে ত ক্বচিৎ দেওয়া হয়েছে। যারা এই ক্ষুদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত তারা স্বাদ পেয়েছে দর্শন কী সুমিষ্ট ও পবিত্র এক ধন, আর জনবহুলতার মত্তভাবও যথেষ্ট দেখেছে; আর তারা জানে যে, কোন রাজনীতিবিদ্‌ই সাধু নয়, আর ন্যায়ের কোন বীর রক্ষকও নেই যার পাশে পাশে থেকে তারা যুদ্ধ করতে ও রক্ষা পেতে পারে। এই রকম একজনকে এমন মানুষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যে বন্য জন্তুদের মধ্যে পতিত হয়েছে—সে তার সঙ্গীদের বদমায়েসিতে যোগ দেবে না, কিন্তু একা সে তাদের সবাকার হিংস্র প্রকৃতিতে বাধা দিতে সমর্থ নয়, আর অতএব সে তার রাষ্ট্রের বা বন্ধুদের কোন কাজে লাগবে না দেখে, আর নিজের বা অন্যদের কোন উপকার না করে তাকে তার জীবনটা ছুড়ে ফেলে দিতে হবে, গভীর ভাবে এই চিন্তা করে, সে তার নিস্তব্ধতা রক্ষা করে, আর নিজের পথে চলে। সে একজনের মত যে, প্রবল বেগে প্রবাহিত বায়ুতাড়িত ধুলি ও শিলা ঝড়ের মুখে এক দেওয়ালের আড়ালের আশ্রয়ের নিচে অপসৃত হয়; আর মানবজাতির বাকী অংশকে পাপাচার পূর্ণ দেখেও সে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়, যদি শুধু সে নিজের জীবন-যাপন করতে পারে আর অশুভ বা অসাধুতার থেকে বিশুদ্ধ থাকতে পারে, আর উজ্জ্বল আশাগুলি নিয়ে শান্তি ও শুভেচ্ছায় যাত্রা করতে পারে।

তিনি বললেন : হাঁ, আর যাত্রা করবার আগে সে এক মহৎ কাজ সুসম্পন্ন করবে।

এক মহৎ কাজ—হাঁ; কিন্তু মহত্তম নয়, যদি না সে তার উপযুক্ত

এক রাষ্ট্র পায় ; কারণ তার উপযোগী রাষ্ট্রে, বৃহত্তর বিকাশ লাভ ঘটবে তার দেশের, আর তার নিজেরও বটে, সে পরিত্রাতা হবে।

কেন দর্শন এই ধরণের দুর্ণাম পেয়েছে, তার কারণগুলি এখন যথেষ্ট ব্যাখ্যাত হয়েছে ; তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির অন্যায্যতা দেখান হয়েছে—আর বেশি কিছু আছে কী যা তুমি বলতে চাও ?

তিনি উত্তর করলেন : ঐ বিষয়ে বেশি কিছু নয় ; কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, এখন বর্তমান সরকারগুলির মধ্যে কোন্ সরকার, তোমার মতে হল, এমন একটি সরকার যা দর্শনের পক্ষে উপযোগী।

আমি বললাম : তাদের কোনটাই না ; আর ঠিক তাই হল তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ যা আমি করেছি—তাদের একটিও দার্শনিক প্রকৃতির উপযুক্ত নয়, আর সে কারণে ঐ প্রকৃতি বেঁকে চুরে যায়, বিচ্ছিন্ন হয় ;—যেমন ভিনদেশী বীজ বিজাতীয় জমিতে পোঁতা হলে প্রকৃতি-চ্যুত হয়, আর নূতন মাটিতে তার শক্তির কাছে নতি স্বীকার করবার আর তাতে নিজেকে হারাবার সম্ভাবনা থাকে ; ঠিক তেমনি দর্শনের এই বিকাশ, অবিকৃত টিকে থাকার পরিবর্তে, অধোগতি আর অন্য এক চরিত্র লাভ করে। কিন্তু যদি দর্শন সে নিজে যা কখনও সেই পূর্ণতা খুঁজে পায়, তবে দেখা যাবে যে সে সত্যি সত্যি দেবীতুল্যা, আর অন্য সব জিনিস, তা মানব-প্রকৃতি বা প্রতিষ্ঠান যাই হোক, হল শুধু মানবিক ;—আর আমি জানি যে তুমি, এখন, জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছ সেই রাষ্ট্র কী।

তিনি বললেন : না ; ওখানে তোমার ভুল হয়েছে, কারণ আমি অন্য একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম—এটা সেই রাষ্ট্র কিনা আমরা যার প্রতিষ্ঠাতা ও আবিষ্কর্তা, অথবা অন্য কোন রাষ্ট্র ?

আমি উত্তর করলাম : হাঁ, অধিকাংশ দিক থেকে আমাদের রাষ্ট্র বটে ; কিন্তু আমার পূর্বে বলা কথাটা তোমার স্মরণ থাকতে পারে যে, যখন তুমি আইন-প্রণেতা রূপে আইনগুলি তৈরি করছিলে তখন রাষ্ট্রের কাঠামোর যে কল্পনা তোমাকে পথ দেখিয়েছিল সেই কল্পনা যে রাষ্ট্র গ্রহণ করবে তার কোন না কোন জীবন্ত কর্তৃত্ব সর্বদা দরকার হবে।

তিনি উত্তর করলেন : সে কথা বলা হয়েছিল।

হাঁ, কিন্তু সন্তোষজনক ভাবে নয় ; মাঝখানে আপত্তির পর আপত্তি তুলে তুমি আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে, ওগুলি নিশ্চিত ভাবে দেখিয়েছিল যে আলোচনা দীর্ঘ ও কঠিন হবে ; আর এখনও যা বাকী আছে তা সহজের বিপরীত।

বাকী আর কী রইল ?

কী করে দর্শন অধ্যয়নের এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যে তা রাষ্ট্রের ধ্বংসের কারণ হবে না, এই প্রশ্ন : সকল মহতী প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিপদ্ ; লোকে যেমন বলে, 'যা ভাল তা কঠিন।'

তিনি বললেন : তবু বিষয়টা পরিষ্কার করা হোক, আর তবেই অনুসন্ধানটা পূর্ণাঙ্গ হবে।

আমি বললাম : ইচ্ছার অভাবের দরুন, আমি বাধা পাব না, কিন্তু যদি আদৌ বাধা পাই, তা হবে শক্তির অভাবের দরুন ; তোমরা ত নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ আমার উৎসাহটা ; আর আমি যা বলতে উদ্যত হচ্ছি, দয়া করে লক্ষ্য রাখ তাতে কী সাহসের সঙ্গে দ্বিধাহীন ভাবে আমি ঘোষণা করি যে, রাষ্ট্রগুলির দর্শন অনুধাবন করা উচিত, এখন যে ভাবে করা হয় সে ভাবে নয়, কিন্তু এক আলাদা মেজাজে।

কী প্রকারে ?

আমি বললাম : বর্তমানে দর্শনের ছাত্ররা সম্পূর্ণ কাঁচা বয়সী ; শৈশব অতিক্রম করেছে কী করে নি, তখন থেকে শুরু করে, তারা শুধু সেই সময়টুকু এই ধরনের অধ্যয়নের জন্য দেয় যা টাকা রোজগার ও গৃহস্থালি কাজ থেকে বাঁচে ; আর এমন কি তাদের মধ্যে যাদের প্রচুরতম দার্শনিক মেজাজের খ্যাতি আছে, তারাও যখন বিষয়টির মহা দুরূহতার, মানে দ্বন্দ্বমূল তর্কপ্রণালীর, দৃষ্টিপথে আসে, তখন নিজেদের সরিয়ে নেয়। পরবর্তী জীবনে, যখন আর কারুর দ্বারা আমন্ত্রিত হয়, তখন হয়ত গিয়ে একটা বক্তৃতা শোনে, আর সেটিকে নিয়ে তারা প্রচুর গোলমাল করে, কারণ তারা দর্শনকে নিজেদের প্রকৃত কাজ বলে বিবেচনা করে না ; অবশেষে, যখন তারা বুড়ো হয়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে হেরাক্লাইতসের সূর্যের চেয়েও বেশি সত্য ভাবে নির্বাপিত হয়, কেন না তারা আর কখনও জ্বলে উঠে না।

কিন্তু তাদের পাঠক্রম কী হওয়া উচিত ?

ঠিক উল্টা। শৈশবে ও যৌবনে, তাদের অধ্যয়ন, আর যে টুকু দর্শন তারা শেখে তা, তাদের কচি বয়সের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন : এই কাল ব্যেপে যখন তারা পুরা মানুষ হওয়ার দিকে বেড়ে উঠছে, তখন তাদের শরীরগুলির প্রতি প্রধান ও বিশেষ যত্ন দেওয়া উচিত যেন তারা সেগুলিকে দর্শনের সেবায় ব্যবহার করতে লাভ করতে পারে ; যেই জীবন অগ্রসর হয়, আর বুদ্ধি পক্কতা লাভ করতে শুরু করে, অমনি তাদের আত্মার ব্যায়াম তারা বাড়াক ; কিন্তু যখন আমাদের নাগরিকদের শক্তি কমতে

থাকে আর তারা সামরিক ও অসামরিক কর্তব্য করবার সামর্থ্য হারাতে থাকে, তখন তারা যেমন খুশি তেমন ঘুরে বেড়াক, কোন কঠিন শ্রমে নিযুক্ত না হোক, কারণ তারা ইহলোকে সুখে বাস করুক, আর পরলোকে অনুরূপ এক সুখে তাদের জীবন ভূষিত হোক, এই আমরা অভিপ্রায় রাখি।

তিনি বললেন: সোক্রাতেস্, সত্য সত্য কী গভীর না তোমার আগ্রহ। সে বিষয়ে আমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না; আর তথাপি, যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, তবে বলি, তোমার শ্রোতাদের অধিকাংশের তোমার বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতায় আরও বেশি উৎসাহ হবে, আর কখনও তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা যাবে না; তাদের সকলের মধ্যে আবার সব চেয়ে কম থ্রাস্যুমাখস্।

আমি বললাম: থ্রাস্যুমাখস্ ও আমার মধ্যে ঝগড়া বাঁধিও না, সে সম্প্রতি বন্ধুতা করেছে, যদিও, বাস্তবিক, আমরা কোন দিন শত্রু ছিলাম না; কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাকে ও অন্য লোকদের আমার মতে দীক্ষিত করতে পারব অথবা তাদের জন্য এমন কিছু করব যা তাদের সেই দিনের জন্য উপকারে আসে যেদিন তারা আবার জীবনধারণ করবে, এবং অস্তিত্বের অন্য এক অবস্থায় অনুরূপ আলোচনা চালাতে পারবে, ততক্ষণ আমি আমার সাধ্যমত চূড়ান্ত চেষ্টা করে যাব।

তুমি এমন এক সময়ের কথা বলছ যা খুব কাছের নয়।

আমি উত্তর করলাম: বরং এমন এক সময়ের কথা বলছি, যা অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নয়। তা সত্ত্বেও আমি বিস্মিত হই না যে অনেকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে; কারণ আমরা এখন যে বিষয়ে বলছি তা কাজে সফল হয়েছে, এমন কখনও দেখেনি; তারা শুধু দর্শনের এক মামুলি অনুকরণ দেখেছে; তাতে আছে কৃত্রিম ভাবে একত্র গ্রথিত শব্দের পর শব্দ, কিন্তু সেগুলি স্বাভাবিক ঐক্যে গ্রথিত আমাদের শব্দগুলির মত নয়। কিন্তু একজন মানবিক জীব, সে যতদূর পর্যন্ত হতে পারে, ততদূর ধর্মের সমানুপাতে ও সাদৃশ্যে, কথায় ও কাজে পূর্ণ ছাঁচে ঢালাই হয়েছে—তারা এ পর্যন্ত কখনও দেখে নি, এ ধরনের কোন মানুষ একই মূর্তি পরিগ্রহণকারী কোন নগরে শাসন চালাচ্ছে, তাদের একজনও না বা অনেকেও না—তুমি কী মনে কর তারা কখনও দেখেছে?

বাস্তবিক না।

না, হে আমার বন্ধু, আর যদি কখনও তারা অবাধ ও মহৎ ভাবের কথা শুনে থাকে, তবে কচিৎ শুনেছে; ওগুলি এমন যে মানুষরা ওগুলি তখন উচ্চারণ করে যখন তারা জ্ঞানের জন্য সততার সঙ্গে আর

তাদের ক্ষমতার সাধ্য অনুসারে সত্যের অনুসন্ধানে রত থাকে, অপর দিকে তর্কাতর্কির সূক্ষ্ম কচকচির দিকে নিরুৎসাহ ভরে তাকায়, সেগুলিকে বিচারালয়ে দেখুক বা সমাজে দেখুক, সেগুলির উদ্দেশ্য হল মত ও বিসংবাদ।

তিনি বললেন : তুমি যে সব কথা বলছ, তারা সেগুলি সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

আর তা হল এই, আমরা যা আগে জেনেছিলাম, আর এই ছিল কারণ যে জন্য সত্য, আমাদের, ভয়হীন ও দ্বিধাহীন হয়ে নয়, স্বীকৃতি দানে বাধ্য করেছিল যে, না নগরগুলি, না রাষ্ট্রগুলি, না ব্যক্তিরা কখনও পূর্ণতা লাভ করবে, যে পর্যন্ত না দার্শনিকদের যে ক্ষুদ্র শ্রেণীকে আমরা অকেজো কিন্তু ভ্রষ্ট নয় আখ্যা দিয়েছিলাম, তারা স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, বিধির বিধানে রাষ্ট্রের ভার গ্রহণে বাধ্য হয়, আর যে পর্যন্ত না তাদের মান্য করবার অনুরূপ একটা প্রয়োজন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেখা যায় ; অথবা যে পর্যন্ত না রাজারা, বা যদি রাজারা না থাকে তবে রাজাদের পুত্ররা বা যুবরাজরা খাঁটি দর্শনের জন্য প্রকৃত ভালবাসা দ্বারা স্বর্গীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। এই উভয় বিকল্পের যে কোনটি অথবা দুটাই যে অসম্ভব, তা জোর করে বলার আমি কোন কারণ দেখতে পাইনে ; যদি তারা সে রকম হত, তবে বাস্তবিক ন্যায্যভাবেই আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্বপ্নবিলাসী বলে উপহাস করা যেত। আমি কী ঠিক বলছি না ?

সম্পূর্ণ ঠিক।

সুতরাং যদি অতীতের অসংখ্য যুগ ধরে অথবা এই বর্তমান মুহূর্তে কোন বিদেশ বিভুঁয়ে, অনেক দূরের সে দেশ আর আমাদের জানার বাইরে সে দেশ, সেখানে পূর্ণতাপ্রাপ্ত দার্শনিক কোন উচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের ভার গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে, অথবা হয়েছে, অথবা ভবিষ্যতে হবে, এমন হয়, তবে আমরা মৃত্যু পণ করে এই কথা ঘোষণা করতে রাজি আছি যে, এই আমাদের সংবিধান ছিল, আর আছে—হাঁ, আর হবে, দর্শনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যখনই রাণী হয়ে কর্তৃত্ব করবে। এই সবে কোন অসম্ভাব্যতা নেই ; আমরা নিজেরা স্বীকার করছি, মুস্কিল একটা আছে।

তিনি বললেন : আমার মত তোমার মতের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

কিন্তু তুমি কী বলতে চাও যে এটি বহুজনের মত নয় ?

তিনি উত্তর করলেন : আমার অনুমান, নয়।

আমি বললাম : ও বন্ধু আমার, বহুজনকে আক্রমণ কোর না ; তারা তাদের মন বদলাবে, যদি, একটা আক্রমণাত্মক ভাব না নিয়ে, কিন্তু ধীর ভাবে আর তাদের তুষ্ট করবার এবং অতি-শিক্ষার প্রতি তাদের বিরাগ

দূর করবার অভিপ্রায় নিয়ে, তোমার দার্শনিকরা সত্য সত্য যা সেই ভাবে তুমি তাদের দেখাও আর তাদের চরিত্র ও বৃত্তি এই মাত্র যে ভাবে বর্ণনা করছিলে সে ভাবে কর, আর তারপর মানবজাতি দেখে যার সম্বন্ধে তুমি বলছ, সে তা নয় যা তারা ভেবেছিল—যদি তারা তাকে এই নূতন আলোয় দেখে, তবে নিশ্চয় তার সম্বন্ধে তাদের ধারণা পাল্টাবে, এবং অন্য এক ধুয়ায় উত্তর প্রত্যুত্তর করবে। কে একজনের সাথে শত্রুভাবাপন্ন হতে পারে যে তাদের ভালবাসে, নিজে শান্ত ও ঈর্ষামুক্ত, একজনের প্রতি কে ঈর্ষাযুক্ত হবে যার মধ্যে কোন হিংসা নেই? না কেবল তাই নয়, তোমার হয়ে আমাকে উত্তর দিতে দাও: অল্প কয়েকজনের ভিতর এই বদ মেজাজ দেখা যেতে পারে, কিন্তু মানবজাতির অতিজনের ভিতরে নয়।

তিনি বললেন: আমি তোমার সঙ্গে একমত।

আর আমি যেমন মনে করি, তুমিও কী মনে কর না যে, অনেকে দর্শনের প্রতি যে কঠোর মনোভাব পোষণ করে তার জন্য প্রতারকদের মধ্য থেকে, যারা অনাহূত হয়ে বেগে ঢুকে পড়ে, সর্বদা তাদের গালমন্দ করছে, আর একটা না একটা দোষ খুঁজে পাচ্ছে, যারা জিনিসগুলির পরিবর্তে ব্যক্তিদের তাদের কথাবার্তার বিষয়বস্তু করে? আর দার্শনিকদের কাছে কোন কিছুই এর চেয়ে বেশি অভদ্রোচিত হতে পারে না।

এটি অতীব অভদ্রোচিত।

কারণ, আদিমান্তস্, যার মন সত্য সত্য হওয়ার দিকে স্থির হয়ে আছে, তার পার্থিব বিষয়গুলির দিকে অবজ্ঞা ভরে তাকাবার, অথবা মানুষদের সঙ্গে বিবাদ করতে করতে ঈর্ষা ও দ্বেষে পূর্ণ হবার, সময় তার নিশ্চয় নেই; তার দৃষ্টি সর্বদা চালিত হচ্ছে সেই জিনিসগুলির দিকে যেগুলি স্থির ও পরিবর্তনহীন; এগুলিকে সে দেখে, একে অন্যকে আঘাত করে না, একে অন্যের দ্বারা আহতও হয় না, কিন্তু সকলেই যুক্তি অনুযায়ী শৃংখলায় ঘুরছে; এগুলি সে অনুকরণ করে, আর এগুলির সঙ্গে সে, যতটা পারে ততটা, সমতা রক্ষা করে। কোন মানুষ যার সঙ্গে সশ্রদ্ধ কথাবার্তা চালায়, তাকে অনুকরণ না করে কী থাকতে পারে?

অসম্ভব।

আর দিব্য শ্রেণীর সঙ্গে আলাপ-রত দার্শনিক, মানুষের প্রকৃতিতে যতদূর কুলায়, সুশৃংখল ও দিব্য হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু অন্য প্রত্যেকের মত তাকে অপবাদের ভাগী হতে হয়।

অবশ্য।

আর যদি শুধু তার নিজেকে নয়, কিন্তু সাধারণ ভাবে মানবিক

প্রকৃতিকে, রাষ্ট্রে হোক বা ব্যক্তিদিগেতে হোক, সেই জিনিসে পরিণত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যা সে অন্যত্র দেখে, তবু কী মনে কর, সে ন্যায়, মিতাচার ও অন্য প্রত্যেক ধর্মের এক অপটু কারিকর হবে ?

অপটু ছাড়া আর সব কিছু।

আর যদি জগৎ দেখে যে আমরা তার সম্বন্ধে যা বলছি তা সত্য, তবে তারা কী দর্শনের উপর রাগ করবে ? যখন আমরা তাদের বলি যে, যে কলাবিদ্‌রা দৈব নিদর্শন অনুকরণ করে তাদের দ্বারা নকসায় কল্পিত না হলে কোন রাষ্ট্র সুখী হতে পারে না, তখন তারা কী আমাদের অবিশ্বাস করবে ?

তিনি বললেন : যদি তারা বুঝতে পারে, তবে তারা রাগ করবে না। কিন্তু তুমি নকসার কথা বলছ, তারা সেটা কী ভাবে আঁকবে ?

তারা রাষ্ট্রীয় ও মানবীয় আচরণগুলি নিয়ে শুরু করবে, তারা ওগুলি থেকে, একটা ফলক যেমন করা হয়, ঘষে ছবি তুলে ফেলবে, আর একটা পরিষ্কার তল রেখে দেবে। এটি সহজ কাজ নয়। কিন্তু সহজ হোক বা না হোক, এইখানে থাকবে তাদের ও অন্য প্রত্যেক আইন-প্রণেতার মধ্যে পার্থক্য—যে পর্যন্ত না তারা একটা পরিষ্কার তল খুঁজে পায় বা নিজেরা তৈরি করে, সে পর্যন্ত ব্যক্তি বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাদের কোন কিছু করবার থাকবে না আর কোন আইনই খোদাই করে দেবে না।

তিনি বললেন : তারা খুব ঠিক কাজই করবে।

এই কাজ শেষ করবার পর তারা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটা খসড়া আঁকার কাজে লেগে যাবে ?

সন্দেহ কী।

আর যখন তারা তলটা ভর্তি করছে, তখন, আমার ধারণামতে, তারা প্রায়ই তাদের দুই চোখ উপরের দিকে তোলে অথবা নিচের দিকে নামায় : মানে, তারা প্রথমে তাকাবে বিশুদ্ধ ন্যায় ও সৌন্দর্য ও মিতাচারের দিকে, আর আবার তার মানবিক অনুকরণের দিকে : আর জীবনের নানা উপাদানগুলিকে মিশিয়ে ও ধাতস্থ করে এক মানব-মূর্তি তৈরি করবে ; আর এই ভাবে তারা সেই অন্য প্রতিমূর্তি অনুযায়ী ধারণা তৈরি করবে, যে প্রতিমূর্তি, যখন মানুষদের মধ্যে বর্তমান থাকে, হমেরস্ বলেন, তখন সেটা ঈশ্বর-আকার ও ঈশ্বর-প্রতিম হয়।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

আর যে পর্যন্ত না মানুষদের রকমগুলি যতদূর সম্ভব ঈশ্বরের রকম-

গুলির সঙ্গে মিশ খায় সে পর্যন্ত তারা একটা অঙ্গ ঘষে তুলে অন্যটা বসিয়ে দেবে ?

তিনি বললেন : বাস্তবিক, অন্য কোন উপায়ে তারা সুন্দরতর ছবি করতে পারত না ।

আমি বললাম : আর এখন, তুমি যাদের কথা বর্ণনা করেছিলে, বলেছিলে সাধ্যমত বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে, তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করতে শুরু করেছি এই বলে যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলির আঁকিয়ে এই রকম একজন হবে যাকে আমরা প্রশংসা করছি ; যার উপর তারা এত বেশি রেগে উঠেছিল এই কারণে যে আমরা তার হাতে রাষ্ট্রকে অর্পণ করেছিলাম ; আর এই মাত্র তারা যা শুনল তাতে তারা একটু অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে উঠছে ?

যদি তাদের মধ্যে কোন বোধশক্তি থাকে, তবে অনেক বেশি শান্ত হচ্ছে ।

কেন, কোথায় তারা এখনও আপত্তির কারণ খুঁজে পাবে ? তারা কী সন্দেহ করবে যে, দার্শনিক সত্য ও অস্তিত্বের প্রেমিক নয় ?

তারা এতটা যুক্তিহীন হবে না ।

অথবা, তাদের প্রকৃতি, আমরা যেমন বর্ণন করেছি, সে রকম হয় বলে, উচ্চতম শুভের সমাত্মীয় হবে কিনা সন্দেহ করবে ?

এটিও তারা সন্দেহ করতে পারে না ।

কিন্তু আবার, তারা কী আমাদের বলবে যে, এই রকম এক প্রকৃতি, অনুকূল অবস্থাগুলির মধ্যে স্থাপিত হলে, সম্পূর্ণ সৎ ও জ্ঞানী হবে না, যদিই বা কোনটা কখনও হয়ে থাকে তবু হবে না ? অথবা যাদের আমরা ত্যাগ করেছিলাম, তারা কী তাদের পছন্দ করবে ?

নিশ্চয় না ।

সুতরাং তবু কী আমরা এই কথা বলায় তারা রাগ করবে যে, যে পর্যন্ত না দার্শনিকরা শাসনভার গ্রহণ করে, সে পর্যন্ত রাষ্ট্রগুলি ও ব্যক্তিরা অশুভের হাত থেকে নিস্তার পাবে না, কারণ আমাদের এই কল্পিত রাষ্ট্রও কোন দিন রূপ পরিগ্রহ করবে না ?

আমার মনে হয় যে তারা কম রাগ করবে ।

আমরা কী ধরে নেব যে তারা শুধু কম ক্রুদ্ধ, তা নয়, পরন্তু সম্পূর্ণ শান্ত, আর তারা বদলে গেছে, আর লজ্জার খাতিরেই, অন্য কোন কারণ যদি নাও থাকে, আপোষ-নিষ্পত্তিতে আসতে অস্বীকার করতে পারে না ?

তিনি বললেন : সর্বতোভাবে ।

তাহলে, এস, আমরা কল্পনা করি যে, পুনর্মিলনটা হয়ে গেছে। কেউ কী অন্য বিষয়টা অস্বীকার করবে যে এমন রাজপুত্ররা বা যুবরাজরা থাকতে পারে, যারা প্রকৃতিবশে দার্শনিক ?

তিনি বললেন : নিশ্চয় করবে না।

আর যখন তারা সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন কেউ কী বলবে যে তাদের নিশ্চয় ধ্বংস পাওয়া দরকার ; তাদের যে রক্ষা পাওয়া প্রায় অসম্ভব, আমরা পর্যন্ত তা অস্বীকার করছি না ; কিন্তু যুগ থেকে যুগান্তর ব্যাপী সময়ে তাদের একজন মাত্রও রক্ষা পেতে পারে না—এটা নিশ্চয় করে ঘোষণা করতে কে সাহস পাবে ?

কে বাস্তবিক ?

আমি বললাম : কিন্তু একজনই যথেষ্ট ; একজন মানুষ চাই যার অধীনে থেকে তাকে মেনে চলছে এমন এক নগর আছে, আর যে আদর্শ গণতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্ভব করতে পারে, যদিও জগৎ তার সম্বন্ধে কত না সংশয়ান্বিত।

হাঁ, একজনই যথেষ্ট।

আমরা যে সব আইন ও প্রতিষ্ঠানগুলি বর্ণনা করে এসেছি, শাসক সেগুলির চালু করতে পারত, আর নাগরিকরা সম্ভবত সেগুলি পালন করতে ইচ্ছুক হত।

আলবৎ।

আর আমরা যা অনুমোদন করছি, অন্যরা সেটা অনুমোদন করবে, তা ইন্দ্রজাল বা সম্ভাব্যতার বাইরে নয় ?

আমার মনে হয়, নয়।

কিন্তু আগে আগে যা বলা হয়েছে তাতে আমরা যথেষ্ট ভাবে দেখিয়েছি যে এই সব, যদি শুধু সম্ভব হয়, তবে তা সর্বোৎকর্ষের কারণ হবে, সন্দেহ নেই।

আমরা দেখিয়েছি।

আর এখন আমরা বলছি যে, আমাদের আইনগুলি যদি প্রণীত হতে পারত তবে সব চেয়ে ভাল হত, শুধু তাই নয়, আরও বলছি যে, তাদের প্রণয়ন, যদিও কঠিন, তবু অসম্ভব নয়।

বেশ ভাল।

আর এই ভাবে কষ্ট ও শ্রম করতে করতে আমরা একটি বিষয়ের অন্তে পৌঁছেছি, কিন্তু আরও বিষয় আলোচনা করা এখনও বাকী আছে :—কী ভাবে আর কোন্ কোন্ অধ্যয়ন ও বৃত্তির দ্বারা কাঠামোর

ত্রাণ কর্তারা সৃষ্ট হবে, আর কোন্ কোন্ বয়সে তারা তাদের কোন্ কোন পড়াশুনায় নিজেদের নিযুক্ত করবে ?

আলবৎ।

আমি স্ত্রীলোকদের দখল আর ছেলেমেয়ে পয়দা, আর শাসকদের নিয়োগ ব্যাপার বাদ দিয়েছিলাম, কারণ আমি জানতাম যে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রকে ঈর্ষার চোখে দেখা হবে, আর তা পাওয়া শক্ত ; কিন্তু আমার ঐ চাতুরির টুকরা আমার বিশেষ কাজে আসে নি, কারণ আমাকে শেষ পর্যন্ত ওগুলি আলোচনা করতে হল। স্ত্রীলোকরা ও সন্তানরা এখন চুকে গেছে, কিন্তু শাসকদের সম্বন্ধে প্রশ্নটি নিশ্চয় একেবারে শুরু থেকে অনুসন্ধান করতে হবে। তোমার মনে পড়বে, আমরা বলছিলাম, তাদের স্বদেশ-প্রেমিক হতে হবে, আনন্দ ও যন্ত্রণার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তারা আসবে, আর না ক্লেশে, না বিপদগুলিতে, না অন্য কোন সংকটময় মুহূর্তে, তারা তাদের দেশপ্রেম হারাবে—যে উত্তীর্ণ হবে না তাকে বিদায় নিতে হবে, কিন্তু যে শোধনকারীর আগুনে পরীক্ষিত সোনার মত সর্বদা বিশুদ্ধ ভাবে বেরিয়ে আসে, তাকে শাসক করতে হবে, আর সে-ই জীবনে ও মরণের পরে সম্মান ও পুরস্কারগুলি লাভ করবে। যে জিনিস বলা হচ্ছিল তা এই ধরনের, আর তারপর বিতর্কটা এক পাশে ঘুরে গেল আর তার মুখ ঘোমটায় ঢেকে দিল ; এখন যে প্রশ্ন উঠছে তাকে নাড়া দেবার অভিপ্রায় ছিল না।

তিনি বললেন : আমার সম্পূর্ণ মনে আছে।

আমি বললাম : হাঁ, হে বন্ধু আমার, আর আমি তখন সাহসের কথাটা বলতে সংকুচিত হয়েছিলাম ; কিন্তু এখন আমি বলতে সাহস করি যে নিখুঁত অভিভাবককে একজন দার্শনিক হতেই হবে।

তিনি বললেন : হাঁ ; সেটা সজোরে ঘোষণা করা হোক।

আর কল্পনা কোর না যে তারা সংখ্যায় অনেক হবে ; কারণ প্রকৃতির যে সব দানকে আমরা অত্যাবশ্যক বলে গণনা করেছিলাম, সেগুলির একসঙ্গে বিকাশ লাভ দুর্লভ জিনিস ; তাদের বেশির ভাগ এখানে এক টুকরা ওখানে এক টুকরা, এখানে এক পোঁচ, ওখানে এক পোঁচ ভাবে পাওয়া যায়।

তিনি বললেন : তুমি কী বলতে চাও ?

আমি উত্তর করলাম : তুমি জান যে দ্রুত বুঝবার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, বিচক্ষণতা, চতুরতা, আর অনুরূপ গুণাবলি, প্রায়ই এক সঙ্গে বিকাশ লাভ

করে না, আর যে ব্যক্তিরা ঐগুলির অধিকারী আর একই কালে তেজস্বী ও মহানুভব, তারা প্রকৃতি দ্বারা এমন ভাবে গঠিত নয় যে, তারা শৃংখলার সঙ্গে আর শান্তিপূর্ণ ও ধীরস্থির ভাবে বাস করবে ; তারা তাদের আবেগের তাড়নায় যে কোন দিকে চলে যায়, আর সকল কঠোর নীতি তাদের থেকে অন্তর্ধান করে।

তিনি বললেন : খুব সত্য ।

অপর দিকে, যেগুলির উপর বেশি ভাল ভাবে নির্ভর করা যায়, যেগুলি যুদ্ধে ভয়-অভেদ্য ও অনমনীয়, সেই অটল প্রকৃতিগুলি, যখন কোন কিছু শিখবার থাকে, তখন সমভাবে অনমনীয় হয় ; তারা সর্বদা এক জড়বৎ অবস্থায় রয়, আর যে কোন মানসিক শ্রমের বেলা হাই তুলবার আর ঘুমিয়ে পড়বার প্রবণতা দেখায় ।

সম্পূর্ণ সত্য ।

আর তথাপি আমরা বলছিলাম যে যাদেরকে উচ্চতর শিক্ষা দিতে হবে, আর যারা কোন কর্তৃত্বে অংশ গ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে উভয় গুণাবলি থাকা দরকার ।

তিনি বললেন : আলবৎ ।

আর তারা কী এমন এক শ্রেণী হবে যার সাক্ষাৎ কচিৎ মেলে ?

হাঁ, বাস্তবিক ।

সুতরাং সেই সব শ্রম ও বিপদ ও আনন্দগুলি শুধু নয়, ওগুলি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, যেগুলিতে আমাদের প্রার্থীদের পরীক্ষা করতে হবে, কিন্তু আর এক ধরনের নবিশিও আছে যা আমরা উল্লেখ করি নি, তাতে পরীক্ষা করতে হবে—তাকে অনেক শ্রেণীর জ্ঞান লাভের জন্য শ্রম করাতে হবে, যেমন অন্য সব অধ্যয়ন ও চেষ্টার বেলা করা হয়েছে, এটা দেখবার উদ্দেশ্যে যে আত্মা তাদের মধ্যে উচ্চতমটিকে সহ্য করতে পারে, অথবা তাদের চাপে মূর্ছা যায়।

তিনি বললেন : হাঁ, তাকে পরীক্ষা করে তুমি খুব ঠিক কাজই করবে। কিন্তু সকল জ্ঞানের উচ্চতমটি বলে তুমি কী বুঝাতে চাও ?

আমি বললাম : তোমার স্মরণ থাকতে পারে যে আমরা আত্মাকে তিনটি অংশে বিভক্ত করেছিলাম ; আর ন্যায়, মিতাচার, সাহস ও জ্ঞান এই কতিপয় প্রকৃতিতে পৃথক করেছিলাম ?

তিনি বললেন : বাস্তবিক, যদি আমি ভুলে যেতাম, তবে আর বেশি কিছু শুনবার যোগ্যতা আমার থাকত না ।

আর তাদের নিয়ে আলোচনার পূর্বে যে সাবধান বাণী আগে আগে উচ্চারণ করা হয়েছিল তা কী তোমার মনে পড়ছে ?

কোন্‌টিকে তুমি নির্দেশ করছ ?

আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে আমরা বলছিলাম যে, যে তাদের পূর্ণ সৌন্দর্যে দেখতে চায় তাকে নিশ্চয় একটা আরও দীর্ঘ আর আরও ঘোরাল পথ গ্রহণ করতে হবে, যার প্রান্তে তারা দেখা দেবে ; কিন্তু যে আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে, তার সঙ্গে স্তরের সমতা রক্ষা করে আমরা তাদের সম্বন্ধে এক জনপ্রিয় ব্যাখ্যা যোগ করতে পারব । আর তুমি উত্তর করেছিলে যে এই ধরণের এক ব্যাখ্যা তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবে। আর ফলে অনুসন্ধানটা চলতে থাকল এমন এক প্রকারে যা আমার কাছে অত্যন্ত অশুদ্ধ বোধ হয়েছিল ; তুমি সন্তুষ্ট হয়েছিলে কি হও নি, সেটা তোমার বলবার কথা।

তিনি বললেন : হাঁ, আমি ভেবেছিলাম আর আমাদের অন্যেরা ভেবেছিল যে তুমি আমাদের উঁচু মাপের সত্যই বিবৃত করেছ ।

আমি বললাম : কিন্তু, হে বন্ধু আমার, এই ধরণের জিনিসগুলির কোন মাপ সমগ্র সত্যের থেকে একটা স্তর পর্যন্ত হ্রস্ব হলে তা আর ভাল মাপ থাকে না ; কারণ অসম্পূর্ণ কোন জিনিসই সেই জিনিসের মাপ নয়, যদিও সহজে সন্তুষ্ট হওয়া লোকদের স্বভাব, আর তারা মনে করে আর খোঁজাখুঁজির দরকার কী ।

লোকদের অলসতা অসাধারণ কোন ঘটনা নয়।

আমি বললাম : হাঁ ; অথচ রাষ্ট্রের ও আইনগুলির অভিভাবকের পক্ষে এর চেয়ে গুরুতর কোন দোষ থাকতে পারে না ।

সত্য ।

আমি বললাম : সুতরাং অভিভাবককে দীর্ঘতর ঘোরাল পথ গ্রহণ করতে আর শিখতে, ব্যায়াম করতেও বটে, বাধ্য হতে হবে, নতুবা সে কখনও উচ্চতম জ্ঞানের নাগাল পাবে না ; আমরা এইমাত্র বলছিলাম, তাই হল তার উচিত বৃত্তি ।

তিনি বললেন : কী, এমন জ্ঞান আছে না কি যা আরও উচ্চতর—ন্যায় ও অন্য ধর্মগুলির চেয়ে উচ্চতর ?

আমি বললাম : হাঁ, আছে । আর ধর্মগুলিরও আমরা নিশ্চয়, এখনকার মত, শুধু বাইরের রূপরেখাটাই দেখব না—সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ছবির কমে কিছুতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয় । যখন ছোট ছোট জিনিসগুলি যাতে পূর্ণ সৌন্দর্যে ও চূড়ান্ত স্পষ্টতায় দেখা দিতে পারে তার জন্য তাদের অন্তহীন যত্নে ফুটিয়ে তোলা হয়, তখন এটা কী রকম হাস্যকর ব্যাপার যে আমরা উচ্চতম সত্যগুলিকে উচ্চতম নির্ভুলতা লাভ করবার যোগ্য বলে মনে করি না ?

যথার্থ মহৎ এক চিন্তা ; কিন্তু তুমি কী কল্পনা করছ যে, এই উচ্চতম জ্ঞানটা কী, তা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা থেকে আমরা ক্ষান্ত থাকব ?

আমি বললাম : না, শুধু তাই নয়, যদি ইচ্ছা হয়, তবে জিজ্ঞাসা কর ; কিন্তু আমি স্থির নিশ্চয় যে তুমি উত্তরটা অনেক বার শুনেছ ; আর এখন তুমি হয় আমাকে বুঝতে পারছ না, অথবা আমি বরঞ্চ ভাবছি, তুমি আমাকে কষ্ট দিতে চাইছ ; কারণ তোমাকে প্রায়শ বলা হয়েছে যে, উচ্চতম জ্ঞান বলতে বুঝায় শুভের ধারণা, আর শুধু এটিকে ব্যবহার করে অন্য সমুদয় জিনিস প্রয়োজনীয় ও সুবিধাপ্রদ হয় । এমন হতে পারা প্রায় অসম্ভব যে তুমি জানতে না যে আমি এর সম্বন্ধে বলতে উদ্যত হয়েছিলাম, কেননা তুমি আমাকে প্রায়ই বলতে শুনেছ যে, আমরা কত না অল্প জানি ; আর, এটি ছাড়া, যে কোন জ্ঞান বা যে কোন শ্রেণীর স্বামিত্ব আমাদের কোন উপকার করবে না । তুমি কী মনে কর, যদি আমরা শুভের অধিকারী না হই, তবে অন্য সমস্ত জিনিস পাওয়ার কোন মূল্য আছে ? অথবা যদি সৌন্দর্য ও শুভ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান না থাকে তবে অন্য সব জিনিসের জ্ঞানের কোন মূল্য আছে ?

নিশ্চিত না ।

তুমি আরও জান যে, অধিকাংশ লোক আনন্দকে শুভ বলে ঘোষণা করে, কিন্তু সূক্ষ্ম-বুদ্ধিরা জ্ঞানকে বলে শুভ ।

হাঁ ।

আর এও তুমি জান যে পরোক্তরা ব্যাখ্যা করতে পারে না, তারা জ্ঞান বলতে কী বুঝে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয় শুভ সম্বন্ধে জ্ঞান ?

কী হাস্যকর ।

আমি বললাম : হাঁ, তারা শুভ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার জন্য আমাদেরকে তিরস্কার করা দিয়ে শুরু করবে, আর তারপর তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে ধরে নেবে—কারণ শুভের সংজ্ঞা তারা দেয় শুভের জ্ঞান বলে, যেন যখন তারা 'শুভ' কথাটা ব্যবহার করে তখন আমরা তাদের ঠিকমত বুঝেছিলাম—এটি অবশ্য হাস্যকর ।

তিনি বললেন : অতীব সত্য ।

আর যারা আনন্দকে তাদের শুভ করে, তারা সমান জটিলতায় গিয়ে পড়ে ; কারণ তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে যেমন শুভ আনন্দ আছে তেমন অশুভ আনন্দ আছে ।

আলবৎ ।

আর অতএব স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় যে অশুভ ও শুভ একই ?

সত্য।

এই প্রশ্ন যে বহুসংখ্যক সমস্যার সঙ্গে জড়িত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

না, কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

অধিকন্তু, আমরা কী দেখি না যে, অনেকে বাস্তবতা বাদ দিয়ে যা ন্যায্য ও সম্মানজনক তা করতে, পেতে বা হতে ইচ্ছুক ; কিন্তু কেউই আপাত সত্য নিয়ে সন্তুষ্ট হয় না—তারা যা চায় তা হচ্ছে বাস্তবতা ; শুভের বেলা সবাই আপাত শুভকে ঘৃণা করে।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

সুতরাং প্রতি মানবাত্মার এই পূর্ববোধ আছে যে একটা লক্ষ্যস্থল আছে, তবু দ্বিধাগ্রস্ত হয়, কারণ অন্য জিনিসগুলির মত এটির প্রকৃতিও কী তা সে জানে না, একই নিশ্চয়তা বোধ নেই, আর অতএব অন্য জিনিসগুলিতে যা কিছু শুভ আছে তা হারায়, সেই পূর্ববোধ থেকে সে যা তার সমুদয় কাজ কর্মের লক্ষ্য বলে স্থির করে আর অনুসরণ করে, সেই এটি,—এই ধরণের ও এত বৃহৎ এটির মত এক নীতি কী, আমাদের রাষ্ট্রের যে শ্রেষ্ঠ লোকদের হাতে সব কিছু বিশ্বাস ভরে অর্পণ করা হয়, তাদের কাছে অজানার অন্ধকারে পড়ে থাকবে ?

তিনি বললেন : নিশ্চয় না।

আমি বললাম : আমি নিশ্চয় করে জানি যে, যে জানে না কী করে সুন্দর ও ন্যায়বান্ অনুরূপ ভাবে শুভদ হয়, সে শুধু তাদের অসার এক অভিভাবক হবে ; আর আমার সংশয় হয়, শুভ সম্বন্ধে অজ্ঞ কেউই সৌন্দয ও ন্যায় সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান পেতে পারে কি না।

তিনি বললেন : ওটা তোমার এক শেয়ানা সংশয়।

আর যদি আমাদের শুধু এমন এক অভিভাবক থাকে যার এই জ্ঞান আছে, তবে আমাদের রাষ্ট্র পূর্ণ সুশৃংখল হবে ?

তিনি উত্তর করলেন : অবশ্য ; কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি আমাকে বলবে, শুভ সম্বন্ধে এই শীর্ষ নীতিকে তুমি জ্ঞান অথবা আনন্দ, অথবা দুয়ের থেকে আলাদা কিছু বলে ধারণা কর কি না।

আমি বললাম : হো হো আমার বন্ধু, আমি বরাবর জানতাম যে, তোমার মত এক দুস্তোষণীয় ভদ্রলোক এই সব ব্যাপারে পরের মুখে ঝাল খেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না।

সত্য সোক্রাতেস্ ; কিন্তু আমি বলতে বাধ্য যে তোমার মত একজন,

যে তার সারা জীবন দর্শনের অধ্যয়নে কাটিয়েছে, সে সর্বদা অন্যদের মতগুলি পুনরাবৃত্তি করে যাবে, আর কখনও নিজের মতটা দেবে না, এটা কেমনধারা কথা হল।

বেশ, কিন্তু কারও কী তা নিশ্চয় করে বলবার অধিকার আছে যা সে জানে না ?

তিনি বললেন : নিশ্চয়াত্মক প্রতীতি নিয়ে নয় ; তার ও-রকম করবার কোন অধিকার নেই ; কিন্তু মতের ব্যাপার আলাদা, সেখানে সে যা ভাবে, তা বলতে পারে।

আমি বললাম : আর তুমি কী জান না যে যেগুলি মত মাত্র সেগুলি সব অশুভ, আর তাদের সর্বোৎকৃষ্টটি অন্ধ ? তুমি অস্বীকার করবে না যে, যাদের বুদ্ধি ছাড়া কোন সত্য ধারণা আছে তারা অন্ধ লোকদের মত, তারা বরাবর রাস্তা অনুভব করতে করতে এগিয়ে যায় ?

খুব সত্য।

আর অন্যরা যখন তোমাকে উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্যের কথা বলবে, তখন তুমি কী তার সম্বন্ধে বলবে যা অন্ধ ও বাঁকা ও হীন ?

গ্লাউকোন্ বললেন : তবু, সোক্রাতেস্, আমি তোমাকে নিশ্চয় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাব, তুমি ঠিক যখন লক্ষ্যস্থল ছুঁই ছুঁই করছিলে তখন ফিরে যেও না ; যদি তুমি শুভের সেই রকম এক ব্যাখ্যা দাও যা তুমি ইতিপূর্বে ন্যায় ও মিতাচার ও অন্য ধর্মগুলি সম্বন্ধে দিয়েছ, তবে আমরা সন্তুষ্ট থাকব।

হাঁ, হে বন্ধু আমার, আর অন্তত আমি সমান ভাবে সন্তুষ্ট হব, কিন্তু আমি আতঙ্কিত না হয়ে পারছি না যে আমি ব্যর্থ-মনোরথ হব, আর আমার অবিবেচক জেদ আমার উপর উপহাস বর্ষণ নিয়ে আসবে। না গো, মধুর মশাইরা, এস, বর্তমানে আমরা জিজ্ঞাসা করব না, শুভের আসল প্রকৃতি কী, কারণ এখন আমার চিন্তারাশিতে যা আছে সে পর্যন্ত পৌঁছাতে এত বড় এক চেষ্টার দরকার হবে যে আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। কিন্তু শুভের সন্তান সম্বন্ধে বলতে পেলে আমি খুশি হব, সে শুভের সদৃশ ; যদি আমি নিশ্চিত হতে পারি যে তুমি শুনতে চাও— তবে বলব, নচেৎ নয়।

তিনি বললেন : সর্বতোভাবে, শিশুটির কথা আমাদের বল, আর বাপের বিবরণ দাখিলের জন্য তুমি আমাদের কাছে চিরকাল ঋণী থাকবে, সন্দেহ নেই।

আমি উত্তর করলাম : আমি বাস্তবিক চাই, খুবই চাই যে, বাপের

বিবরণটা, আর, এখনকার মত শুধু সন্তানের নয়, শোধ করে দি, আর তোমরা গ্রহণ কর ; যাই হোক, এই পরেরটা সুদ হিসাবে নাও, আর একই কালে সতর্ক থাক যেন আমি মিথ্যা হিসাব পেশ না করি, যদিও তোমাকে ঠকাবার অভিপ্রায় আমার নেই ।

হাঁ, আমরা যতটা পারি, সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করব : যাত্রা কর।

আমি বললাম : হাঁ। কিন্তু আমি প্রথমে তোমার সঙ্গে নিশ্চয় একটা বোঝাপড়া করব, আর তোমাকে সেই কথা মনে করিয়ে দেব যা এই আলোচনাক্রমে এবং অন্য অনেক সময়ে আমি উল্লেখ করেছি ।

কী ?

সেই পুরাতন কাহিনী, যে অনেক সুন্দর আর অনেক শুভ আছে, অন্য জিনিসগুলির সম্বন্ধেও তাই, এগুলির আমরা বর্ণনা করি, সংজ্ঞা দেই ; এগুলির সকলের প্রতি 'অনেক' শব্দ প্রযুক্ত হয়।

তিনি বললেন : সত্য ।

আর আছে এক বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও এক বিশুদ্ধ শুভ, আর যে অন্য জিনিসগুলিতে 'অনেক' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়, সেগুলির এক বিশুদ্ধ রূপ আছে ; কারণ তাদের এক অদ্বিতীয় কল্পনার অধীনে আনা যেতে পারে, যাকে প্রত্যেকের মূল নির্যাস বলা যায়।

খুব সত্য ।

আমরা এমন বলি, অনেককে দেখা যায় কিন্তু জানা যায় না, আর কল্পনাগুলি জানা যায়, কিন্তু দেখা যায় না ।

ঠিক তাই ।

আর ইন্দ্রিয়টা কী যার সহায়তায় আমরা দৃশ্যমান জিনিসগুলি দেখি ?

তিনি বললেন : দর্শন ।

আমি বললাম : আর শ্রবণের সহায়তায় আমরা শুনি, আর অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্য বস্তুগুলি অনুভব করি ?

সত্য ।

কিন্তু তুমি কী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছ যে ইন্দ্রিয়গুলির বিধাতা যত কিছু উদ্ভাবন করেছেন তার মধ্যে দর্শন হল খুব বেশি পরিমাণে সব চেয়ে ব্যয়বহুল ও জটিল কারিগরির একটি টুকরা ?

তিনি বললেন : না, আমি কখনও লক্ষ্য করি নি।

তাহলে ভেবে দেখ ; কাণের বা গলার কী কোন তৃতীয় বা অতিরিক্ত প্রকৃতির দরকার করে যাতে একজন শুনতে আর অন্যজন শ্রুত হতে সমর্থ হয় ?

ও ধরণের কিছুই না।

আমি উত্তর করলাম : বাস্তবিক না ; আর একই কথা, সমুদয় না হলেও অধিকাংশ ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে সত্য—তুমি বলবে না যে তাদের কোনটিই এ ধরনের এক সংযোজন দরকার করে ?

আলবৎ না।

কিন্তু তুমি দেখছ যে অন্য কোন প্রকৃতির সংযোজন ছাড়া দেখাও নেই, দৃষ্ট হওয়াও নেই ?

কী ভাবে তুমি বলতে চাও ?

আমার ধারণামতে, দৃষ্টিটা আছে চোখ দুটির মধ্যে, আর যার চোখ আছে সে দেখতে চাইছে ; তাদের মধ্যে রঙও উপস্থিত আছে ; তবু যদি না এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশেষ ভাবে খাপ খাওয়ান এক তৃতীয় প্রকৃতি থাকে, তবে চক্ষু দুটির মালিক কিছুই দেখবে না আর রঙগুলি অদৃশ্য হবে।

তুমি কোন্ প্রকৃতির কথা বলছ ?

আমি উত্তর করলাম : যাকে তুমি আখ্যা দাও আলো, তার কথা।

তিনি বললেন : সত্য।

সুতরাং, মহৎ সেই বন্ধন যা দৃষ্টি ও দৃষ্টকে একত্র গেঁথে দেয়, আর অন্য সব বন্ধনের চেয়ে আর বন্ধন ছাড়িয়ে অনেক বৃহৎ, যা প্রকৃতির অনন্ত পার্থক্য দ্বারা সূচিত হয় ; কারণ আলো হল তাদের বন্ধন, আর আলো মাহাত্ম্যহীন জিনিস নয় ?

তিনি বললেন : না মাহাত্ম্যহীনের বিপরীত।

আমি বললাম : আর স্বর্গস্থ দেবদের মধ্যে কে সে যাকে তুমি বলবে এই মূল উপাদানের প্রভু ? কার ঐ আলো যে চোখকে পূর্ণ ভাবে দেখতে আর দৃশ্যমানকে দেখা দিতে সমর্থ করে ?

মানে, তুমি সূর্যের কথা বলছ, যেমন বলছে সমগ্র মানবজাতি।

দৃষ্টির সঙ্গে এই সূর্যদেবের সম্পর্কটা নিচের মত ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে না ?

কী ভাবে ?

না দৃষ্টি, না চোখ যেখানে দৃষ্টি বাস করে, হল সূর্য ?

না।

তথাপি সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখ হচ্ছে সর্বাধিক সূর্য-সদৃশ ?

অনেক অনেক বেশি সদৃশ।

আর চোখ যে শক্তির অধিকারী তা সূর্যত্যক্ত এক ধরনের কিরণ প্রবাহ ?

ঠিক তাই।

সুতরাং সূর্য নয় দৃষ্টি, কিন্তু দৃষ্টির রচনাকারী, যাকে দৃষ্টি দিয়ে চেনা যায় ?

তিনি বললেন : সত্য।

আর এই হল সে যাকে নাম দি শুভের সন্তান বলে, যাকে শুভ তার নিজের সদৃশতায় জন্ম দিয়েছিল, দৃষ্টির ও দৃষ্টির জিনিসগুলির সম্পর্কে দৃশ্যমান জগতে তা হয়ে বিদ্যমান থাকবার জন্য মানসিক জগতে মন ও মনের জিনিসগুলির সম্পর্কে শুভ যা হয়ে আছে।

তিনি বললেন : তুমি কী আরও একটু বেশি খোলসা করে বলবে ?

আমি বললাম : কেন, তুমি ত জান, যখন কোন ব্যক্তি চোখ দুটিকে সেই বস্তুগুলির দিকে চালনা করে, যাদের উপর দিনের আলো আর চিকচিক করছে না, কিন্তু চাঁদ ও নক্ষত্রগুলির আলো শুধু পড়ছে, তখন চোখ দুটি অস্পষ্ট দেখে, আর প্রায় অন্ধবৎ থাকে ; মনে হয় যেন তাদের মধ্যে দৃষ্টি-শক্তির স্বচ্ছতা নেই ?

খুব সত্য।

কিন্তু যখন তাদের সেই বস্তুগুলির দিকে চালান হয় যেগুলির উপর সূর্য কিরণ দেয়, তখন তারা পরিষ্কার দেখে, আর তাদের মধ্যে দৃষ্টি-শক্তি থাকে ?

আলবৎ।

আর আত্মা হল চোখের মতন : যখন তার উপর নিবদ্ধ থাকে, যার উপর সত্য ও হওয়া কিরণ দেয়, তখন আত্মা অনুভব করে আর বুঝে, আর বুদ্ধিতে সমুজ্জল হয় ; কিন্তু যখন হচ্ছে ও নাশ পাচ্ছে এমন প্রদোষের দিকে ফেরান থাকে, তখন তার শুধু মত থাকে, আর চোখ মিট মিট করে বেড়ায়, এবং প্রথমে এক মত আর পরে অন্য মত অবলম্বন করে, মনে হয় যেন কোন বুদ্ধি নেই ?

ঠিক সে রকম।

এখন, যা জ্ঞাতকে সত্য করে আর জ্ঞাতাকে জানবার শক্তি দান করে, আমি চাই তুমি তাকেই শুভের কল্পনা আখ্যা দাও, আর এটিকে তুমি বিজ্ঞানের আর যতদূর অবধি সত্য জ্ঞানের বিষয়বস্তু ততদূর সত্যের কারণ বলে গণ্য কর, সুন্দর বলেও, যেমন সত্য ও জ্ঞান উভয়ে সুন্দর, তুমি এই অন্য প্রকৃতিকেও দুটির প্রত্যেকটির চাইতে সুন্দরতর বলে ধারণা করলে ভুল করবে না ; আর পূর্বের দৃষ্টান্তে যেমন, আলো ও দৃষ্টিকে সত্য সত্য সূর্যের সদৃশ বলা যেতে পারে, আর তবু সূর্য নয়, সেই রকম এই অন্য ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান ও সত্যকে শুভের সদৃশ

বলে গণনা করা যায়, কিন্তু শুভ বলে নয় ; শুভের আরও উচ্চতর সম্মাননীয় স্থান।

তিনি বললেন : সেটা সৌন্দর্যের কী অপরূপ বিস্ময় না হবে, যা বিজ্ঞান ও সত্যের স্রষ্টা, তথাপি সৌন্দর্যে তাদের ছাড়িয়ে যায় ; কারণ এটা নিশ্চয় যে তুমি বলতে চাও না যে আনন্দ হল শুভ ?

আমি উত্তর করলাম : ঈশ্বর রক্ষা করুন ! কিন্তু আমি কী তোমাকে মূর্তিটা অন্য এক দৃষ্টিবিন্দু থেকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করতে পারি ?

কোন্ দৃষ্টিবিন্দু থেকে ?

তুমি বলবে, বলবে না কী যে, সকল দৃষ্ট জিনিসে সূর্য শুধু দৃষ্টতার কর্তা নয়, কিন্তু জন্ম ও পুষ্টি ও বিকাশের কর্তাও বটে, যদিও সে নিজে অজাত ?

আলবৎ।

তুল্য ভাবে বলা যেতে পারে শুভ শুধু সকল জ্ঞাত জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞানের কর্তা নয়, কিন্তু সেই জিনিসগুলির হওয়া ও মূল নির্যাসও বটে, আর তথাপি শুভ মূল নির্যাস নয়, কিন্তু মর্যাদায় ও শক্তিতে মূল নির্যাসকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যায়।

এক হাস্যকর ব্যগ্রতা দেখিয়ে গ্লাউকোন্ বললেন : স্বর্গের আলোর দোহাই, কী বিস্ময়কর !

আমি বললাম : হাঁ, আর অত্যুক্তিটা তোমার হিসাবে ফেলা যেতে পারে ; কারণ তুমিই আমাকে আমার কল্পনাগুলি উচ্চারণ করতে বাধ্য করেছিলে।

আর প্রার্থনা করি, সেগুলি উচ্চারণ করে যেতে থাক, থেমো না ; অন্তত পক্ষে যদি সূর্যের সদৃশতা সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার থাকে তা আমাদের শুনতে দাও।

আমি বললাম : হাঁ, আরও ঢের বেশি কথা আছে।

তাহলে, যতই সামান্য হোক, কিছু বাদ দিও না।

আমি বললাম : আমি আমার যথাসাধ্য করব ; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, অনেক কিছু বাদ দিতে হবে।

আশা করি, না।

সুতরাং তোমাকে কল্পনা করতে হবে যে, দুই শাসক শক্তি বিরাজমান, আর তাদের একজনকে মানসিক জগতের উপরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্যজনকে দৃশ্যমান জগতের উপরে। আমি বলছি না স্বর্গ, পাছে তুমি

কল্পনা কর যে আমি নামটা নিয়ে খেলা করছি।[1] আমি কী অনুমান করতে পারি যে দৃশ্যমান ও মানসিক জগতের এই পার্থক্যটা তোমার মনে স্থিরভাবে বসে গিয়েছে ?

গিয়েছে।

এখন এমন একটা রেখা নাও যা দুই অসমান অংশে কাটা হয়েছে, আর তাদের প্রত্যেকটিকে আবার একই অনুপাতে ভাগ কর, আর কল্পনা কর, প্রধান দুই বিভাগ নির্দেশ করছে, একটা দৃশ্যমান আর অন্যটা বুদ্ধির জগতের দিকে, আর তারপর উপবিভাগগুলিকে তাদের স্পষ্টতা ও স্পষ্টতার অভাবের দিক থেকে তুলনা কর, আর তুমি দেখতে পাবে যে দৃশ্যমান অঞ্চলের প্রথম উপবিভাগে রয়েছে মূর্তিগুলি। আর মূর্তি বলতে আমি বুঝি, প্রথমত ছায়াগুলিকে, আর দ্বিতীয়ত জলে ও নীরেটে, মসৃণ ও পালিশ করা অবয়বগুলি ও ঐ রকম সব কিছুতে প্রতিফলন। তুমি বুঝছ কী ?

হাঁ, আমি বুঝছি।

এখন, এটি যার সদৃশতা মাত্র, সেই অপর উপবিভাটিতে বিধৃত রয়েছে জন্তুরা, যাদের আমরা দেখি, আর অন্য সব কিছু যা বাড়ে অথবা তৈরি হয়।

খুব ভাল।

তুমি কী স্বীকার করবে না যে এই বিভাগের উভয় উপ-বিভাগেই বিভিন্ন মাত্রায় সত্য আছে, আর নকলটা মৌলিকের সঙ্গে সেই অনুপাত রক্ষা করে যা মতের অঞ্চল জ্ঞানের অঞ্চলের সঙ্গে করে ?

অতীব নিঃসন্দেহে।

তারপর কী প্রকারে মানসিক জগৎকে বিভক্ত করতে হবে, তা বিবেচনা কর।

কী প্রকারে ?

এই ভাবে : দুটি উপবিভাগ আছে ; তার নিচেরটিতে, আগের বিভাগ দ্বারা প্রতিবিম্ব রূপে যে মূর্তিগুলি পাওয়া গিয়েছিল, আত্মা সেগুলি ব্যবহার করে ; অনুসন্ধানটা মাত্র আনুমানিক হতে পারে, আর কোন নীতির দিকে উপরে যাবার পরিবর্তে অন্য প্রান্তে নেমে যায় ; দুটির মধ্যে উপরেরটিতে

1 'দৃশ্য' 'স্বর্গ' দিয়ে, গ্রীক ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ দুটি তর্জমা হয় না। মোটামুটি অর্থ এই :—আমি স্বর্গ কথাটি ব্যবহার করছি না, পাছে তুমি মনে কর সেটিকে আমি দৃশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করি।

আত্মা অনুমানগুলি ছাড়িয়ে চলে যায়; আর এক নীতি পর্যন্ত উপরে উঠে যায় যা অনুমানগুলির ঊর্ধ্বে, আগেকার ক্ষেত্রে যেমন সে রকম প্রতিমূর্তিগুলিকে কোন কাজে লাগায় না, কিন্তু শুধু কল্পনাগুলিতে ও কল্পনাগুলির মধ্য দিয়ে যাত্রা করে।

তিনি বললেন : তোমার কথার মানে আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি না।

তাহলে আমি আবার চেষ্টা করব ; তুমি আমাকে ভাল করে বুঝতে পারবে যখন আমি কতকগুলি প্রাথমিক মন্তব্য করেছি। তোমার জানা আছে যে জ্যামিতি, পাটিগণিত ও কুটুম্ব বিজ্ঞানগুলির ছাত্ররা তাদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, জোড় ও বিজোড় অঙ্ক ও চিত্রগুলি ও তিন শ্রেণীর কোণ ও অনুরূপ অন্যান্য জিনিস স্বীকার করে নেয় ; এগুলি তাদের অনুমান, এগুলিকে তারা আর প্রত্যেকে জানে বলে বিবেচনা করা হয়, আর অতএব নিজেদের কাছে হোক বা অন্যদের কাছে হোক, এগুলির কোন হিসাব দিতে তারা এগোয় না ; কিন্তু তারা এগুলি নিয়ে শুরু করে, আর চলতে থাকে যে পর্যন্ত না অবশেষে, সুসমঞ্জস ভাবে, তাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছায় ?

তিনি বললেন : হাঁ, আমি জানি।

আর তুমি কী এও জান না যে যদিও তারা দৃষ্ট আকারগুলি ব্যবহার করে, আর তাদের সম্বন্ধে যুক্তি বিচার করে, তথাপি তারা এগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করছে না কিন্তু তারা যে আদর্শগুলির সদৃশ সেগুলিকে চিন্তা করছে ; তারা যে চিত্রগুলি আঁকে সেগুলির কথা চিন্তা করছে না, কিন্তু বিশুদ্ধ বর্গ ও বিশুদ্ধ ব্যাসের কথা চিন্তা করছে, আর এই রকম সব—যে আকারগুলি তারা আঁকে অথবা তৈরি করে আর যেগুলির ছায়া ও প্রতিবিম্ব তাদের নিজেদের জলে আছে, সেগুলি তাদের দ্বারা প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু আসলে তারা স্বয়ং সেই জিনিসগুলিকেই দেখবার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে, যেগুলি শুধু মনের চোখ দিয়ে দেখা যেতে পারে।

সে কথা সত্য।

আর এই শ্রেণীকে আমি বোধগম্য বলে উল্লেখ করেছিলাম, যদিও তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে আত্মা অনুমানগুলি ব্যবহার করতে বাধ্য হয় ; একটা প্রাথমিক নীতির দিকে আরোহণ করে নয়, কারণ সে অনুমানগুলির অঞ্চলের ঊর্ধ্বে উঠতে অসমর্থ হয়, কিন্তু যে বস্তুগুলির ছায়া নিচে মূর্তিরূপে তাদের সদৃশতা লাভ করে, সে বস্তুগুলিকে কাজে লাগিয়ে, তারা তাদের ছায়া ও প্রতিবিম্বগুলি স্পষ্ট করে পায়, আর অতএব উচ্চতর মূল্য দেয়।

তিনি বললেন : আমি বুঝছি যে তুমি জ্যামিতি ও তার ভগিনী কলাগুলির রাজ্য সম্বন্ধে বলছ।

আর আমি যখন বোধগম্যতার অন্য বিভাগ সম্বন্ধে বলি, তখন বুঝে নেবে, আমি সেই অন্য ধরনের জ্ঞানের কথা বলছি, অনুমানগুলিকে প্রাথমিক নীতিগুলি রূপে নয়, কিন্তু শুধু অনুমানগুলি রূপেই ব্যবহার করবার পর, যা যুক্তি নিজে দ্বন্দ্বমূল তর্কের দ্বারা লাভ করে,—অর্থাৎ বলতে গেলে, অনুমানগুলির উর্ধ্বে অবস্থিত এমন এক জগতের ভিতরে যাত্রা করবার ধাপগুলি ও বিন্দুগুলি রূপে ব্যবহার করে, যাতে সে তাদের ছাড়িয়ে সমগ্রের প্রাথমিক নীতি পর্যন্ত উড্ডীন হতে পারে : আর এটিতে এবং তারপর সেটিতে ঝুলে থেকে, যেটি এটির উপর নির্ভর করে, সে ক্রমান্বয়ে পা ফেলে ফেলে আবার আরোহণ করে, কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সহায়তা ব্যতিরেকে কল্পনাগুলি থেকে, কল্পনাগুলির মধ্য দিয়ে, আর কল্পনাগুলিতে গিয়ে সে শেষ হয়।

তিনি উত্তর করলেন : আমি তোমাকে বুঝছি ; পূর্ণরূপে নয়, কারণ তুমি এমন একটা কাজ আমার কাছে বর্ণনা করছ বলে বোধ হচ্ছে যা প্রকৃতই প্রকাণ্ড ; কিন্তু অন্তত পক্ষে, তুমি এটা বলছ বলে বুঝছি যে, জ্ঞান ও হওয়া, দ্বন্দ্বমূল তর্কবিজ্ঞান যা ধ্যান করে, তা কলাগুলির ধারণার চেয়ে স্পষ্টতর, তারা ঐ নামে আখ্যাত, তারা শুধু অনুমানগুলি থেকে উদ্ভূত হয় ; এগুলি উপলব্ধি দ্বারাও ধ্যানগোচর হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা হয় না ; তথাপি, তারা অনুমানগুলি থেকে যাত্রা শুরু করে আর একটা নীতি পর্যন্ত আরোহণ করে না, এ কারণে যারা তাদের ধ্যান করে, তারা তাদের উপর উচ্চতর যুক্তি প্রয়োগ করে না বলে তোমার বোধ হয়, যদিও যখন একটা প্রাথমিক নীতি তাদের সাথে যোগ করা হয়, তখন তারা উচ্চতর যুক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। আর যে অভ্যাস জ্যামিতি ও সগোত্র বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আমি অনুমান করি যে তুমি তাকে আখ্যা দেবে উপলব্ধি, যুক্তি নয়, তা অবস্থান করে মত ও যুক্তির মাঝামাঝি।

আমি বললাম : তুমি আমার মানেটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেছ ; আর এখন, এই চার বিভাগের অনুরূপ চারটি সামর্থ্যগুণ আত্মাতে থাকুক—যুক্তি সর্বোচ্চের জায়গায়, উপলব্ধি দ্বিতীয় জায়গায়, বিশ্বাস (অথবা প্রতীতি) তৃতীয় জায়গায়, আর ছায়াগুলির অনুভব শেষ জায়গায়—আর তাদের একটা ক্রম থাকুক, আর এস আমরা কল্পনা করি যে কতিপয় গুণাবলির স্পষ্টতা আছে সেই সেই পরিমাণে তাদের বস্তুগুলির যে পরিমাণে সত্যতা আছে।

তিনি উত্তর করলেন : আমি বুঝছি, আর আমার সম্মতি দিচ্ছি, আর তোমার ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

গ্রন্থ সাত

আমি বললাম : আর এখন, এস, আমি একটা উপমা দিয়ে দেখাই আমাদের প্রকৃতি কতদূর পর্যন্ত আলোকিত অথবা আলোকিত নয় :—ঐ দেখ ! মানবীয় জীবরা এক পাতাল গুহায় বাস করছে, তার একটা মুখ আলোর দিকে খোলা আর সারা গুহা বরাবর চলে গেছে ; এই খানে তারা তাদের শৈশব থেকে রয়েছে আর তাদের পাগুলি ও গলাগুলি শেকলে বদ্ধ হয়ে আছে, যার ফলে তারা নড়তে পারে না, আর শুধু তাদের সামনের দিকে দেখতে পারে, শেকলগুলি তাদের মাথাগুলিকে চারিদিকে ঘোরাতে ফেরাতে বাধা দেয় । তাদের উপরে ও পিছনে কিছু দূরে আগুন জ্বলছে, আর আগুন ও বন্দীদের মাঝখান দিয়ে একটা উঁচু পথ রয়েছে ; আর যদি তুমি তাকাও তবে দেখতে পাবে একটা নিচু দেওয়াল পথ বরাবর তৈরি হয়েছিল, পুতুল-নাচের নটদের সামনে যেমন পরদা টাঙান থাকে সেই রকম আর কী, তার উপর তারা পতুলদের দেখায় ।

আমি দেখছি ।

আমি বললাম : আর তুমি দেখছ কী মানুষগুলি দেওয়াল বরাবর হেঁটে যাচ্ছে, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সকল ধরণের পাত্রগুলি, আর মূর্তিগুলি, আর কাঠ ও পাথর ও বিবিধ মালে তৈরি জন্তুদের আদলগুলি, এগুলি দেওয়ালের গা ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে বলে দেখা যাচ্ছে ! তাদের কেউ কেউ কথা বলছে, অন্যরা নীরবে চলেছে ।

তুমি আমাকে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখালে, আর ওরা অদ্ভুত সব বন্দী ।

আমি উত্তর করলাম : আমাদের নিজেদের মত ; আর তারা শুধু তাদের নিজেদের ছায়াগুলি, অথবা একে অন্যের ছায়াগুলি, দেখে, আগুন ঐ সব ছায়া গুহার বিপরীত দিকের দেওয়ালে ফেলে ।

তিনি বললেন : সত্য ; ছায়াগুলি ছাড়া অন্য কিছু তারা কী করে দেখতে পারত যদি কখনও তাদের মাথাগুলি নাড়তে না দেওয়া হত ?

আর যে বস্তুগুলিকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তুল্য ভাবে তাদের ছায়াগুলি শুধু তারা দেখবে ?

তিনি বললেন : হাঁ ।

আর যদি তারা একে অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারত, তবে তারা কী কল্পনা করত না যে তারা তাদের সামনে যা বাস্তবিকই আছে, তার নাম করছে ?

খুব সত্য।

এবং আরও কল্পনা কর যে কারাগারটায় এক প্রতিধ্বনি হচ্ছিল, সেটা অন্য পাশ থেকে আসছিল, যখন পথচারীদের কেউ কথা বলত, তখন তাদের কী নিশ্চয় ধারণা হত না যে, যে গলা তারা শুনছিল তা চলন্ত ছায়া থেকে আসছে ?

তিনি উত্তর করলেন :- কোন প্রশ্ন নেই।

আমি বললাম : তাদের কাছে সত্যটা হবে আক্ষরিক ভাবে মূর্তিগুলির ছায়া ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

সেটা সুনিশ্চয়।

আর এখন আবার আরও দেখ এর পর স্বাভাবিক ভাবে কী ঘটবে যদি বন্দীরা বন্ধন থেকে ছাড়া পায় আর তাদের ভুল ভাঙ্গে। প্রথমত, যখন তাদের মধ্যে কাউকে মুক্ত করা হয় আর হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে আর তার গলা ঘোরাতে ফেরাতে ও হাঁটতে ও আলোর দিকে তাকাতে বাধ্য করা হয়, তখন সে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করবে ; উজ্জলতা তাকে মুহ্যমান করবে, আর তার আগের অবস্থায় যেগুলির ছায়া সে দেখত সেগুলির বাস্তব রূপ দেখতে সে অসমর্থ হবে ; তারপর ধরে নাও একজন কেউ তাকে বলল যে, সে পূর্বে যা দেখেছিল তা ছিল মায়া, কিন্তু এখন, যখন সে হওয়ার সমীপস্থ হচ্ছে আর তার চোখ আরও বাস্তব অস্তিত্বের দিকে ফেরান হচ্ছে, তখন তার এক স্পষ্টতর দর্শন লাভ হয়েছে—তার উত্তরটা কী হবে ? এবং তুমি আরও কল্পনা করতে পার যে বস্তুগুলি যেমন ঐ স্থান অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে সেগুলির দিকে তার শিক্ষাদাতা অঙ্গুলি নির্দেশ করে চাইবে যে সে ওগুলির নাম বলুক—সে কী ধাঁধাঁগ্রস্ত হবে না ? সে কী কল্পনা করবে না যে, যে ছায়াগুলি সে পূর্বে দেখেছিল সেগুলি এখন যে বস্তুগুলি তাকে দেখান হচ্ছে তাদের চেয়ে বেশি সত্য ?

ঢের বেশি সত্য।

আর যদি তাকে সোজা আলোর দিকে তাকাতে বাধ্য করা হয়, সে কী তার দুই চোখে একটা যন্ত্রণা অনুভব করবে না যা তাকে দৃষ্টিগোচর সেই সব বস্তুতে আশ্রয় নেবার জন্য ঘুরিয়ে দেবে যেগুলি সে দেখতে পারে, আর যেগুলিকে সে যে বস্তুগুলি তাকে এখন দেখান হচ্ছে সেগুলির চেয়ে প্রকৃতই স্পষ্টতর বলে ধারণা করবে ?

তিনি বললেন : সত্য।

এবং আরও একবার কল্পনা কর যে তার অনিচ্ছা সত্বেও এক খাড়া

ও রুক্ষ আরোহণ পথে টানাহ্যাচড়া করে তাকে তোলা হল আর দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে রাখা হল যে পর্যন্ত না স্বয়ং সূর্যের সম্মুখে সে জবরদস্তি আনীত হয়, তার কী যন্ত্রণাবিদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হবার সম্ভাবনা হবে না? যখন সে আলোর সমীপবর্তী হবে, তখন তার দুই চোখ ঝলসে যাবে, আর এখন যেগুলিকে বাস্তব আখ্যা দেওয়া হয়, সেগুলির কিছুই সে আদৌ দেখতে সমর্থ হবে না?

তিনি বললেন: মুহূর্তের জন্য কোন কিছু নয়।

উর্ধ্বতন জগৎ দর্শনে তার অভ্যস্ত হওয়া দরকার হবে। আর প্রথমে সে সব চেয়ে ভাল দেখবে ছায়াগুলি, পরে জলে মানুষদের ও অন্য বস্তুগুলির প্রতিফলনগুলি, আর তারপর খোদ বস্তুগুলি; তারপর চাঁদের ও তারাগুলির ও চুমকি খচিত আকাশের আলোর দিকে স্থিরদৃষ্টি নিয়ে অবলোকন করবে; আর সে দিনে সূর্য ও সূর্যের আলোর চেয়ে রাত্রিতে আকাশ ও তারাগুলিকে বেশি ভাল ভাবে দেখতে পাবে?

আলবৎ।

সর্বশেষে সে সূর্যকে দেখতে সমর্থ হবে, জলে তার প্রতিফলনগুলি শুধু নয়, কিন্তু তার নিজের যথাযথ স্থানে, আর অন্য স্থানে নয়, সে তাকে দেখবে; আর সে যা তাই বলে তার ধ্যান করবে।

আলবৎ।

তারপর সে তর্ক করতে প্রবৃত্ত হবে যে, এই হচ্ছে সে যে ঋতু ও বৎসরগুলি প্রদান করে, আর দৃষ্ট জগতে যা কিছু আছে তার সমুদয়ের রক্ষক, আর এক রকম ভাবে সে ও তার সঙ্গীরা যা দেখতে অভ্যস্ত সেই সমুদয় জিনিসের কারণ।

তিনি বললেন: স্পষ্টত, সে প্রথমে সূর্যকে দেখবে আর তারপর তাকে নিয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা করবে।

আর যখন সে তার পুরাতন আবাস, আর গুহা ও সঙ্গী বন্দীদের কথা ভাববে, তখন তুমি কী অনুমান কর না যে পরিবর্তনের জন্য সে নিজেকে অভিনন্দন ও তাদের সমবেদনা জানাবে না?

তিনি বললেন: আলবৎ জানাবে।

আর যারা অপসৃয়মান ছায়াগুলি দ্রুততম লক্ষ্য করতে পারে, আর কোন্‌গুলি আগে যায় আর কোন্‌গুলি পরে, আর কোন্‌গুলি একত্র হয়ে চলে, তা নজরে রাখে; আর অতএব যারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তগুলিতে আসতে সর্বাধিক সমর্থ হয়, তাদেরকে প্রধানত সম্মান করতে অভ্যস্ত থাকত, তুমি কী মনে কর যে সে এই ধরনের সম্মানগুলির ও গৌরবগুলির

জন্য লালায়িত হত অথবা ওগুলির অধিকারীদের প্রতি ঈর্ষার ভাব পোষণ করত ? হমেরসের সাথে সে কী বলত না

'এক গরিব প্রভুর গরিব ভৃত্য হওয়াও উৎকৃষ্টতর,'

আর সব কিছু সহ্য করা, তারা যে ভাবে চিন্তা করে সে ভাবে চিন্তা করা, আর তাদের ধরনে জীবন ধারণ করার চেয়ে ।

তিনি বললেন : হাঁ, আমার মনে হয় এই মিথ্যা ধারণাগুলি পোষণ করার আর এই দু:খজনক জীবন যাপন করার চেয়ে সে বরঞ্চ যে কোন কষ্ট সহ্য করবে ।

আমি বললাম : আর একবার কল্পনা কর এই রকম একজন যেন তার পুরাতন অবস্থায় স্থাপিত হবার জন্য হঠাৎ রোদের থেকে বেরিয়ে এল ; সে কী নিশ্চিত হবে না যে তার চোখ দুটি অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে যাবে ?

তিনি বললেন : সন্দেহ কী ।

আর যদি একটা পরীক্ষা হত, আর ছায়াগুলি মাপবার জন্য বন্দীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হত, ওরা কখনও গুহার বাইরে যায় নি, আর তার দৃষ্টিশক্তি তখনও দুর্বল, আর চোখ দুটি তার সুস্থির হতে তখনও বাকী (আর দেখবার এই নূতন অভ্যাস অর্জন করবার জন্য যে সময় দরকার সেটা খুব দীর্ঘ হতে পারে), তবে সে কী হাসির খোরাক যোগাত না ? তার সম্বন্ধে লোকে বলত উপরে সে উঠেছিল আর নিচে সে এল তার দু চোখ ছাড়া ; আর বরং উপরে উঠবার চিন্তা না করাও ছিল এর চেয়ে ভাল ; আর যদি কেউ, সে যেই হোক, অন্যজনকে মুক্ত করে আলো পর্যন্ত চালিয়ে নিতে চেষ্টা করত, তবে অপরাধীকে ধরবার শুধু ওয়াদা, আর তারা তাকে যমালয়ে পাঠাত ।

তিনি বললেন : প্রশ্নাতীত ।

আমি বললাম : প্রিয় গ্লাউকোন্, গোটা রূপকটা তুমি এখন পূর্ববর্তী বিতর্কে জুড়ে দিতে পারে ; কারা-গৃহ হচ্ছে দর্শনের জগৎ, আগুনের আলো হচ্ছে সূর্য, আর তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না যদি তুমি উপরের দিকে ভ্রমণকে, আমার ক্ষীণ বিশ্বাস অনুযায়ী, যা তোমার ইচ্ছায় আমি প্রকাশ করেছি, ভুল বা নির্ভুল ভাবে, ভগবান জানেন, বুদ্ধির জগতের ভিতরে আত্মার আরোহণ বলে ব্যাখ্যা কর । কিন্তু, সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, আমার মত এই যে, জ্ঞানের জগতে শুভ সম্বন্ধে ধারণা সর্বশেষে দেখা দেয়, আর বিশেষ চেষ্টা করলে পর শুধু দেখা যায় ; আর, যখন দেখা যায়, তখন অনুমান করতে হয়, সুন্দর সমস্ত জিনিসের বিশ্বজনীন রচনাকারী,

এই দৃশ্যমান জগতে আলোর ও আলোর প্রভুর জনক, আর বুদ্ধির জগতে যুক্তি ও সত্যের তাৎক্ষণিক উৎস ; আর এই হল শক্তি যার উপর তার চোখ নিশ্চয় নিবদ্ধ রাখতে হবে যে সরকারী জীবনে হোক বা বেসরকারী জীবনে হোক যুক্তিসম্মত কাজ করবে।

তিনি বললেন : আমি তোমাকে যতটা বুঝতে সমর্থ হচ্ছি, তাতে আমি সম্মতি দিচ্ছি।

আমি বললাম : অধিকন্তু তুমি নিশ্চয় বিস্মিত হবে না যে, যারা এই অতিশয় সুখদায়ক দৃষ্টিশক্তি লাভ করে, তারা মানবিক ব্যাপারগুলিতে নামতে অনিচ্ছুক হয় ; কারণ তাদের আত্মাগুলি সর্বদা উচ্চতর জগতে যাত্রা করে, যেখানে তারা বাস করতে আকাঙ্ক্ষা করে ; যদি আমাদের রূপককে বিশ্বাসযোগ্য মনে করা হয়, তবে তাদের ঐ আকাঙ্ক্ষা খুব স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, খুব স্বাভাবিক।

আর যে স্বর্গীয় ধ্যান থেকে অশুভ মানবীয় অবস্থায় গিয়ে পড়ে, সেই-জন হাস্যকর অশোভন আচরণ করে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কী, যদি যখন তার চোখ দুটি মিট মিট করছে আর চারপাশের অন্ধকারে সে অভ্যস্ত হবার সময় পায়নি, তখন সে আইন আদালতগুলিতে অথবা অন্যান্য জায়গায় ন্যায়ের মূর্তিগুলি অথবা মূর্তিগুলির ছায়া নিয়ে, লড়াই করতে বাধ্য হয়, আর যারা তখন পর্যন্ত কখনও বিশুদ্ধ ন্যায়কে দেখে নি তাদের ধারণাগুলিকে বোধ করতে চেষ্টা করে ?

তিনি উত্তর করলেন : আর যাই হোক, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সাধারণ বুদ্ধি আছে, এমন যে কেউ স্মরণ করবে যে দুই শ্রেণীর চোখের বিহ্বলতা দুই কারণ থেকে উদ্ভূত হয়, আলোর মধ্য থেকে বাইরে আসার দরুন, অথবা বাইরে থেকে আলোতে ফিরে যাওয়ার দরুন ; এটা দৈহিক চোখ সম্বন্ধে যত সত্য মনের চোখ সম্বন্ধেও তত সত্য ; আর এটা যে মনে রাখে সে যখন কাউকে দেখে যার দৃষ্টিশক্তি ধাঁধাঁগ্রস্ত ও দুর্বল, তখন সে একটুও হাসতে প্রস্তুত থাকবে না ; সে প্রথমে জিজ্ঞাসা করবে সেই মানবের আত্মা উজ্জ্বলতর জীবনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে কি না, আর দেখতে পাচ্ছে না, কারণ সে অন্ধকারে অনভ্যস্ত, অথবা অন্ধকার থেকে দিনের দিকে ফেরাতে আলোর আধিক্যে ঝলসে গেছে। আর সে একজনকে তার অবস্থায় সুখী বলে গণনা করবে, আর অন্য জনকে কৃপার পাত্র মনে করবে ; আর যদি তার মন চায় যে সেই আত্মাকে উপহাস করবে যে নিচে থেকে আলোতে এসেছে,

তবে সেই উপহাস তাকে করবার আরও বেশি কারণ থাকবে যাকে অভ্যর্থনা করছে উপরে আলোর মধ্য থেকে গুহার অন্ধকারে ফিরে এসেছে বলে।

তিনি বললেন : সেটা একটা খুব ন্যায্য পার্থক্য রেখা টানা হবে।

কিন্তু যদি আমি নির্ভুল হই, তবে শিক্ষার কতক অধ্যাপক নিশ্চয় ভুল করে, যখন তারা বলে যে যেখানে আগে কোন জ্ঞান ছিল না সেই আত্মার ভিতরে, অন্ধ চোখ দুটিতে দৃষ্টি স্থাপনের মত, তারা জ্ঞান স্থাপন করতে পারে।

তিনি উত্তর করলেন : নিঃসন্দেহ, তারা এই কথা বলে।

অপর দিকে, আমাদের বিতর্ক থেকে আমরা জানি যে, শেখবার শক্তি ও সামর্থ্য পূর্ব থেকে আত্মায় বিরাজ করে ; আর ঠিক যেমন সমগ্র দেহ ছাড়া চোখ অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরতে অসমর্থ হয়, সেই রকম জ্ঞানের হাতিয়ারকে শুধু সমগ্র আত্মার গতির দ্বারা হচ্ছের জগৎ থেকে হওয়ার জগতে ফেরান যেতে পারে, আর ধীরে ধীরে হওয়ার, আর হওয়ার উৎকৃষ্টতমের ও উজ্জ্বলতমের, অথবা অন্য কথায় শুভের, দর্শন সহ্য করতে শেখান যায়।

খুব সত্য।

আর এমন কোন কলা কী নিশ্চয় থাকবে না যা সহজতম ও দ্রুততম পরিবর্তন ঘটাবে, দৃষ্টির সামর্থ্যগুণকে কাজে লাগিয়ে নয়, কারণ সেটার অস্তিত্ব আগে থেকে রয়েছে, তবে ভুল দিকে ফেরান আছে, তাই সত্য থেকে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে?

তিনি বললেন : হাঁ, এই ধরনের এক কলা আছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আর আত্মার অন্য তথা-কথিত ধর্মগুলি দৈহিক গুণাবলির স্বগোত্র বলে বোধ হয়, কারণ এমন কি যখন তারা মূলত নাও থাকে, তখনও পরে অভ্যাস ও খাটুনি তাদের উদ্ভব ঘটাতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের ধর্ম অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি করে একটা স্বর্গীয় উপাদান ধারণ করে, তা সর্বদা স্থায়ী হয়ে থাকে, আর এই পরিবর্তন দ্বারা আবশ্যিক ও লাভজনক পরিণতি লাভ করে ; অথবা, অপর দিকে, ক্ষতিকর ও অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। তুমি কী কখনও লক্ষ্য কর নি এক চতুর বদমায়েসের তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে কেমন সংকীর্ণ বুদ্ধির দীপ্তি ঠিকরে পড়ে—কী সে উৎসাহী, কী পরিষ্কার ভাবে তার ক্ষুদ্র আত্মা তার লক্ষ্যে যাবার পথ দেখতে পায় ; সে অন্ধের বিপরীত, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি অশুভের সেবায় নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়, আর তার চতুরতার অনুপাতে সে অনিষ্টকারী হয়?

তিনি বললেন : খুব সত্য ।

কিন্তু যদি এই ধরণের প্রকৃতিগুলির তাদের যৌবনকালে সুন্নত হত, আর তারা সেই সব ইন্দ্রিয়জ সুখগুলি থেকে, খাওয়া ও পান করার সুখ থেকে, ছিন্ন হত, ঐগুলি তাদের জন্মকালে সীসার মত ভারী ওজন নিয়ে তাদের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে আর তাদের টেনে নেয়, আর তাদের আত্মাগুলির দৃষ্টি যে সব জিনিস নিচের সেগুলির দিকে ফেরায়—যদি, আমি বলছি, এই সব প্রতিবন্ধক থেকে তাদের মুক্ত করা হত আর বিপরীত দিকে মুখ ঘোরান যেত, তাদের মধ্যে ঐ একই সামর্থ্যগুণ তত তীক্ষ্ণ ভাবে সত্যকে দেখতে পেত যত তীক্ষ্ণ ভাবে এখন তারা সেগুলি দেখে যেগুলির দিকে তাদের দুই চোখ ফেরান আছে ।

খুব সম্ভব ।

আমি বললাম : হাঁ, আর যা বলা হয়ে গেছে তার থেকে একটা জিনিস হয় : তা হচ্ছে সম্ভাব্য অথবা বরং আবশ্যিক এক অনুমান যে সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা না পাওয়া ও না জানা লোক, আর যারা তাদের শিক্ষা শেষ করে নি তারাও বটে, রাষ্ট্রের যোগ্য মন্ত্রী হবে না ; প্রথমোক্ত জনেরা নয়, কারণ তাদের সরকারী ও বেসরকারী সকল কাজের নিয়ামক স্বরূপ কর্তব্যের একটি মাত্র অদ্বিতীয় লক্ষ্য নেই ; শেষোক্ত জনেরাও নয়, কারণ তাদের বাধ্য না বললে তারা আদৌ কাজ করবে না, কল্পনা-বলে দেখবে তারা যেন ইতিপূর্বেই আলাদা হয়ে ধন্যাত্মাদের দ্বীপে বাস করছে ।

তিনি উত্তর করলেন : খুব সত্য ।

আমি বললাম : সুতরাং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আমাদের কাজ হবে সর্বোৎকৃষ্ট মনগুলিকে সেই জ্ঞান অর্জনে বাধ্য করা, আমরা ইতিপূর্বে যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে দেখিয়েছি—তারা নিশ্চয় অবিরত উপরে উঠতে থাকবে যে পর্যন্ত না তারা শুভের কাছে পৌঁছায় ; কিন্তু যখন তারা উঁচুতে উঠেছে আর যথেষ্ট দেখেছে, তখন আমরা তাদেরকে এখন তারা যা করে তা করতে নিশ্চয় অনুমতি দেব না ।

তুমি কী বলতে চাও ?

আমি বলতে চাই যে, তারা উচ্চতর জগতে বিরাজ করে ; কিন্তু এটা করতে নিশ্চয় তাদের অনুমতি দেওয়া হবে না ; গুহায় থাকা বন্দীদের মধ্যে নামতে আর তাদের শ্রম ও সম্মানগুলির অংশভাগী হতে, সেগুলি পাওয়ার যোগ্য হোক বা না হোক, তাদেরকে বাধ্য করতে হবে ।

তিনি বললেন : কিন্তু এ কী ন্যায়হীন নয় ? আমাদের কী উচিত

তাদেরকে এক নিকৃষ্টতর জীবন দেওয়া, যখন তারা এক উৎকৃষ্টতর জীবন পেতে পারত ?

আমি বললাম : বন্ধু হে আমার, আইন-প্রণেতার অভিপ্রায় তুমি আবার ভুলে গেছ রাষ্ট্রে বাকীদের বাদ দিয়ে কোন এক শ্রেণীকে সুখী করা তার লক্ষ্য নয় ; সুখটাকে রাখতে হবে সমগ্র রাষ্ট্রে চারিয়ে, আর আইন-প্রণেতা মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ও প্রয়োজনের তাগিদে নাগরিকদের রাষ্ট্রের উপকারী, আর অতএব একে অন্যের উপকারী, করে একত্র বেঁধে রাখবে ; এই উদ্দেশ্যে যে, তাদের নিজেদেরকে খুশি করবার জন্য নয়, কিন্তু রাষ্ট্রকে বেঁধে ফেলতে তার হাতিয়ার হবার জন্য তাদের সৃষ্টি করবে।

তিনি বললেন : সত্যি, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

গ্লাউকোন্, লক্ষ্য কর, আমাদের দার্শনিকদের অন্যদের যত্ন নিতে ও সংস্থান যোগাতে বাধ্য করলে অন্যায় হবে না ; আমরা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করব যে, অন্য রাষ্ট্রগুলিতে, তাদের শ্রেণীর মানুষরা রাজনীতির শ্রমে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয় না ; আর এটি যুক্তিসঙ্গত, কারণ তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছা সুখে বেড়ে উঠে, আর এটা বরং ভাল যে সরকার তাদের স্থান দেয় না। স্বয়ং-শিক্ষিত হলে, তারা সংস্কৃতির জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাবে, এ তাদের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না, সে সংস্কৃতি ত তারা কোনদিন পায় নি। কিন্তু আমরা তোমাদের জগতে এনেছি, মৌচাকের শাসক, নিজেদের ও অন্য নাগরিকদের রাজা হবার জন্য, আর তারা যা শিক্ষা পেয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি উৎকৃষ্ট ও পূর্ণ শিক্ষা তোমাদের দিয়েছি, আর কর্তব্য দ্বিগুণ হলেও তোমরা আরও ভাল ভাবে অংশ নিতে সমর্থ। অতএব, তোমাদের প্রত্যেকে, যখন যার পালা আসে, নিশ্চয় মাটির তলার সাধারণ আবাসে নেমে যাবে, আর অন্ধকারে দেখবার অভ্যাস রপ্ত করবে ; যখন তোমরা অভ্যাসটা পাকড়াও করেছ, তখন গুহাবাসীদের চেয়ে দশ হাজার গুণ ভাল ভাবে তোমরা দেখতে পাবে, আর তোমরা জানবে আলাদা আলাদা মূর্তিগুলি কী, আর তারা প্রতিনিধিত্ব করছে কাদের, কারণ তোমরা সুন্দরকে ও ন্যায়বান্‌কে ও শুভকে তাদের সত্যে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখেছ। আর এই ভাবে আমাদের রাষ্ট্র, সেটি তোমাদেরও বটে, একটি বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়াবে, শুধু একটি স্বপ্নমাত্র নয়, আর অন্য রাষ্ট্রদের থেকে ভিন্ন এক মেজাজে শাসিত হবে, অন্য রাষ্ট্রগুলিতে লোকেরা শুধু ছায়াগুলি নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে মারামারি করে, আর ক্ষমতার জন্য বিরোধে আত্মহারা হয়, ঐ ক্ষমতাই তাদের চোখে মস্ত বড় এক শুভ।

পক্ষান্তরে, সত্য এই যে, যে রাষ্ট্রে শাসকরা কর্তৃত্ব করতে সব চেয়ে অনিচ্ছুক সেটাই সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব চেয়ে শান্তিতে শাসিত হয়, আর যে রাষ্ট্রে তারা সব চেয়ে ব্যগ্র তা সব চেয়ে খারাপ শাসিত হয়।

তিনি উত্তর করলেন : সম্পূর্ণ সত্য।

আর আমাদের পড়ুয়ারা, যখন তারা একথা শোনে, তখন রাষ্ট্রের জন্য শ্রমে তাদের পালা গ্রহণ করতে কী অস্বীকার করবে, তাদেরকে তাদের সময়ের বৃহত্তর অংশ স্বর্গীয় আলোকে একে অন্যের সহবাসে কাটাবার অনুমতি পেলেও কী অস্বীকার করবে ?

তিনি উত্তর করলেন : অসম্ভব ; কারণ তারা ন্যায়বান্ মানুষ, আর তাদের উপর আমরা যে আদেশগুলি জারি করি, সেগুলি ন্যায্য ; কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে তাদের প্রত্যেক জন কঠোর প্রয়োজন হিসাবে পদ গ্রহণ করবে, আমাদের জ্ঞাত রাষ্ট্রের আধুনিক শাসকদের রীতি অনুসরণ করবে না।

আমি বললাম : হাঁ, হে আমার বন্ধু ; আর আসল প্রশ্নটা রয়েছে ঐখানে। তোমার ভাবী শাসকদের জন্য একজন শাসকের সাধারণ জীবন থেকে আলাদা ও উৎকৃষ্টতর জীবন তোমাকে নিশ্চয় উদ্ভাবন করতে হবে, আর তারপর তুমি একটি সুশৃংখল রাষ্ট্র পেতে পার ; কারণ যে রাষ্ট্র এটি প্রদান করে, শুধু সেই রাষ্ট্রে তারা শাসন চালাবে যারা সত্য সত্য ধনী, সোনারূপায় নয়, কিন্তু ধর্মে ও জ্ঞানে, যেগুলি হল জীবনের সত্য আশীর্বাদ। পক্ষান্তরে, যদি তারা সরকারী ব্যাপারগুলির শাসনকার্যে ব্যাপৃত হয়, যারা গরিব আর তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য লালায়িত, যারা মনে করে যে সেখান থেকে তাদের প্রধান শুভকে ছিনিয়ে নিতে হবে, তাহলে সেখানে কখনও শৃংখলা বজায় থাকতে পারে না ; কারণ তারা পদ নিয়ে মারামারি করবে, আর এই ভাবে যে অসামরিক ও গার্হস্থ্য কলহের উদ্ভব হবে সেগুলি স্বয়ং শাসকদের ও সমগ্র রাষ্ট্রের বিনাশ সাধন করবে।

তিনি উত্তর করলেন : অতীব সত্য।

আর একমাত্র যে জীবন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার জীবনকে হীন চোখে দেখে, তা হল খাঁটি দর্শনের জীবন। তুমি কী অন্য কোন জীবনের কথা জান ?

তিনি বললেন : বাস্তবিক, আমি জানি না।

আর যারা শাসন করে তাদের কর্ম-প্রেমিক হওয়া উচিত নয়। কারণ, যদি তারা হয়, তবে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিক হবে, আর তারা মারামারি করবে।

প্রশ্নাতীত।

তাহলে তারা কে যাদের আমরা অভিভাবক হতে বাধ্য করব? এটা নিশ্চয় যে তারা হবে সেই সব মানুষ যারা রাষ্ট্রের ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, আর যাদের দ্বারা রাষ্ট্র সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে শাসিত হয়, আর একই কালে যাদের রাজনীতি ছাড়া অন্য সম্মানগুলি আর আলাদা ও উৎকৃষ্টতর জীবন আছে?

তিনি উত্তর করলেন: তারাই সেই সব মানুষ, আর আমি অবশ্য তাদের বাছাই করব।

আর এখন কী আমরা বিবেচনা করব কী উপায়ে এই ধরনের অভিভাবকদের সৃজন করা হবে, আর কী ভাবে তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে হবে,—কেন না কেউ কেউ নিচের জগৎ থেকে দেবতাদের কাছ পর্যন্ত আরোহণ করেছে বলা হয়?

তিনি উত্তর করলেন: সর্বতোভাবে।

আমি বললাম: প্রক্রিয়াটা শামুকের খোলা[1] উল্টে দেওয়া নয়, কিন্তু আত্মার ঘুরে দাঁড়ান, ঐ আত্মা রাত্রির চেয়ে সামান্য একটু উৎকৃষ্ট একটি দিন থেকে হওয়ার সত্য দিনে উত্তরণ, অর্থাৎ পাতাল থেকে ঊর্ধ্বে আরোহণ, করে, একেই আমরা জোর দিয়ে বলি খাঁটি দর্শন?

সম্পূর্ণ তাই।

আর আমরা কী অনুসন্ধান করব না কী ধরনের জ্ঞানের এই রকম পরিবর্তন ঘটাবার শক্তি আছে?

নিশ্চিত।

কোন্ ধরনের জ্ঞান আছে যা আত্মাকে হচ্ছে থেকে হওয়ার দিকে টানবে? আর অন্য একটা চিন্তা এই মাত্র আমার মনে এসেছে; তুমি স্মরণ করবে যে আমাদের যুবা-পুরুষদের যোদ্ধা পালোয়ান হতে হবে?

হাঁ, সে কথা বলা হয়েছিল।

সুতরাং এই নূতন শ্রেণীর জ্ঞানের নিশ্চয় এক অতিরিক্ত গুণ থাকবে?

কোন্ গুণ?

যুদ্ধে উপযোগিতা।

হাঁ, সম্ভব হলে।

---

1 এক রকম খেলা আছে, তাতে শামুকের খোলা উপরে ছুড়ে দেওয়া হয়, কাল বা উজ্জ্বল দিক উপরে পড়লে সেই অনুসারে দুজনের একজন পালাতে থাকে, অন্যজন অনুসরণ করে।

শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের পূর্ববর্তী পরিকল্পনায় দুটি অংশ ছিল, ছিল না কী ?

ঠিক তাই ।

ছিল ব্যায়াম, দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের যে অধিপতি, আর অতএব তার কাজকে জন্ম ও বিচার-সংক্রান্ত বলে বিবেচনা করা যায় ?

সত্য ।

সুতরাং এ জ্ঞান সে জ্ঞান নয় যাকে আবিষ্কার করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি ?

না ।

কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে তুমি কী বল ? সেটাও আমাদের আগেকার পরিকল্পনায় কতক পরিমাণে ঢুকে গিয়েছিল ?

তিনি বললেন : তোমার মনে পড়বে, সঙ্গীত ছিল ব্যায়ামের প্রতিলিপি, আর অভিভাবকদের শিক্ষিত করেছিল অভ্যাসের প্রভাবগুলি দ্বারা, তাদের সুরেলা করেছিল তাল লয় দ্বারা, ছন্দোময় করেছিল ছন্দ দ্বারা, কিন্তু তাদের বিজ্ঞান দেয় নি ; আর কাহিনীর, অথবা সম্ভবত সত্যের শব্দ-গুলির মধ্যে ছন্দ তাল লয়ের আত্মীয় উপাদানগুলি ছিল । কিন্তু সঙ্গীতে এমন কিছু ছিল না যা সেই শুভের দিকে ঝুঁকেছিল যার খোঁজ তুমি এখন করছ ।

আমি বললাম : তোমার স্মৃতির রোমন্থনে তুমি অতীব নির্ভুল ; সঙ্গীতে নিশ্চয় ও ধরনের কিছু ছিল না । কিন্তু জ্ঞানের সে কোন্ শাখা, হে আমার প্রিয় গ্লাউকোন্, যা বাঞ্ছিত প্রকৃতির ; কেননা সমুদয় কেজো কলাকে আমরা হীন বলে গণনা করেছিলাম ?

নিঃসন্দেহে ; আর তথাপি যদি সঙ্গীত ও ব্যায়ামকে বাদ দেওয়া যায়, আর কলাগুলিকেও বাদ দেওয়া যায়, তবে থাকে কী ?

আমি বললাম : ভাল, আমাদের বিশেষ বিষয়গুলির কোনটাই বাকী না থাকতে পারে ; আর তখন আমাদের কোন কিছু নিতে হবে যা বিশেষ নয়, কিন্তু সর্বজনীন প্রয়োগসাধ্য ।

কী সেটা হতে পারে ?

একটা কিছু যা সকল কলা ও বিজ্ঞান ও বুদ্ধিগুলি সাধারণ ভাবে ব্যবহার করে, আর যা প্রত্যেককে শিক্ষার মূল পদার্থগুলির মধ্যে প্রথম শিখতে হয় ।

কী সেটা ?

এক, দুই আর তিনকে পৃথকভাবে চিনবার সামান্য ব্যাপার—এক কথায়

সংখ্যা ও গণনা—সকল কলা ও বিজ্ঞান কী দরকারে তাদের অংশগ্রহণকারী হয় না ?

হাঁ।

সুতরাং যুদ্ধ কলারূপে তাদের অংশগ্রাহী ?

সন্দেহ কী।

সুতরাং পালামেদেস্, যখনই সে বিয়োগান্ত নাটকে দেখা দেয়, তখনই আগামেমনোন রূপে তার সেনাপতি হবার অনুপযুক্ততা হাস্যাস্পদ ভাবে প্রমাণ করে। তুমি কী কখনও নজর দাও নি, কী ভাবে সে ঘোষণা করে যে সে সংখ্যা আবিষ্কার করেছিল, আর জাহাজগুলিকে সংখ্যাযুক্ত করেছিল, আর ত্রোইয়াতে সেনাবাহিনীকে পদ অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করেছিল ; তার মর্ম এই যে আগে তারা আর কখনও সংখ্যাযুক্ত হয় নি, আর আগামেমনোন আক্ষরিক ভাবে তাঁর নিজের নৌবাহিনী গুণতে অসমর্থ ছিলেন বলে নিশ্চয় কল্পনা করতে হবে—যদি তিনি সংখ্যা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন তবে কেমন করে সেনাপতি হন ? আর যদি সেটা সত্য হয়, তবে কী ধরণের সেনাপতি তিনি ছিলেন ?

আমার বলা উচিত হবে, যদি তুমি যা বলছ, তাই হয়ে থাকে, তবে খুব অদ্ভুত ধরনের ব্যাপার সেটা।

আমরা কী অস্বীকার করতে পারি যে, একজন যোদ্ধার পাটিগণিতের কিছু জ্ঞান থাকা উচিত ?

আলবৎ তার থাকা উচিত, যদি রণকৌশল সম্বন্ধে ক্ষুদ্রতম জ্ঞানও তাকে অর্জন করতে হয়, অথবা বাস্তবিক, যদি সে আদৌ মানুষ হয়।

আমি জানতে পারলে খুশি হব এই অধ্যয়ন সম্বন্ধে আমার ধারণার সঙ্গে তোমার ধারণার মিল আছে কি না ?

তোমার ধারণা কী ?

আমার কাছে এটি সেই ধরনের এক অধ্যয়ন বলে বোধ হয় যার খোজ আমরা করছি, আর যা স্বাভাবিক ভাবে গভীর মননে উপনীত করে, কিন্তু যা কখনও যথাযথ কাজে লাগান হয় নি ; কারণ এর সত্য কাজ হল শুধু আত্মাকে হওয়ার দিকে টেনে নেওয়া।

তিনি বললেন : তুমি কী তোমার মানেটা ব্যাখ্যা করে বলবে ?

আমি বললাম : আমি অবশ্যই চেষ্টা করব ; আর আমার ইচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে অনুসন্ধানে অংশ গ্রহণ করবে আর বলবে ‘হাঁ’ বা ‘না’ ; আমি আমার নিজের মনে জ্ঞানের কোন্ শাখাগুলির এই আকর্ষণী শক্তি আছে তা বুঝে পৃথক করতে চাই, যাতে

আমরা স্পষ্টতর প্রমাণ পাই যে পাটিগণিত, আমার সন্দেহ, হল তাদের একটি।

তিনি বললেন : ব্যাখ্যা কর।

মানে, আমি বলতে চাই যে, ইন্দ্রিয়ের বস্তুগুলি দুই শ্রেণীর হয়; তাদের কতকগুলি চিন্তাকে আমন্ত্রণ জানায় না কারণ, ইন্দ্রিয় হচ্ছে তাদের স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিচারক; অপর দিকে অন্য বস্তুগুলি সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গুলির সাক্ষ্য এত অবিশ্বাস্য যে আবশ্যিক ভাবে আরও অনুসন্ধান দাবী করা হয়।

তিনি বললেন : স্পষ্টই তুমি উল্লেখ করছ, যে প্রকারে দূরত্ব দ্বারা আর আলো-ছায়াতে অঙ্কনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে ঠকান হয়, সেই প্রকারকে।

আমি বললাম : না আদৌ সেটা আমার মানে নয়।

তাহলে কী তোমার মানে?

যখন সেই বস্তুগুলির কথা বলি যেগুলি আমন্ত্রক নয় তখন তার মানে হল সেই সব বস্তুর কথা বলছি, যেগুলি এক অনুভব থেকে অন্য অনুভবে চলে যায় না; আর আমন্ত্রক বস্তুগুলি হল যারা এ ভাবে যায়; এই পরবর্তী ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় দূরের অথবা কাছের বস্তুটির উপর পড়ে বিশেষ কোন জিনিসের সম্বন্ধে তার বিপরীতের চেয়ে বেশি পরিষ্কার ধারণা দেয় না। একটা দৃষ্টান্ত আমার মানেটা আরও পরিষ্কার করবে;—এখানে আছে তিনটা আঙ্গুল—একটা কড়ে আঙ্গুল, একটা দ্বিতীয় আঙ্গুল, আর একটা মধ্যম আঙ্গুল।

খুব ভাল।

তুমি কল্পনা করতে পার যে তারা সম্পূর্ণ কাছে রয়েছে; আর এইখানে আসছে সমস্যাটা।

কী তা?

তাদের প্রত্যেকে সমান ভাবে একটা আঙ্গুল হয়ে দেখা দেয়, সে মাঝে দেখা দিক বা প্রান্তে দেখা দিক, সাদা হোক বা কাল হোক, মোটা হোক বা সরু হোক—তাতে কোন পার্থক্য হয় না; যাই হোক, একটা আঙ্গুল একটা আঙ্গুলই বটে। এই সব ক্ষেত্রে কোন মানুষ চিন্তাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হয় না, একটা আঙ্গুল কী? কারণ দৃষ্টি কখনও মনকে জানায় না যে একটা আঙ্গুল একটা আঙ্গুল ছাড়া অন্য কিছু।

সত্য।

আমি বললাম : আর অতএব, আমরা যেমন আশা করতে পারতাম, এখানে এমন কিছু নেই যা বুদ্ধিকে আমন্ত্রণ জানায় বা উত্তেজিত করে।

তিনি বললেন : তা নেই।

কিন্তু আঙুলগুলির বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে এটি কী সমভাবে সত্য? দৃষ্টি কী তাদের যথেষ্ট অনুভব করতে পারে? আর আঙুলগুলির একটা মাঝে আর অন্যটা প্রান্তে আছে, এই ঘটনা কী কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না? আর অনুরূপ ভাবে স্পর্শ কী স্থূলতা বা কৃশতার, অথবা মৃদুতা বা কাঠিন্যের গুণাবলি যথেষ্ট অনুভব করতে পারে? আর অন্য ইন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধেও ঐ কথা; তারা কী এ রকম সব ব্যাপারের পূর্ণ সংবাদ দেয়? তাদের ক্রিয়ার প্রণালী কী এই ধরনের নয়—যে ইন্দ্রিয় কাঠিন্য গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা কাজে কাজেই মৃদুতা গুণের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট, আর শুধু আত্মাকে জানায় যে একই জিনিস শক্ত ও নরম উভয় বলে অনুভূত হয়?

তিনি বললেন: তুমি সম্পূর্ণ নির্ভুল।

আর আত্মা কী নিশ্চয় এই সংবাদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে না যে ইন্দ্রিয় কঠিন সম্বন্ধে জ্ঞাপন করছে যা কঠিন তা নরমও বটে? আবার পাতলা ও ভারীর মানেই বা কী, যদি যা পাতলা তা ভারীও বটে, আর যা ভারী তা পাতলাও বটে?

তিনি বললেন: হাঁ, আত্মা এই খবরগুলি পায়। এগুলি খুব অদ্ভুত বটে, আর ব্যাখ্যাত হওয়া প্রয়োজন।

আমি বললাম: হাঁ। আর এই জটিলতাগুলিতে তাকে সাহায্য করবার জন্য আত্মা স্বাভাবিক ভাবে গণনা ও বুদ্ধির প্রতি আহ্বান জানায় যাতে সে বুঝতে পারে যে-কতিপয় বস্তুকে তার কাছে উপস্থিত করা হয়েছে, সেগুলি এক না দুই।

সত্য।

আর যদি তারা দুই বলে প্রতিপন্ন হয়, তবে তাদের প্রত্যেকে কী এক ও আলাদা নয়?

বিলক্ষণ।

আর যদি প্রত্যেকে এক হয়, আর উভয়ে মিলে দুই হয়, দুইকে সে এক ভাগের অবস্থায় ধারণা করবে, কারণ যদি তারা অবিভক্ত থাকত, তবে তারা শুধু এক বলে ধারণা করা যেত?

সত্য।

চোখ নিশ্চয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয়কে দেখেছিল, কিন্তু এলোমেলো ভাবে; তাদের পৃথক করা হয় নি?

হাঁ।

পক্ষান্তরে, চিন্তাকারী মন, বিশৃংখলতায় আলোক ফেলবার অভিপ্রায়ে,

প্রক্রিয়াটাকে উল্টিয়ে দিতে আর ক্ষুদ্র ও বৃহৎকে পৃথক করে, জড়াজড়ি করে নয়, দেখতে বাধ্য হয়েছিল।

খুব সত্য।

এটি কী 'বৃহৎ কী' আর 'ক্ষুদ্র কী', অনুসন্ধানের শুরু নয়?

ঠিক তাই।

আর এই ভাবে দৃষ্ট ও বুদ্ধিগ্রাহ্যের মধ্যে পার্থক্যের সূচনা হল।

অতীব সত্য।

এই ছিল আমার কথার মানে যখন আমি অস্পষ্ট মূর্তিগুলির সম্বন্ধে বলেছিলাম, যেগুলি বোধিকে আমন্ত্রণ জানায়, অথবা বিপরীত—যেগুলি বিপরীত স্মৃতির সঙ্গে সমকালীন সেগুলি চিন্তাকে আমন্ত্রণ করে ; যেগুলি সমকালীন নয় সেগুলি করে না।

তিনি বললেন : আমি বুঝছি, আর তোমার সঙ্গে একমত হচ্ছি।

আর কোন্ শ্রেণীতে একক ও সংখ্যা ভুক্ত হয়ে আছে?

তিনি উত্তর করলেন : আমি জানি না।

একটু চিন্তা কর, আর তুমি দেখবে যে, যা আগে বলা হয়েছে তা উত্তরটা যোগাবে ; কারণ যদি দর্শন বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় সাহায্যে সরল একক যথেষ্ট অনুভূত হতে পারত, তবে আমরা আঙুলের বেলা যেমন বলছিলাম, হওয়ার দিকে আকর্ষণ করবার কিছুই থাকত না ; কিন্তু যখন সর্বদা কিছু বৈপরীত্য উপস্থিত থাকছে, আর একটা একের বিপরীত হচ্ছে আর বহুত্বের ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করছে, তখন আমাদের মধ্যে চিন্তাকে জাগিয়ে দেওয়া শুরু হয়, আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় আত্মা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ইচ্ছুক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'বিশুদ্ধ একক কী?' এই হল উপায় যা একের অধ্যয়ন সত্য হওয়ার ধ্যানে মনকে আকর্ষণ করবার আর দীক্ষিত করবার শক্তি রাখে।

তিনি বললেন : তায় সন্দেহ কী, একের বেলায় এটি লক্ষণীয় ভাবে ঘটে ; কারণ আমরা দেখি একই জিনিস বহুর মধ্যে এক ও অনন্ত উভয়ই হয়।

আমি বললাম : হাঁ ; আর এটি একের বেলায় সত্য হওয়ায় সকল সংখ্যার বেলায় নিশ্চয় সমান সত্য হবে?

আলবৎ।

আর সমুদয় পাটিগণিত ও গণনাকে সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হয়?

হাঁ।

আর তারা মনকে সত্যের দিকে চালিয়ে নেয় বলে বোধ হয়?

হাঁ, খুব লক্ষণীয়ভাবে।

সুতরাং এই হল সেই শ্রেণীর জ্ঞান আমরা যার অনুসন্ধিৎসু, যার দু ধারা ব্যবহার হল, সামরিক ও দার্শনিক ; কারণ যুদ্ধের মানুষকে নিশ্চয় সংখ্যার কলা শিখতে হবে নতুবা সে জানবে না কী ভাবে তার পদাতিক সেনানী সাজাতে হয়, আর দার্শনিককেও, কারণ তাকে পরিবর্তনের সমুদ্রের ভিতর থেকে উর্ধ্বে উঠতে হবে আর সত্য হওয়াকে পাকড়াতে হবে, আর অতএব তাকে নিশ্চয় পাটিগাণিতিক হতে হবে।

সে কথা সত্য।

আর আমাদের অভিভাবক যোদ্ধা ও দার্শনিক উভয়ই ?

আলবৎ।

সুতরাং এই হল এক ধরনের জ্ঞান যার ব্যবস্থা আইন-প্রণয়ন যোগ্য-ভাবে করতে পারে ; আর যারা আমাদের রাষ্ট্রে প্রধান মানুষ হবে তাদের আমরা নিশ্চয় বুঝিয়ে সুঝিয়ে মত করাবার চেষ্টা করব যেন তারা গিয়ে পাটিগণিতে শিক্ষালাভ করে ; অপেশাদারদের মত নয়, কিন্তু যে পর্যন্ত না তারা মনোযোগী হয়ে সংখ্যাগুলির প্রকৃতি বুঝতে শেখে সে পর্যন্ত তাদের নিশ্চয় অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে হবে ; আবার বণিকদের বা খুচরা-ব্যবসায়ীদের মত নয়, যারা শুধু কেনা-বেচা নিয়ে থাকে ; কিন্তু সামরিক ব্যবহারের আর নিজের আত্মার জন্য ; কারণ, হচ্ছে থেকে সত্যে ও হওয়ায় উত্তরণের জন্য ও এই হবে সহজতম উপায়।

তিনি বললেন : সেটা চমৎকার হবে।

আমি বললাম : হাঁ, আর এখন, এ সম্বন্ধে বলা হয়ে হবার পর, আমি নিশ্চয় যোগ করব, বিজ্ঞানটা কী মনোহর। আর যদি দোকানদারের মেজাজে নয়, কিন্তু দার্শনিকের মেজাজে, অনুশীলন করা হয়, তবে কত না উপায়ে এটি আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে ?

কী ভাবে তুমি বলতে চাও।

মানে, আমি বলছিলাম, পাটিগণিতের ফল বেশ বড় ও মহত্বপূর্ণ, আত্মাকে অমূর্ত সংখ্যা সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ তর্ক করতে বাধ্য করে, আর বিতর্কের মধ্যে দেখতে ও ছুঁতে পারা বস্তুগুলি প্রবর্তনের বিরোধিতা করে। তুমি জান সে যেই হোক, যে গণনা-কালে যখন বিশুদ্ধ এককে ভাগ করবার চেষ্টা করে, তখন ঐ কলার পণ্ডিতরা কী স্থির ভাবে তাকে নিবারণ ও উপহাস করে, আর যদি তুমি বিভক্ত কর, তবে তারা গুণ করে,[1] সাবধান থাকে যাতে এক একই থাকে, আব ভগ্নাংশগুলির মধ্যে হারিয়ে না যায়।

---

1 মানে (1) ভগ্নাংশকে সম্ভব বলে মনে করে না সুতরাং সংখ্যা সমন্বয় করে, অথবা (2) ভাগকে গুণনের এক প্রক্রিয়া মনে করে।

সেটা খুব সত্য।

এখন, কল্পনা কর, এক ব্যক্তি এসে তাদের যেন বলল : ও আমার বন্ধুরা, এই বিস্ময়কর সংখ্যাগুলি কী যাদের নিয়ে তোমরা যুক্তির অবতারণা করছ ; তোমরা বলছ, তাদের মধ্যে তোমরা যে রকম চাও সে ধরনের এক একক আছে, আর প্রত্যেক একক সমান, অপরিবর্তনীয়, অবিভাজ্য,—কী উত্তর তারা দেবে ?

আমার ধারণা, তারা উত্তর দেবে, তারা সেই সব সংখ্যার কথা বলছিল যেগুলিকে শুধু চিন্তার মধ্যে ধরা যায়।

সুতরাং তুমি দেখছ যে এই জ্ঞানকে সত্য সত্যই দরকারী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, বিশুদ্ধ সত্যকে লাভ করবার জন্য পরিষ্কার ভাবে এটির দরকার হয় ?

হাঁ ; এটার একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বটে।

আর তুমি কী লক্ষ্য করেছ যে, যাদের গণনায় স্বাভাবিক ধীশক্তি আছে তারা সাধারণত অন্য সকল জ্ঞান দ্রুত অর্জন করে ; এমন কি, যদি ভোঁতারাও পাটিগাণিতিক শিক্ষা পায়, তবে, যদি বা তা থেকে অন্য কোন সুবিধা লাভ না করতে পারে, তবে তথাপি তারা ঐ শিক্ষা না পেলে যা হত সর্বদা তার চেয়ে চৌকস হয়।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

আর বাস্তবিক, তুমি সহজে এর চেয়ে বেশি কঠিন পাঠ, আর এত কঠিন অনেক পাঠ পাবে না।

ঠিক।

আর, এই সব কারণে পাটিগণিত হচ্ছে এক ধরনের জ্ঞান যাতে সর্বোৎকৃষ্ট প্রকৃতিগুলিকে শিক্ষিত করতে হবে, আর যাকে ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত হবে না।

আমি সম্মতি দিচ্ছি।

সুতরাং এটাকে আমাদের শিক্ষার একটি বিষয় করা যাক। আর তারপর, কুটুম্ব বিজ্ঞানটিরও আমাদের সঙ্গে সংশ্রব থাকবে কি না, আমরা কী তা অনুসন্ধান করব ?

মানে, জ্যামিতির কথা বলছ ?

ঠিক তাই।

তিনি বললেন : এটা পরিষ্কার যে জ্যামিতির যে অংশের যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, আমরা তাতে আগ্রহী ; কারণ শিবির সন্নিবেশ করতে,

অথবা স্থান গ্রহণ করতে, অথবা সেনাবাহিনীর সারিগুলি সমাপ্ত বা প্রসারিত করতে, অথবা অন্য কোন রণকৌশল অবলম্বন করতে, তা প্রকৃত যুদ্ধে হোক অথবা অভিযান পথে হোক, একজন সেনাপতি জ্যামিতিজ্ঞ বা জ্যামিতিজ্ঞ নন, তাতে অনেক পার্থক্য সৃষ্টি করে।

আমি বললাম : হাঁ, কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হয় জ্যামিতির নয়ত গণনার খুব অল্প মাত্র জ্ঞান যথেষ্ট হবে ; প্রশ্নটা হল বরং জ্যামিতির বৃহত্তর ও অগ্রসরতর অংশ সম্পর্কে—শুভ সম্বন্ধে কল্পনার দর্শনকে সে কতক পরিমাণে সহজতর করে কি না ; আর, আমি যেমন বলছিলাম, যে দিক পানে সব জিনিসের ঝোঁক থাকে, তা আত্মাকে তার দৃষ্টিপাত সেই স্থানের দিকে ফেরাতে বাধ্য করে, সেখানে হওয়ার চরম পূর্ণতা বিরাজ করে, আত্মার তা ভাল ভাবে অনুধাবন করা উচিত।

তিনি বললেন : সত্য।

সুতরাং যদি জ্যামিতি আমাদের হওয়াকে দেখতে সহায়তা করে, তবে আমাদের তাকে দরকার ; যদি শুধু হচ্ছেকে করে, তবে তাকে দরকার নেই।

হাঁ, এই কথাই আমরা জোর দিয়ে বলি।

তথাপি যার জ্যামিতির সঙ্গে একটুও পরিচয় আছে, সে অস্বীকার করবে না যে বিজ্ঞানের এই ধরনের ধারণা জ্যামিতিজ্ঞদের সাধারণ ভাষার মোটা প্রতিবাদ।

কী ভাবে ?

শুধু কাজটা তাদের দৃষ্টির সামনে রয়েছে, আর তারা সর্বদা এক সংকীর্ণ ও হাস্যকর ধরনে বর্গীকরণ, প্রসারণ ও প্রয়োগ ও অনুরূপ জিনিসের কথা বলছে—তারা জ্যামিতির প্রয়োজনগুলিকে দৈনিক জীবনের প্রয়োজনগুলির সঙ্গে গোল পাকায় ; পক্ষান্তরে জ্ঞান হচ্ছে সমগ্র বিজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য বস্তু।

তিনি বললেন : আলবৎ।

সুতরাং আরও একটা স্বীকৃতি কী নিশ্চয় প্রদান করতে হবে না ?

কোন্ স্বীকৃতি ?

যে জ্ঞানের দিকে জ্যামিতি লক্ষ্য রাখে তা হল চিরন্তন সম্বন্ধে জ্ঞান, ভঙ্গুর ও ধ্বংসশীল সম্বন্ধে জ্ঞান নয়।

তিনি উত্তর করলেন : সেটা সহজেই মেনে নেওয়া যেতে পারে, আর সেটা সত্য।

সুতরাং, হে আমার মহান্ বন্ধু, জ্যামিতি আত্মাকে সত্যের দিকে টানবে,

আর দর্শনের মেজাজ সৃষ্টি করবে, আর তাকে উঁচুতে তুলে ধরবে, যাকে দুর্ভাগ্যবশত এখন নিচে পড়ে থাকতে দেওয়া হয়েছে।

অন্য কোন কিছুরই এই ধরনের ফল পাবার সম্ভাবনা বেশি হবে না।

সুতরাং, তোমার সুন্দর নগরের অধিবাসীরা সর্বপ্রযত্নে জ্যামিতি শিখবে, অন্য কোন বিষয়ে এর চেয়ে কঠোরতর নির্দেশ দেওয়া হবে না। অধিকন্তু, বিজ্ঞানের পরোক্ষ ফলগুলি রয়েছে, সেও সামান্য নয়।

তিনি বললেন: কোন প্রকারের ?

আমি বললাম: তারা হল সব সামরিক সুবিধা, তাদের কথা তুমি বলেছিলে ; আর জ্ঞানের সকল বিভাগে, অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, যে কেউ জ্যামিতি পড়েছে সে যে পড়ে নি তার চেয়ে বুঝবার শক্তিতে অনন্তগুণ দ্রুত হয়।

তিনি বললেন: হাঁ বাস্তবিক, তাদের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান থাকে।

তাহলে আমরা কী এটিকে জ্ঞানের দ্বিতীয় শাখা বলে প্রস্তাব করব, যা আমাদের যুবারা অধ্যয়ন করবে ?

তিনি উত্তর করলেন: এস, আমরা তাই করি।

আর ধরে নাও জ্যোতির্বিদ্যাকে আমরা তৃতীয় করি—কী বল তুমি ?

তিনি বললেন: আমি তার প্রবল পক্ষপাতী ; ঋতুগুলির ও মাসগুলির ও বছরগুলির পর্যবেক্ষণ চাষীর বা নাবিকের পক্ষে যত আবশ্যক সাধারণের পক্ষেও তত।

আমি বললাম: জগৎকে তুমি ভয় করছ দেখে আমি কৌতুক বোধ করছি। ঐ আশংকা তোমাকে সতর্ক করছে যেন কেউ মনে না করে যে তুমি অকেজো পড়াশুনাগুলির উপর জোর দিচ্ছ ; আর আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করি এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে প্রত্যেক মানুষের ভিতর আত্মার চোখ আছে যা, যখন অন্য বৃত্তিগুলির দ্বারা হারিয়ে যায় ও অস্পষ্ট হয়, তখন, এগুলির দ্বারা বিশোধিত ও পূর্ণদীপ্ত হয় ; আর ঐ চোখ দশ হাজার দৈহিক চোখের চেয়ে ঢের বেশি মূল্যবান্, কারণ শুধু এর দ্বারা সত্যকে দেখা যায়। এখন, দুই শ্রেণীর ব্যক্তি আছে: এক শ্রেণী তাদেরকে নিয়ে যারা তোমার সঙ্গে একমত আর তোমার কথাগুলিকে বেদ-বাক্য বলে গ্রহণ করবে ; আর অন্য শ্রেণী, যাদের কাছে তোমার কথাগুলি চূড়ান্ত অর্থহীন হবে, এবং যারা স্বাভাবিক ভাবে ওগুলিকে অলস কাহিনী বলে গণ্য করবে। কারণ তারা দেখে কোন রকম লাভই নেই যা ওগুলি থেকে পাওয়া যাবে। আর অতএব তোমাকে বরং এখনই স্থির করতে হবে,

দুই শ্রেণীর কোন্‌টির সঙ্গে তুমি তর্ক করবার প্রস্তাব করছ। খুব সম্ভব তুমি বলবে কোনটির সঙ্গেই না, আর বিতর্কটা চালিয়ে যাবার তোমার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে তোমার নিজের উন্নতি; একই সময়ে অন্যেরা যে কোন লাভ করতে পারে, তুমি তাদের ঈর্ষা করবে না।

আমার মনে হয় যে তর্কটা প্রধানত আমার নিজের সপক্ষে চালিয়ে যাওয়া উচিত হবে।

তাহলে এক পা পিছনে হটে যাও, কারণ বিজ্ঞানগুলি ক্রমানুসারে সাজাতে আমরা ভুল করে ফেলেছি।

তিনি বললেন: ভুলটা কী ছিল?

আমি বললাম: সরল জ্যামিতির পর, আমরা নীরেট দ্রব্যগুলি যা, তাদের সেই ভাবে নেবার পরিবর্তে, ঘূর্ণ্যমান দ্রব্যগুলি নিয়ে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হয়েছিলাম; পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় আয়তনের পর তৃতীয় আয়তন নেওয়া উচিত ছিল, ঐগুলি শুধু ঘনতা ও গভীরতার আয়তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে।

সোক্রাতেস্‌, সে কথা সত্য; কিন্তু এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে এখনও বড় কম জ্ঞান লাভ করা হয়েছে বলে বোধ হয়।

আমি বললাম: কেন, হাঁ, আর দুটি কারণের জন্য: প্রথমত কোন সরকার তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে না; এটি তাদের অনুশীলনে লোককে নিরুৎসাহ করে: আর তারা কঠিনও বটে; দ্বিতীয়ত ছাত্ররা ওগুলি শিখতে পারে না যদি না তাদের একজন পরিচালক থাকে; কিন্তু তারপর সে রকম একজন পরিচালক পাওয়া প্রায় অসম্ভব; আর এমন কি যদি পাওয়াও যায়, অবস্থা এখন যেমন দাঁড়িয়েছে, তাতে ছাত্ররা, অত্যন্ত অহংকারী তারা, তার কাছে গিয়ে পড়বে না। সেটা কিন্তু অন্য রকম হত, যদি সমগ্র রাষ্ট্র এই সব অধ্যয়নের পরিচালক হত আর তাদের সম্মান দান করত; তখন শিষ্যরা আসতে চাইত, আর অবিরাম ও সোৎসাহ খোঁজাখুঁজি চলত, আর আবিষ্কারগুলি করা হত; এমন কি এখনও, জগৎ কর্তৃক উপেক্ষিত তারা। আর তাদের উচিত প্রাপ্য অনুপাতগুলি থেকে বঞ্চিত তারা, আর যদিও তাদের পূজারিদের তাদের সার্থকতা কী সে কথা বলতে পারে না; তথাপি এই সব অধ্যয়ন তাদের স্বাভাবিক মোহিনী শক্তির দ্বারা জোর করে পথ করে নেয়, আর খুব সম্ভব, যদি তারা রাষ্ট্রের সাহায্য পেত, তবে কোন দিন না কোন দিন তারা আলোর সামনে বেরিয়ে আসত।

তিনি বললেন: হাঁ, তাদের মধ্যে এক অসাধারণ মোহিনী শক্তি

আছে। কিন্তু আমি ক্রমের অদল বদলটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। প্রথমে তুমি সমপৃষ্ঠ ক্ষেত্রের জ্যামিতি নিয়ে শুরু করেছিলে।

আমি বললাম: হাঁ।

আর তারপর তুমি জ্যোতির্বিদ্যাকে স্থান দিয়েছিলে, আর তারপর তুমি এক পা পিছনে হটে গেলে।

হাঁ, আর আমি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে তোমাকে দেরী করিয়ে দিয়েছি; স্বাভাবিক ক্রমে তারপর নীরেট জ্যামিতির আসা উচিত ছিল; তার হাস্যকর অবস্থা আমাকে এই শাখার পাশ কাটিয়ে যেতে এবং জ্যোতির্বিদ্যা বা গতিশীল নীরেট দ্রব্যগুলি নিয়ে পড়তে প্ররোচনা দিয়েছিল।

তিনি বললেন: সত্য।

তারপর এখন বাদ দেওয়া বিজ্ঞান যদি রাষ্ট্রের উৎসাহ পায়, তবে অস্তিত্ব বজায় রাখবে, ধরে নিয়ে, এস, আমরা জ্যোতির্বিদ্যার কাছে যাই, তা হবে চতুর্থ।

তিনি উত্তর করলেন: নির্ভুল ক্রম। আর সোক্রাতেস্, আমি আগে জ্যোতির্বিদ্যাকে অভদ্র ভাবে প্রশংসা করেছিলাম বলে তোমার কাছে বকুনি খেয়েছিলাম, আমার এই প্রশংসা এখন তোমার জবানীতে দেওয়া হবে। কারণ আমার মনে হয় প্রত্যেকে দেখতে পাবেই যে জ্যোতির্বিদ্যা আমাকে উপরের দিকে তাকাতে বাধ্য করে আর আমাদেরকে এই জগৎ থেকে অন্য জগতে চালনা করে।

আমি বললাম: প্রত্যেকে, কিন্তু আমি বাদ; অন্য প্রত্যেকের কাছে এটি পরিষ্কার হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়।

কী তাহলে তুমি বলবে?

আমি বরঞ্চ বলব যে যারা জ্যোতির্বিদ্যাকে দর্শনের কোঠায় উন্নীত করে তারা আমাদেরকে নিচের দিকে, উপরের দিকে নয়, দৃষ্টি দিতে বাধ্য করে বলে মনে হয়।

তিনি বললেন: তুমি কী বলতে চাও?

আমি উত্তর করলাম: উপরিস্থ জিনিসগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের এক সত্যকার ভূমা ধারণা তোমার মনে তুমি ধরে রেখেছ। তবে আমি সম্ভবত বলতে পারি যে যদি কোন ব্যক্তি তার মাথা পিছনের দিকে হেলায় আর ছাদের চিত্রবিচিত্র ভিতরের দিক অনধাবন করে, তবে তখনও তুমি ভাববে যে তার মন হচ্ছে অনুভবক্ষম, আর তার দুই চোখ নয়। আর তোমার নির্ভুল হবার খুব সম্ভাবনা আছে, আর আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ হতে পারি; কিন্তু আমার মতে, জ্ঞান হল শুধু সেই জিনিস

যা হওয়া সম্বন্ধে ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে আত্মাকে উপরের দিকে দৃষ্টি দিতে সমর্থ করে, আর একজন মানুষ হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকুক অথবা মাটির দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করুক, ইন্দ্রিয়ের কোন না কোন বৈশিষ্ট্য জানতে সচেষ্ট হয়, আমি অস্বীকার করব যে সে শিখতে পারে, কারণ ও ধরনের কোন কিছুই বিজ্ঞানের ব্যাপার নয়; জ্ঞানের দিকে তার পথ জল দিয়ে হোক বা স্থল দিয়ে হোক, সে ভেসে যাক বা শুধু চিৎ হয়ে পিঠের উপর ভার রাখুক, তার আত্মা নিচের দিকে তাকাচ্ছে, উপরের দিকে নয়।

তিনি বললেন: তোমার বকুনির ন্যায্যতা আমি স্বীকার করছি। তথাপি, আমি স্থির নিশ্চিত হতে পারলে খুশি হব, আমরা যে জ্ঞানের কথা বলছি সেই জ্ঞানের আরও অনুকূলে কোন্ ধরনের জ্যোতির্বিদ্যা শেখা যেতে পারে?

আমি বললাম: আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বলব; যে তারকাখচিত আকাশকে আমরা অবলোকন করি, তা এক দৃশ্যমান ভূমির উপর নির্মিত, আর অতএব, যদিও দৃশ্যমান জিনিসগুলির মধ্যে সুন্দরতম ও পূর্ণতম, তথাপি বিশুদ্ধ দ্রুত ও বিশুদ্ধ শ্লথ সত্য গতিগুলির চেয়ে নিশ্চয় অবশ্যম্ভাবী রূপে অনেক হীনতর বলে গণ্য করতে হবে; দ্রুততা ও শ্লথতা হল একটি অন্যটির আপেক্ষিক; আর তাদের মধ্যে যা বিধৃত আছে তা সঙ্গে সঙ্গে বহন করে চলে, সত্য সংখ্যাতে আর প্রত্যেক সত্য মূর্তিতে। এখন, এগুলিকে যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে পাকড়াও করতে হবে, কিন্তু দৃষ্টির সাহায্যে নয়।

তিনি উত্তর করলেন: সত্য।

চুমকি শোভিত নভোমণ্ডলকে একটা নমুনা রূপে, আর সেই উচ্চতর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে, ব্যবহার করা উচিত; তাদের সৌন্দর্য দেদালস্ বা অন্য কোন বড় শিল্পীর হাত দিয়ে চমৎকার তৈরি করা মূর্তিগুলির বা ছবিগুলির সৌন্দর্যের মত, সেগুলি হয়ত হঠাৎ আমাদের চোখে পড়বে; যে কোন জ্যামিতিজ্ঞ ওগুলি দেখবে সেই তাদের অপূর্ব কারুকার্যকে তারিফ করবে। কিন্তু সে কখনও স্বপ্নেও চিন্তা করবে না যে, তাদের মধ্যে সে সমান সত্যকে বা দ্বিগুণ সত্যকে বা অন্য কোন অনুপাতে সত্যকে পেতে পারে।

তিনি উত্তর করলেন: না, এই ধরনের চিন্তা হবে হাস্যকর।

আর একজন খাঁটি জ্যোতির্বিদের কী একই অনুভূতি হবে না যখন সে নক্ষত্রগুলির গতিবিধির দিকে লক্ষ্য করবে? সে কী ভাববে না যে

আকাশ ও আকাশস্থ জিনিসগুলি তাদের স্রষ্টা দ্বারা সর্বাধিক নিখুঁত আকারে রচিত হয়েছে ? কিন্তু সে কখনও কল্পনা করবে না যে দিন ও রাত্রির অনুপাতগুলি, অথবা মাসের সঙ্গে উভয়ের, অথবা বৎসরের সঙ্গে মাসের অথবা এগুলির সঙ্গে অথবা একে অন্যের সঙ্গে নক্ষত্রগুলির অনুপাত সব, আর অন্যান্য বাস্তব ও দৃশ্যমান জিনিসগুলিও চিরন্তন ও কোন রকম বিচ্যুতিবিহীন হতে পারে—সে কল্পনা হবে মিথ্যা ; আর তাদের ত্রুটিহীন সত্য অনুসন্ধান করবার জন্য ক্লেশ স্বীকার হবে সমান মিথ্যা।

আমি আগে কখনও এটা ভাবিনি, তবুও আমি সম্পূর্ণ একমত হচ্ছি।

আমি বললাম : সুতরাং, যদি আমরা বিষয়টাকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে চাই, আর ফলে প্রাকৃতিক দান যুক্তিকে বাস্তব কোন কাজে লাগাতে চাই তবে জ্যামিতিতে যেমন করি জ্যোতির্বিদ্যায়ও তেমন সমস্যাগুলি আমাদের ব্যবহার করা উচিত, আর নভোমণ্ডল যেমন আছে তাকে তেমন থাকতে দেওয়া উচিত।

তিনি বললেন : সেটি আমাদের বর্তমান জ্যোতির্বিদ্‌দের নাগালের অনন্ত গুণ বাইরের এক কাজ।

আমি বললাম : হাঁ ; আর যদি আমাদের আইন-প্রণয়নকে কোন রূপে মূল্যবান্ করতে হয়, তবে অন্য অনেক জিনিস আছে, যেগুলিকে নিশ্চয় অনুরূপ ভাবে প্রসারিত করার দরকার আছে। কিন্তু তুমি কী অন্য কোন উপযোগী অধ্যয়নের কথা আমাকে বলতে পার ?

তিনি বললেন : না, চিন্তা না করে পারি না।

আমি বললাম : গতির আকার শুধু একটি নয় অনেক ; তাদের মধ্যে দুটি আমাদের মত অল্প-বুদ্ধিদের পক্ষেও যথেষ্ট সহজ-বোধ্য ; আর আমি অনুমান করি, অন্য যেগুলি আছে, সেগুলিকে বিজ্ঞতর ব্যক্তিদের জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু ঐ দুটি কোথায় রয়েছে ?

আমি বললাম : দ্বিতীয় একটা আছে, সেটা ইতিমধ্যে যার নাম করা হয়েছে, তার প্রতিলিপি।

আর কী সেটা হতে পারে ?

আমি বললাম : প্রথমটা দুই চোখের পক্ষে যা, দ্বিতীয়টা দুই কাণের পক্ষে আপেক্ষিক ভাবে তাই বলে বোধ হবে ; কারণ আমি ধারণা করি যে, চোখ দুটি যেমন নক্ষত্রগুলির দিকে তাকাবার জন্য পরিকল্পিত হয়েছে, কাণ দুটি তেমন তাল-লয়যুক্ত গতিগুলিকে শুনবার জন্য তৈরি হয়েছে ;

আর এগুলি বিজ্ঞান ভগিনীদ্বয়—প্যুথাগোরীয়রা যেমন বলে, আর গ্লাউকোন্, আমরা তাদের সঙ্গে একমত ?

তিনি উত্তর করলেন : হাঁ।

আমি বললাম : কিন্তু এটি এক শ্রমসাধ্য পাঠ, আর অতএব আমাদের যথাস্থানে গিয়ে ওগুলি শেখা উচিত ; আর তারা আমাদের বলবে এই সব বিজ্ঞানের অন্য কোন প্রয়োগ আছে কি না। একই সময়ে, আমরা আমাদের উচ্চতর লক্ষ্যকে আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে যেতে দেব না।

সেটা কী ?

পরিপূর্ণতা লাভ, সমুদয় জ্ঞানের যার নাগাল পাওয়া উচিত, আর আমাদের ছাত্রদের যা লাভ করা উচিত, আর তা থেকে খাটো হওয়া উচিত নয়, যেমন আমি বলছিলাম যে জ্যোতির্বিদ্যায় তারা খাটো হয়। কারণ, তুমি সম্ভবত জান যে, স্বরমিলের বিজ্ঞানে, একই জিনিস ঘটে। স্বরমিলের শিক্ষকরা শুধু শ্রুতিগোচর আওয়াজগুলিকে ও সামঞ্জস্যগুলিকে তুলনা করে, আর তাদের শ্রম, জ্যোতির্বিদদের শ্রমের মত, ব্যর্থ হয়।

তিনি বললেন : হাঁ, স্বর্গের দোহাই। আর তারা যেগুলিকে বলে তাদের সংক্ষেপিত ঘন সুর সেগুলির সম্বন্ধে তাদের কথাবার্তা শোনা একটা খেলার সামিল ; তাদের প্রতিবেশীর দেওয়াল থেকে একটা আওয়াজ ধরবার জন্য উন্মুখ ব্যক্তিদের মত তারা তারগুলির বরাবর তাদের কাণ-গুলিকে কাছে পেতে দেয়—তাদের একদল ঘোষণা করে যে তারা এক মধ্যবর্তী সুরকে আলাদা ধরতে পারছে, আর ক্ষুদ্রতম যতি খুঁজে পেয়েছে যেটা মাপের একক হওয়া উচিত ; অন্যেরা জেদ করে বলে যে দুটি আওয়াজ একই আওয়াজের ভিতরে ঢুকে পড়েছে—প্রত্যেক পক্ষই বুঝবার আগে তাদের কাণগুলিকে স্থাপন করে।

আমি বললাম : তোমার কথার মানে এই যে, যারা তারগুলিকে বিরক্ত ও পীড়ন করে আর যন্ত্রের গোঁজের উপর তাদের কাণ মোচড়ায়, তুমি সেই ভদ্রলোকদের কথা বলছ ; উপমিতিটা আমি আরও একটু দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিতে চাই আর তাদের মত করে বলতে চাই, ছড়ির ঘা-গুলির কথা, আর তারগুলির নামে নালিশ করবার কথা, আওয়াজের ন্যূনতা বা উচ্চতা উভয় সম্বন্ধে ; কিন্তু এগুলি ক্লান্তিকর হবে, আর অতএব আমি প্যুথাগোরীয়দের উল্লেখ করছি, আমি এইমাত্র স্বরমিল সম্বন্ধে যাদের কাছ থেকে অনুসন্ধান করবার প্রস্তাব করছিলাম। কারণ, জ্যোতির্বিদ্‌দের মত তারাও ভুল করে ; যে স্বরমিলগুলি কাণে শোনা যায়, তারা সেগুলির সংখ্যা নিয়ে অনুসন্ধান করে, কিন্তু কখনও সমস্যা-

গুলি পর্যন্ত পৌছায় না—অর্থাৎ তারা কখনও সংখ্যার স্বাভাবিক স্বরমিল-গুলিতে পৌঁছায় না, অথবা কখনও গভীরভাবে চিন্তা করে না কেন কতক সংখ্যা স্বরমিলযুক্ত আর কতক নয়।

তিনি বললেন: সেটা মর্ত্য জ্ঞানের চেয়েও বেশি একটা জিনিস।

আমি উত্তর করলাম: সে বরং এমন এক জিনিস যাকে আমি কেজো আখ্যা দেব, অর্থাৎ, যদি সুন্দর ও শুভের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে চাওয়া হয়; কিন্তু যদি অন্য কোন মেজাজে অনুসরণ করা হয়, তবে অকেজো।

তিনি বললেন: খুব সত্য।

এখন, যখন এই সব অধ্যয়ন একে অন্যের সঙ্গে আন্তঃমিলন ও সম্পর্কের বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছায়, আর তাদের পারস্পরিক কুটুম্বিতায় বিবেচিত হবার জন্য আসে, তখন, কিন্তু তার আগে নয়, আমার মনে হয়, আমাদের লক্ষ্যগুলির জন্য তাদের অনুসরণ করার মূল্য থাকবে, নচেৎ তাদের কোন মূল্য নেই।

আমারও তাই সন্দেহ; কিন্তু সোক্রাতেস্, তুমি এক বিশাল কাজের কথা বলছ।

আমি বললাম: তুমি কী বলতে চাও? এ কিসের গৌরচন্দ্রিকা? তুমি কী জান না যে, এই সমস্ত হচ্ছে শুধু আমাদের প্রকৃত যে বিষয় শিখতে হবে তার গৌরচন্দ্রিকা? কারণ তুমি নিশ্চয় সুদক্ষ অঙ্কশাস্ত্রীকে একজন তর্কবিদ্ বলে গণ্য করবে না?

তিনি বললেন: সন্দেহাতীত, করব না; আমি ক্বচিৎ কখনও এমন অঙ্কশাস্ত্রীকে দেখেছি যে যুক্তি ব্যবহার করতে পারে।

কিন্তু তুমি কী অনুমান কর, যে মানুষরা যুক্তি দানে ও গ্রহণে অসমর্থ, তারা সেই জ্ঞান লাভ করবে যা আমরা তাদের কাছে প্রত্যাশা করি?

এটা কল্পনা করা যেতে পারে না।

আমি বললাম: আর এই ভাবে, গ্লাউকোন্, আমরা শেষ কালে দ্বন্দ্ব-মূল তর্কবিদ্যার সঙ্গীতে পৌঁছেছি। এটি হল সেই বিষয় যা শুধু মেধার বস্তু, কিন্তু তথাপি যাকে দৃষ্টির সামর্থ্য-গুণ অনুকরণ করছে বলে দেখা যাবে; কারণ তোমার স্মরণ থাকতে পারে, আমরা কল্পনা করেছিলাম, দৃষ্টিশক্তি কিছুকাল পরে বাস্তব জন্তুগুলিকে ও তারাগুলিকে, ও সর্বশেষে স্বয়ং সূর্যকে অবলোকন করতে সমর্থ হয়েছিল। আর দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ্যা সম্বন্ধেও সেই কথা; যখন কোন ব্যক্তি শুধু যুক্তির আলো দিয়ে বিশুদ্ধের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়, আর ইন্দ্রিয়ের কোন রকম সাহায্য নেয় না, আর যে পর্যন্ত না বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা সে বিশুদ্ধ শুভকে অনুভব করবার

অবস্থায় পৌঁছায় সে পর্যন্ত অধ্যবসায় করতে থাকে, তখন সে অবশেষে নিজেকে বুদ্ধির জগতের প্রান্তে দেখতে পায়, যেমন দৃষ্টির বেলায় দৃশ্যমান জগতের প্রান্তে দেখে।

তিনি বললেন : যথার্থ।

সুতরাং এই হল উন্নতি যার নাম দাও তুমি দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ্যা ?

সত্য।

কিন্তু বন্দীদের শৃংখল মুক্তি, আর তাদের ছায়াগুলি থেকে মূর্তিগুলিতে ও আলোকেতে স্থানান্তরিত করণ, আর পাতাল গুহা থেকে সূর্যের দিকে আরোহণ, পক্ষান্তরে, সূর্যের উপস্থিতিতে তারা জন্তুদের ও চারাগাছদের ও সূর্যের আলোর দিকে বৃথা তাকাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের দুর্বল চোখগুলি দিয়ে পর্যন্ত জলে মূর্তিগুলি [সেগুলি স্বর্গীয়] আর সত্য অস্তিত্বের ছায়া (আগুনের আলোর দ্বারা ফেলা মূর্তিগুলির ছায়া নয়), ঐ আগুনের আভা সূর্যের সঙ্গে তুলনায় একটি মূর্তি মাত্র, দেখতে সমর্থ হচ্ছে,— আত্মাতে উচ্চতম নীতিকে তার ধ্যানে উন্নীত করবার এই শক্তি যা হচ্ছে সব অস্তিত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যার সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি সেই ধীশক্তিকে, যা দেহের আলোই বটে, তার দৃষ্টির সামনে যা বাস্তব ও দৃশ্যমান জগতে উজ্জ্বলতম তাকে তুলে ধরবে, আমি বলছিলাম,— এই শক্তি আসে কলাগুলির সেই সব অধ্যয়ন ও অনুসরণ থেকে যেগুলি আমরা বর্ণনা করেছি।

তিনি উত্তর করলেন : তুমি যা বলছ তাতে আমি সম্মতি দিচ্ছি। সেটা বিশ্বাস করা শক্ত হতে পারে, তবু অন্য এক দৃষ্টিবিন্দু থেকে, অস্বীকার করা আরও কঠিন। এটি কিন্তু এমন এক প্রসঙ্গ নয় যা আলোচনা কালে শুধু ছুঁয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু বার বার আলোচনা করতে হবে। আর সুতরাং, আমাদের সিদ্ধান্ত সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, আমরা এই সব ধরে নি, এস, আর তৎক্ষণাৎ গৌরচন্দ্রিকা বা মুখবন্ধ থেকে প্রধান বিষয়ে চলে যাই, আর সেটা অনুরূপ ভাবে বর্ণনা করি। সুতরাং, বল, দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ্যার প্রকৃতি কী, তার বিভাগগুলি কী, আর পথগুলি কী, যারা সেখানে নিয়ে যায় ; কারণ এই পথগুলি আমাদের শেষ বিশ্রাম স্থলে নিয়ে যাবে।

আমি বললাম : প্রিয় গ্লাউকোন্, তুমি আমাকে এখন অনুসরণ করতে পারবে না, যদিও আমি আমার যথাসাধ্য করব, আর তোমার শুধু একটি প্রতিমূর্তি দেখলেই চলবে না কিন্তু বিশুদ্ধ সত্যকে দেখতে হবে, আমার ধারণা অনুসারে আমি তোমাকে যা বলেছিলাম, তা বাস্তব হতে পারত

কী পারত না, আমি বলতে সাহস পাচ্ছি না ; কিন্তু তুমি বাস্তবের মত কিছু দেখতে পেতে এটা ঠিক : এটায় দৃঢ়বিশ্বাসী।

তিনি উত্তর করলেন : নিঃসন্দেহ।

কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয় এও মনে করিয়ে দেব যে একমাত্র দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ্যার শক্তি এটিকে প্রকাশিত করতে পারে আর মাত্র সেই একজনের কাছে যে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানগুলির শিষ্য।

ঐ বিবৃতি সম্বন্ধে তুমি ততটা দৃঢ়নিশ্চয় হতে পার যতটা শেষেরটি সম্বন্ধে হয়েছিলে।

আর এটা স্থির নিশ্চয় যে কেউ তর্ক করবে না যে কোন নিয়মিত প্রক্রিয়া দ্বারা সমস্ত সত্য অস্তিত্বকে ধারণা করবার অথবা প্রত্যেক জিনিস তার নিজের প্রকৃতিতে কী তা স্থির করবার অন্য কোন প্রণালী আছে ; কারণ সাধারণ ভাবে মানবীয় আকাঙ্ক্ষাগুলি ও মতগুলির সঙ্গে কলাগুলি সংশ্লিষ্ট অথবা উৎপাদন ও নির্মাণের দিকে নজর রেখে এই রকম উৎপাদনগুলির ও নির্মাণগুলির রক্ষার জন্য, তাদের চর্চা করা হয় ; আর অঙ্কশাস্ত্রীয় বিজ্ঞানগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমরা ত বলছিলাম সেগুলির—জ্যামিতি আর অনুরূপ সবের—সত্য হওয়ায় কিছু বাধা আছে— তারা শুধু হওয়া সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখে, কিন্তু ততক্ষণ কখনও জাগ্রত বাস্তবকে অবলোকন করতে পারে না যতক্ষণ তারা যে সব অনুমান ব্যবহার করে সেগুলি অপরীক্ষিত থাকে, আর তাদের কোন হিসাব নিকাশ দিতে পারে না। কারণ যখন একজন মানুষ তার নিজের প্রাথমিক মূলনীতি জানে না, আর যখন সিদ্ধান্ত ও মাঝের ধাপগুলি কিসের মধ্য থেকে গঠিত হয় জানে না, তখন সে কী করে কল্পনা করতে পারে যে রীতির এই ধরণের এক গাঁথুনি কখনও বিজ্ঞান হতে পারে ?

তিনি বললেন : অসম্ভব।

সুতরাং দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ্যা, শুধু দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ্যা, প্রত্যক্ষ ভাবে প্রাথমিক নীতির কাছ অবধি যায়, আর সেই হল একমাত্র বিজ্ঞান যা তার ভিত্তিভূমিকে নিরাপদ করবার জন্য অনুমানগুলিকে অপসরণ করে ; আক্ষরিক ভাবে বিজাতীয় কর্দমপূর্ণ গর্তে কবরস্থ আত্মার চোখ, তার মৃদু সহায়তায় উপরের দিকে তোলা হয় ; আর সেই রূপান্তরের কাজে, যে বিজ্ঞানগুলিকে আমরা আলোচনা করে এসেছি, সেগুলিকে পরিচারিকা ও সহায়িকা রূপে ব্যবহার করে। প্রথা তাদের সংজ্ঞা দেয় বিজ্ঞান, কিন্তু তাদের অন্য কোন নাম থাকা উচিত, যাতে মতের চেয়ে বেশি স্পষ্টতা আর বিজ্ঞানের চেয়ে কম স্পষ্টতা বোঝান যায় ; আর এটিকে আমাদের

পূর্ববর্তী নকসায় বলা হয়েছে ধী। কিন্তু নাম নিয়ে কেন আমরা ঝগড়া করব, যখন এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবগুলি আমাদের বিবেচনা করতে হবে ?

তিনি বললেন : বাস্তবিক, কোন কারণ নেই, যখন যে কোন নাম আমাদের মনের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ করে তখন একটা নাম হলেই হল।

অন্তত পক্ষে, আমরা আগের মত চারটি বিভাগ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকছি, দুটি মেধার জন্য আর দুটি মতের জন্য ; আর প্রথম বিভাগকে বিজ্ঞান, দ্বিতীয়টিকে ধী, তৃতীয়টিকে বিশ্বাস, আর চতুর্থটিকে ছায়াগুলির অনুভব, বলে খুশি হচ্ছি ; মত হচ্ছের আর মেধা হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ; আর এর একটা অনুপাত তৈরি হবে নিচের মত

> হওয়ার সঙ্গে হচ্ছে যেমন, বিশুদ্ধ মেধার সঙ্গে মত তেমন ;
> আর মেধার সঙ্গে মত যেমন, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাস তেমন ;
> আর ধীর সঙ্গে ছায়াগুলির অনুভব তেমন।

কিন্তু মতের ও মেধার বিষয়গুলির আরও পারস্পরিক সম্বন্ধ ও উপবিভাগ-গুলির কথা আমরা এখন সরিয়ে রাখি, কারণ এটি হবে এক দীর্ঘ অনুসন্ধান, এটি যত বড় হয়েছে তার চেয়ে অনেক গুণ বড় সেটা।

তিনি বললেন : আমি যতদূর পর্যন্ত বুঝতে পারছি, ততদূর আমি তোমার সাথে একমত।

আমি বললাম : আর তুমি কী তর্কবিদ্‌কে এমন একজন বলে বর্ণনা করতে রাজি আছ যে প্রত্যেক জিনিসের মূল উপাদানের একটা ধারণা লাভ করেছে ? আর যে এই ধারণার অধিকারী নয় আর অতএব এটি শেখাতে অসমর্থ, সে যে পরিমাণে ব্যর্থ হয় সেই পরিমাণে বুদ্ধিতেও ব্যর্থ হয়েছে বলা যেতে পারে ? তুমি কী এতটা স্বীকার করবে।

তিনি বললেন : হাঁ ; আমি কী করে এটা অস্বীকার করতে পারি ?

আর শুভের ধারণা সম্বন্ধে কী একই কথা বলবে ? যে পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি শুভের ধারণা বিচ্ছিন্ন করে নিতে ও যুক্তিপূর্ণ সংজ্ঞা দিতে পারে, আর যদি না সে সব আপত্তিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করতে পারে, মতের কাছে নয় কিন্তু বিশুদ্ধ সত্যের কাছে আবেদন করে, সেগুলিকে অপ্রমাণ করতে প্রস্তুত থাকে, কখনও বিতর্কের কোন পদক্ষেপে একটুও বিচলিত হয় না—যদি না সে এই সব করতে পারে, সে পর্যন্ত আর তবে তুমি বলবে যে না আছে তার শুভের ধারণা না অন্য কোন দ্রব্যের ; যদি সে আদৌ কিছু ধরতে পেরে থাকে, তবে তা হল শুধু একটা ছায়া, সেটা দেয় মত, বিজ্ঞান নয় ;—এখানে ভাল ভাবে জেগে উঠবার আগে, এ জীবনে

স্বপ্ন দেখে ও ঘুমিয়ে কাল কাটিয়ে, সে নিচের জগতে পৌঁছায়, আর অন্তিম বিশ্রাম লাভ করে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, ঐ সবেতে আমি তোমার সঙ্গে একমত।

আর সন্দেহ নেই যে তুমি তোমার আদর্শ রাষ্ট্রের যে সন্তানদের পোষণ করছ ও শিক্ষা দিচ্ছ, তুমি চাইবে না—যদি আদর্শটা কখনও বাস্তবে পরিণত হয়—তবে চাইবে না তাদের মধ্যে কোন যুক্তি থাকবে না, আর তবু উচ্চতর ব্যাপারগুলির উপর তাদেরকে কর্তৃত্বের আসনে বসান হবে, তুমি ভাবী শাসকদের খুঁটির মত হতে দেবে না ?

নিশ্চিত না।

সুতরাং তুমি আইন একটা করবে যে, তাদের সেই ধরনের শিক্ষালাভ করতেই হবে, যা তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর প্রশ্নের উত্তর দিতে সর্বাধিক পটুতা অর্জনে সহায়ক হবে ?

তিনি বললেন : হাঁ,তুমি ও আমি একত্র এটা তৈরি করব।

তুমি সায় দেবে, দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ্যা বিজ্ঞানগুলির ছাদের পাথর হবে আর উপরে বসান থাকবে ; অন্য কোন বিজ্ঞানকেই তার চেয়ে উঁচু আসনে বসান যায় না—জ্ঞানের প্রকৃতি এর বেশি এগুতে পারে না ?

তিনি বললেন : আমি সম্মতি দিচ্ছি।

আমাদের কিন্তু এই অধ্যয়নগুলি কাদের উপর ন্যস্ত করতে হবে, আর কী উপায়ে তাদের ন্যস্ত করতে হবে, এই প্রশ্নগুলির বিবেচনা বাকী আছে ?

হাঁ, স্পষ্টত।

আমি বললাম : তোমার স্মরণ আছে, কী ভাবে শাসকরা আগে বাছাই হয়েছিল ?

তিনি বললেন : আলবৎ।

এখনও একই প্রকৃতিগুলিকে নিশ্চয় বাছাই করতে হবে, আর আবার প্রাধান্য দেওয়া হবে তাদের যারা সব চেয়ে বেশি নিশ্চিত ও সাহসী, আর, যদি সম্ভব হয়, সব চেয়ে বেশি সুন্দর ; আর মহৎ ও উদার মেজাজ থাকবে ; তাদের প্রকৃতি-দত্ত দানগুলি থাকা চাই, শিক্ষালাভে সহায়তা করবে।

কী সেগুলি ?

যেমন, তীক্ষ্ণতা আর বিদ্যার্জনে সদা প্রস্তুত থাকার শক্তি : ঐ ধরনের দানগুলি ; কারণ ব্যায়ামের কঠোরতার চেয়ে অধ্যয়নের কঠোরতায় মন

বেশি অবসন্ন হয়; শ্রমটা সমগ্রভাবে বেশির ভাগ মনের নিজের শ্রম, আর দেহ তার অংশ গ্রহণ করে না।

তিনি উত্তর করলেন: খুব সত্য।

তাছাড়া, যার খোঁজে আমরা ব্যাপৃত তার ভাল স্মরণশক্তি থাকা চাই; আর ক্লান্তিশূন্য এমন ভরাট মানুষ হবে সে, যে কোনও বিষয়ে শ্রমে পিছ্‌-পা নয়; নতুবা সে কখনও প্রচুর দৈহিক কাজকর্ম আর বুদ্ধি সম্পর্কিত সমুদয় কঠোর শিক্ষা ও অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে সমর্থ হবে না; ওগুলি আমরা তার কাছে চাই।

তিনি বললেন: আলবৎ; প্রকৃতি-দত্ত দানগুলি তার নিশ্চয় লাভ করা চাই।

বর্তমান কালের ভুল এই যে, যারা দর্শন অধ্যয়ন করে তাদের কোন বৃত্তি নেই; আর এটি হল, আমি যেমন আগে বলছিলাম, কারণ যে জন্য সে অপযশভাগিনী হয়েছে; তার আসল ছেলেরা, আর জারজরা নয়, এসে তার হাত ধরুক।

তুমি কী বলতে চাও?

প্রথমত, তার পূজারির খোঁড়া হওয়া বা থেমে থেমে শ্রম করা চলবে না—মানে, সে আধা পরিশ্রমী ও আধা অলস হবে না; যেমন, উদাহরণ ধর, যখন কোন মানুষ ব্যায়াম ও শিকারের, আর অন্য সব দৈহিক কর্মের, একজন অনুরাগী, কিন্তু শিখবার বা মন দিয়ে শুনবার বা অনুসন্ধান করবার অনুরাগী না হয়ে বরং বিরাগী। অথবা যে কাজে সে নিজেকে লাগায় তা তার বিপরীত শ্রেণীর অন্তর্গত হতে পারে, আর তার অন্য ধরনের পঙ্গুতা থাকতে পারে।

তিনি বললেন: আলবৎ।

আমি বললাম: আর সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয়, কোন আত্মাকে কী সমান ভাবে স্থবিরা ও খঞ্জা বলে গণনা করা হবে না যে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা ভাষণ ঘৃণা করে, আর যখন তারা মিথ্যা কথা বলে, তখন নিজের ও অন্যদের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধা হয়, কিন্তু অনিচ্ছুক মিথ্যা-ভাষণে ধৈর্য হারায় না, আর অজ্ঞতার পঙ্কে শূকরহেন জন্তুর মত গড়াগড়ি দিলেও যার কিছুমাত্র মনোবিকার হয় না, আর কেউ দেখে ফেললে লজ্জা পায় না?

সন্দেহ কী।

আর আবার মিতাচার, সাহস, মহানুভবতা ও অন্য প্রত্যেক ধর্ম সম্বন্ধে, আমাদের কী আসল পুত্র ও জারজের মধ্যে সযত্নে পার্থক্য রেখা টানা

উচিত নয় ? কারণ যেখানে এই ধরনের গুণগুলি দেখা যায় না, সেখানে রাষ্ট্রগুলি ও ব্যক্তিরা অজ্ঞাতসারে ভুল করে ; আর রাষ্ট্র করে একজন শাসক, আর ব্যক্তি করে একজন বন্ধু, তাকে যে ধর্মের কোন অংশে ন্যূন হওয়ায়, রূপকভাবে খোঁড়া বা জারজ হয়।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

সুতরাং এই সব জিনিসকে, আমাদের সযত্নে বিবেচনা করতে হবে ; আর যদি যাদের আমরা এই বিশাল শিক্ষা ও শিক্ষণ প্রণালীতে প্রবৃত্ত করি, তারা শুধু দেহে ও মনে সুস্থ হয়, তবে স্বয়ং ন্যায়ের আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলবার থাকবে না, আর আমরা হব রাষ্ট্রের ও তার কাঠামোর পরিত্রাতা ; কিন্তু, যদি আমাদের ছাত্ররা অন্য এক ধাতুর মানুষ হয়, তবে বিপরীতটা ঘটবে, আর এখন দর্শনকে যতটা সহ্য করতে হয়, তার চেয়ে ঢের বেশি উপহাস-বন্যা আমাদেরকে দর্শনের উপর বইয়ে দিতে হবে ?

সেটা গৌরবজনক হবে না।

আমি বললাম : নিশ্চিত না ; কিন্তু তথাপি হয়ত আমি এই ভাবে ঠাট্টাকে আন্তরিকতায় পরিবর্তিত করায় সমান ভাবে উপহাসাস্পদ হচ্ছি।

কোন্ দিকে ?

আমি বললাম : আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমরা গম্ভীর ছিলাম না, আর অত্যন্ত বেশি উত্তেজনা নিয়ে কথা বলেছিলাম। কারণ যখন আমি দেখলাম, দর্শন এত অনুচিতভাবে মানুষদের পদদলিতা হচ্ছে, তখন তার অপমানকারীদের প্রতি আমি এক রকম ক্রোধ প্রকাশ না করে থাকতে পারলাম না : আর আমার রাগ আমাকে সীমাহীন উগ্রতা দান করেছিল।

বাস্তবিক। আমি মন দিয়ে শুনছিলাম, সে রকম কিছু মনে করি নি ত।

কিন্তু বক্তা ত আমি। আমি অনুভব করছিলাম আমি উগ্র হয়েছিলাম। আর এখন আমাকে তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে দাও যে, যদিও আমাদের পূর্বেকার বাছাইয়ে আমরা বৃদ্ধ লোকদের পছন্দ করেছিলাম, তথাপি আমরা এটিতে নিশ্চয় তা করব না। সোলোন এক ভ্রান্তিতে পড়েছিলেন যখন তিনি বলেন যে বুড়ো হলে মানুষ অনেক জিনিস শিখতে পারে—কারণ দৌড়তে সে যত পারে, শিখতে তার চেয়ে বেশি পারে না ; যৌবন হল যে কোন অসাধারণ শ্রমের কাল।

অবশ্য।

আর, অতএব, গণনা ও জ্যামিতি ও শিক্ষাদানের অন্য সমুদয় উপাদান, এগুলি দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ্যার জন্য প্রস্তুতি বিশেষ, শৈশবে মনের সামনে ধরে

দেওয়া উচিত ; আমাদের শিক্ষা প্রণালীকে জোর করে চাপাতে হবে, এমন কোন ধারণা থেকে নয়।

কেন নয় ?

কারণ, কোন প্রকারের জ্ঞানলাভের জন্যই একজন মুক্ত পুরুষ দাস হলে চলবে না। দৈহিক শ্রম যখন বাধ্যতামূলক হয়, তখন দেহের কোন অনিষ্ট করে না ; কিন্তু জবরদস্তিতে অর্জিত জ্ঞান মনের উপর কোন প্রভাব ফেলে না ।

খুব সত্য ।

আমি বললাম : হে আমার সুবন্ধু, জোর খাটিও না, কিন্তু শৈশব-শিক্ষা এক ধরনের আমোদ-প্রমোদ হোক ; তখন তুমি স্বাভাবিক ঝোঁকটা আরও ভাল করে ধরতে পারবে।

তিনি বললেন : এ এক খুব যুক্তিপূর্ণ ধারণা।

তোমার কী মনে পড়ে যে ছোট ছেলেমেয়েদেরও ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে যুদ্ধে নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল ; আর যদি বিপদ্ না থাকে, তবে তাদের খুব কাছাকাছি নেওয়া হবে, আর অল্পবয়সী শিকারী কুকুরগুলির মত তাদেরকে রক্তের স্বাদ গ্রহণ করতে দেওয়া হবে ?

হাঁ, আমার মনে পড়ে।

আমি বললাম : একই আচরণ এই সব জিনিসে অনুসরণ করা যেতে পারে,—শ্রম, পাঠ, বিপদ্‌গুলি—আর যে সবেতেই সব চেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ, তাকে শ্রেষ্ঠদের তালিকায় সংখ্যাভুক্ত করা উচিত।

কোন্ বয়সে ?

যে বয়সে দরকারী ব্যায়ামগুলি শেষ হয়েছে ; দুই বা তিন বছরের যে সময়টা এই ধরনের শিক্ষালাভে অতিবাহিত হয়, সেটা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে নিরর্থক ; কারণ ঘুম ও মেহনৎ শিক্ষা-লাভের প্রতিকূল ; আমাদের যুবাদের যে পরীক্ষাগুলি দিতে হয়, তার মধ্যে ব্যায়াম সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলিতে প্রথম কী হয় তার পরীক্ষা সব চেয়ে গুরুতর পরীক্ষাগুলির অন্যতম ?

তিনি উত্তর করলেন : আলবৎ।

ঐ সময়ের পর যাদের কুড়ি বছর বয়সীদের শ্রেণী থেকে বাছাই করা হয়, তাদের উচ্চতর সম্মানে উন্নীত করা হবে ; আর যে বিজ্ঞানগুলি তাদের শিক্ষার আদি অবস্থায় তারা শৃংখলাহীন ভাবে শিখেছিল, এখন সেগুলিকে একত্র করা হবে, আর তারা একের সঙ্গে অন্যের আর সত্য হওয়ার সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক সম্পর্কটা বুঝতে সমর্থ হবে।

তিনি বললেন: হাঁ, ঐ হল জ্ঞানের একমাত্র শ্রেণী যা স্থায়ী শেকড় গাড়ে।

আমি বললাম: হাঁ; আর ঐ ধরনের জ্ঞানের জন্য সামর্থ্য দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ্যা জাতীয় মেধার প্রকাণ্ড কষ্টিপাথর; প্রসারণশীল মন সর্বদা দ্বন্দ্বমূল তার্কিক হয়।

তিনি বললেন: আমি তোমার সঙ্গে একমত।

আমি বললাম: এইগুলি হল বিষয় যা তোমাকে নিশ্চয় বিবেচনা করতে হবে; আর যাদের এটা বুঝবার শক্তি সব চেয়ে বেশি থাকে, আর যারা তাদের শিক্ষা-দীক্ষায়, আর তাদের সামরিক ও অন্যান্য নির্দিষ্ট কর্তব্যে স্থির, যখন তারা ত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছেছে, তখন শ্রেষ্ঠ শ্রেণী থেকে তোমাকে তাদের বাছাই করতে হবে আর উচ্চতর সম্মানে উন্নীত করতে হবে; আর তাদের মধ্যে কে দৃষ্টিশক্তির ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ত্যাগ করতে আর সত্যের সাথী রূপে বিশুদ্ধ হওয়া লাভ করতে সমর্থ, এই কথা জানবার জন্য, তোমাকে দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ্যার সহায়তায় তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে: আর এইখানে, হে আমার বন্ধু, বিশেষ সাবধানতা দরকার।

কেন বিশেষ সাবধানতা?

আমি বললাম: তুমি কী লক্ষ্য করছ না কত বড় সেই অশুভ যা দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ্যা প্রবর্তিত করেছে?

তিনি বললেন: কী অশুভ?

কলার ছাত্ররা আইন-অমান্যতায় পূর্ণ হয়?

তিনি বললেন: সম্পূর্ণ সত্য।

তুমি কী মনে কর যে তাদের বেলা খুব বেশি অস্বাভাবিক অথবা অমার্জনীয় কিছু আছে? অথবা তুমি কী তাদের জন্য বাদসাদ দেবে?

কী ভাবে বাদসাদ দেব?

আমি বললাম: আমি চাই, সমান্তরাল হিসাবে, তুমি এক প্রচুর ঐশ্বর্যে পালিত কাল্পনিক পুত্রের কথা কল্পনা কর; সে মহান্ ও সংখ্যাবহুল পরিবারের একজন: আর তার অনেক তোষামোদকারী আছে। যখন সে বড় হয়, তখন সে জানে যে তার তথা-কথিত বাপ-মা আসল বাপ-মা নয়; কিন্তু কারা আসল বাপ-মা তা সে আবিষ্কার করতে অসমর্থ হয়। তুমি কী আন্দাজ করতে পার তার তোষামোদকারীদের প্রতি আর তার কল্পিত বাপ-মার প্রতি তার কী রকম ব্যবহার করবার সম্ভাবনা, সর্ব প্রথম সেই সময় যখন সে মিথ্যা সম্পর্ক সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে,

আর তারপর আবার যখন সে সব জানে? অথবা আমি কী তোমার হয়ে আন্দাজ করব?

যদি তুমি দয়া করে কর।

তাহলে আমি বলব যে, যখন সে সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, তখন তোষামোদকারীদের চেয়ে তার বাবা ও মা ও তার কল্পিত আত্মীয়দের বেশি সম্মান দেখাবার সম্ভাবনা; যখন তারা অভাবে পড়বে, সে তাদের অবহেলা করতে, অথবা তাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে বা বলতে কম প্রবণতা দেখাবে; আর কোনও গুরুতর ব্যাপারে তাদের অমান্য করতে কম ইচ্ছুক হবে।

তা হবে।

কিন্তু যখন সে আসল কথা আবিষ্কার করেছে, আমার ধারণা, তখন সে তাদের জন্য তার শ্রদ্ধা ও ভক্তি কমিয়ে দেবে, আর তোষামোদকারীদের প্রতি বেশি আসক্ত হবে; তার উপর তাদের প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যাবে; এখন সে তাদের পথ অনুসরণ করে জীবন কাটাবে, আর খোলাখুলি তাদের সঙ্গে মিশবে, আর, যদি না অসাধারণ সাধু চরিত্রের হয়, তবে তার কল্পিত বাপ-মা অথবা অন্য আত্মীয়দের জন্য নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করবে না।

বেশ, ঐ সব খুব সম্ভব। কিন্তু দর্শনের শিষ্যদের সম্পর্কে ছবিটা কী ভাবে প্রযোজ্য?

এই ভাবে: তুমি জান যে ন্যায় ও সম্মান সম্বন্ধে কতকগুলি নীতি আছে, এগুলি আমাদেরকে শেখান হয়েছিল; আর তাদের পৈতৃক কর্তৃত্বের অধীনে থেকে, তাদেরকে মান্য করে ও সম্মান দেখিয়ে আমরা বড় হয়েছি।

সত্য।

বিপরীত প্রবাদ বাক্য ও আনন্দ করবার অভ্যাসগুলিও আছে, এগুলি আত্মাকে তোষামোদ ও আকর্ষণ করে, কিন্তু আমাদের মধ্যে যাদের কোন সাধুতা বোধ আছে, তাদেরকে প্রভাবে আনতে পারে না, আর তারা তাদের পূর্বপুরুষদের মান্য করে চলতে ও নীতিগুলিকে শ্রদ্ধা দেখাতে বিরত হয় না।

সত্য।

এখন, একজন মানুষ যখন এই অবস্থায় পড়ে, আর জিজ্ঞাসু সত্তা জানতে চায় সঙ্গত বা সম্মানজনক কী, আর আইন-প্রণেতা তাকে যেমন শিখিয়েছিল সে সেই রকম উত্তর দেয়, আর তারপর অনেক ও বিবিধ যুক্তি তার কথাগুলিকে খণ্ডন করে, আর যে পর্যন্ত না তাকে কোণঠাসা

করে বিশ্বাস করার যে কোন জিনিসই যত অসম্মানজনক তার চেয়ে বেশি সম্মানজনক নয়, অথবা ন্যায়হীন ও অশুভের চেয়ে ন্যায়বান্ ও শুভ বেশি বাঞ্ছনীয় নয়, আর যা কিছু ধারণাকে সে সব চেয়ে বেশি মূল্য দিত সেগুলি সম্বন্ধেও ঐ কথা, তখন তুমি কী মনে কর সে তখনও আগের মত তাদের সম্মান দেবে ও মান্য করবে?

অসম্ভব।

আর যখন সে তাদেরকে আগের মত সম্মানজনক ও স্বাভাবিক মনে করতে বিরত হয়, আর সত্য কী তা আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়, তখন কী আশা করা যেতে পারে যে তার আকাঙ্ক্ষাগুলিকে যে জীবন তোষণ করে সেটি ছাড়া অন্য কোন জীবন সে অনুসরণ করবে?

আশা করা যেতে পারে না।

আর সে আইনের এক রক্ষক হওয়া থেকে তার ভঙ্গকারীতে রূপান্তরিত হয়?

প্রশ্নাতীত ভাবে।

এখন আমি যে ধরনের দর্শনের ছাত্রদের বর্ণনা করেছি তাদের মধ্যে এই সব খুব স্বাভাবিক। আর আমি এখন যা বলছিলাম, তা অতিশয় ক্ষমার্হও বটে।

তিনি বললেন: হাঁ; আর আমি যোগ করতে পারি, কৃপা-পাত্রও বটে।

অতএব, আমাদের নাগরিকদের সম্বন্ধে, তাদের বয়স এখন ত্রিশ বছর হয়েছে, যাতে তোমার কৃপার মনোভাব না হয়, সেজন্য তাদের দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ্যায় প্রবর্তিত করবার জন্য নিশ্চয় সর্বপ্রকার যত্ন নিতে হবে?

বিলক্ষণ।

একটা বিপদ আছে, পাছে তারা প্রিয় আনন্দ খুব সকাল সকাল না আস্বাদন করে বসে; কারণ তুমি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে, বাচ্চারা যখন মুখে প্রথম স্বাদ পায়, তখন আমোদের জন্য তর্ক করে, আর সর্বদা অন্যদের প্রতিবাদ, আর খণ্ডন করে, তাদের অনুকরণ করে যারা খণ্ডন করে; কুকুর ছানাগুলির মত যা কিছু তাদের সামনে পড়ে তাকেই টানা-হ্যাচড়া করতে আর ছিন্নভিন্ন করতে উল্লাস বোধ করে।

তিনি বললেন: হাঁ, তারা আর কিছুই এর চেয়ে বেশি পছন্দ করে না।

আর যখন তারা অনেক জায়গায় জয়ী হয়-এবং অনেকের হাতে পরাজয় বরণ করে, তখন তারা আগে যা বিশ্বাস করত তার কিছুই বিশ্বাস না

করবার পথে প্রচণ্ড উৎসাহে ও দ্রুতবেগে গিয়ে দাঁড়ায়, আর ফলে শুধু তারা নয়, কিন্তু দর্শন ও তৎসংক্রান্ত সব কিছু বাকী জগতের কাছে বদ্‌নামের ভাগী হয়।

তিনি বললেন : এই কথা এত সত্য যে বলবার নয়।

কিন্তু মানুষ যখন বুড়ো হতে শুরু করে, তখন সে আর এ ধরনের পাগলামির ঝোঁকে চলে না ; সে সত্যের অনুসন্ধানকারী দ্বন্দ্বমূল তর্কবিদ্‌কে, শুধু আমোদের জন্য প্রতিবাদকারী ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নয়, অনুকরণ করবে ; আর তার চরিত্রের অধিকতর সংযম বৃত্তির সম্মান হ্রাস করার পরিবর্তে বাড়াবে।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

আর আমরা কী এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করি নি যখন আমরা বলেছিলাম যে দর্শনের শিষ্যদের শৃংখলাপরায়ণ ও স্থিরসংকল্প হতে হবে, এখন যেমন সে রকম উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা অনুপ্রবেশক হলে চলবে না ?

খুব সত্য।

আমি বললাম : কল্পনা কর, দর্শনের অধ্যয়ন ব্যায়ামের স্থান গ্রহণ করল, আর শ্রম ও আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠা সহ দৈহিক কর্মে যতগুলি বছর অতিবাহিত হয়েছিল তার দ্বিগুণ সময় ধরে চলল—তাই কী যথেষ্ট হবে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কী ছয় বছর বলবে, না চার বছর ?

আমি উত্তর করলাম : ধর পাঁচ বছর ; ঐ সময়ের শেষে তাদের নিশ্চয় আবার গুহায় পাঠিয়ে দিতে হবে, আর কোন সামরিক বা অন্য পদ গ্রহণে বাধ্য করতে হবে ; ঐ পদ গ্রহণে যুবাপুরুষদের যোগ্যতা থাকা চাই : এই ভাবে তারা জীবন সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা লাভ করবে ; আর পরীক্ষা করবার সুযোগ আসবে, যখন প্রলোভন তাদের নানা দিকে নিয়ে যেতে টানাটানি করবে তখন তারা দৃঢ় থাকবে না বিচলিত হবে।

আর তাদের জীবনের এই রঙ্গমঞ্চ কত কাল স্থায়ী হবে ?

আমি উত্তর করলাম : পনের বছর ; আর যখন তারা পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছেছে, তখন তাদের মধ্যে যারা তখনও বেঁচে থাকবে, আর তাদের জীবনের প্রত্যেক কর্মে আর জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় নিজেদের কৃতিত্ব সুস্পষ্ট করেছে, তাদের অবশেষে পূর্ণ পরিণতিতে আসতে দাও ; এখন সময় এসেছে যখন তারা আত্মার চোখ নিশ্চয় বিশ্বজনীন আলোর দিকে তুলে ধরবে, সেই আলো সমুদয় বস্তুকে আলোকিত করে, আর

বিশুদ্ধ শুভকে অবলোকন করবে; কারণ ঐ হল ছাঁচ যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের রাষ্ট্রকে ও ব্যক্তিদের জীবনগুলিকে, আর তাদের নিজেদের জীবনের অবশিষ্ট অংশকেও, ব্যবস্থিত করতে হবে; দর্শনকে তারা জীবনের প্রধান বৃত্তি করবে, কিন্তু যখন তাদের পালা আসে, রাজনীতিতেও মেহনৎ করবে আর জনগণের শুভের জন্য শাসন করবে, এ ভাবে নয় যেন তারা কোন বীরত্বব্যঞ্জক কাজ সুসম্পন্ন করছে, কিন্তু এ ভাবে যেন তারা সরল কর্তব্যের ব্যাপার হিসাবে কাজ করছে; আর যখন তারা বংশের পর বংশ ধরে তাদের মতন অন্যদের এনেছে, আর তাদের স্থলে শাসক হবার জন্য রেখে গেছে, তখন তারা ধন্যদের দ্বীপগুলির দিকে যাত্রা করবে, আর সেখানে বাস করবে; আর নগর তাদের দেবে সরকারী স্মৃতি স্তম্ভগুলি আর নৈবেদ্যগুলি আর যদি প্যুথিয়াবাসী দৈববাণীরা রাজি হয় তবে তাদেরকে অর্ধ-দেবরূপে সম্মান করবে, আর যদি রাজি না হয়, তবে আর কিছু না হলেও পূত ও স্বর্গীয় বলে সম্মান করবে।

সোক্রাতেস্, তুমি একজন ভাস্কর, আর আমাদের শাসকদের যে মূর্তিগুলি তৈরি করেছ সেগুলি সৌন্দর্যে দোষলেশহীন।

আমি বললাম: হাঁ, গ্লাউকোন্, আর আমাদের শাসিকাদেরও; কারণ তুমি এটা নিশ্চয় মনে করবে না যে, আমি এ তাবৎ যা বলে আসছি, তা শুধু পুরুষদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাদের প্রকৃতিবশত স্ত্রীলোকদের প্রতি নয়।

তিনি বললেন: ওখানে তুমি ঠিক বলছ, কেননা আমরা তাদের পুরুষদের সঙ্গে সমস্ত জিনিসে অংশভাগী করেছি।

আমি বললাম: বেশ, আর তুমি সম্মতি দেবে (তুমি কী দেবে না?) যে, রাষ্ট্র ও সরকার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা একটা স্বপ্নমাত্র নয়, আর যদিও কঠিন তবু অসম্ভব নয়, কিন্তু শুধু সেই উপায়েই সম্ভব যে উপায় কল্পনা করা হয়েছে, অর্থাৎ ঠিকমত বলতে গেলে যখন সত্য দার্শনিক রাজারা কোন রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে, একজনও হতে পারে, বেশিও হতে পারে; তারা এই বর্তমান জগতের সম্মানগুলিকে হীন ও মূল্যহীন জ্ঞানে তুচ্ছ করে, সর্বোপরি সাধুতাকে ও সাধুতা থেকে সঞ্জাত সম্মানকে শ্রদ্ধা দান করে, আর ন্যায়কে সব জিনিসের মধ্যে মহত্তম আর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করে; ঐ ন্যায়ের মন্ত্রী তারা, আর যখন তাদের নিজেদের নগরকে শৃংখলার মধ্যে স্থাপন করে, তখন ঐ ন্যায়ের নীতিগুলিকে তারা মহীয়ান্ করবে?

কী ভাবে তারা এগুবে?

যাদের বয়স দশ বৎসরের চেয়ে বেশি, সেই সব অধিবাসীকে গ্রাম-দেশে পাঠিয়ে দিয়ে তারা শুরু করবে, আর তাদের ছেলেমেয়েদের স্বত্ব তারা গ্রহণ করবে, এরা এদের বাপ-মায়েদের স্বভাবের স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবে; এদেরকে তারা তাদের নিজেদের স্বভাব ও আইনগুলি দিয়ে শেখাবে, মানে যে আইনগুলি আমরা তাদের দিয়েছি; আর এই উপায়ে আমরা যে রাষ্ট্র ও কাঠামোর কথা বলছিলাম, সেখানে তারা দ্রুততম বেগে ও সহজতম ভাবে সুখ লাভ করবে, আর যে জাতির এ রকম এক কাঠামো থাকবে, সে জাতি সব চেয়ে বেশি লাভবান্ হবে।

হাঁ, সেটা হবে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। আর সোক্রাতেস্, আমি মনে করি, যদি কখনও আসে, কী ভাবে এ ধরনের এক কাঠামো আসবে, তুমি তার খুব সুন্দর বর্ণনা করেছ।

সুতরাং পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র সম্বন্ধে যথেষ্ট হল, আর যে মানুষ এর প্রতিকৃতি বহন করে—তাকে আমরা কী ভাবে বর্ণনা করব তা দেখবার কোন মুস্কিল রইল না।

তিনি উত্তর করলেন: কোন মুস্কিল নেই; আর আমি তোমার সঙ্গে এ চিন্তায় একমত হচ্ছি যে আর বেশি কিছু বলবার দরকার নেই।

গ্রন্থ আট

আর অতএব, গ্লাউকোন্, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সর্বভোগ্য হতে হবে ; আর সমুদয় শিক্ষা এবং যুদ্ধ এবং শান্তিকালীন বৃত্তি সর্ববণ্টিত হবে, আর সর্বোৎকৃষ্ট দার্শনিকদের ও সব চেয়ে সাহসী যোদ্ধাদের তাদের রাজা হতে হবে ?

গ্লাউকোন্ উত্তর করলেন : সেটা স্বীকৃত হয়েছে।

আমি বললাম : হাঁ ; আর আমরা এও স্বীকার করেছি যে, শাসকরা যখন নিযুক্ত হয়েছে, তখন নিজেরা তাদের সৈন্যদের নিয়ে যাবে, আর আমরা যে ধরনের বাড়ীগুলি বর্ণনা করেছিলাম সেগুলিতে তাদের রাখবে, সেগুলি সর্বজনের ; আর বেসরকারী বা ব্যক্তিগত বলে কিছু সেখানে থাকছে না ; আর তাদের সম্পত্তি সম্বন্ধেও, তোমার মনে আছে, আমরা কী বিষয়ে একমত হয়েছিলাম ?

হাঁ, আমি স্মরণ করছি যে, মানবজাতির সাধারণ বিষয়-সম্পত্তির কোন কিছুই তারা রাখতে পারবে না ; তাদের হতে হবে যোদ্ধা, পালোয়ান ও অভিভাবক ; তারা বাৎসরিক বেতনের জায়গায়, অন্য নাগরিকদের কাছ থেকে পাবে শুধু তাদের ভরণ-পোষণ, আর তাদের নিজেদের ও সমগ্র রাষ্ট্রের ভার তাদের নিতে হবে।

আমি বললাম : সত্য ; আর এখন আমাদের কাজের এই বিভাগটা শেষ হয়েছে, এস, আমরা সে জায়গাটা খুঁজে বের করি যেখান থেকে আমরা প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিলাম, যাতে আমরা পুরানো পথে ফিরতে পারি।

ফিরতে কোন মুস্কিল ত নেই ; এখনকার মত তখন তুমি বুঝাতে চেয়েছিলে যে তুমি রাষ্ট্রের বর্ণনা শেষ করেছ : তুমি বলেছিলে যে, এই ধরনের কোন রাষ্ট্র হল শুভকর, আর যে মানুষ এর সদৃশ সে শুভকর, যদিও, এখন যেমন দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্র ও মানুষ উভয়ের সম্বন্ধে আরও উৎকৃষ্টতর জিনিসগুলি বলবার ছিল। আর তুমি আরও বলেছিলে যে, যদি এটি সত্য আকার হয়, তবে অন্যগুলি হবে মিথ্যা ; আর মিথ্যা আকার-গুলির, তুমি বলেছিলে, আমার যেন মনে পড়ছে, চারটি ছিল প্রধান, আর তাদের দোষগুলি, তাদের সদৃশ ব্যক্তিদের দোষগুলি, পরীক্ষার যোগ্য। আমরা যখন সকলে চূড়ান্ত ভাবে একমত হয়েছি, তাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কে আর সর্বনিকৃষ্ট কে তখন আমাদের বিবেচনা করবার কথা—

সর্বোৎকৃষ্ট সব চেয়ে সুখী আর সর্বনিকৃষ্ট সব চেয়ে দুঃখী কি না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম সরকারের সেই চারটি আকার কী যেগুলির কথা তুমি বলেছিলে, আর তখন পলেমার্খস্ ও আদিমান্তস্ তাঁদের কথা শোনালেন; আর তুমি আবার শুরু করলে, আর আমরা এখন যেখানে পৌঁছেছি সেখান পর্যন্ত পথ খুঁজে খুঁজে তুমি নিয়ে এলে।

আমি বললাম: তোমার স্মৃতি অতীব নিখুঁত।

তিনি উত্তর করলেন: সুতরাং একজন মল্লযোদ্ধার মত তুমি নিশ্চয় নিজেকে একই স্থানে পুনঃস্থাপন করবে; আর আমাকে একই প্রশ্নগুলি করতে দাও, আর তুমি তখন যে উত্তর দিতে যাচ্ছিলে সেই একই উত্তর দাও।

আমি বললাম: হাঁ, আমি পারলে দেব বৈকি।

তুমি চারটি কাঠামোর কথা বলছিলে; আমি বিশেষ ভাবে শুনতে চাই সেগুলি কী কী।

আমি বললাম: সেই প্রশ্নের উত্তর সহজে দেওয়া যায়; যে চারটি সরকারের কথা আমি বলেছিলাম, যতদূর পর্যন্ত তাদের আলাদা নামে নির্দেশ করা যায়, হচ্ছে, প্রথম, তারা ক্রেত ও স্পার্তার সরকার, এগুলি সাধারণত প্রশংসা পেয়েছে; যাকে আখ্যা দেওয়া হয় স্বল্পনায়কতন্ত্র, সেটা তারপর আসে, এটা সমভাবে অনুমোদিত নয়, আর এটা এমন আকারের সরকার যা অশুভে পরিপূর্ণ; তৃতীয়ত, জনগণতন্ত্র, যেটা স্বাভাবিক ভাবে স্বল্পনায়কতন্ত্রের অনুবর্তী, যদিও খুব ভিন্ন প্রকৃতির; আর শেষে আসে স্বেচ্ছাচারী শাসন, মহান্ ও বিশ্রুত, অন্য সকলের থেকে আলাদা— চতুর্থ আর সব চেয়ে নিকৃষ্ট বিশৃংখল রাষ্ট্রের কাঠামো। আমি এছাড়া কোন কাঠামোর কথা জানি না যার স্পষ্ট আলাদা চরিত্র আছে বলে শোনা যায়; তুমি জান কী? ওমরাহগিরিগুলি আছে, আর অধিপতির রাজ্যগুলি আছে, ওগুলি কেনাবেচা হয়, আর সরকারের অন্যান্য মধ্যবর্তী আকারগুলি আছে। কিন্তু এগুলি বর্ণনা করা হয় না, আর হেল্লাসুবাসীদের মধ্যে ও বর্বরদের মধ্যে সমান ভাবে দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

তিনি উত্তর করলেন: হাঁ, আমরা তাদের মধ্যে অনেক অদ্ভুত আকারের সরকারের কথা শুনে আসছি।

আমি বললাম: তুমি কী জান যে মানুষের প্রকৃতিগুলি যেমন বদলায় সরকারগুলিও তেমন বদলায়, আর একটির ততগুলি রূপ থাকে, অন্যটির যতগুলি রূপ আছে? কারণ আমরা কল্পনা করতে পারি না যে, রাষ্ট্রগুলি 'ওক গাছ ও শিলা' দিয়ে তৈরি, আর তাদের মধ্যে বসতিকারী মানব-

প্রকৃতিগুলি দিয়ে তারা তৈরি নয়, আর এগুলি পাল্লা ভারী বা হালকা করে আর অন্য জিনিসগুলিকে তাদের পিছনে টেনে আনে ?

তিনি বললেন : হাঁ, মানুষগুলি যা রাষ্ট্রগুলি তাই : তারা নাগরিক চরিত্রগুলি থেকে জন্মলাভ করে।

সুতরাং, যদি রাষ্ট্রগুলির কাঠামোগুলির সংখ্যা হয় পাঁচ, তবে ব্যক্তিগত প্রকৃতিগুলিও হবে পাঁচ ?

আলবৎ।

যে অভিজনতন্ত্র সদৃশ, আর যাকে আমরা সঙ্গত ভাবে ন্যায্য ও শুভ আখ্যা দি, তার কথা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

আমরা করেছি।

সুতরাং এস, আমরা এখন অপকৃষ্ট ধরনের প্রকৃতিগুলি বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হই। তারা কলহপ্রিয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তারা কেউ স্পার্তার গণতন্ত্রের সদৃশ ; কেউ স্বল্পনায়কতান্ত্রিক ; কেউ জনগণতান্ত্রিক ; কেউ স্বৈরতান্ত্রিক। এস, আমরা সব চেয়ে ন্যায়বান্‌কে সব চেয়ে ন্যায়হীনের পাশে দাঁড় করাই, আর যখন আমরা তাদের দেখব, তখন যে বিশুদ্ধ ন্যায় বা বিশুদ্ধ অন্যায়ের জীবন যাপন করে, তার আপেক্ষিক সুখ বা সুখহীনতা তুলনা করতে সমর্থ হব। তখন অনুসন্ধান সমাপ্ত হবে। আর তখন আমরা জানব, থ্রাস্যুমাখসের পরামর্শমত আমাদের অন্যায়কে অনুসরণ করা উচিত, অথবা বিতর্কের সিদ্ধান্তগুলির অনুযায়ী ন্যায়কে বেশি পছন্দ করা উচিত।

তিনি উত্তর করলেন : নিশ্চয় তুমি যেমন বলছ আমরা তেমন করব।

আমরা কী আমাদের পুরানো পরিকল্পনা অনুসরণ করব ? প্রথমে রাষ্ট্রকে গ্রহণ করব আর তারপর ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হব ? এটা আমরা বিষয়কে প্রাঞ্জল করবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছিলাম। না কী মান্য সরকার নিয়ে শুরু করব ?—এ রকম সরকারের নাম মান্যজনতন্ত্র, অথবা সম্ভবত মান্যজন রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কী দেওয়া যায়, আমি জানি না। আমরা এর সঙ্গে তুলনা করব ব্যক্তির ও-রকম চরিত্র ; আর তারপর স্বল্পনায়কতান্ত্রিক মানুষকে বিবেচনা করব : আর তারপর আবার জনগণতন্ত্র ও জনগণতান্ত্রিক মানুষের দিকে আমাদের মনোযোগ দেব ; আর শেষ কালে, আমরা গিয়ে স্বৈরশাসনাধীন নগরকে পর্যবেক্ষণ করব, আর একবার স্বৈরশাসকের আত্মার দিকে দৃষ্টিপাত করব, আর একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করব।

ব্যাপারটাকে দেখবার ও বিচার করবার ঐ পন্থা খুব উপযোগী হবে।

আমি বললাম : তাহলে, প্রথম, এস আমরা অনুসন্ধান করি কী ভাবে

অভিজনতন্ত্রের (সর্বোৎকৃষ্টের সরকার) থেকে মান্যজনতন্ত্র (সম্মানের সরকার)-এর উদ্ভব হয়। এটা স্পষ্ট যে, সমুদয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের উদ্ভব হয় প্রকৃত শাসন ক্ষমতার বিভাগ থেকে; ঐক্যবদ্ধ কোন সরকার যতই ছোট হোক, তাকে নড়ান যায় না।

তিনি বললেন: খুব সত্য।

সুতরাং কী প্রকারে আমাদের নগরকে নড়ান হবে, আর সহায়ক ও শাসক এই দুই শ্রেণী তাদের নিজেদের মধ্যে অথবা একে অন্যের সঙ্গে মতান্তরে উপনীত হবে? আমরা কী হমেরসের ধরন অনুসরণ করে নব-দেবকন্যাদের কাছে প্রার্থনা জানাব আমাদের বলুন, 'কী ভাবে বিবাদ প্রথম জন্মলাভ করল'? আমরা কী কল্পনা করব, গম্ভীর বিদ্রূপ ভরে তাঁরা আমাদের সঙ্গে খেলা ও তামাসা করছেন যেন আমরা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আর আমাদেরকে এক উচ্চ করুণ সুরে সম্বোধন করছেন, বিশ্বাস করাতে চাইছেন তাঁরা আন্তরিক?

কী প্রকারে তাঁরা আমাদের সম্বোধন করবেন?

এই প্রকারে:—এই ভাবে যে নগর গঠিত হয় তাকে কচিৎ নড়ান যায়; কিন্তু প্রত্যেক জিনিস যার শুরু আছে তার শেষও আছে, এমন কি তোমাদের ধরনের একটা কাঠামোও চিরকাল টিকে থাকবে না, কিন্তু সময়ে ভেঙ্গে যাবে। আর এই হল বিনাশ:—পৃথিবীতে যে গাছগুলি জন্মে সেগুলিতে আর যে জন্তুরা পৃথিবীর উপরে চলাফেরা করে তাদের মধ্যেও বটে, যখন প্রত্যেকের বৃত্তিগুলির পরিধি সমাপ্ত হয়, আত্মা ও দেহের উর্বরতা ও বন্ধ্যাত্ব ঘটে, তখন ঐগুলি ক্ষণজীবী অস্তিত্বগুলিতে হ্রস্ব স্থান অতিক্রম করে, আর দীর্ঘজীবী অস্তিত্বগুলিতে দীর্ঘ স্থান অতিক্রম করে। কিন্তু তোমার শাসকদের সমুদয় বিজ্ঞতা ও শিক্ষা মানবিক জননী ও বন্ধ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছাবে না; যে সব আইন তাদের নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি সেই বুদ্ধি আবিষ্কার করবে না যার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের খাদ মেশান আছে, তাদের হাত এড়িয়ে যাবে, আর তারা জগতে ছেলেমেয়ে আনবে যখন তাদের আনা উচিত নয়। এখন যেটা দিব্য জাত সেটার একটা সময় আছে, সেই সময় পূর্ণ সংখ্যায় বিধৃত[1], কিন্তু মানবিক জন্মের সময় এমন এক সংখ্যার মধ্যে বিধৃত যাতে জড়িত করণ ও বিবর্তন দ্বারা প্রাথমিক বৃদ্ধিগুলি [অথবা বর্গীকরণ ও ঘনীকরণ],

---

1 অর্থাৎ এক বৃত্তাকার সংখ্যা যেমন 6, এটি এর ভাজকগুলির 1, 2, 3 এর সমষ্টির সমান, ফলে 6 দ্বারা প্রকাশিত বৃত্ত বা সময় পরিসমাপ্ত হয়, তখন 1, 2, 3 দ্বারা প্রকাশিত কম কম সময়গুলি ও ঘূর্ণনগুলিও সমাপিত হয়।

সদৃশ ও অসদৃশের তিনটি বিরতি ও চারটি পালা লাভ করে, চন্দ্রকলার মত সংখ্যাগুলি বাড়ে ও কমে ; বৃদ্ধিগুলি সমুদয় পালাগুলিকে একে অন্যের সঙ্গে সমানুপাতিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে[1]। এগুলির (3) ভিত্তিভূমি তৃতীয় একটি যোগ হলে পর (4) যখন পাঁচের (20) সঙ্গে একত্রিত হয় (20), আর তৃতীয় মান পর্যন্ত উন্নীত হয় তখন দুটি স্বরমিল যোগায় ; প্রথমটা এক বর্গ সেটা একশ গুণ বড় (400=4×100)[2] আর অপরটি একটি ক্ষেত্র যার এক বাহু পূর্বটির সমান, কিন্তু আয়তক্ষেত্র, তাতে আছে একটি বর্গের (ভগ্নাংশগুলি বাদ) যুক্তিপূর্ণ ব্যাসগুলির উপর বর্গীকৃত একশ সংখ্যা, যার বাহু হচ্ছে পাঁচ (7×7=49×100=4900), তাদের প্রত্যেকে (পূর্ণ বর্গক্ষেত্রের চেয়ে, ভগ্নাংশগুলি তার অন্তর্গত) এক কম অথবা যুক্তিহীন ব্যাসার্ধের দুই সম্পূর্ণ বর্গ কম (ঐ ব্যাসার্ধগুলি এমন এক বর্গক্ষেত্রের যার বাহু হচ্ছে পাঁচ=50+50=100) ; আর তিনের একশ ঘন (27×100 =2700+4900+400=8000। এখন এই সংখ্যা এক জ্যামিতিক ক্ষেত্রকে বুঝায়, যা জন্মের শুভ ও অশুভ নক্ষত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ যখন তোমার অভিভাবকরা জন্মের আইন সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, আর বর-কনেকে ঋতুর বাইরে মিলিত করে, তখন ছেলেমেয়েরা সুশ্রী অথবা ভাগ্যবান্ হবে না। আর যদিও তাদের পূর্বসূরীরা তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদের নিয়োগ করবে, তথাপি তাদের পিতৃপুরুষদের স্থানগুলি দখল করবার অনুপযুক্ত হবে, আর যখন তারা অভিভাবক ভাবে তাদের ক্ষমতা লাভ করবে, শীগগিরই দেখা যাবে, আমাদের নব দেব-কন্যাদের যত্ন নিতে ব্যর্থ হচ্ছে, প্রথমত সঙ্গীতকে হীনমূল্য করে ; ঐ অবহেলা শীগগির ব্যায়ামে বিস্তৃত হবে ; আর সুতরাং তোমার রাষ্ট্রের যুবা পুরুষরা কম অনুশীলিত হবে ; পরবর্তী পুরুষে এমন সব শাসক নিযুক্ত হবে যারা তোমার বিভিন্ন জাতির ধাতু পরীক্ষার অভিভাবক-সুলভ শক্তি হারিয়েছে, সেগুলি হেসিয়দসের মত সোনা ও রূপা ও পিতল ও লোহায় তৈরি। আর এই ভাবে লোহা রূপার সঙ্গে, আর পিতল সোনার সঙ্গে মিশ্রিত হবে, আর সুতরাং জেগে উঠবে বিসদৃশতা ও অসমতা ও অনিয়মবর্তিতা, যেগুলি সর্বদা আর সকল স্থানে ঘৃণা ও যুদ্ধের কারণ হয়। বিবাদ যেখানেই গজাক, তার ভাণ্ডার হল এই, দেবকন্যারা জোর দিয়ে জানান ; আর এই হল তাঁদের উত্তর আমাদের জন্য।

1 সম্ভবত 3, 4, 5, 6 সংখ্যাগুলি, প্রথম তিনটি হল=পুথাগোরীয় ত্রিভুজের বাহুগুলি। সুতরাং পালাগুলি তখন হবে 3^3, 4^3, এক্ষেত্রে=6^3=216।

2 অথবা প্রথমটি এক বর্গ যা হল 100×100=10,000। সমগ্র সংখ্যাটি তখন হবে 17,500=100-র এক বর্গ ও 100×75-এর এক আয়তক্ষেত্র।

হাঁ, আর আমরা ধরে নিতে পারি, তাঁরা সত্য উত্তর দেন।

আমি বললাম : কেন, হাঁ, অবশ্যই তাঁরা সত্য উত্তর দেন : দেব-কন্যারা কী করে মিথ্যা বলতে পারেন ?

আর দেব-কন্যারা তারপর কী বলেন ?

যখন বিবাদ জাগল, তখন দুই জাতি দুই বিভিন্ন পথে চলে গেল ; লোহা আর পিতল মুদ্রা ও জমি ও বাড়ী ও সোনা ও রূপা সংগ্রহে যোগ দিল ; আর সোনা ও রূপা জাতিগুলি মুদ্রা চাইল না, কিন্তু তাদের নিজেদের প্রকৃতিতে সত্য ধন থাকায় ধর্ম ও প্রাচীন ব্যবস্থাগুলির দিকে ঝুঁকল। তাদের মধ্যে এক যুদ্ধ বাধল, আর অবশেষে তারা তাদের জমি ও বাড়ীগুলি ব্যক্তিগত মালিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে সম্মত হল ; আর তারা তাদের বন্ধুদের ও পালকদের দাস করল, এদেরকে তারা পূর্বে মুক্ত মানুষের অবস্থায় রক্ষা করেছিল, আর তাদের প্রজা ও ভৃত্য করল ; আর তারা নিজেরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল আর তাদেরকে চৌকি দিয়ে রেখেছিল।

আমার বিশ্বাস, তুমি পরিবর্তনের উদ্ভবটা সঠিকভাবে ধারণা করেছ।

আর এই ভাবে যে নূতন সরকার জন্ম নেয় তা স্বল্পনায়কতন্ত্র ও অভিজন-তন্ত্রের মধ্যবর্তী আকারের হবে।

খুব সত্য।

এই রকম হবে পরিবর্তন, আর পরিবর্তনটা ঘটে যাবার পর, তারা কী ভাবে অগ্রসর হবে ? এটা স্পষ্ট যে, নূতন রাষ্ট্র স্বল্পনায়কতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী হওয়ায়, অংশত একটিকে আর অংশত অন্যটিকে অনুসরণ করবে, আর নিজের কতকগুলি বিশেষত্বও থাকবে।

তিনি বললেন : সত্য।

শাসকদেরকে সম্মান দান, যোদ্ধৃ শ্রেণীর কৃষি, হস্তশিল্প ও সাধারণ ভাবে বাণিজ্য থেকে নিবৃত্তি, সর্বজনীন আহার গ্রহণ ব্যবস্থা, ব্যায়াম ও সামরিক শিক্ষায় মনোযোগ দান—এই সব দিকে এই রাষ্ট্র প্রথমটির সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করবে।

সত্য।

কিন্তু দার্শনিকদের ক্ষমতা গ্রহণে ভীতি, কারণ তাদের আর সরল ও আন্তরিক থাকতে দেখা যাবে না, কিন্তু মিশ্র উপাদানে গঠিত হবে ; আর তাদের কাছ থেকে আবেগপূর্ণ ও কম জটিল চরিত্রগুলিতে প্রত্যাবর্তন, যারা প্রকৃতি বশে শান্তির চেয়ে যুদ্ধের জন্য বেশি উপযুক্ত ; তাদের রণকৌশল ও উদ্ভাবনাগুলিকে মূল্যদান আর চিরস্থায়ী যুদ্ধ চালনা—এগুলিতে নূতন রাষ্ট্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হবে।

হাঁ।

আমি বললাম : হাঁ ; আর এই লক্ষণাক্রান্ত মানুষরা, যারা স্বল্পনায়ক রাজ্যগুলিতে বাস করে, তাদের মত অর্থগৃধ্নু হবে ; সোনা ও রূপা লাভের জন্য তাদের থাকবে এক হিংস্র গোপন স্পৃহা, ঐ দুই জিনিস তারা অন্ধকার স্থানগুলিতে গোপনে মজুত করবে, তাদের আমানতের ও গোপনতার জন্য নিজস্ব ভাণ্ডার ও কোষাগার থাকবে ; দুর্গও থাকবে, তাদের ডিমগুলির জন্য ওগুলি উপযুক্ত নীড়, আর ঐখানে তারা তাদের স্ত্রীদের, অথবা যাদের পছন্দ করে তাদের, জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করবে।

তিনি বললেন : সেটা সত্যতম।

আর তারা কৃপণ-স্বভাব, কারণ যে অর্থের তারা এত কাঙাল তা প্রকাশ্যে উপার্জন করবার কোন উপায় তাদের নেই ; তাদের বাসনাগুলি চরিতার্থ করবার জন্য তারা তা ব্যয় করবে যা অন্য লোকের, চুরি করে তাদের আনন্দগুলি ভোগ করবে, আর ছোট ছেলেমেয়েদের মত আইনের থেকে, তাদের বাপের থেকে, দৌড়ে পালাবে ; তাদের বিদ্যাভ্যাস করান হয়েছে শান্ত প্রভাবের দ্বারা নয়, কিন্তু জোরজবরদস্তি করে, কারণ তারা তাঁকে অবহেলা করেছে যিনি সত্য সত্য দেব-কন্যা, যুক্তি ও দর্শনের সঙ্গিনী, আর সঙ্গীতের চেয়ে ব্যায়ামকে বেশি সম্মান দিয়েছে।

তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে, তুমি সরকারের যে আকার বর্ণনা করছ তা শুভ ও অশুভের এক মিশ্রণ।

আমি বললাম : তা একটা মিশ্রণ আছে বটে ; কিন্তু একটি জিনিস, মাত্র একটি জিনিস, প্রধানরূপে দেখা দেয়—বিবাদ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভাব ; আর এগুলির কারণ হল কামুক ও তেজস্বী উপাদানের আধিক্য।

তিনি বললেন : সন্দেহ কী।

এই রাষ্ট্রের এ ধরনের হল উদ্ভব আর এ ধরনের হল চরিত্র। রাষ্ট্রের খসড়া রূপটা শুধু বর্ণনা করা হয়েছে ; পূর্ণতর সমাধানের প্রয়োজন হয় নি। সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ন্যায্য ও সর্বাপেক্ষা পূর্ণ অন্যায্যকর নমুনা দেখাবার জন্য খসড়াই যথেষ্ট ; তাদের কোনটিকে বাদ না দিয়ে সকল রাষ্ট্রের ও মানুষদের সকল চরিত্র আলোচনা হবে এক সীমাহীন শ্রম।

তিনি উত্তর করলেন : খুব সত্য।

এখন কোন্ সে লোক যে সরকারের এই আকারের সদৃশ—তার অস্তিত্ব কী ভাবে ঘটল, আর কিসের সদৃশ সে ?

আদিমান্তস্ বললেন : আমি মনে করি যে, বিবাদের ভাব তার

চরিত্রে বৈশিষ্ট্য দান করছে, এ বিষয়ে সে আমাদের বন্ধু গ্লাউকোনের অননুরূপ নয়।

আমি বললাম : হয়ত, ঐ এক বিষয়ে সে তার মত ; এমন অনেক কিন্তু অন্য দিক আছে, যেগুলিতে সে অত্যন্ত পৃথক।

কোন্ কোন্ দিক ?

তার আরও বেশি আত্মবিশ্বাস থাকা আর কম অনুশীলিত, তথাপি সংস্কৃতির বন্ধু, হওয়া উচিত ; তার হওয়া উচিত ভাল শ্রোতা, বক্তা নয়। এ রকম-ব্যক্তির দাসদের সাথে কটুভাষী হওয়ার প্রবণতা থাকে ; শিক্ষিত মানুষ তা নয়, সে এত গর্বিত যে এ রকম হতে পারে না ; আর সে মুক্ত মানুষদের কাছে সৌজন্যপূর্ণ আর কর্তৃপক্ষের অসাধারণ বাধ্য হবে ; সে ক্ষমতাপ্রিয় ও সম্মানপ্রিয় ; শাসক হবার দাবী করে, কারণ এই নয় যে সে বাগ্মী, অথবা ঐ রকম কিছু, কিন্তু কারণ এই যে সে একজন সৈন্য আর শস্ত্র-কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছে ; সে ব্যায়াম, মেহনৎ ও শিকার ভালবাসে।

হাঁ, ঐ হল চরিত্রের নমুনা যা মান্যজনতন্ত্রের সদৃশ।

এই রকম এক জন ব্যক্তি, শুধু যখন তার বয়স অল্প তখন ধনকে ঘৃণা করবে ; কিন্তু তার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ধনের দিকে অধিক থেকে অধিকতর আকৃষ্ট হবে, কারণ তার মধ্যে লোভী প্রকৃতির এক টুকরা আছে, আর তার শ্রেষ্ঠ অভিভাবককে হারিয়েছে বলে ধর্মের প্রতি সে একাগ্রমনা নয়।

আদিমান্তস্ বললেন : কে ছিল সে।

আমি বললাম : দর্শন। সঙ্গীতে নিষিক্ত হয়ে, সে আসে আর কোন মানুষের মধ্যে আবাস স্থান গ্রহণ করে, আর জীবনভোর তার ধর্মের একমাত্র পরিত্রাতা থাকে।

তিনি বললেন : উত্তম।

আমি বললাম : এই ধরনের হল মান্যজনতান্ত্রিক যুবা, আর সে মান্যজনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত।

ঠিক তাই।

তার উদ্ভব এই ভাবে হয় : সে প্রায়শ এক সাহসী পিতার যুবক পুত্র, বাস করে এক কুশাসিত নগরে, যার সম্মানগুলি ও পদগুলি সে প্রত্যাখ্যান করে, আর আইন ব্যবসায়ে যোগ দেবে না, অথবা নিজেকে কোন ভাবে জাহির করবে না, কিন্তু তার অধিকারগুলি বর্জন করতে রাজি আছে, যেন মুস্কিলে না পড়তে পারে।

আর পুত্রটি কী ভাবে রূপ গ্রহণ করে ?

পুত্রের চরিত্র তখন বিকাশ লাভ করতে শুরু করে, যখন সে শোনে তার

মা নালিশ করছে যে সরকারে তার স্বামীর কোন স্থান নেই যার ফলে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সে মর্যাদায় অগ্রবর্তী স্থান পায় না। অধিকন্তু যখন সে দেখে তার স্বামী টাকা পয়সা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসুক নয়, আর আইন আদালতগুলিতে অথবা সভাতে যুঝবার ও প্রতিরোধ করবার পরিবর্তে, যা কিছু তার ভাগ্যে ঘটে তাই শান্ত চিত্তে মেনে নেয় ; আর যখন সে লক্ষ্য করে যে তার চিন্তারাশি সর্বদা আত্মকেন্দ্রিক, অপর দিকে স্ত্রীর প্রতি খুব বেশি পরিমাণে উদাসীন, তখন সে রুষ্ট হয়, আর তার ছেলেকে বলে যে তার বাপ একজন অর্ধ-মানব আর অত্যন্ত বেশি অলস ; আর তার নিজের প্রতি খারাপ ব্যবহারের সাথে নালিশ যোগ করে দেয়, ঐগুলির বার বার নানা আবৃত্তি স্ত্রীলোকদের ভারী প্রিয়।

আদিমান্তস্ বললেন : হাঁ, তারা প্রচুর পরিমাণে যোগ করে দেয়, আর তাদের নালিশগুলি এত তাদের নিজেদের মত যে কী বলব।

আমি বললাম : আর তুমি জান, পুরাতন ভৃত্যরাও, যাদের পরিবারের প্রতি আসক্ত থাকবার কথা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গোপনে, একই সুরে পুত্রের সাথে কথা কয়, আর যদি তারা তাকে দেখে, তার বাপের কাছ থেকে যে টাকা ধার নিয়েছে, অথবা কোন ভাবে তার অনিষ্ট করছে, আর বাপ মোকদ্দমা করছে না, তবে তারা যুবাকে বলে যে যখন সে বড় হবে, তখন এই ধরনের লোকদের উপর তাকে নিশ্চয় প্রতিশোধ নিতে হবে, আর বাপের চেয়ে বেশি একজন মানুষের মত মানুষ হতে হবে। তার শুধু একটু বিদেশে হাঁটা-চলার ওয়াদা, আর সে একই রকমের জিনিস দেখে ও শোনে ; নগরে যারা আপন মনে তাদের নিজেদের কাজ করে যায়, তাদের বলা হয় নির্বোধ, তারা কোন শ্রদ্ধার আসন লাভ করে না, অন্য দিকে গায়ে পড়া ব্যস্তবাগীশরা সম্মান ও প্রশংসা পায়। ফল হয় এই যে, যুবা পুরুষরা এই সব জিনিস দেখে ও শোনে—বাপের মুখের কথাগুলিও শোনে, আর তার জীবনধারার এক নিকটতর পরিচয়ও পায়, আর তাকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করে বিপরীত পথগুলির টানাটানির মধ্যে পড়ে যায় ; যে কালে তার বাপ তার আত্মাস্থিত যৌক্তিক নীতিকে জলসিঞ্চিত ও স্পষ্ট করছে, সেকালে অন্যেরা কামুক ও ক্ষুৎপিপাসার নীতিতে উৎসাহ দিচ্ছে ; আসলে মন্দ-প্রকৃতি নয়, কিন্তু কুসংসর্গে পড়েছে, তাই শেষ পর্যন্ত তাদের যুক্ত প্রভাবে এক মধ্য বিন্দুতে আনীত হয়, আর তার ভিতরে যে কর্তৃত্ব আছে তা বিবাদ-পরায়ণতা ও ইন্দ্রিয়ভোগের মাঝামাঝি নীতি গ্রহণ করে, আর অহংকৃত ও পুরাকাঙ্ক্ষী হয়।

তার উদ্ভব-কথা নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছ বলে আমার বোধ হচ্ছে।

আমি বললাম : সুতরাং আমরা দ্বিতীয় প্রকারের সরকার ও দ্বিতীয় ছাঁচের চরিত্র এখন পেয়েছি ?

আমরা পেয়েছি।

তারপর, এস, আমরা অন্য এক মানুষের দিকে তাকাই যে এসখ্যুলসের ভাষায় বলছে

'অন্ত এক রাষ্ট্রের বিপরীত উপস্থাপিত' ;

অথবা, আমাদের পরিকল্পনার দরকারে, রাষ্ট্র নিয়ে শুরু করি।

সর্বতোভাবে।

আমার বিশ্বাস, ক্রমানুসারে এর পর আসে স্বল্পনায়কতন্ত্র।

আর কী রকম সরকারকে তুমি আখ্যা দাও স্বল্পনায়কতন্ত্র।

সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের উপর নির্ভরশীল এক সরকার, যেখানে ধনীরা ক্ষমতাসীন, আর গরিবরা ক্ষমতা-বঞ্চিত।

তিনি উত্তর করলেন : আমি বুঝছি।

কী করে মান্যজনতন্ত্র থেকে স্বল্পনায়কতন্ত্রে পরিবর্তনটা ঘটে, তার বর্ণনা দিয়ে কী আমার শুরু করা উচিত নয় ?

হাঁ।

আমি বললাম : বেশ, কী ভাবে একটা অন্যটায় পর্যবসিত হয়, তা দেখবার জন্য দুই চোখের দরকার হয় না।

কী ভাবে ?

বেসরকারী ব্যক্তিদের কোষাগারে সোনা সঞ্চয় মান্যজনতন্ত্রের সর্বনাশের কারণ ; তারা বে-আইনী খরচের রকমগুলি উদ্ভাবন করে ; কারণ তারা বা তাদের স্ত্রীরা আইনের কী কোন পরোয়া করে ?

হাঁ, বাস্তবিক করে না।

আর তারপর একজন অন্যজনকে ধনী হতে দেখে, তাকে ছাড়িয়ে যাবার ফিকির খোঁজে, আর এই ভাবে নাগরিকদের এক বড় অংশ অর্থ প্রেমিক হয়ে দাঁড়ায়।

যথেষ্ট সম্ভাবনা।

আর ফলে তারা ধনবান্ থেকে ধনবত্তর হতে থাকে, আর যত বেশি ভাগ্য সৃষ্টির কথা ভাবে, তত কম ধর্মের কথা ভাবে ; কারণ ধন ও ধর্মকে যখন দাঁড়িপাল্লার দুদিকে একই সময়ে চাপান হয়, তখন একটা উপরে উঠলে অন্যটা নিচে নামে।

সত্য।

আর যে অনুপাতে ধন ও ধনী ব্যক্তিরা রাষ্ট্রে সম্মানিত হয়, সেই অনুপাতে ধর্ম ও ধার্মিকরা অসম্মানিত হয়।

স্পষ্টত।

আর যা সম্মানিত হয় তার চর্চা চলে, আর যার কোন সম্মান নেই তা অনাদৃত হয়।

সে ত পরিষ্কার।

আর এই ভাবে অবশেষে প্রতিযোগিতা ও যশ ভালবাসবার পরিবর্তে, লোকে বাণিজ্য ও অর্থের অনুরাগী হয়, তারা ধনী মানুষকে সম্মান দেয় আর তার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর তাকে করে শাসক, গরিব মানুষকে দেয় অসম্মান।

তারা তাই করে।

তারপর, তারা এক আইন তৈরি করতে প্রবৃত্ত হয়, নাগরিকত্বের যোগ্যতার জন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থকে মাপকাঠি স্থির করে দেয়; টাকাটা কোথাও বেশি কোথাও কম হয়। কেননা স্বল্পনায়কতন্ত্রে সবাই স্বতন্ত্র, সবাই স্বাধীন; আর যাদের সম্পত্তি ঐ পরিমাণের নিচে থাকে, তাদের কাউকে সরকারে অংশ গ্রহণ করতে অনুমতি দেয় না। যদি ইতিমধ্যে ভীতি-প্রদর্শনে কাজ না হয়ে থাকে তবে তারা অস্ত্রবলে কাঠামোতে এই সব পরিবর্তন সম্পন্ন করে।

খুব সত্য।

আর সাধারণ ভাবে বলতে গেলে এই হল উপায় যে ভাবে স্বল্পনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি বললেন: হাঁ; কিন্তু এই আকারের সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি কী? আর দোষগুলি কী আমরা যেগুলির কথা বলছিলাম?

আমি বললাম: সর্বপ্রথম যোগ্যতার প্রকৃতি বিচার কর। শুধু ভেবে দেখ, যদি জাহাজ-পরিচালকদের তাদের সম্পত্তি অনুসারে বাছাই করা হয়, আর গরিব মানুষকে হাল ধরবার অনুমতি না দেওয়া হয়, এমন কি যদিও সে নিপুণতর চালক হয়, তবে ঠিক কী ঘটত?

মানে, তুমি বলতে চাও তারা জাহাজডুবি করত।

হাঁ; আর যে কোন কিছুর শাসন সম্বন্ধে কী এটা সত্য নয়?

আমার অনুমান, সত্য।

এক নগর ছাড়া? অথবা তুমি নগরকে অন্তর্ভুক্ত করবে?

তিনি বললেন: না, শুধু তাই নয়, নগরের শাসন সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেননা একটা নগরের শাসন হচ্ছে মহত্তম ও কঠিনতম ব্যাপার।

সুতরাং স্বল্পনায়কতন্ত্রের এই হবে প্রথম বড় দোষ।

পরিষ্কার।

আর এইখানে রয়েছে আর একটি দোষ, সেটি সমান খারাপ।

কী দোষ ?

অপরিহার্য ভাগ : এই ধরনের কোন রাষ্ট্র এক নয়, কিন্তু দুই, একটি গরিব মানুষদের, অন্যটি ধনী মানুষদের ; আর তারা একই ভূখণ্ডের উপর বাস করছে আর সর্বদা একে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

সেটা নিশ্চয় ততটা খারাপ।

অন্য একটা অসম্মানজনক লক্ষণ হল এই যে, অনুরূপ কারণের জন্য তারা কোন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অসমর্থ। হয় তারা বহুকে সশস্ত্র করে, আর তারপর শত্রুর চেয়েও তাদের ভয়ে বেশি ভীত থাকে ; অথবা, যদি তারা যুদ্ধের সময় আসন্ন হলে তাদের ডেকে না নেয়, তারা আসল স্বল্পনায়কতান্ত্রিক বটে, তবে যুদ্ধ করতে অল্প কয়েকজন মাত্র থাকবে, যেমন শাসন করবার জন্য অল্প কয়েকজন আছে। আর একই কালে অর্থের জন্য তাদের অনুরাগ তাদেরকে করগুলি শোধ করতে অনিচ্ছুক করে।

কী অপমানজনক।

আর, আমরা আগে যেমন বলেছি, এ রকম এক কাঠামোর অধীনে একই ব্যক্তিরা অতীব বেশি সংখ্যক পেশা অবলম্বন করে—তারা একাধারে কৃষক, বণিক ও যোদ্ধা। সেটা কী ভাল দেখায় ?

ভাল ছাড়া অন্য কিছু।

আর একটা অশুভ আছে, সম্ভবত সেটা সব চেয়ে বড়, আর এই রাষ্ট্র প্রথম তার বশবর্তী হতে শুরু করে।

কী অশুভ ?

একজন মানুষ তার যা কিছু আছে বিক্রি করে ফেলতে পারে, আর অন্যজন তার সম্পত্তি আহরণ করতে পারে ; তথাপি বিক্রির পর সে নগরে বাস করতে পারে, যার অংশ সে আর নেই, সে না বণিক না কারিকর, না ঘোড়সওয়ার, না পদাতিক, কিন্তু শুধু একজন গরিব অসহায় জীব।

হাঁ, এটা একটা অশুভ, এটা এই রাষ্ট্রে প্রথম শুরু হয়।

অশুভটা নিশ্চিত সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয় না ; কারণ স্বল্পনায়কতন্ত্রগুলির প্রচুর ধন ও চরম দারিদ্র্য এই উভয় চরম অবস্থা রয়েছে।

সত্য।

কিন্তু আবার ভেবে দেখ ; তার ঐশ্বর্যের দিনে, যখন সে তার অর্থ ব্যয় করছিল, এই ধরনের একজন লোক কী নাগরিকত্বের উদ্দেশ্যগুলির

জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে এক বিন্দু বেশি শুভদায়ক ছিল ? অথবা সে কী শুধু শাসক গোষ্ঠীর একজন সদস্য বলে পরিচিত হচ্ছিল ? সত্য কথা বলতে গেলে, সে ছিল না শাসক, না প্রজা, কিন্তু মাত্র একজন বেহিসাবী খরচে ?

তুমি যেমন বলছ, সে পরিচিত ছিল, একজন শাসক বলে, কিন্তু আসলে ছিল মাত্র একজন বেহিসাবী খরচে।

আমরা কী বলতে পারি না যে, গৃহে নিষ্কর্মা ব্যক্তি মৌচাকে পুং-মৌমাছির মতন, একজন হল নগরের মারি অন্যজন মৌচাকের ?

ঠিক তাই, সোক্রাতেস্।

আর আদিমান্তস্ ঈশ্বর উড়ন্ত পুংমৌমাছিগুলি সৃষ্টি করেছেন, সব হুল ছাড়া; পক্ষান্তরে চলন্ত নিষ্কর্মাদের মধ্যে কতককে হুল ছাড়া করেছেন, কিন্তু অন্যদের মারাত্মক হুল দিয়েছেন; তারা হল হুলহীন শ্রেণীর যারা তাদের বৃদ্ধ বয়সে কাঙাল হয়ে শেষ হয়; হুলধারীদের থেকে আসে সব অপরাধী শ্রেণী, তাদের ঐ নাম দেওয়া হয়।

তিনি বললেন: সত্যতম।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, যখনই তুমি কোন রাষ্ট্রে কাঙালদের দেখ, জেনো, কাছাকাছি অঞ্চলে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে চোরেরা, আর গাঁটকাটারা, আর মন্দির তস্করর‍া, আর সকল রকম দুষ্কর্মকারীরা।

পরিষ্কার।

আমি বললাম: আচ্ছা, স্বল্পনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে তুমি কী কাঙালদের দেখতে পাও না ?

তিনি বললেন: হাঁ; যে শাসক নয়, সে, প্রায় প্রত্যেকে, একজন কাঙাল।

আর আমরা কী এতটা সাহস সঞ্চয় করতে পারি যে, জোর দিয়ে বলব যে তাদের মধ্যে অনেক দাগী অপরাধীও পাওয়া যাবে, হুলযুক্ত জুয়াচোর তারা, আর তাদের জোর করে দমন করতে কর্তৃপক্ষ যত্নবান্ হয় ?

নিশ্চিত আমরা ততটা সাহস সঞ্চয় করতে পারি।

এই ধরনের ব্যক্তিদের উপস্থিতির কারণ খুঁজতে হবে শিক্ষার অভাবে, বদ্ শিক্ষণে, আর রাষ্ট্রের অশুভ কাঠামোতে ?

সত্য।

সুতরাং স্বল্পনায়কতন্ত্রের এই হল আকার আর এই হল অশুভগুলি; আরও অনেক অশুভ থাকতে পারে।

খুব সম্ভাবনা।

সুতরাং, স্বল্পনায়কতন্ত্র, অথবা সরকারের সেই আকার, যেখানে শাসকরা

তাদের ধনের জন্য নির্বাচিত হয়, থেকে এখন বিদায় নেওয়া যেতে পারে। তারপর, এই রাষ্ট্রের সদৃশ ব্যক্তির প্রকৃতি ও উদ্ভব বিবেচনা করতে অগ্রসর হওয়া যাক।

সর্বতোভাবে।

মান্যজনতান্ত্রিক মানুষ এই ভাবে স্বল্পনায়কতান্ত্রিক মানুষে পরিবর্তিত হয় না?

কী ভাবে?

সময় আসে যখন মান্যজনতন্ত্রের প্রতিনিধি পুত্র লাভ করে: প্রথমত, সে তার বাপকে নকল করে, আর তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে শুরু করে, কিন্তু অচিরে দেখতে পায় সাগরে ডোবা এক পাহাড়ের গায়ের উপর ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলে যেমন হয় তার বাপ সে রকম ভাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ ডুবে যাচ্ছে, এবং সে আর তার যা কিছু আছে সব নষ্ট হচ্ছে; সে হয়ত একজন সেনাপতি অথবা কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, চরদের দেওয়া সংবাদের ভিত্তিতে অন্ধ বিশ্বাসে তাকে বিচারের জন্য আনা হয়, আর তাকে হয় ফাঁসিকাঠে ঝুলান হয়, অথবা নির্বাসনে পাঠান হয়, অথবা তাকে নাগরিকের অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত করা হয়, আর তার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়।

কোন কিছু এর চেয়ে বেশি সম্ভব নয়।

আর পুত্রটি এই সব দেখেছে আর জেনেছে—সে সর্বস্বান্ত মানুষ, আর তার ভীতি তার বুকের সিংহাসন থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বাসনাকে ডিগবাজি খাইয়ে ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দিতে শিখিয়েছে; দারিদ্র্যনত সে অর্থোপার্জনে ব্রতী হয় আর ক্ষুদ্র ও কৃপণ সঞ্চয় ও কঠিন শ্রম দ্বারা প্রভূত ঐশ্বর্য একত্র জড় করে। এই ধরনের একজনের কী শূন্য সিংহাসনের উপর কামুক ও লোভার্ত উপাদানকে আসীন করবার, আর তার অন্তঃস্থলের মহারাজকে মুকুট ও মালা ও তরবারি ভূষিত হয়ে রাজা রাজা খেলতে দেবার সম্ভাবনা থাকে না?

তিনি উত্তর করলেন: সত্যতম।

আর যখন সে যুক্তি ও তেজকে নম্র চিত্তে তাদের সম্রাটের দুই পাশে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছে আর তাদের কার কী স্থান তা বুঝতে শিখিয়েছে তখন সে একজনকে শুধু এই কথা চিন্তা করতে বাধ্য করে যে কী করে সে কম টাকা পয়সাকে বেশি টাকা পয়সায় পরিবর্তিত করবে, আর অন্য-জনকে ধন ও ধনী ছাড়া অন্য কাউকে পূজা ও প্রশংসা করতে, অথবা

ধনের আহরণ ও আহরণের উপায়ের মত অন্য কিছুর জন্য তত আকাঙ্ক্ষা করতে দেয় না।

তিনি বললেন: সমুদয় পরিবর্তনের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবার এত দ্রুত ও এত নিশ্চিত লোভী যুবায় পরিণত হবার পক্ষে আর কিছুই নেই।

আমি বললাম: আর লোভী-ই হয় স্বল্পনায়কতান্ত্রিক যুবা?

তিনি বললেন: হাঁ; অন্তত পক্ষে যে ব্যক্তি থেকে সে জন্মে সে সেই রাষ্ট্রের মত যার থেকে স্বল্পনায়কতন্ত্র জন্মেছিল।

সুতরাং, এস, আমরা বিবেচনা করি, তাদের মধ্যে কোন সদৃশতা আছে কি না।

খুব ভাল।

সুতরাং, প্রথম, ধনকে তারা বিশেষ মূল্য দেয়, তাতে তারা একজন অপর জনের সদৃশ?

আলবৎ।

আর কৃপণতা ও শ্রমসাধ্য চরিত্রেও তারা সদৃশ; ব্যক্তি শুধু তার দরকারী ক্ষুৎ-পিপাসাগুলি তৃপ্ত করে, আর তার ব্যয়টা তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে; অন্য বাসনাগুলি লাভজনক নয়, এই ধারণায় সে তাদের দমন করে।

সত্য।

সে এক অপকৃষ্ট জন যে প্রত্যেক জিনিস থেকে কিছু কিছু বাঁচায়, আর নিজের জন্য টাকার থলে তৈরি করে; আর এই হল সেই ধরনের মানুষ যাকে ইতর জনেরা হাততালি দেয়। সে কী যে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে তার সত্যকার প্রতিমূর্তি নয়?

আমার ত তাই বলে বোধ হয়; আমরা কী আরও স্বীকার করব না যে, অন্তত পক্ষে সে, আর রাষ্ট্রও বটে, টাকা পয়সাকে উচ্চ মূল্য দেয়।

আমি বললাম: তুমি দেখছ, সে একজন সংস্কৃতিবান্ মানুষ নয়।

তিনি বললেন: আমার অনুমান, নয়; যে যদি শিক্ষিত হত তবে একাঙ্গ দেবকে সে কখনও তার ঐক্যতানের পরিচালক করত না, অথবা তাকে প্রধান সম্মান দিত না।

আমি বললাম: চমৎকার! তথাপি বিবেচনা কর: আমরা কী স্বীকার করব না যে সংস্কৃতির এই অভাব বশে কাঙাল ও জুয়াচোরের মত পুংমৌমাছিসুলভ সেই আকাঙ্ক্ষাগুলি তার মধ্যে পাওয়া যাবে, তার সাধারণ অভ্যস্ত জীবনের সাহায্যে যেগুলিকে জোর করে দাবিয়ে রাখা হয়?

সত্য।

তুমি কী জান তার জুয়াচুরি ধরতে হলে, কোথায় তোমাকে দৃষ্টিপাত করতে হবে ?

সেই দৃষ্টি তুমি আমাকে দান কর।

তাকে তোমার সেখানে দেখা দরকার যেখানে তার অসাধু ভাবে কাজ করবার মস্ত সুবিধা আছে, যেমন কোন অনাথের অভিভাবকত্বে।

বটে।

সুতরাং এটা যথেষ্ট পরিষ্কার হবে যে তার সাধারণ লেনদেনের ব্যাপারগুলিতে সাধুতার জন্য তার যে খ্যাতি হয়, তা জোর করা ধর্মের নামে তার অশুভ রিপুগুলিকে দমিয়ে রাখার ফল ; লোককে দেখতে দেয় না যে তারা ভুল করছে, অথবা তাদের যুক্তি দিয়ে বশ করছে, কিন্তু প্রয়োজন ও ভয় তাদের সংযত করে, আর তার কারণ হল তার সম্পত্তি রক্ষার ভয়ে সে কাঁপতে থাকে ।

সন্দেহ কী ।

হাঁ, বাস্তবিক, প্রিয় বন্ধু হে আমার। কিন্তু তুমি দেখতে পাবে যে, যাই হোক না কেন, পুংমৌমাছির সাধারণ আকাঙ্ক্ষাগুলি সাধারণত তাদের মধ্যে জীয়ান থাকে যখনই যা তার নিজের নয় তাকে তা খরচ করতে হয় তখনই বুঝা যায়।

হাঁ, আর ঐগুলি তার মধ্যেও শক্তিশালী হবে ।

সুতরাং মানুষটি নিজের সঙ্গে যুদ্ধে রত হবে ; সে একা দুটি লোক হয়ে যাবে, আর একজন মাত্র থাকবে না ; কিন্তু সাধারণ ভাবে, দেখা যাবে, উৎকৃষ্টতর আকাঙ্ক্ষাগুলি অপকৃষ্ট ধারণাগুলির উপর প্রাধান্য লাভ করছে।

সত্য।

এই সব কারণের জন্য এ ধরনের একজন লোক অধিকাংশের চেয়ে বেশি মাননীয় হবে ; তথাপি একাগ্র ও সুসমঞ্জস কোন আত্মা অনেক দূরে পালিয়ে যাবে, আর কখনও তার কাছে ঘেঁসবে না।

আমার প্রত্যাশাও তাই ।

আর এটা নিশ্চয় যে, রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত ভাবে কৃপণ যে কোন জয়ের পুরস্কার লাভে অথবা অন্য বস্তুর জন্য সম্মানজনক উচ্চাশা পোষণে হবে একজন নিচ প্রতিদ্বন্দ্বী ; সে যশোলাভের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার অর্থ খরচ করবে না ; তার ব্যয়ের তৃষ্ণাগুলি জানাতে আর তাদের আহবে সাহায্য করতে ও যোগ দিতে আমন্ত্রণ করতে সে নিতান্ত ভীত থাকবে ; আর স্বল্পনায়কতন্ত্রের আদর্শে তার সঙ্গতির একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র নিয়ে

লড়াই করে, আর ফলটা হয় এই যে সে পুরস্কার হারায় আর তার টাকা বাঁচায়।

খুব সত্য।

সুতরাং এর পর আমরা কী সন্দেহ করতে পারি যে কৃপণ ও অর্থোপার্জনকারী স্বল্পনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদলে হয়?

কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

তারপর আসে জনগণতন্ত্র; আমাদের এখনও এর উদ্ভব ও প্রকৃতি বিবেচনা করা বাকী আছে; আর আমরা জনগণতান্ত্রিক মানুষের ধরনগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করব, আর তা বিচারের জন্য তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাব।

তিনি বললেন: সেই হল আমাদের প্রণালী।

আমি বললাম: বেশ, আর স্বল্পনায়কতন্ত্র থেকে জনগণতন্ত্রে পরিবর্তনটা কী ভাবে আসে? সে কী এই ভাবে নয়?—এই ধরনের রাষ্ট্র যে শুভের দিকে লক্ষ্য রাখে, তা হচ্ছে যতদূর সম্ভব ধনী হওয়া, এ এক অতুলনীয় আকাঙ্ক্ষা?

তারপর কী?

শাসকরা জানে যে তাদের ক্ষমতা তাদের ধনের উপর নির্ভর করে, তাই অমিতব্যয়ী যুবাদের ব্যয়বাহুল্য আইনের সাহায্যে কমাতে অস্বীকার করে, কারণ তাদের ধ্বংসে তাদের লাভ হয়; তারা তাদের কাছ থেকে সুদ নেয় আর সম্পত্তিগুলি কিনে ফেলে, আর এই ভাবে তাদের নিজেদের ধন ও গুরুত্ব বাড়ায়?

সন্দেহ কী!

কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ধনানুরাগ ও পরিমিতি-বোধ একই রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে একত্র অবস্থান করতে পারে না; হয় এটা নয় ওটা অবহেলিত হয়।

সেটা মোটামুটি পরিষ্কার।

আর স্বল্পনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে অমনোযোগ ও অমিতব্যয়ের প্রসার হেতু, ভাল ভাল পরিবারের লোকজন প্রায়ই ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে?

হাঁ, প্রায়ই।

আর তবু তারা নগরে থাকে; হুল ফুটাতে প্রস্তুত আর পুরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সেখানে ওরা থাকে; তৃতীয় এক শ্রেণী উভয় সংকটে পড়ে: আর যারা তাদের সম্পত্তি পেয়েছে তাদের ঘৃণা করে আর তাদের বিরুদ্ধে ও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, আর বিপ্লবের জন্য ব্যগ্র থাকে।

সেটা সত্য।

অপর দিকে, ব্যবসায়ী লোকেরা হাঁটবার সময় কুঁজো হয়, আর যাদের তারা ইতিপূর্বে বিধ্বস্ত করেছে, তাদের না দেখবার ভাণ পর্যন্ত করে, তাদের হুল—অর্থাৎ তাদের টাকা—অন্য এমন কারুর শরীরে বসিয়ে দেয়, যে সতর্ক থাকে না, আর বহু সন্তান পয়দাকারী অনেক গুণিত জন্মদাতা অর্থ আদায় করে: আর এই ভাবে তারা রাষ্ট্রে নিষ্কর্মাদের ও কাঙালদের প্রাচুর্য ঘটায়।

তিনি বললেন: হাঁ, তারা নিশ্চয় সংখ্যায় প্রচুর।

অশুভটা আগুনের মত লক লকে জিহ্বা নিয়ে জ্বলে উঠে; আর নিজের সম্পত্তি ব্যবহারে বাধানিষেধ আরোপ করে অথবা অন্য কোন প্রতিবিধান দিয়ে তারা সেটা নেবায় না?

আর কী?

একটা হল পরবর্তী সর্বোৎকৃষ্ট, আর তার এই সুবিধা আছে যে, সে নাগরিকদের তাদের চরিত্রগুলির দিকে দৃষ্টিদান করতে বাধ্য করে: —এক সাধারণ নিয়ম করা হোক যে, প্রত্যেকে তার নিজের ঝুঁকিতে স্বেচ্ছায় ‚ক্তি করতে বাধ্য থাকবে, আর রাষ্ট্রে এই কলঙ্কজনক টাকা-রোজগার কম কম হবে, আর তা হলে আমরা যে সব অশুভের কথা বলছিলাম সেগুলি হ্রাস পাবে।

হাঁ, সেগুলি অনেক হ্রাস পাবে।

বর্তমানে শাসকরা, আমরা যে অভিপ্রায়ের কথা বললাম, তার দ্বারা চালিত হয়ে, তাদের প্রজাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে; অন্য দিকে তারা ও তাদের অনুরাগীরা, বিশেষত শাসক শ্রেণীর যুবা পুরুষরা দেহ ও মন উভয়ের পক্ষে বিলাস ও আনন্দপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়; তারা অলস, কিছুই করে না, আর আনন্দ ও যন্ত্রণাকে বাধা দিতে পারে না।

খুব সত্য।

তারা নিজেরা শুধু টাকা রোজগারে যত্নবান্ হয়, আর ধর্মাচরণে কাঙালদের মত উদাসীন থাকে।

হাঁ, সম্পূর্ণ সে রকম উদাসীন।

এই হল তাদের মধ্যে চালু বৈষয়িক অবস্থা। আর প্রায়ই শাসকরা আর তাদের প্রজারা, তীর্থযাত্রা করুক বা অভিযানে যাক, সহ-সেনা বা সহ-নাবিক রূপে একে অন্যের পথে পড়তে পারে; হাঁ ঠিক, ঠিক বিপদের মুহূর্তে তারা একে অন্যের ব্যবহার লক্ষ্য করতে পারে—কারণ যেখানে বিপদ্, সেখানে কোন ভয় নেই যে গরিবরা ধনীদের ঘৃণার পাত্র হবে—আর খুব

সম্ভাবনা রয়েছে,' নমনীয় ও অভঙ্গুর রোদে-পোড়া গরিব লোকটি যুদ্ধক্ষেত্রে ধনীর পাশে স্থাপিত হবে, সে এমন যে কখনও তার মুখের চেহারা নষ্ট হয় নি, আর যথেষ্ট মাংসল—যখন সে দেখে এই রকম একজন ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর কী করবে হদিস্ পাচ্ছে না, তখন সে এই সিদ্ধান্তের হাত কী করে এড়াতে পারে যে তাদের মত মানুষরা ধনী এই কারণে যে তাদের বঞ্চিত করবার সাহস কারও হয় নি ? আর যখন তারা অপ্রকাশ্যে দেখা সাক্ষাৎ করে তখন লোকেরা কী একে অন্যকে বলাবলি করবে না, 'আমাদের যোদ্ধারা বিশেষ কোন কাজের নয়' ?

তিনি বললেন : হাঁ, আমি বেশ ভাল করে জানি যে তাদের কথা বলবার ধরন এই।

আর যেমন অসুস্থ শরীরে বাইরের ছোঁয়াচে রোগ হতে পারে, আর কখনও কখনও এমন কি যখন সঠিক কোন উত্তেজনার কারণ থাকে না, তখন ভিতরে ভিতরে গোলমালও জেগে উঠতে পারে—সেই একই ভাবে রাষ্ট্রে যেখানেই দুর্বলতা রয়েছে, সেখানে রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে ; কারণগুলি হয়ত খুব সামান্য, বাইরে থেকে একদল তাদের স্বল্পনায়কতান্ত্রিক, অন্যদল জনগণতান্ত্রিক, মিত্রদের আমদানি করে, আর তারপর রাষ্ট্র রোগগ্রস্ত হয়, আর নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধে লিপ্ত হয় ; আর হতে পারে, কী করবে হদিস্ পায় না। এমন কি যখন কোন বাহ্যিক কারণ নেই তখনও।

হাঁ, নিশ্চয়।

আর তখন গরিবরা বিরোধীদের পরাজিত করলে পর জনগণতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে, কতককে হত্যা করে আর কতককে বা নির্বাসনে পাঠায় ; ওদিকে অবশিষ্টদের স্বাধীনতায় ও ক্ষমতায় সমান অংশ দেয়। আর এই হল সরকারের আকার যেখানে হাকিমরা সাধারণত ভাগ্য পরীক্ষার পর নির্বাচিত হয়।

তিনি বললেন : হাঁ, ঐ হল জনগণতন্ত্রের প্রকৃতি, তা বিপ্লব অস্ত্রের সাহায্যে ঘটুক, অথবা ভয় বিরোধী দলকে অপসরণে বাধ্য করুক।

আর এখন তাদের জীবনের ধরনটা কী। আর কী ধরনের সরকার তাদের থাকে ? কারণ সরকার যেমন, মানুষ সে রকম।

তিনি বললেন : পরিষ্কার।

প্রথমত, তারা কী মুক্ত নয় ? আর নগর কী মুক্তি ও অকপটতা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করে না ? মানুষ যা খুশি বলতে ও করতে পারে ?

তিনি উত্তর করলেন : সে রকম বলা হয়।

আর স্বাধীনতা যেখানে, ব্যক্তি সেখানে তার নিজের জীবনকে তার যেমন খুশি সেই ভাবে গড়তে পারে ?

পরিষ্কার।

সুতরাং, এই শ্রেণীর রাষ্ট্রে মানব প্রকৃতির সর্বাধিক বৈচিত্র্য থাকবে ?

তা থাকবে।

সুতরাং, এটি এক বুটিদার পোষাকের মত, যার উপর সব ধরনের ফুল তোলা হয়, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যার সুন্দরতম হবার সম্ভাবনা থাকে। আর যেমন স্ত্রীলোকেরা ও বালক-বালিকারা সমস্ত জিনিসের মধ্যে রঙের বৈচিত্র্যকে সব চেয়ে মনোহর মনে করে, ঠিক তেমন অনেক লোক আছে, যাদের কাছে মানবজাতির বিবিধ ধরন ও চরিত্র শোভিত এই রাষ্ট্র সুন্দরতম রাষ্ট্র বলে প্রতিভাত হবে ?

হাঁ।

হাঁ, মহান্ মশাই, আর উৎকৃষ্টতর সরকারের খোঁজ সেখানে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

কেন ?

কারণ, সেখানে স্বাধীনতা রাজত্ব করে—সেখানে কাঠামোগুলি পরিপূর্ণ বিন্যস্ত থাকে ; আর যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করে, আমরা যেমন করে আসছি, তাকে জনগণতন্ত্রের কাছে যেতেই হবে, যেমন যে বাজারে যাবে, যেখানে জিনিসপত্র বিক্রি হয় সেখানে সে দরকার মেটাবার মত য। পাবে সেটিকে বেছে নেবে ; তারপর, সে বাছাই করবার পর, তার রাষ্ট্রের পত্তন করতে পারবে।

সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে যথেষ্ট ছাঁচ পাবে।

আমি বললাম : তোমার পক্ষে কোন বাধকতা নেই শাসন করবার, এমন কি যদি তোমার সামর্থ্য থাকেও ; বা শাসিত হবার, যদি তুমি পছন্দ না কর ; অথবা যুদ্ধে যাবার যখন বাকীরা যুদ্ধে যায় ; বা শান্তিতে থাকবার যখন অন্যেরা শান্তিতে থাকে, যদি না তোমার সে রকম মতি হয়—আর কিছু কিছু আইন তোমাকে পদ গ্রহণ করতে অথবা জুরি হতে নিষেধ করে, যদি তোমার সে রকম বাসনা থাকে, তবে তোমার পদ গ্রহণ না করবার বা জুরি না হবার কোন আবশ্যকতা নেই—এই কী জীবনের এমন একটি ধারা নয় যা এই মুহূর্তে চরম প্রীতিপ্রদ ?

এই মুহূর্তের জন্য, হাঁ।

আর কোন কোন ক্ষেত্রে যারা দণ্ডিত হয়েছে তাদের প্রতি তাদের

মানবিকতা অতিশয় মনোহর নয় কী? তুমি কি লক্ষ্য কর নি, জনগণতন্ত্রে, কী ভাবে, অনেক ব্যক্তি যাদের ফাঁসির বা নির্বাসনের হুকুম হয়ে গেছে, তারা ঠিক যেখানে আছে, সেখানেই থাকে, আর জগতে চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, ভদ্রলোক বীরের মত বুক ফুলিয়ে চলে, আর কেউই দেখে না বা গ্রাহ্য করে না?

তিনি উত্তর করলেন: হাঁ, অনেক অনেক লোক।

আমি বললাম: জনগণতন্ত্রের ক্ষমাশীল চরিত্র, আর সামান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে 'গ্রাহ্য করি না' ভাব, আর নগরের ভিত্তি স্থাপন করবার কালে, যে সমুদয় সুন্দর নীতি আমরা শ্রদ্ধাভরে তৈরি করেছিলাম, সেগুলির প্রতি জনগণতন্ত্র কী উপেক্ষা না দেখায়—যেমন যখন আমরা বলেছিলাম যে, দুর্লভ ঈশ্বরদত্ত গুণান্বিত কতক জনের ক্ষেত্রে ছাড়া, কখনও কেউ সৎ লোক হবে না যে তার শৈশবকাল থেকে সৌন্দর্যময় জিনিসগুলির মধ্যে না থাকতে অভ্যস্ত হয়েছে, আর সেগুলিকে আনন্দের ও অধ্যয়নের বিষয়-বস্তু না করেছে—আমাদের এই সব সুন্দর ধারণাগুলি কী আড়ম্বরে না পদদলিত করে। কোন্ কোন্ বৃত্তি একজন কূটনীতিবিদ্ সৃষ্টি করে তা নিয়ে একবারও চিন্তা করে না আর যে জনগণের বন্ধু বলে প্রচার করে, সে যেই হোক, তাকে সম্মানে উন্নীত করে না।

হাঁ, সে মহৎ ভাব-বিশিষ্ট।

এইগুলি আর এ জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি জনগণতন্ত্রের উচিত বৈশিষ্ট্য, সেটি মনোহর আকারের সরকার, বৈচিত্র্য ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ, তুল্যভাবে সম্মানী ও অসম্মানীদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষমতা বণ্টন করে।

আমরা তাকে ভাল করে জানি।

আমি বললাম: এখন বিবেচনা কর ব্যক্তিটি কী প্রকারের মানুষ, অথবা বরং বিবেচনা কর, রাষ্ট্রের বেলা যেমন করেছ, তার অস্তিত্ব কী ভাবে ঘটে?

তিনি বললেন: অতি উত্তম।

এই কী উপায় নয় যে ভাবে ঘটে—সে কৃপণ-স্বভাব ও স্বল্পনায়ক-তান্ত্রিক বাপের পুত্র, যে তাকে তার নিজের স্বভাব অনুসারে অভ্যাস করিয়েছে শিক্ষা দিয়েছে?

ঠিক তাই।

আর, তার বাপের মত, যে সব আনন্দ খরচ করাবার ধরনের, পাইয়ে দেবার ধরনের নয়, সেগুলিকে বলে অ-দরকারী, আর জোর করে দাবিয়ে রাখে।

স্পষ্টত।

স্পষ্ট বুঝবার জন্য তুমি কী, কোন্‌গুলি দরকারী আনন্দ আর কোন্‌গুলি দরকারী নয়, আলাদা আলাদা জানতে চাও?

চাই।

সেগুলি কী দরকারী আনন্দ নয় যেগুলি থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি না, আর যেগুলির তৃপ্তি-সাধন আমাদের পক্ষে উপকার বিশেষ। আর তারা উচিত ভাবেই সে রকম, কারণ আমরা প্রকৃতি দ্বারা এমন ভাবে গঠিত যে যা একাধারে উপকারী ও দরকারী, এই উভয়, তা আকাঙ্ক্ষা না করে আমাদের উপায় নেই।

সত্য।

সুতরাং তাদের দরকারী আখ্যা দেওয়ায় আমরা ভুল করি না?

আমরা ভুল করি না।

আর যৌবন থেকে উর্ধ্ব বয়স পর্যন্ত কষ্ট স্বীকার করলে যে আকাঙ্ক্ষা-গুলির হাত থেকে মানুষের রক্ষা পাওয়া সম্ভব—অধিকন্তু যেগুলির উপস্থিতি শুভদায়ক নয়, আর কোন কোন ক্ষেত্রে শুভর বিপরীত—সে সব অ-দরকারী বললে আমরা কী ঠিক বলব না?

হাঁ; নিশ্চয়।

ধর, এই দুই শ্রেণীর প্রত্যেকটি থেকে একটি করে দৃষ্টান্ত বেছে নি। উদ্দেশ্য, তাদের সম্বন্ধে এক সাধারণ ধারণায় পৌঁছান।

খুব ভাল।

স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য যতটা দরকার, ততটা খাবার, অর্থাৎ সরল খাদ্য ও চাটনির আকাঙ্ক্ষা, কী দরকারী শ্রেণীর অন্তর্গত হবে না?

হবে বলে আমার ধারণা।

খাবার থেকে দুই ভাবে আনন্দ পাওয়া দরকার: এটি আমাদের শুভ করে, আর জীবনধারা অক্ষুন্ন রাখবার জন্য এটি অত্যাবশ্যক?

হাঁ।

কিন্তু আচারগুলি শুধু যতদূর তারা স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভ ততদূর দরকারী?

আলবৎ।

আর কতক আকাঙ্ক্ষা একে ছাড়িয়ে যায়, যেমন আরও সুকুমার খাদ্য ও অন্যান্য বিলাসিতা, সেগুলির হাত ছাড়ান যায়, যদি যৌবনে সেগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় আর শিক্ষা-প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর যেগুলি দেহের পক্ষে ক্ষতিকর, আর জ্ঞান ও ধর্মের অনুসরণে আত্মার পক্ষে বাধাস্বরূপ সেই আকাঙ্ক্ষাগুলিকে উচিতভাবেই অদরকারী বলা যেতে পারে?

খুব সত্য।

আমরা কী বলতে পারি না যে এই আকাঙ্ক্ষাগুলি টাকা খরচ করায়, আর অন্যগুলি টাকা রোজগার করায়, কারণ তারা উৎপাদনে সহায়তা করে? —

আলবৎ।

আর ভালবাসার আনন্দ, ও অন্য সব আনন্দ সম্বন্ধে একই কথা সত্য?

সত্য।

আর যে নিষ্কর্মার কথা আমরা বলেছিলাম, এই হল সে যে এই ধরনের আনন্দগুলিতে ও আকাঙ্ক্ষাগুলিতে ভরপুর ছিল, আর অ-দরকারী আকাঙ্ক্ষাগুলির দাস হয়ে পড়েছিল, অপর দিকে ছিল শুধু দরকারীগুলির বশবর্তী কৃপণ স্বল্পনায়কতান্ত্রিক?

খুব সত্য।

আবার, এস, আমরা দেখি, স্বল্পনায়কতান্ত্রিক থেকে জনগণতান্ত্রিক কী ভাবে গজিয়ে উঠে; সাধারণত প্রক্রিয়াটা এই রকম বলে আমার সন্দেহ।

প্রক্রিয়াটা কী রকম?

যখন একজন যুবা পুরুষ, আমরা এই মাত্র যেমন বলছিলাম, সেই ভাবে অর্থাৎ ইতর ও কৃপণভাবে, লালিত-পালিত হয়েছে, পুংমৌমাছির মত মধুর আস্বাদ পেয়েছে, আর হিংস্র ও ধূর্ত প্রকৃতিগুলির সঙ্গে মিশেছে, তার ফলে সকল শিষ্টাচার অর্জন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করতে সমর্থ হয়েছে—তখন, তুমি কল্পনা করে নিতে পার, তার অভ্যন্তরে স্বল্পনায়কতান্ত্রিক নীতির জনগণতান্ত্রিক নীতিতে পরিবর্তন শুরু হয়েছে?

অপরিহার্য ভাবে।

আর যেমন নগরের বেলায় সদৃশ সদৃশকে সাহায্য করছিল, আর পরিবর্তনটা সাধিত হয়েছিল নাগরিকদের এক ভাগকে বাইরের মিত্ররা সাহায্য করায়, সেই রকম যুবা পুরুষটিও পরিবর্তিত হয় তার আভ্যন্তরীণ আকাঙ্ক্ষা-গুলিকে বাইরে থেকে আসা এক শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষাগুলি সহায়তা করে বলে, উপরন্তু আগের মত সদৃশতাকে সাহায্য করে যা আত্মীয় ও সদৃশ?

আলবৎ।

আর যদি এমন কোন মিত্র থাকে যে তার ভিতরের স্বল্পনায়কতান্ত্রিক নীতিকে সাহায্য করছে, তা বাপের প্রভাব হোক বা অন্য কোন আত্মীয়ের প্রভাব হোক, তাকে পরামর্শ দিচ্ছে বা তিরস্কার করছে, তবে তার আত্মায়

এক সম্প্রদায় ও বিপরীত এক সম্প্রদায় জেগে উঠে, আর সে নিজের সাথে নিজে লড়াই করতে থাকে।

নিশ্চয় সে রকম হয়।

আর এমন সময় আসে যখন জনগণতান্ত্রিক নীতি স্বল্পনায়কতান্ত্রিক নীতির কাছে হার মানে, আর তার কতকগুলি আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু হয়, আর কতকগুলি নির্বাসিত হয়, তখন যুবা পুরুষটির আত্মায় এক ভক্তির ভাব প্রবেশ করে, আর শৃংখলা ফিরে আসে।

তিনি বললেন: হাঁ, সেটা কখনও কখনও ঘটে।

আর, তারপর আবার পুরানো আকাঙ্ক্ষাগুলি বিতাড়িত হয়ে যাবার পর, নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষাগুলি জেগে উঠে। সেগুলি তাদের সদৃশ, আর সে, তাদের বাপ, জানে না কী করে তাদের শিক্ষা দিতে হয়, তাই তারা হিংস্র ও সংখ্যাবহুল হয়ে বাড়তে থাকে।

তিনি বললেন: হাঁ, ঐ রকম হবার সম্ভাবনা আছে।

তারা তাকে তার পুরানো সাথীদের দিকে টানে, আর তাদের সঙ্গে সে অভ্যন্তরে গোপন সহবাস করে, আর নূতনগুলি জন্মলাভ করতে ও বহুগুণিত হতে থাকে।

খুব সত্য।

অবশেষে তারা বলপূর্বক যুবা পুরুষটির আত্মার দুর্গের দখল নেয়, দেখে সকল সংস্কৃতি ও সুন্দর বৃত্তি ও সত্য কথার ঘর শূন্য; এগুলি সেই সব মানুষের মনে তাদের বাসস্থান তৈরি করে যারা দেবগণের প্রিয়, আর মানুষদের সর্বোৎকৃষ্ট অভিভাবক ও প্রহরী হয়।

তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট কেউ নেই।

মিথ্যা ও গর্বভরা ঔদ্ধত্য ও কথাবার্তা ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছে আর তাদের স্থান গ্রহণ করেছে।

তাদের নিশ্চয় ও-রকম করবার সম্ভাবনা।

আর এই ভাবে যুবা পুরুষটি পদ্ম-ভোজীদের দেশে ফিরে যায়, আর সকলের মুখের সামনে তার বাসস্থান নেয়; আর যদি তার ভিতরের স্বল্পনায়কতান্ত্রিক অংশের জন্য, তার বন্ধুরা কোন সাহায্য পাঠায়, তবে পূর্ববর্ণিত গর্বভরা ঔদ্ধত্য রাজকীয় দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেয়; আর খোদ দূতদেরও ঢুকবার অনুমতি দেয় না; অথবা যদি বেসরকারী উপদেষ্টারা তাদের বয়সের দরুন পিতৃপ্রতিম উপদেশ দেয়, তবে না তাদের কথা শোনে, না তাদের গ্রহণ করে। একটা যুদ্ধ হয়, আর দিনটা তাদের পক্ষে যায়, আর তখন নম্রতা, যাকে তারা বলে নির্বুদ্ধিতা, তাদের

যারা অপমানিত হয়ে নির্বাসনে প্রেরিত হয়, আর মিতাচার, যার ডাক নাম দিয়েছে তারা অমানুষতা, কাদায় ফেলে মাড়ান ও দূরে নিক্ষিপ্ত হয় ; তারা লোকদের বুঝায় যে পরিমিত আর সুশৃংখল ব্যয় হচ্ছে ইতরামি ও নীচতা, আর এই ভাবে, অশুভ ক্ষুৎ-পিপাসাগুলির এক ভীড়ের সাহায্যে, তারা তাদের পগার পার করে দেয়।

হাঁ, স্বেচ্ছায় ।

আর যখন তারা ঘর শূন্য করেছে, আর সব ঝেঁটিয়ে সাফ করেছে, তার আত্মা এখন তাদের ক্ষমতার আয়ত্তে এসেছে, আর তাকে তাদের মহা মহা রহস্যে দীক্ষিত করছে, তখন তার পরবর্তী কাজ হল তাদের অর্থাৎ প্রগলভতাকে ও অরাজকতাকে ও অপচয়কে ও হঠকারিতাকে গৃহে ফিরিয়ে আনা : পোষাক তাদের উজ্জ্বল, মাথার উপর তাদের মালাগুলি, আর মস্ত বড় দল তাদের সঙ্গে, তাদের গুণ কীর্তন করছে আর তাদের মিষ্টি নামে ডাকছে ; তারা নাম দেয় প্রগলভতাকে বংশমর্যাদা, আর অরাজকতাকে স্বাধীনতা, আর অপচয়কে মহানুভবতা, আর হঠকারিতাকে সাহস । আর এই ভাবে যুবা পুরুষটি ধীরে ধীরে তার মৌলিক প্রকৃতির আওতার বাইরে চলে যায় ; প্রয়োজনের শিক্ষায়তনে শিক্ষা পেয়েছিল, আর এখন অকেজো ও অ-দরকারী আনন্দগুলির স্বাধীন ভোগ ও উচ্ছৃংখলতা শুরু করে।

তিনি বললেন : হাঁ, তার মধ্যে পরিবর্তনটা যথেষ্ট লক্ষণীয় হয়।

এর পর সে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে থাকে, দরকারী আনন্দগুলির উপর যতটা অ-দরকারীগুলির উপরও সম্পূর্ণ ততটা তার অর্থ ও শ্রম ও সময় ব্যয় করে ; কিন্তু যদি সে ভাগ্যবান্ হয়, আর তার বুদ্ধিগুলি অত্যন্ত বেশি পরিমাণে বিশৃংখল হয়ে না থাকে, তবে যখন বৎসরের পর বৎসর অতীত হয়েছে, আর ইন্দ্রিয়ের যৌবনসুলভ উচ্ছৃংখলতা শান্ত হয়ে গেছে— কল্পনা করে নিচ্ছি যে সে সে-সময়ে নির্বাসিত ধর্মগুলির কতক অংশকে নগরের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করতে দেয়, আর তাদের উত্তরাধিকারীদের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয় না—তখন সেক্ষেত্রে সে তার আনন্দ-গুলিকে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে দেয় না আর এক ধরনের তুল্যভার অবস্থায় জীবনকে চালায়, আর তার নিজের শাসনভার যে জন প্রথম আসে তার হাতে দেয় আর সেই পালাটায় জয়ী হয় ; আর যখন সে সেটার যথেষ্ট পরিমাণ পেয়ে গেছে, তখন অন্য একজনের হাতে দেয় ; সে কাউকেই অবজ্ঞা করে না কিন্তু সকলকে সমান ভাবে উৎসাহ দেয় ।

তিনি বললেন : খুব সত্য ।

আর, সে উপদেশের সত্য বাণী না করে গ্রহণ, না দেয় দুর্গে

ঢুকতে ; যদি তাকে কেউ বলে যে, কতক আনন্দ হচ্ছে, শুভ ও মহৎ আকাঙ্ক্ষার পূরণ, আর অন্যগুলি অশুভ আকাঙ্ক্ষার পূরণ আর তার কতকগুলিকে ব্যবহার ও সম্মান করা আর অন্যগুলিকে দমন ও দাস করা উচিত—তবে যখনই একথা তার কাছে আবৃত্তি করা হয়, তখনই সে তার মাথা নাড়ে আর বলে যে তারা সব সমান, আর একটা যত শুভ অন্যটাও তত শুভ।

তিনি বললেন : হাঁ, ঐ হল তার ধরন।

আমি বললাম : হাঁ, দিন থেকে দিনান্তরে, সে মুহূর্তের ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ করে বেঁচে থাকে ; আর কখনও কখনও সে পানীয় খেয়ে বা বীণার মূর্ছনায় মত্ত হয় ; তারপর সে জল-পায়ী হয়, আর রোগা হবার চেষ্টা করে ; তারপর সে ব্যায়ামের দিকে ঝোঁক দেয় ; কখনও কখনও আলসেমি ও সব কিছুকে অবহেলা করে ; তারপর আবার একবার দার্শনিকের জীবন যাপন করে ; প্রায়ই সে রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে ; আর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আর যা কিছু মাথায় আসে তাই বলে ও করে ; আর, সে সবারই প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায় ; একজন হয়ত যোদ্ধা, অমনি একবার তার দিকে ছুটে যায়, অথবা সে হয়ত ব্যবসায়ী অমনি আর একবার তার দিকে ছোটে। তার জীবনে না আছে নিয়ম না আছে শৃংখলা ; আর এই উদ্‌ভ্রান্ত অস্তিত্বকে সে আখ্যা দেয় আনন্দ আর পরম সুখ আর স্বাধীনতা ; আর এই ভাবে সে চলতে থাকে।

তিনি উত্তর করলেন : হাঁ, সে সব স্বাধীনতা ও সাম্য চায়।

আমি বললাম : হাঁ, তার জীবন নানা অংশ নিয়ে গঠিত ও বহুধা বিভক্ত, আর বহু জীবনের সংক্ষিপ্তসার ; সে সেই রাষ্ট্রের সদৃশ যাকে আমরা সুন্দর ও চুমকি-খচিত বলে বর্ণনা করেছিলাম। আর অনেক পুরুষ ও অনেক নারী তাকে তাদের আদর্শ বলে গ্রহণ করবে, আর তার মধ্যে বিধৃত আছে অনেক কাঠামো আর আদবকায়দার উদাহরণ।

ঠিক তাই।

সুতরাং, তাকে জনগণতন্ত্রের পাল্টা বলে দাঁড় করান যাক ; তাকে যথার্থ ভাবে জনগণতান্ত্রিক মানুষ বলা যেতে পারে।

তিনি বললেন : তাই হোক তার স্থান।

সর্বশেষে আসে সবার মধ্যে সুন্দরতম মানুষ ও রাষ্ট্র দুই-ই, স্বেচ্ছাচারী শাসন ও শাসক ; এখন এ দুটি আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

হাঁ।

বল তবে, হে বন্ধু আমার, কী প্রকারে স্বৈর শাসনের উদ্ভব হয় ? —এটার জনগণতান্ত্রিক উৎপত্তি ত প্রত্যক্ষ।

তিনি বললেন : সম্পূর্ণ সত্য।

আর স্বৈরতন্ত্র কী জনগণতন্ত্র থেকে সেই ভাবে জন্মায় না যে ভাবে জনগণতন্ত্র স্বল্পনায়কতন্ত্র থেকে জন্মায়—মানে, এক ধরনে ?

কী ভাবে ?

যে শুভ স্বল্পনায়কতন্ত্র নিজের জন্য ব্যবস্থা করেছিল, আর যে উপায়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল, তা ছিল ধনের আধিক্য—আমি কী ঠিক বলছি না ?

হাঁ।

আর ধনের জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আর অর্থ-প্রাপ্তির জন্য অন্য সব জিনিসকে অবহেলা, স্বল্পনায়কতন্ত্রের বিনাশের কারণ হয়েছিল ?

সত্য।

আর জনগণতন্ত্রের নিজস্ব শুভের জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তার বিনাশ ডেকে আনে ?

কী শুভ ?

আমি উত্তর করলাম : স্বাধীনতা ; জনগণতন্ত্রে তারা তোমাকে বলে, সেটা হল রাষ্ট্রের গৌরব—আর অতএব প্রকৃতির মুক্ত মানুষ জনগণতন্ত্রে বাস করতে আনন্দিত হবে।

হাঁ ; কথাটা মুখে মুখে বহুল প্রচারিত হয়েছে।

আমি এই মন্তব্য করতে যাচ্ছিলাম যে, এটার জন্য অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আর অন্য জিনিসগুলির প্রতি অবহেলা জনগণতন্ত্রে পরিবর্তনের সূচনা করে। এটাই স্বৈরতন্ত্র দাবী করার কারণ হয়।

কী করে ?

যখন কোন জনগণতন্ত্রে, স্বাধীনতা পিয়াসী জনগণতন্ত্রে, ভোজসভার নেতৃত্ব করবার জন্য অশুভ পেয়ালা-বাহকরা থাকে, আর অতীব গভীর ভাবে স্বাধীনতার কড়া মদ পান করে, তখন, যদি তার শাসকরা শাসন করবার বিশেষ যোগ্যতা না রাখে আর প্রচুর মদের ঢোঁক গিলতে দেয়, তবে সে তাদের জবাবদিহি করতে বলে আর শাস্তি দেয় আর বলে যে তাঁরা হল অভিশপ্ত স্বল্পনায়কতান্ত্রিক।

তিনি উত্তর করলেন : হাঁ, অতি সদাসর্বদা ঘটা এ এক ব্যাপার।

আমি বললাম : হাঁ ; আর বিশ্বস্ত নাগরিকদের দাস বলে, অপমান-জনক আখ্যা দেয় ; বলে, তারা তাদের শেকলগুলি আলিঙ্গন করে

আছে, আর তারা সব অপদার্থ বাজে লোক ; তার চাই সেই সব প্রজা যারা শাসকদের মত, আর সেই শাসকদের যারা প্রজাদের মত ; এরাই হল তার অন্তরের প্রিয় মানুষ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় ভাবেই এদের সে প্রশংসা করে আর সম্মান দেয়। এখন, এ রকম রাষ্ট্রে স্বাধীনতার কী কোন সীমা থাকে ?

নিশ্চিত না।

ক্রমে ক্রমে নৈরাজ্য প্রত্যেক বেসরকারী বাড়ীতে ঢুকবার পথ খুঁজে পায়, আর জন্তুদের মধ্যে ঢুকে আর তাদের সংক্রামিত করে শেষ হয়।

কী তুমি বলতে চাও ?

আমার কথার মানে এই যে, বাপ তার ছেলেদের স্তরে নেমে যেতে আর তাদের ভয় করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, আর ছেলে তার বাপের সঙ্গে সমান স্তরে থেকে সমকক্ষ হয়, সে তার বাপ বা মা কারও প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি পোষণ করে না ; আর এই হল তার স্বাধীনতা, আর অনাগরিক নাগরিকের সঙ্গে আর নাগরিক অনাগরিকের সঙ্গে সমান হয়, আর ভিন্‌দেশীর সঙ্গে নাগরিকের বা অনাগরিকের কোন পার্থক্য থাকে না।

তিনি বললেন : হাঁ, এই হল ধরন।

আমি বললাম : আর এগুলিই সব অশুভ নয়—আরও কতকগুলি ছোট-খাট অশুভ আছে : সমাজের এই ধরনের এক অবস্থায়, শিক্ষক তাঁর পড়ুয়াদের ভয় পান ও খোসামোদ করেন, আর পড়ুয়ারা তাদের শিক্ষকদের ও অনুশিক্ষকদের তাচ্ছিল্য করে ; যুবা ও বৃদ্ধরা সব এক রকম ; আর যুবা পুরুষ বৃদ্ধের সঙ্গে এক স্তরে থাকে, আর কথায় বা কাজে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজী হয় ; আর বুড়ো মানুষরা যুবাদের কাছে নত হয় আর হাসিকৌতুকে ভরা থাকে ; তাদেরকে বিষাদগ্রস্ত ও কর্তৃত্বপরায়ণ মনে করা হবে এটা তারা চায় না, আর তাই তারা যুবাদের রকম-সকম অবলম্বন করে।

তিনি বললেন : সম্পূর্ণ সত্য।

জনপ্রিয় স্বাধীনতার শেষ সীমা হল যখন টাকায় কেনা দাস, পুরুষ হোক কী স্ত্রীলোক হোক, ঠিক ততটা মুক্ত যতটা তার ক্রেতা বা ক্রেত্রী মুক্ত ; স্ত্রী-পুরুষরা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কে যে সাম্য ও স্বাধীনতা ভোগ করে তা উল্লেখ করতেও আমি ভুলছি না।

এসখ্যুলস্‌ যেমন বলেন, কেন না কথাটা উচ্চারণ করব্ব যা আমাদের জিভের ডগায় আসছে।

আমি উত্তর করলাম : তাই-ই ত আমি করছি ; আর আমি সংযোজন

করতে বাধ্য যে, যে জানে না সে বিশ্বাস করবে না, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে জন্তুরা মানুষের কর্তৃত্বাধীনে থাকে অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় কত বেশি তাদের স্বাধীনতা ; কারণ সত্যই প্রবচন যেমন বলে, কুক্কুরীগুলি তাদের মনিবানীদের তুল্য ; আর ঘোড়াদের ও গাধাদের মুক্ত মানুষদের অধিকার ও মর্যাদায় চলাচল করবার একটা ধরন আছে ; আর যে কেউ তাদের পথে পড়ে তারা তার দিকে ধাওয়া করবে যদি সে তাদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিয়ে পরিষ্কার না রাখে : আর সব জিনিস স্বাধীনতায় ঠিক ফেটে পড়তে চায়।

তিনি বললেন : যখন আমি গ্রামদেশে হাঁটা দি, তখন প্রায়ই তুমি যা বর্ণনা করলে, তার অভিজ্ঞতা লাভ করি। তুমি আর আমি একই জিনিস স্বপ্নে দেখেছি।

আমি বললাম : আর সর্বোপরি, আর সব কিছুর ফলস্বরূপ, তুমি দেখ নাগরিকরা কী রকম সহজে অভিভূত হয় ; তারা কর্তৃত্বের সামান্যতম স্পর্শে অধীর হয়ে উত্তপ্ত হয় আর অবশেষে, তুমি জান, তারা লিখিত বা অলিখিত আইনগুলির পর্যন্ত কোন তোয়াক্কা করে না ; কেউ তাদের উপরে থাকবে, এ তারা সহ্য করতে পারে না।

তিনি বললেন : হাঁ, এ আমি খুব ভাল জানি।

আমি বললাম : হে বন্ধু আমার, এই রকম হল সুন্দর ও গৌরবময় শুরু, যা থেকে স্বৈর শাসনের উৎপত্তি হয়।

তিনি বললেন : গৌরবময় বাস্তবিক। কিন্তু পরের ধাপটি কী ?

স্বল্পনায়কতন্ত্রের বিনাশের সমতুল্য জনগণতন্ত্রের বিনাশ। একই রোগ হয়, স্বাধীনতার দ্বারা অতিবর্ধিত ও অধিকতর প্রবল হয়ে জনগণতন্ত্র কাবু হয়—সত্য কথা এই যে, কোন জিনিসের অপরিমিত বাহুল্য প্রায়ই বিপরীত দিকে প্রতিক্রিয়ার কারণ হয় ; আর এই হল ঘটনা শুধু ঋতুগুলিতে আর উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগতে নয়, কিন্তু সর্বোপরি সরকারের সকল রকম আকারে।

সত্য।

রাষ্ট্রে হোক, ব্যক্তিতে হোক, অত্যধিক স্বাধীনতা শুধু দাসত্বের আধিক্যে পর্যবসিত হয় বলে প্রতীয়মান হয়।

হাঁ, স্বাভাবিক ক্রম।

আর এই রূপে স্বৈরশাসন স্বাভাবিক ভাবে জনগণতন্ত্র থেকে উত্থান করে, আর স্বাধীনতার চরমতম আকার থেকে স্বৈরশাসন ও দাসত্বের প্রবলতম আকার দেখা দেয়।

আমরা সে রকম প্রত্যাশা করতে পারি।

আমার বিশ্বাস, ওটা কিন্তু তোমার প্রশ্ন ছিল না—তুমি বরঞ্চ জানতে চেয়েছিলে যে বিশৃঙ্খলাটা কী যা যেমন স্বল্পনায়কতন্ত্রে তেমন জনগণতন্ত্রে প্রসূত হয়, আর উভয়ের বিনাশের কারণ হয়।

তিনি উত্তর করলেন: ঠিক তাই।

আমি বললাম: বেশ, আমি অলস অমিতব্যয়ীদের শ্রেণীকে নির্দেশ করতে চেয়েছিলাম। তাদের মধ্যে অধিকতর সাহসীরা হয় নেতা, আর অধিকতর ভীরুরা অনুগামী, এরা সেই তারা যাদের আমরা পুংমৌমাছিদের সঙ্গে তুলনা করছিলাম, কতক হুলহীন আর কতক হুল ভরা।

একটা খুব ন্যায্য তুলনা।

এই দুই শ্রেণী সেই নগরের মারিস্বরূপ হয় যেখানে জন্মলাভ করে, কফ ও পিত্ত দেহের পক্ষে যা ওরাও তাই। আর রাষ্ট্রের সুচিকিৎসক ও আইন প্রণেতার, বিজ্ঞ মৌ-প্রতিপালকের মত, উচিত তাদের দূরে রাখা, আর সম্ভব হলে তাদের কখনও ভিতরে ঢুকতে না দেওয়া; আর যদি তারা কোন ক্রমে পথ করে ঢুকে গিয়ে থাকে, তবে তাদেরকে আর তাদের চাকগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার কেটে ফেলা উচিত।

তিনি বললেন: হাঁ, সর্বতোভাবে।

সুতরাং, আমরা কী করতে যাচ্ছি তা যাতে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পারি, সেজন্য এস আমরা জনগণতন্ত্রকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত বলে কল্পনা করি, আর তা বাস্তবিকই তাই; কারণ প্রথমত, স্বল্পনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যত ছিল তার চেয়ে বরং বেশি সংখ্যক স্বাধীন নিষ্কর্মা সৃষ্টি করে।

তা সত্য।

আর জনগণতন্ত্রে তারা নিশ্চয় আরও বেশি প্রখরী।

কী ভাবে?

কারণ স্বল্পনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাদের যোগ্যতা কেড়ে নেওয়া হয় আর তাদের পদ থেকে তাড়ান হয়, আর অতএব তারা শিক্ষা নিতে ও শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না; অন্য দিকে জনগণতন্ত্রে সমগ্র শাসক শক্তি বলতে তারাই, আর যে কালে যারা চৌকস ধরনের তারা কথা কয় ও কাজ করে, সেকালে বাকীরা বেদীর চারদিকে ভন ভন করে আর অপর পক্ষের হয়ে একটি শব্দও বলতে দেওয়া সহ্য করে না; সুতরাং জনগণ-তন্ত্রগুলিতে প্রত্যেক জিনিস নিষ্কর্মাদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

তিনি বললেন: খুব সত্য।

তারপর আর একটি শ্রেণী আছে যা সর্বদা জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করা থাকে।

সেটা কী?

তারা হল মুৎসুদ্দি শ্রেণী. যারা কোন বাণিজ্যকারী জাতিতে সব চেয়ে বেশি ধনী হবার সম্ভাবনা।

স্বাভাবিক ভাবে তাই।

তারা হল সব চেয়ে নিষ্পেষণযোগ্য ব্যক্তি আর পুং-মৌমাছিদের সব চেয়ে বেশি পরিমাণ মধু দেয়।

তিনি বললেন: কেন, যে লোকদের অল্প আছে, তাদের নিংড়ালে অল্পই বেরবার কথা।

আর এটিকে বলা হয়, ধনী শ্রেণী, আর পুং-মৌমাছিরা তাদের কাছ থেকে খেয়ে দেয়ে পুষ্ট হয়।

তিনি বললেন: ঘটনা বেশ বেশি পরিমাণে তাই।

জনগণ হল তৃতীয় শ্রেণী। এই শ্রেণীর মধ্যে আছে যারা হেস্তে-হেতুড়ে কাজ করে; তারা রাজনীতিবিদ্ নয়, আর তাদের জীবনধারণের সম্বল বেশি নয়। যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন এটি সব চেয়ে ক্ষমতাশালী শ্রেণী, জনগণতন্ত্র, হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি বললেন: হাঁ; কিন্তু কচিৎ বহুজন একত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছুক হয়, যদি না তারা কিঞ্চিৎ মধু পায়।

আমি বললাম: কেন, তারা কী মধুর অংশ পায় না? তাদের নেতারা কী ধনীদের তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে না, আর সেগুলি জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দেয় না? আর একই সময়ে বৃহত্তর অংশ নিজেদের জন্য রক্ষা করে না?

তিনি বললেন: হাঁ, ততদূর অবধি জনগণ অংশ পায়।

আর যে ব্যক্তিদের সম্পত্তি তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তারা নিজেদের সাধ্য মত জনগণের সুমুখে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়?

এ ছাড়া তারা আর কী করতে পারে?

আর তারপর যদিও তাদের কোন পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবু অন্যেরা, জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে আর স্বল্পনায়কতন্ত্রের সঙ্গে বন্ধুতা রাখছে বলে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে?

সত্য।

আর শেষটা এই হয় যে যখন, অজ্ঞ আর চরদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার দরুন, ঐ চররা তাদের অনিষ্ট করতে চায়, তারা জনগণকে এরকম দেখে, তখন, তারা নিজেদের ইচ্ছায় নয় কিন্তু বাধ্য হয়ে সত্য সত্য স্বল্পনায়কতান্ত্রিক হয়; তারা হতে চায় না,

কিন্তু নিষ্কর্মাদের হল তাদের যন্ত্রণা দেয় আর তাদের মধ্যে বিপ্লবের জন্ম দেয়।

এই কথা যথার্থ সত্য।

আর তারপর আসে মহা অভিযোগ, ও একের অন্যকে বিচার ও রায় ?

সত্য।

জনগণের সর্বদা কোন না কোন মল্লরক্ষক থাকে, তাকে তারা তাদের উপরে বসায়, আর তোয়াজ করে কয়ে আকাশে তোলে।

হাঁ, ঐ হল তাদের ধরন।

এই হল মূল, যা থেকে স্বৈর শাসকের উদ্ভব হয়, অন্য কোন মূল নেই ; জমির উপর প্রথম যখন সে দেখা দেয়, তখন সে একজন পরিত্রাতা।

হাঁ, সেটা পরিষ্কার।

তাহলে যে ছিল পরিত্রাতা সে কী করে স্বৈর শাসকে পরিবর্তিত হতে শুরু করে ? স্পষ্টত, ল্যুকীয় জেউসের আর্কাদস্থ মন্দিরের কাহিনীতে লোকটি যা করেছিল যখন সে তা করে।

কী কাহিনী ?

কাহিনীটা এই : খণ্ড খণ্ড করে কাটা অন্য বলিগুলির নাড়ীভুঁড়ির সঙ্গে বলি প্রদত্ত একটি মাত্র মানবের নাড়ীভুঁড়ি যে আস্বাদন করেছে, তার বিধিলিপি হল নেকড়ে বাঘ হওয়া। তুমি কী তা কখনও শোন নি ?

ও হাঁ।

আর জনগণের পরিত্রাতাও সে রকম ; গোটা জনতা তার করায়ত্ত থাকা সত্ত্বেও, আত্মীয় কুটুম্বের রক্তপাত ঘটান থেকে সে প্রতিনিবৃত্ত হয় না ; মিথ্যা দোষ দেওয়ার প্রিয় প্রণালী অবলম্বন করে সে তাদের বিচারালয়ে আনে, আর মানুষের জীবনকে অদৃশ্য করে,—তাদের হত্যা করে ; আর অপবিত্র জিভ ও ঠোঁট দিয়ে সহ-নাগরিকদের রক্তের স্বাদ নেয় ; কতককে সে খুন করে, আর অন্যদের নির্বাসনে পাঠায়, একই সময়ে ঋণ মকুবের ও জমিগুলি বণ্টনের ইঙ্গিত করে ; আর এরপর, তার ভাগ্য কী দাঁড়াবে ? সে কী নিশ্চয় তার শত্রুদের হাতে বিনাশ পাবে না, অথবা মানুষ থেকে নেকড়ে বাঘে—অর্থাৎ স্বৈর শাসকে—পরিণত হবে না ?

অনিবার্য ভাবে।

আমি বললাম : এই হল সে যে ধনীদের বিরুদ্ধে দল গড়তে শুরু করে ?

এ সেই।

কিছুকাল পরে সে বিতাড়িত হয়, কিন্তু তার শত্রুদের উপস্থিতি সত্বেও এক পূর্ণবয় : স্বৈরশাসক রূপে ফিরে আসে।

সেটা পরিষ্কার।

আর যদি তারা তাকে বের করে দিতে, অথবা তাকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করতে, অসমর্থ হয়, তবে একটা সরকারী মামলা এনে, তারা তাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করে।

তিনি বললেন : হাঁ, সেই হল তাদের চলতি পন্থা।

তারপর আসে বিখ্যাত অনুরোধ, একজন দেহরক্ষীর জন্য ; সেটা হল তাদের কৌশল যারা জীবনে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অধীনে এতদূর পর্যন্ত এসেছে—লোকে যেমন বলে, 'জনগণের বন্ধু যেন তাদের কাছ থেকে হারিয়ে না যায়।

ঠিক তাই।

জনগণ সহজে সম্মতি দেয়। তার জন্যই তাদের যত ভয়—তাদের নিজেদের জন্য তাদের কোন ভয় নেই।

খুব সত্য।

আর যে মানুষ ধনী আর যাকে জনগণের শত্রু বলে অভিযুক্ত করা হয়, সে যখন এটা দেখে, তখন, হে বন্ধু আমার, দৈববাণী যেমন ক্রইসস্‌কে বলেছিল,

'উপল বহুল হের্‌মস্ নদীর ধার দিয়ে সে পালায় আর থামে না
আর কাপুরুষ হতে লজ্জিত হয় না।'

তিনি বললেন : সম্পূর্ণ উচিত কাজ করে, কারণ যদি সে লজ্জিত হয়, তবে আর কখনও লজ্জিত হবার অবকাশ পাবে না।

কিন্তু যদি সে ধরা পড়ে তবে তার মৃত্যু অবধারিত ?

অবশ্য।

আর পরিত্রাতা, যার কথা আমরা বলেছিলাম, তাকে দেখা যাবে, বহুজনকে 'চবি তেল মাখিয়ে স্ফীত' করছে না, কিন্তু নিজেই অনেকের উৎক্ষেপণকারী হয়ে, রাষ্ট্র-রথের উপর দাঁড়িয়ে আছে, হাতে তার লাগাম, আর পরিত্রাতা নয়, কিন্তু পুরা্ দস্তুর এক স্বৈরশাসক।

তিনি বললেন : সন্দেহ নেই।

আর এখন, এস, আমরা এই লোকটির সুখ আর সেই রাষ্ট্রেরও সুখ, যেখানে তার মত এক জীব উৎপন্ন হয় তার সুখ, বিবেচনা করি।

তিনি বললেন : হাঁ, এস, সেটা বিবেচনা করা যাক।

প্রথমে, তার ক্ষমতার আদিম দিনগুলিতে, সে মৃদু হাসিতে ভরা থাকে, আর যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই নমস্কার করে—তাকে কি না নাম দেওয়া হয় স্বৈরশাসক যে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে নানা অঙ্গীকার করছে, ঋণ-গ্রস্তদের মুক্তি দিচ্ছে, আর অনুগামীদের ও জনগণের মধ্যে জমি বণ্টন করে দিচ্ছে, আর প্রত্যেকের প্রতি এত দয়ালু ও ভাল হতে চাইছে।

তিনি বললেন : অবশ্য।

কিন্তু যখন সে জয় বা মিত্রতার দ্বারা বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে ব্যবস্থা সন্ধি করেছে, আর তাদের কাছ থেকে ভয়ের কিছু থাকছে না, তখন সে সর্বদা একটা না একটা যুদ্ধ বাধিয়ে তুলছে যেন জনগণের একজন নেতার দরকার হয়।

সন্দেহ কী।

আরও একটা উদ্দেশ্য কী তার থাকে না? সেটা হল যাতে তারা কর শোধ করতে করতে গরিব হয়ে যেতে পারে, আর এই ভাবে তাদের দৈনিক অভাব মোচনে নিজেদের বেশি ব্যস্ত রাখতে বাধ্য হতে পারে, আর তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার সম্ভাবনা কমে যেতে পারে?

স্পষ্টত।

আর যদি সে সন্দেহ করে যে তাদের কারও কারও মুক্তিলাভের আর তার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধতা করবার ধারণা আছে, তবে তাদেরকে শত্রুর দয়ার উপর ফেলে দিয়ে তাদের বিনাশ করবার এক সুন্দর অজুহাত পাবে সে; আর এই সব কারণে স্বৈরশাসককে সর্বদা একটা যুদ্ধ লাগিয়ে রাখতে হবে?

লাগাতে বাধ্য হবে সে।

এখন সে অপ্রিয় হতে শুরু করে?

এটা অবশ্যম্ভাবী ফল।

তারপর তাদের মধ্যে কতক জন যারা তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একত্র যোগ দিয়েছিল, আর ক্ষমতা দখল করে আছে, তাকে আর একে অন্যকে মনের কথা খুলে বলবে, আর তাদের মধ্যে বেশি সাহসীরা যা করা হচ্ছে তা তার সামনে সোজা তুলে ধরবে?

হাঁ, সেটা প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

আর স্বৈরশাসক যদি চায় সে শাসন চালাবে, তবে তাকে তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে; এমন বন্ধু বা শত্রু আছে যে সব কিছু করতে সমর্থ। এ অবস্থায় সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না?

সে পারে না?

আর অতএব তাকে চারদিকে খরদৃষ্টি রাখতেই হবে, আর দেখতে হবে, সাহসী কে, উচ্চ-মনা কে, জ্ঞানী কে, ধনী কে ; সুখী মানুষ, সে এদের সকলের শত্রু। আর ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাকে তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয় সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যে পর্যন্ত না সে সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রের বিশোধন করতে পারে।

তিনি বললেন : হাঁ ; আরে, এ এক দুর্লভ বিশোধন।

আমি বললাম : হাঁ, চিকিৎসকরা দেহের সম্বন্ধে যা করে, এটা সেই ধরনের নয় ; কারণ তারা নিকৃষ্টতরকে তুলে নেয় আর উৎকৃষ্টতরকে থাকতে দেয়, কিন্তু সে উল্টাটা করে।

যদি তাকে শাসন বজায় রাখতে হয়, আমি কল্পনা করি, তবে তার অন্য পথ নেই।

আমি বললাম : কী না আশীর্বাদ-ধন্য এক বিকল্প ;—শুধু অনেক বদ্ লোকদের সঙ্গে বাস করতে বাধ্য হওয়া, আর তাদের ঘৃণার পাত্র হওয়া, অথবা আদৌ জীবিত না থাকা।

হাঁ, ঐ হল বিকল্প।

আর নাগরিকদের কাছে তার কাজগুলি যত বেশি ঘৃণ্য হবে, তত বেশি অনুচর আর তাদের থেকে তত বেশি অনুরক্তি তার দরকার হবে?

আলবৎ।

আর তার অনুরক্ত দল কারা হবে আর কোথায় তাদের যোগাড় করবে?

তিনি বললেন : তারা নিজে থেকে তার কাছে জড় হবে, যদি সে তাদের বেতন দেয়।

আমি বললাম : দোহাই কুকুরের। এখানে আরও পুং-মৌমাছি আছে, প্রত্যেক ধরনের আর প্রত্যেক দেশের?

তিনি বললেন : হাঁ, আছে।

কিন্তু সে কী তাদের স্বস্থানে যেতে চাইবে না?

কী ভাবে তুমি বলতে চাও?

সে নাগরিকদের কাছ থেকে তাদের দাসদের অপহরণ করবে ; সে তারপর তাদের মুক্তি দেবে আর তার দেহ-রক্ষীতে নাম তালিকাভুক্ত করবে।

তিনি বললেন : সন্দেহ কী ; আর সে তাদের সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করতে সমর্থ হবে।

আমি বললাম : কী ধন্য এক জীব নিশ্চয় এই স্বৈরশাসক হবে। সে অন্যদের যমালয়ে পাঠাচ্ছে, আর এদের বিশ্বস্ত বন্ধু ভাবে পাচ্ছে।

তিনি বললেন : হাঁ, আর এরা হল নূতন নাগরিক, যাদের সে

প্রাণদান করেছে, যারা তার গুণগান করে আর তার সঙ্গী, অপর দিকে সতেরা তাকে ঘৃণা করে আর এড়িয়ে চলে।

অবশ্য।

সুতরাং, সত্য বলছি, বিয়োগান্ত নাটক একটা জ্ঞান-গর্ভ জিনিস আর এউরিপিদেস্ একজন বড় বিয়োগান্ত নাট্যকার।

তা কেন?

কারণ তিনি হচ্ছেন অর্থ-গর্ভ বচনের রচয়িতা:

'স্বৈরশাসকরা জ্ঞানীদের সঙ্গে বাস করে জ্ঞানী হয়,'

আর তিনি পরিষ্কার এটাই বলতে চেয়েছিলেন যে তারাই হল জ্ঞানী, স্বৈরশাসক যাদের তার সঙ্গী করে?

তিনি বললেন: হাঁ, আর তিনি স্বৈরশাসককে দেব-প্রতিম বলে প্রশংসাও করেন; আর একই শ্রেণীর অন্য অনেক জিনিস তিনি ও অন্য কবিরা বলেন।

আমি বললাম: আর অতএব বিয়োগান্ত নাট্যকাররা জ্ঞানী লোক হওয়ায় আমাদের, আর অন্য যারা আমাদের ধরনে জীবন কাটায় তাদের, ক্ষমা করবেন, যদি আমরা তাঁদের আমাদের রাষ্ট্রে গ্রহণ না করি; কারণ তাঁরা স্বৈরশাসনের স্তুতিকার।

তিনি বললেন: হাঁ, যাদের বুদ্ধি আছে তারা আমাদের ক্ষমা করবে।

কিন্তু তারা অন্য নগরগুলিতে যেতে ও জনতাকে আকর্ষণ করতে থাকবে, আর সুন্দর ও উঁচু ও মনভুলান সব কণ্ঠ ভাড়া করবে, আর নগরগুলিকে স্বৈরতান্ত্রিক ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দিকে টেনে নেবে।

খুব সত্য।

অধিকন্তু, এর জন্য তারা টাকা ও সম্মান পায়—স্বৈরশাসকদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সম্মান, এটা প্রত্যাশিত, আর জনগণতান্ত্রিক শাসকদের কাছ থেকে পরবর্তী সর্বোচ্চ সম্মান; কিন্তু কাঠামো পাহাড়ের যত উঁচুতে তারা ওঠে, তত বেশি তাদের খ্যাতি মারা যায়, আর বোধ হয় যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ায় বেশি দূর এগুতে অসমর্থ হচ্ছে।

সত্য।

কিন্তু আমরা আসল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছি: অতএব, এস, আমরা ফিরে যাই আর অনুসন্ধান করি স্বৈরশাসক কী করে তার সুন্দর ও বহু সংখ্যক ও বহুবিধ ও সদা পরিবর্তনশীল সেনাবাহিনীকে প্রতিপালন করবে।

তিনি বললেন: যদি নগরে পবিত্র সঞ্চিত ধনরাশি থাকে, তবে

সে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে খরচ করবে ; আর বিদ্রোহ-কলঙ্কিত ব্যক্তিদের সম্পত্তিগুলি যত দূর অবধি কুলাতে পারে, ততদূর সে করগুলি হ্রাস করতে সমর্থ হবে, তা না হলে ওগুলি তাকে জনগণের উপর চাপাতে হত।

আর যখন এগুলি ব্যর্থ হয় ?

তিনি বললেন : তা কেন, তখন স্পষ্টই সে আর তার প্রফুল্ল সঙ্গীরা, পুরুষ বা স্ত্রীলোক যাই হোক, তার বাপের সম্পত্তি থেকে প্রতিপালিত হবে।

তোমার কথার মানে এই যে, যে জনগণের কাছ থেকে সে তার অস্তিত্ব লাভ করেছিল, তারা তাকে ও তার সঙ্গীদের প্রতিপালন করবে ?

তিনি বললেন : হাঁ ; না করে তাদের উপায় নেই।

কিন্তু যদি জনগণ হঠাৎ রেগে উঠে আর বলে যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে তার বাপের প্রতিপালন করা উচিত হবে না, কিন্তু বাপকে পুত্রের পালন করা উচিত হবে, তখন কী হয় ? বাপ তাকে এজন্য অস্তিত্ব দান করে নি অথবা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে নি, যে যখন তার পুত্র মানুষ হবে তখন সে নিজে তার নিজের ভৃত্যদের ভৃত্য হবে, আর তাকে আর তার দাসদের জনতাকে আর তার সঙ্গীদের প্রতিপালন করতে হবে ; কিন্তু এজন্য যে তার পুত্র তাকে রক্ষা করবে, আর তার সাহায্যে সে ধনী ও অভিজনদের, এই নাম তাদের দেওয়া হয়, শাসন থেকে মুক্তিলাভ করবে। আর সুতরাং সে তাকে ও তার সঙ্গীদের বিদায় নেবার আজ্ঞা দেয়, ঠিক যেমন অন্য যে কোন বাপ শান্তিভঙ্গকারী তার কোন পুত্রকে আর তার অবাঞ্ছিত সাথীদের বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

তিনি বললেন : স্বর্গের দোহাই, তখন জন্মদাতা আবিষ্কার করবে, কী এক দানবকে সে তার বুকে রেখে মানুষ করে আসছে ; আর, যখন সে তাকে তাড়িয়ে দিতে চায়, সে দেখবে যে সে দুর্বল আর তার পুত্র সবল।

কেন, তুমি বলতে চাও যে স্বৈরশাসক তার বল প্রয়োগ করবে ? কী ! তার বাপকে ঠ্যাঙাবে যদি সে তার বিরুদ্ধতা করে ?

হাঁ, সে ঠ্যাঙাবে, প্রথমে তাকে নিরস্ত্র করবার পর।

তাহলে ত সে একজন পিতৃহন্তা, আর এক বুড়ো জন্মদাতার নিষ্ঠুর অভিভাবক ; আর এই হল প্রকৃত স্বৈরশাসন, যার সম্বন্ধে আর কোন ভুল হতে পারে না : প্রবচন যেমন বলছে,

জনগণ ধোঁয়া থেকে পরিত্রাণ চায়, সেটা হল মুক্ত মানুষের দাসত্ব ; পড়ে গেছে আগুনে, সেটা হল দাসদের স্বৈরশাসন। এই ভাবে স্বাধীনতা, সকল শৃংখলা ও যুক্তির বাইরে চলে গিয়ে, কটুতম ও তিক্ততম আকারের দাসত্বে পরিণত হয়।

তিনি বললেন : সত্য।

খুব ভাল : আর আমরা কী যথার্থ ভাবে বলতে পারি না যে স্বৈরশাসনের প্রকৃতি, আর জনগণতন্ত্র থেকে স্বৈরশাসনে রূপান্তর, নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছি ?

তিনি বললেন : হাঁ, সম্পূর্ণ যথেষ্ট।

গ্রন্থ নয়

সকলের শেষে আসে স্বৈরশাসনতান্ত্রিক মানুষ ; তার সম্বন্ধে আমাদের আর একবার জিজ্ঞাসা করতে হয়, জনগণতান্ত্রিক থেকে সে কী ভাবে গঠিত হয় ? আর কী ভাবে সে জীবন যাপন করে, সুখে না দুঃখে ?

তিনি বললেন : হাঁ সে-ই একমাত্র বাকী আছে।

আমি বললাম : একটা কিন্তু আগেকার প্রশ্ন রয়ে গেছে যার উত্তর দেওয়া বাকী রয়েছে।

কী প্রশ্ন ?

আমার মনে হয় না যে আমরা ক্ষুৎ-পিপাসাগুলির প্রকৃতি ও সংখ্যা যথাযথ নির্ধারণ করেছি, আর এটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অনুসন্ধানটা সর্বদা গোলমেলে হবে।

তিনি বললেন : বেশ, শূন্যটা পূরণ করবার জন্য এখনও খুব দেরী হয়ে যায় নি।

আমি বললাম : খুব সত্য ; আর যে বিষয়টা আমি বুঝতে চাইছি, তা নজর কর ; অদরকারী আনন্দ ও ক্ষুৎ-পিপাসাগুলির কতককে আমি বে-আইনী বলে ধারণা করি ; সেগুলি প্রত্যেকের মধ্যে আছে বলে বোধ হয়, কিন্তু কতক ব্যক্তিতে তারা আইন দ্বারা ও যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আর উৎকৃষ্টতর আকাঙ্ক্ষাগুলি তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে—হয় তারা সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয়, নয়ত সংখ্যায় অল্প ও দুর্বল হয়ে পড়ে ; অপর দিকে অন্যদের ক্ষেত্রে তারা শক্তিমান্, আর সংখ্যাতেও বেশি।

কোন্ ক্ষুৎ-পিপাসাগুলির কথা তুমি বলছ ?

মানে, আমি সেগুলির কথা বলছি যেগুলি জেগে থাকে যখন মানবিক বিচার ও শাসন করবার ক্ষমতা নিদ্রিত থাকে ; তখন আমাদের মধ্যেকার বুনো পশুটা মাংস বা খাদ্যে আকণ্ঠ পূর্ণ হয়ে চমকে উঠে, আর ঘুমটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষাগুলি তৃপ্ত করবার জন্য বেরিয়ে পড়ে ; আর এমন কোন মূর্খামি বা অপরাধ ধারণা করা যায় না—স্ত্রী পুরুষের অবৈধ সঙ্গম অথবা অন্য যে কোন অস্বাভাবিক মিলন অথবা পিতৃহত্যা অথবা নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ, এগুলির কোনটাই বাদ যাচ্ছে না—বা এই রকমের এক সময়ে, যখন সে সমস্ত লজ্জা ও বোধের অতীত হয়েছে তখন, একজন মানুষ অনুষ্ঠান করতে প্রস্তুত না থাকে।

তিনি বললেন : সত্যতম।

কিন্তু যখন মানুষের নাড়ী চঞ্চল নয়, আর উত্তপ্ত বা শীতল নয়, আর যখন ঘুমাতে যাবার আগে নিজেকে ধ্যানে সমাহিত করে সে তার যৌক্তিক বা বিবেকী শক্তিগুলিকে জাগিয়েছে, আর তাদের মহৎ চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসাগুলিকে খাদ্য প্রদান করেছে; তার আগে ক্ষুৎ-পিপাসাগুলিকে তুষ্ট করে নিয়েছে, খুব বেশিও না খুব কমও না, কিন্তু শুধু তত পরিমাণে যতটা তাদের ঘুম পাড়াতে পারে আর তাদের ও তাদের সম্ভোগ-গুলিকে ও যন্ত্রণাগুলিকে বাধা দিতে পারে যেন উচ্চতর নীতিতে হস্তক্ষেপ না করে—ঐ উচ্চতর নীতিকে সে বিশুদ্ধ বিচ্ছিন্নতার নির্জনতায় রাখে, ধ্যান করতে ও অজ্ঞাতের জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছাতে অতীতে, বর্তমানে, অথবা ভবিষ্যতে অবাধ স্বাধীনতা যাতে থাকে; আবার যখন সে কামুক উপাদানকে শান্ত করেছে, যদি কারও সাথে তার কোন ঝগড়া থাকে—আমি বলি, যখন, দুটি অযৌক্তিক নীতিকে ঠাণ্ডা করবার পর, সে তৃতীয়টিকে, যুক্তিকে, জাগায়, তখন সে সত্যকে প্রায় ধরে ফেলে, আর তারা কিম্ভূত কিমাকার ও আইন বহির্ভূত স্বপ্নগুলির খেলার সামগ্রী হবার সম্ভাবনা থাকে না।

আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

বলতে গিয়ে আমি এক অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় এসে পড়েছি; কিন্তু যে বিষয়টার উপর আমি জোর দিতে চাই তা হচ্ছে এই যে, আমাদের সকলের মধ্যে, এমন কী সাধু লোকদের মধ্যেও, আইন-না-মানা একটা বন্য পশু-প্রকৃতি আছে, সেটা ঘুমের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে। প্রার্থনা করি, বিবেচনা কর আমি ঠিক বলেছি কি না, আর তুমি আমার সাথে একমত কি না।

হাঁ আমি সম্মতি দিচ্ছি।

আর এখন স্মরণ কর, আমরা জনগণতান্ত্রিক মানুষে কী চরিত্র আরোপ করেছিলাম। কল্পনা করা হয়েছিল তার অল্প বয়স থেকে ঊর্ধ্ব বয়স পর্যন্ত সে এক কৃপণ জন্মদাতার অধীনে শিক্ষা পেয়েছে, সেই বাপ তার মধ্যেকার সঞ্চয় প্রবৃত্তিগুলিকে উৎসাহ দিয়েছিল, কিন্তু অনাবশ্যককে নিরুৎসাহ করেছিল, সেগুলির লক্ষ্য হল শুধু আমোদ ও গয়না?

সত্য।

আর তারপর সে এক অধিকতর মার্জিত, উচ্ছৃঙ্খল ধরনের লোকদের দলে মিশে গেল, আর তাদের যথেচ্ছ ধরন গ্রহণ করে তার বাপের জুগুপ্সা-শয়তার প্রতি বিতৃষ্ণাবশত বেগে বিপরীত চরমে ঢুকে পড়ল। অবশেষে, তার বিপথের সঙ্গীদের চেয়ে সে একজন উৎকৃষ্টতর লোক হওয়ায়, উভয় দিকে

তার টানাটানি হতে লাগল যে পর্যন্ত না সে মাঝপথে থেমে গেল, আর এক জীবন চালাল, সে জীবন অমার্জিত ও দাসসুলভ কামুকতার নয়, কিন্তু তার মতে বিবিধ আনন্দের মিত আস্বাদনে। এই প্রকারে স্বল্পনায়কতান্ত্রিক থেকে জনগণতান্ত্রিক উৎপন্ন হয়েছিল ?

তিনি বললেন : হাঁ ; ঐ ছিল তার সম্বন্ধে আমাদের মত, আর এখনও তাই আছে।

আমি বললাম : আর এখন, অনেক বছর পার হয়ে গেল, সে যা তাই রইল, আর তুমি নিশ্চয় ধারণা করবে এই মানুষের এক পুত্র হয়েছে, আর তাকে তার বাপের নীতিগুলির মত অনুযায়ী পালন করা হয়েছিল।

আমি তাকে কল্পনা করতে পারি।

আর তোমাকে নিশ্চয় আরও কল্পনা করতে হবে, তার বাপের বেলায় ইতিপূর্বে যা ঘটেছিল, সেই একই জিনিস পুত্রের বেলা ঘটছে ; একটা সম্পূর্ণ বে-আইনী জীবনের ভিতরে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তার প্রলুব্ধকারীরা তার নাম দেয় পূর্ণ স্বাধীনতা ; আর তার বাপ ও বন্ধুরা তার মিতাকাঙ্ক্ষাগুলিতে অংশ গ্রহণ করে, আর বিপরীত দল বিপরীত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সাহায্য করে। যেই মাত্র এই সব ভীষণ ঐন্দ্রজালিকরা ও স্বৈরশাসক স্রষ্টারা দেখে যে তার উপর তাদের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অমনি তারা তার অলস ও অমিতব্যয়ী লালসার উপর প্রভু হয়ে বসবার জন্য, তার মধ্যে এক সর্বময় কর্তা কামুকতা রোপণ করতে, কৌশল অবলম্বন করে—এক ধরনের দানবীয় ডানাওয়ালা পুং-মৌমাছি—তাকে যথেষ্ট ভাবে বর্ণনা করবার জন্য এই হল একমাত্র মূর্তি ?

তিনি বললেন : হাঁ, ওই হল তার মূর্তির একমাত্র যথেষ্ট বর্ণনা।

আর যখন তার অন্য কামনাগুলি, ধূপধুনা ও আতর ও মাল ও মদগুলির মেঘরাশির মধ্য দিয়ে, আর এখন ছাড়া পাওয়া এক লম্পট জীবনের সমুদয় আনন্দগুলি, তার চারদিকে ভন ভন করতে করতে আসে, তারা তার পুং-মৌমাছি তুল্য প্রকৃতিতে যে আকাঙ্ক্ষার হুল প্রোথিত করে তাকে চরম সীমা পর্যন্ত পুষ্ট করে, তখন অবশেষে আত্মার এই প্রভু, তার প্রহরীদের দলপতি রূপে উন্মত্ততাকে বসিয়ে, এক প্রকোপে ভেঙে পড়ে ; আর যদি সে নিজের মধ্যে ভাল ভাল মতগুলি বা ক্ষুৎ-পিপাসাগুলি গঠিত হবার উপক্রম করছে আর তার মধ্যে কোন লজ্জা-বোধ অবশিষ্ট আছে, দেখতে পায়, তবে এই উৎকৃষ্টতর নীতিগুলিকে শেষ করে দেয়, আর তাদের দূরে ছুড়ে ফেলে, যে পর্যন্ত না সে মিতাচারকে বিশোধন করে আর উন্মত্ততাকে পূর্ণমাত্রায় আনে।

তিনি বললেন: হাঁ, ঐ হল স্বৈরশাসনতান্ত্রিক মানুষ উৎপন্ন হবার উপায়।

আর এই কী কারণ নয় যেজন্য প্রাচীন কালে প্রেমকে স্বৈরশাসক আখ্যা দেওয়া হয়েছে?

আমি বিস্মিত হব না।

অধিকন্তু, একজন মাতাল মানুষেরও কী স্বৈরশাসনের ভাব নেই?

তা আছে।

আর তুমি জান, যে লোক মনে বিকারগ্রস্ত ও বেসামাল, সে কল্পনা করবে যে শুধু মানুষদের উপর নয়, দেবতাদের উপরও, সে শাসন চালাতে সমর্থ।

তা সে করবে।

আর স্বৈরশাসনতান্ত্রিক মানুষ শব্দটার প্রকৃত তাৎপর্য তখনই প্রকৃত অস্তিত্ব লাভ করে, যখন প্রকৃতি, অথবা অভ্যাস, অথবা উভয়ের প্রভাবাধীনে সে মাতাল, লালসাপূর্ণ, কামুক হয়? ও আমার বন্ধু, তাই নয় কী?

সন্দেহ কী।

এই রকম হল মানুষ আর এই রকম হল তার উদ্ভব। আর তারপর, কী ভাবে সে জীবন ধারণ করে?

মনে কর, লোকে যেমন কৌতুক ভরে বলে, তোমারই আমাকে বলতে হচ্ছে।

আমি বললাম: আমি অনুমান করি যে তার উন্নতির পরবর্তী পদক্ষেপে থাকবে ভোজগুলি ও খানাপিনার উৎসব ও আমোদ-প্রমোদ ও অসতী স্ত্রী ও ঐ ধরনের সব জিনিস। প্রেম হল তার অন্তরস্থ গৃহের প্রভু, আর তার আত্মার সমুদয় ব্যাপারের ব্যবস্থা-কর্তা।

সেটা সুনিশ্চয়।

হাঁ; আর প্রত্যেক দিন আর প্রত্যেক রাত আকাজ্ক্ষাগুলি বেড়ে বেড়ে সংখ্যায় বহু ও দুর্দম হয়, আর তাদের চাহিদাগুলি হয় অনেক?

তিনি বললেন: তারা বাস্তবিক তাই।

তার রাজস্ব, যদি কিছু থাকে, শীগগিরই খরচ হয়ে যায়?

সত্য।

তারপর আসে ঋণ আর তার সম্পত্তির অঙ্গচ্ছেদ?

অবশ্য।

যখন তার হাতে আর কিছু থাকে না, তখন তার আকাজ্ক্ষাগুলি কী দাঁড়কাকের ছানাগুলির মত বাসায় ভীড় করে, খাদ্যের জন্য নিশ্চয় উঁচু আওয়াজ তুলে চীৎকার করবে না? আর সে তাদের দ্বারা, আর বিশেষ

এক ভাবে তাদের দলপতি স্বয়ং প্রেম দ্বারা, অনুশাসিত হয়ে একটা পাগলামির ঘোরে থাকে, আর আবিষ্কার করতে পারলে খুশি হয়, কাকে তার সম্পত্তি সম্পর্কে প্রতারণা অথবা লুট করতে পারে, যাতে সে তাদের সন্তুষ্ট করতে পারে ?

হাঁ, সেটাই নিশ্চয় হবার সম্ভাবনা।

তার টাকা চাই-ই, যেমন করে হোক, যদি তাকে ভীষণ ক্লেশ ও যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে হয় ?

তার টাকা চাই-ই।

আর তার নিজের মধ্যে যেমন আনন্দগুলির একটা ধারাবাহিকতা ছিল, আর নূতনগুলি পুরাতনগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিল, আর তাদের অধিকারগুলি কেড়ে নিয়েছিল, সেই রকম সে বয়সে ছোট হওয়ার দরুন, তার বাবার ও তার মায়ের থেকে বেশি পাবার দাবী করবে, আর যদি সে সম্পত্তিতে তার নিজের অংশ ব্যয় করে থাকে, তবে সে তাদের সম্পত্তি থেকে এক টুকরা নেবে।

সন্দেহ নেই, সে নেবে।

আর যদি তার বাপ-মা রাজি না হয়, তবে সকলের প্রথমে সে তাদের ঠকাতে ও ভুল বুঝাতে চেষ্টা করবে।

খুব সত্য।

আর যদি সে ব্যর্থ হয়, তবে সে জোর খাটাবে আর তাদের লুটে করবে।

হাঁ, সম্ভবত।

আর যদি বুড়োবুড়ী তাদের নিজেদের জন্য লড়াই করে, তবে বন্ধু আমার, তারপর কী হবে ? তাদের উপর স্বৈরশাসন চালাতে গিয়ে জীবটি কি একটুও অনুকম্পা অনুভব করবে ?

তিনি বললেন : না, শুধু তাই নয়, আমি তার বাপ-মায়ের জন্য আদৌ স্বচ্ছন্দ অনুভব করব না।

কিন্তু ও ভগবান্ ! আদিমান্তস্, এক বেশ্যার প্রতি কতক নূতন গজান প্রেমের দরুন, যার সঙ্গে বিন্দুমাত্র আবশ্যিক সম্পর্ক নেই, তুমি কী বিশ্বাস করতে পার যে সে তার প্রাচীন বন্ধু তার অস্তিত্বের পক্ষে প্রয়োজনীয় মাকে আঘাত করবে, আর তাকে অন্য জনের কর্তৃত্বের অধীনে স্থাপন করবে, যখন সে তার সঙ্গে একই ছাদের নিচে আনীত হবে ? অথবা, অনুরূপ অবস্থাতে, বন্ধুদের মধ্যে আদিম ও সব চেয়ে অপরিহার্য তার শুকন বুড়ো বাপের প্রতিও একই জিনিস করবে, অপরিহার্যের উল্টা নব-লব্ধ কোন স্ফুটনোন্মুখ যুবার নিমিত্ত ?

তিনি বললেন: হাঁ, বাস্তবিক; আমার বিশ্বাস সে করবে।

আমি বললাম: তাহলে স্বৈরশাসনতান্ত্রিক এক পুত্র তার বাপ-মার কাছে একটা আশীর্বাদ!

তিনি বললেন: সে বাস্তবিক তাই।

সে প্রথম তাদের সম্পত্তি নেয়, আর যখন তাতে চলে না, আর তার আত্মার মৌচাকে আনন্দগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে শুরু করে, তখন সে দরজা ভেঙ্গে কোন বাড়ীতে ঢোকে, অথবা কোন রাতের পথচারীর পোষাকগুলি চুরি করে; তারপর সে মন্দির সাফ করতে প্রবৃত্ত হয়। ইতিমধ্যে যখন সে শিশু ছিল তখন যে পুরানো মতগুলি তার ছিল, আর যেগুলি তাকে শুভ ও অশুভ সম্বন্ধে বিচার-ব্যয় করতে শিখিয়েছিল, সেগুলি তাদের দ্বারা স্থানচ্যুত হয়, যেগুলি এই মাত্র মুক্তি পেয়েছে, আর এখন প্রেমের দেহরক্ষী হয়েছে আর তার সাম্রাজ্যের অংশীদার হয়েছে। তার জনগণতান্ত্রিক দিনগুলিতে, যখন সে তখনও আইনগুলির ও তার বাপের অধীন ছিল, তখন এগুলি ঘুমের স্বপ্নগুলির মধ্যে শুধু ছাড়া পেত। কিন্তু এখন সে প্রেমের রাজ্যের অধীন, তাই এখন সে সর্বদা তাই হয় জাগ্রত বাস্তবে যা সে তখন খুব কচিৎ হত, আর শুধু স্বপ্নে হত: এখন সে জঘন্যতম হত্যা করবে, অথবা নিষিদ্ধ খাদ্য খাবে, অথবা অন্য কোন বিকট কাজ করে অপরাধী হবে। প্রেম হল তার স্বৈরশাসক, তার মধ্যে প্রভুর চালে বাস করে ও আইন না মেনে চলে, আর নিজে রাজা হয়ে তাকে চালিয়ে নেয়, স্বৈরশাসক যেমন যে কোন বেপরোয়া কাজের অনুষ্ঠানে একটা রাষ্ট্রকে চালায়; তার দ্বারা সে নিজেকে অথবা সঙ্গীদের ভীড়কে প্রতিপালন করতে পারে, সঙ্গীরা বাইরে থেকে অশুভ যোগাযোগে এসে থাকুক, অথবা তাদের সে নিজেই তার নিজের মধ্য থেকে আগল ভেঙ্গে আসতে দিয়ে থাকুক, তার নিজের মধ্যে অনুরূপ অশুভ প্রকৃতি থাকার দরুন। তার জীবন যাত্রার ধারার একটা ছবি কী আমরা এখানে পাই না?

তিনি বললেন: হাঁ, বাস্তবিক।

আর যদি তাদের মাত্র অল্প কয়েকজন রাষ্ট্রে থাকে, জনগণের বাকী অংশ সুশীল স্বভাবের হয়, তবে তারা চলে যায়, আর অন্য কোন স্বৈরশাসকের দেহরক্ষী বা ভাড়াটে সৈন্য হয়, যে হয়ত যুদ্ধের জন্য তাদের চায়; আর যদি কোন যুদ্ধ না হয়, তবে তারা বাড়ীতে থাকে, আর নগরে অনেক ছোটখাট অনিষ্টের কাজ করে।

কী ধরনের অনিষ্ট?

যেমন ধর, তারা হয় চোর, সিঁদেল চোর, গাঁটকাটা, পদাতিক পথদস্যু, মন্দিরগুলির তস্কর ও সম্প্রদায়ের মানুষ-চোর ; অথবা যদি তারা বলতে কইতে পারে তবে তারা গুপ্তচর হয়ে দাঁড়ায়, আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় আর ঘুষ নেয়।

অশুভের একটা ছোট ফর্দ, যদিও ওগুলির অনুষ্ঠাতারা সংখ্যায় অল্প।

আমি বললাম : হাঁ ; কিন্তু ছোট ও বড় হল তুলনামূলক দুই শব্দ। আর এই সব জিনিস, একটা রাষ্ট্রের উপর দুঃখ ও অশুভ চাপানর ব্যাপারে, স্বৈরশাসকের এক হাজার মাইলের মধ্যেও আসে না ; যখন এই অনিষ্ট-কর শ্রেণী ও তাদের অনুগামীরা সংখ্যায় অনেক বেড়ে যায় আর তারা তাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়, আর তাকে সাহায্য করতে, তার সাথে এসে জোটে জনগণের মোহ, তখন তারা তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নেয়, যার আত্মায় আছে স্বৈরশাসকের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য-গুলি। আর তাকে তারা তাদের স্বৈরশাসক বানায়।

তিনি বললেন : হাঁ, আর সে হয় স্বৈরশাসক হবার যোগ্যতম ব্যক্তি।

যদি জনগণ বশ্যতা স্বীকার করে, ভাল কথা ; কিন্তু যদি তারা তাকে বাধা দেয়, সে যেমন নিজের বাপকে ও নিজের মাকে মারধোর দিয়ে শুরু করেছিল, তবে এখন, যদি তার ক্ষমতা থাকে, সে তাদের ঠ্যাঙায়, আর সে তার প্রিয় পুরাতন মাতৃভূমিকে, বা পিতৃভূমিকে, ক্রেতদ্বীপবাসীরা ঐ নামে ডাকে, যুবক অনুচরদের অধীন করে রাখে, তাদেরকে সে তাদের শাসক ও কর্তা হবে বলে প্রস্তাবনা দিয়েছিল। এই হল তার ইন্দ্রিয়গুলির ও আকাঙ্ক্ষাগুলির পরিণতি ?

ঠিক তাই।

এই ধরনের লোকরা শুধু বেসরকারী ব্যক্তি হলে তারা ক্ষমতা দখল করবার আগে, এই থাকে তাদের চরিত্র ; তারা সম্পূর্ণ ভাবে তাদের নিজেদের খোসামোদকারীদের অথবা তৈরি হাতিয়ার-গুলির সঙ্গে মেলামেশা করে ; আর যদি তারা কারও কাছ থেকে কিছু চায়, তবে তাদের পালায় তারা তাদের সামনে সমান ভাবে আনত হতে প্রস্তুত থাকে : তারা তাদের প্রতি সব রকম অনুরক্তি দেখায় ; কিন্তু যখন স্বার্থসিদ্ধি হয়, তখন তাদের আর চিনতে পারে না।

হাঁ, সত্য সত্য।

তারা সর্বদা হয় প্রভু নতুবা ভৃত্য, আর কখনও কারও বন্ধু হয় না ; স্বৈরশাসন কখনও সত্য স্বাধীনতা বা বন্ধুতার আস্বাদন পায় না।

নিশ্চিত না।

আর আমরা কী এই রকম লোকদের সঙ্গত ভাবে বিশ্বাসঘাতক বলতে পারি না ?

প্রশ্নাতীত।

তারা চরম ন্যায়হীনও বটে, যদি আমাদের ন্যায় সম্বন্ধে ধারণায় কোন গলদ্ না থাকে ?

তিনি বললেন : হাঁ, আর আমরা সম্পূর্ণ গলদ্হীন ছিলাম।

আমি বললাম ; এস, তবে, নিকৃষ্টতম মানুষের চরিত্রকে আমরা এক কথায় বলে সারি : আমরা স্বপ্নে যা দেখেছিলাম সে তার জাগ্রত বাস্তব প্রতিরূপ ।

সত্যতম।

আর এই হল সে যে প্রকৃতিবশত একজন স্বৈরশাসকের অধিকতম অংশ, শাসনভার, বহন করে, আর যত বেশি দিন সে বেঁচে থাকে তত আরও বেশি স্বৈরশাসক হয়ে দাঁড়ায় ?

গ্লাউকোন্ তাঁর উত্তর দেবার পালা গ্রহণ করে বললেন : সেটা নিশ্চয় ।

আর যাকে দুর্বৃত্ততম বলে দেখান হয়েছে, সে কী সব চেয়ে বেশি দুঃখীও হবে না ? আর যে দীর্ঘতম কাল ধরে কঠোরতম স্বৈরশাসন চালিয়েছে, সে কী সর্বাধিক ছেদহীনভাবেও সত্য সত্য দুঃখী হবে না, যদিও এটা সাধারণ মানুষের মত না হতে পারে ?

তিনি বললেন : হাঁ ; অপরিহার্য রূপে।

আর স্বৈরশাসনতান্ত্রিক মানুষ কী নিশ্চয় স্বৈরশাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত হবে না ? জনগণতান্ত্রিক মানুষ জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত হবে না ? আর অন্যদের সম্বন্ধেও ঐ কথা ?

আলবৎ ?

আর ধর্মে ও সুখে রাষ্ট্রের সম্পর্কে রাষ্ট্র যা, মানুষের সম্পর্কে মানুষও তাই।

সন্দেহ কী।

সুতরাং আমাদের মূল নগরকে, রাজার অধীনে মূল নগরকে, স্বৈরশাসনাধীন নগরের সঙ্গে তুলনা করলে, তারা ধর্মের সম্পর্কে পরস্পর কী রকম দাঁড়ায় ?

তিনি বললেন : তারা হল দুই চরম বিপরীত, কারণ একটি সর্বোৎকৃষ্ট স্বয়ং আর অন্যটি সর্বনিকৃষ্ট স্বয়ং।

আমি বললাম : কোন্‌টা কী, সে বিষয়ে কোন ভুল হতে পারে না,

আর অতএব আমি অবিলম্বে অনুসন্ধান করবই তাদের আপেক্ষিক সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে তুমি একই রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে কি না। আর এখানে স্বৈরশাসকের প্রেত দেখে আমরা নিশ্চয় নিজেদের আতঙ্কগ্রস্ত হতে দেব না; সে ত একটি একক মাত্র, আর হয়ত তার চারদিকে কয়েকজন অনুচর আছে; কিন্তু এস, আমাদের যেমন উচিত আমরা নগরের প্রত্যেক কোণে যাই আর চারদিকে তাকিয়ে সব কিছু দেখি, আর তারপর আমরা আমাদের মতামত দি।

তিনি উত্তর করলেন: ন্যায্য আমন্ত্রণ; আর আমি দেখছি, যেমন প্রত্যেকে নিশ্চয় দেখবে, স্বৈরশাসনতন্ত্র সরকারের অধমতম আকার, আর রাজকীয় শাসন সব চেয়ে সুখদ।

আর মানুষদের মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়েও আমি কী সঙ্গত ভাবে অনুরূপ অনুরোধ করতে পারি না যে আমার একজন বিচারক পাওয়া দরকার যার মন মানব প্রকৃতির ভিতরে ঢুকতে পারে আর অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পারে। সে নিশ্চয় একটি শিশুর মতন হবে না, যে বাইরের দিকটা দেখে, আর দর্শকের কাছে স্বৈরপ্রকৃতি যে জাঁকাল রূপ পরিগ্রহ করে তাতে তার চোখ ঝলসে যায়; কিন্তু সে এমন একজন হোক যার পরিষ্কার অন্তর্দৃষ্টি আছে। আমি কী কল্পনা করতে পারি যে আমাদের সকলের শ্রুতি গোচরে বিচারের রায় প্রদত্ত হল এমন একজনের দ্বারা যে বিচার করতে সমর্থ; আর তার সাথে একই স্থানে বাস করেছে, আর তার দৈনিক জীবন-যাত্রায় উপস্থিত থেকেছে, আর তার পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে তাকে জেনেছে, যেখানে তাকে তার বিয়োগান্ত পোষাক থেকে মুক্ত অবস্থায়, আর আবার রাষ্ট্রীয় বিপদের মুহূর্তে দেখা যেতে পারে,—যখন অন্য মানুষদের সঙ্গে তুলনা করা হয় তখন স্বৈরশাসকের সুখ ও দুঃখ কী রকম তা সে নিশ্চয় বলবে?

তিনি বললেন: সেটাও আবার ন্যায্য প্রস্তাব।

আমি কী ধরে নেব যে আমরা নিজেরা যোগ্য ও অভিজ্ঞ বিচারক, আর এখনকার আগে এ রকম এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি? সুতরাং আমরা এমন একজনকে পাব যে আমাদের জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর দেবে?

সর্বতোভাবে।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সমান্তরলতা ভুলে না যেতে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি; এই কথা মনে রেখে, আর পালাক্রমে তাদের একজন থেকে অন্য জনের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তুমি কী আমাকে যথাক্রমে তাদের অবস্থাগুলি বলবে?

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কী বলতে চাও ?

আমি উত্তর করলাম : রাষ্ট্র নিয়ে শুরু করি। তুমি কী বলবে, স্বৈরশাসিত কোন নগর মুক্ত না দাসত্বে আবদ্ধ ?

তিনি বললেন : তার চেয়ে পূর্ণ দাসত্বে আর কোন নগর আবদ্ধ নয়।

আর তথাপি, তুমি দেখছ এ রকম রাষ্ট্রে মুক্ত মানুষ আছে, মনিবরাও আছে, নয় কী ?

তিনি বললেন : হাঁ, আমি দেখছি আছে—অল্প কয়েকজন ; কিন্তু সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, জনগণ, আর তাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, দুর্ভাগ্য বশে, অবনমিত ও দাসত্বে আবদ্ধ।

আমি বললাম : সুতরাং, যদি মানুষ রাষ্ট্রের সদৃশ হয়, তবে একই নিয়ম কী নিশ্চয় প্রাধান্য পাবে না ? তার আত্মা নীচতা ও ইতরতায় পূর্ণা থাকে—তার মধ্যেকার সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানগুলি দাসত্বে আবদ্ধ হয় ; আর ছোট একটা শাসক দল অংশ রূপে থাকে, সেটা নিকৃষ্টতম ও উন্মত্ততমও বটে।

অপরিহার্য রূপে।

আর তুমি কী বলবে ? এই রকম একজনের আত্মা মুক্ত মানুষের আত্মা, না দাসের আত্মা ?

আমার মতে, দাসের আত্মা।

আর যে রাষ্ট্র স্বৈরশাসকের অধীনে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ সে রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় কাজ করতে একদম অসমর্থ ?

একদম অসমর্থ।

আর যে আত্মা স্বৈরশাসকের অধীন (আমি সমগ্র ভাবে আত্মাকে ধরে কথা বলছি), সে যা চায় তা করতে সব চেয়ে অসমর্থা ; এ যেন একটা ডাঁশ, সেটা তাকে অঙ্কুশ মেরে তাড়না করে, আর সে কষ্ট ও মনস্তাপে পূর্ণা হয় ?

আলবৎ।

আর যে নগর স্বৈরশাসকের অধীনে রয়েছে তা ধনী না গরিব ?

গরিব।

আর স্বৈরশাসনতান্ত্রিক আত্মা সর্বদা গরিব ও অতৃপ্ত থাকবেই ?

সত্য।

আর এ ধরনের কোন রাষ্ট্র ও এ ধরনের কোন মানুষ কী সর্বদা ভয়ে পূর্ণ নয় ?

হাঁ, বাস্তবিক।

আর কোন রাষ্ট্র আছে কী যেখানে তুমি এর চেয়ে বেশি বিলাপ ও দুঃখ ও গোঙানি ও যন্ত্রণা দেখতে পাবে ?

নিশ্চিত না।

স্বৈরশাসনতান্ত্রিক মানুষ ছাড়া ইন্দ্রিয়গুলির ও আকাঙ্ক্ষাগুলির প্রকোপে পড়া আর কোন মানুষ আছে কী যার মধ্যে তুমি এ রকমের দুঃখ আরও বেশি পাবে ?

অসম্ভব।

এগুলি আর অনুরূপ অশুভগুলি গভীর ভাবে চিন্তা করবার পর তুমি স্থির করেছিলে, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বৈরশাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সব চেয়ে দুঃখী ?

তিনি বললেন : আর আমি ভুল করি নি।

আমি বললাম : নিশ্চিত। আর যখন তুমি একই অশুভগুলি স্বৈরশাসনতান্ত্রিক মানুষে দেখ, তখন তুমি তার সম্বন্ধে কী বল ?

আমি বলি যে, সে সকল মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বেশি দুঃখী।

আমি বললাম : দাঁড়াও, আমি মনে করি, তুমি ভুলে যেতে শুরু করেছ।

তুমি কী বলতে চাও ?

আমি মনে করি না, সে দুঃখের প্রান্ততম সীমায় এখনও পৌঁছেছে।

তাহলে কে আরও বেশি দুঃখী ?

একজন যার সম্বন্ধে আমি বলতে উদ্যত হয়েছি।

সে কে ?

সে একজন স্বৈরিক প্রকৃতি বিশিষ্ট, আর বেসরকারী জীবন যাপন করবার পরিবর্তে সরকারী স্বৈরশাসক হবার বেশি দুর্ভাগ্যে অভিশপ্ত।

যা বলা হয়েছে, তা থেকে আমি বুঝি, তুমি ঠিক বলছ।

আমি উত্তর করলাম : হাঁ, কিন্তু এই উঁচু স্তরের বিতর্কে তোমার আর একটু বেশি নিশ্চিত হওয়া দরকার, আর শুধু আন্দাজ করে বসে থাকা উচিত নয় ; কারণ শুভ ও অশুভ সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের মধ্যে এটি হচ্ছে সব চেয়ে গুরুতর।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

সুতরাং, তোমার কাছে একটা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে দাও, আমার মনে হয় সেটা হয়ত এই বিষয়ের উপর কিছু আলোকপাত করবে।

তোমার দৃষ্টান্তটা কী ?

নগরগুলিতে ধনী ব্যক্তিদের অনেক দাস থাকে, তাদের দৃষ্টান্ত : তাদের কাছ থেকে তুমি স্বৈরশাসকের অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি

করতে পার ; কারণ তারা উভয়ে দাসদের অধিকারী। একমাত্র পার্থক্য হল তার দাস সংখ্যায় বেশি ?

হাঁ, ঐ হল পার্থক্য ।

তুমি জান তারা নির্ভয়ে বাস করে আর ভৃত্যদের কাছ থেকে তাদের ভয় করবার কিছু নেই ?

কিসের ভয় তারা করবে ?

কিছুরই না। কিন্তু তুমি কী এর কারণ লক্ষ্য করেছ ?

হাঁ ; কারণ হচ্ছে এই যে, সমগ্র নগর প্রত্যেক ব্যক্তিকে রক্ষা করবার জন্য ঐক্যবদ্ধ ।

আমি বললাম : খুব সত্য। কিন্তু কল্পনা কর, এই অধিবাসীদের একজন, ধর পঞ্চাশ জন দাসের মালিক সে, কোন এক দেব তাকে তার পরিবার ও সম্পত্তি ও দাসদের সহ অরণ্যের মধ্যে বয়ে নিয়ে গেলেন, সেখানে তাকে সাহায্য করবার জন্য কোন মুক্ত মানুষ নেই—সে কী এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে না যে সে ও তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা দাসদের হাতে খুন হতে পারে ?

তিনি বললেন : হাঁ, সে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকবে।

সময় সমুপস্থিত যখন সে তার দাসদের বিভিন্ন জনকে খোসামোদ করবে, আর নিজের ইচ্ছা না থাকলেও তাদের মুক্তি ও অন্যান্য অনেক সুবিধা দেবার অঙ্গীকার করতে বাধ্য হবে—তাকে কথার ছলনায় তার নিজের ভৃত্যদের ভুলাতে হবে।

তিনি বললেন : হাঁ, তার নিজেকে রক্ষা করবার ঐ হবে একমাত্র উপায় ।

আর মনে কর যিনি তাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই একই দেব তাকে চারদিকে এমন প্রতিবেশীদের দিয়ে ঘিরে ফেললেন যারা কোন মানুষকে অন্য মানুষের মনিব হতে দেবে না ; আর যারা, যদি দোষীকে ধরতে পারে, তবে তার প্রাণ হরণ করবে ?

তার অবস্থাটা আরও খারাপ হবে, যদি তুমি কল্পনা কর শত্রুরা তাকে সর্বত্র ঘিরে রয়েছে আর তাকে চোখে চোখে রাখছে।

আর সেটা কী এই ভাবে তার নিজের এক কারাগার হয়ে দাঁড়াবে না যেখানে স্বৈরশাসক বদ্ধ অবস্থায় থাকবে—তার প্রকৃতি কী রকম তা ত আমরা আগেই বর্ণনা করেছি, আর বলেছি সে কেমন সব রকম ভয় ও কামুকতায় পূর্ণ। আর আত্মা বিলাসিনী ও লোভপূর্ণা, আর তথাপি একাকিনী ; তাকে নগরে সকল মানুষের মধ্যে কখনও কোথাও যেতে দেওয়া হয় না,

অথবা অন্য মুক্ত মানুষেরা যে সব জিনিস দেখতে আকাঙ্ক্ষা করে সেগুলি তাকে দেখতে দেওয়া হয় না ; কিন্তু সে বাড়ীতে লুকিয়ে থাকা এক স্ত্রীলোকের মত তার গর্তে বাস করে। অন্য যে নাগরিকেরা বিদেশের স্থান থেকে স্থানান্তরে যায় আর দ্রষ্টব্য দেখে, তাদের প্রতি সে ঈর্ষান্বিত হয়।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

আর এই ধরনের অশুভগুলির মধ্যে থেকে যে নিজে ব্যক্তিগত ভাবে কুশাসিত হয়—মানে স্বৈরশাসনতান্ত্রিক মানুষ—যাকে এইমাত্র তুমি সকলের মধ্যে সব চেয়ে দুঃখী বলে স্থির করলে—সে কী আরও বেশি দুঃখী হবে না, যখন বেসরকারী জীবন যাপনের পরিবর্তে, সে ভাগ্যের নির্দেশে সরকারী স্বৈরশাসক হতে বাধ্য হয়? তাকে অন্যদের মনিব হতে হয় যখন সে নিজের মনিব নিজে নয় : সে ব্যাধিগ্রস্ত বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের মত, অবসর ভোগ করে না, কিন্তু অন্য লোকদের সঙ্গে লড়াই করে ও প্রতিযোগিতায় নেমে, তার জীবন কাটাতে বাধ্য হয়।

তিনি বললেন : হাঁ, উপমাটা ঠিক।

তার অবস্থাটা কী চরম দুঃখজনক নয়? আর তুমি যার জীবন নিকৃষ্টতর বলে নির্ধারণ করেছিলে প্রকৃত স্বৈরশাসক কী তার চেয়েও অপকৃষ্টতর জীবন যাপন করে না?

আলবৎ।

যে প্রকৃত স্বৈরশাসক, লোকে যাই ভাবুক না কেন, সে হচ্ছে প্রকৃত দাস, আর সে সব চেয়ে হীন ও দাসসুলভ আচরণ করতে, আর মানবজাতির মধ্যে পাপিষ্ঠতমেরও খোসামোদকারী হতে, বাধ্য হয়। তার আকাঙ্ক্ষাগুলি আছে, সেগুলি তৃপ্ত করতে সে একেবারে অসমর্থ, আর যে কোন লোকের চাইতে তার অভাবগুলি বেশি, আর সে সত্যি সত্যি গরিব। তার সমগ্র আত্মা পর্যবেক্ষণ করবার কোন উপায় যদি তোমার জানা থাকে তবে তুমি বুঝবে সারা জীবন সে ভীত-সন্ত্রস্ত আর দৈহিক ও মানসিক বিক্ষেপে পূর্ণ থাকে ; এমন কী যে রাষ্ট্রের সে সদৃশ, তার মত হয় : আর সদৃশতা নিশ্চয় রয়েছে।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

অধিকন্তু, আমরা আগে যেমন বলছিলাম, ক্ষমতা লাভ করার দরুন সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হতে থাকে ; সে প্রথমে যা ছিল, তার চেয়ে বেশি হিংসুক, বেশি বিশ্বাসহন্তা, বেশি ন্যায়হীন, বেশি বন্ধুহীন, বেশি অধার্মিক হয়ে দাঁড়ায় ; আর না হয়ে তার উপায় থাকে না ; সে সব

রকম অধর্মের সরবরাহকারী ও প্রতিপালক, আর অন্য এই হল যে অন্য প্রত্যেককে সে নিজে যত দুঃখী তত দুঃখী করে।

বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান বিশিষ্ট মানুষ তোমার কথায় দ্বিরুক্তি করবে না।

আমি বললাম: সুতরাং এস, আর সাধারণ ঘোষক যেমন নাটকীয় প্রতিযোগিতায় ফলটা ঘোষণা করে, তুমিও সে রকম সিদ্ধান্ত কর, নিশ্চয় করবে, তোমার মতে সুখের দাঁড়িপাল্লায় কে প্রথম, আর কে দ্বিতীয়, আর অন্যরা কোন ক্রম অনুসরণ করে। তারা সর্বমোট পাঁচ জন— তারা হল রাজকীয়, মান্যতান্ত্রিক, স্বল্পনায়কতান্ত্রিক, জনগণতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক।

তিনি উত্তর করলেন; সিদ্ধান্তটা সহজে দেওয়া যাবে; তারা নিশ্চয় হবে ঐক্যতানগুলি, তারা রঙ্গমঞ্চে আসছে; আর তারা পর পর যে ক্রমে প্রবেশ করে, সেই ক্রমানুসারে নিশ্চয় বিচার করব। কষ্টি পাথর হবে ধর্ম ও অধর্ম, সুখ ও দুঃখ।

আমাদের কী একজন নকীব ভাড়া করবার দরকার আছে, অথবা আমি কী ঘোষণা করব যে [সর্বোৎকৃষ্ট] আরিস্তোনের পুত্র সিদ্ধান্ত করছেন যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক ন্যায়বান্ সব চেয়ে সুখীও বটে, আর এই হল সে যে সর্বাধিক রাজকীয় মানুষ আর নিজের রাজা নিজে; আর সর্বনিকৃষ্ট ও সর্বাধিক ন্যায়হীন মানুষ সব চেয়ে দুঃখীও বটে, আর এই হল সে যে নিজের বৃহত্তম স্বৈরশাসক হওয়ায় তার রাষ্ট্রেরও বৃহত্তম স্বৈরশাসক।

তিনি বললেন: ঘোষণাটা তুমি নিজেই কর।

আর আমি কী তার সাথে যোগ করে দেব, 'দেব-মানব দেখুক বা না দেখুক'?

শব্দগুলি যোগ করা হোক।

আমি বললাম: সুতরাং এই হবে আমাদের প্রথম প্রমাণ; আর তা ছাড়াও একটি আছে, যারও কতকটা গুরুত্ব থাকতে পারে।

সেটা কী?

দ্বিতীয় প্রমাণটি আত্মার প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায়: রাষ্ট্রের মত ব্যক্তি-আত্মাকে আমরা তিনটি নীতিতে বিভক্ত করেছি; আমার মনে হয়, বিভাগটা এক নূতন প্রমাণ দাখিল করতে পারে।

কী প্রকৃতির?

আমার কাছে এই বোধ হয় যে, এই তিনটি নীতির সঙ্গে তিনটি আনন্দের অনুরূপতা আছে; তিনটি আকাঙ্ক্ষা আর শাসন ক্ষমতারও বটে।

তিনি বললেন: কী তুমি বলতে চাও?

একটা নীতি আছে, যেমন আমরা বলছিলাম, তার সাহায্যে মানুষ শেখে ; অন্য একটি আছে তার সাহায্যে সে ক্রুদ্ধ হয় ; তৃতীয়টির অনেক আকার, বিশেষ কোন নাম নেই, কিন্তু ক্ষুৎ-পিপাসা সম্পর্কিত এই সাধারণ কথায় নির্দেশ করা হয়, খাদ্য ও পানীয় ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ ক্ষুৎ-পিপাসা হল এর প্রধান উপাদান, সেগুলির অসাধারণ শক্তি ও প্রাবল্যের জন্য ঐ নির্দেশ ; অর্থানুরাগও একটা উপাদান, কারণ এ ধরনের আকাঙ্ক্ষাগুলি সাধারণত টাকার সাহায্যে পূর্ণ করা হয়।

তিনি বললেন : সত্য কথা।

যদি আমাদের বলতে হত যে লাভের সঙ্গে এই তৃতীয় অংশের অনুরাগ ও আনন্দগুলির সম্পর্ক আছে, তবে আমরা একাকী একটি মাত্র ধারণার আশ্রয় নিতে সমর্থ হতাম ; আর আত্মার এই অংশকে লাভ বা অর্থ-প্রেমিক বলে সত্যি সত্যি ও বোধগম্য ভাবে বর্ণনা করতে পারতাম।

আমি তোমার সঙ্গে একমত হচ্ছি।

আবার, কামুক উপাদান কী সমগ্র ভাবে শাসন ও জয় ও যশোলাভ করবার সংকল্পে দৃঢ় নয় ?

সত্য।

ধর, আমরা এটাকে আখ্যা দি কলহপ্রিয় বা দুরাকাঙ্ক্ষী—সংজ্ঞাটা কী উপযোগী হবে ?

চমৎকার উপযোগী।

অপর দিকে, দেখা যায় যে, জ্ঞানের নীতি সমগ্র ভাবে সত্যের দিকে চালিত হয়, আর অন্য দুটির প্রত্যেকটির চেয়ে লাভ বা যশের জন্য কম লালায়িত হয়।

অনেক কম।

'বিজ্ঞতা-প্রেমিক', 'জ্ঞান প্রেমিক' আখ্যাগুলি আছে, সেগুলি আত্মার ঐ অংশের প্রতি কী আমরা যথাযথ প্রয়োগ করতে পারি ?

আলবৎ।

মানবাত্মাগুলির এক শ্রেণীতে একটি নীতির প্রাধান্য হয়, অন্য শ্রেণীতে আর একটির, এটা ঘটতে পারে ?

হাঁ।

সুতরাং, আমরা এই আন্দাজ করে শুরু করতে পারি যে তিন শ্রেণীর মানুষ আছে—বিজ্ঞতা-প্রেমিক, যশ-প্রেমিক ও লাভ-প্রেমিক ?

ঠিক তাই।

আর তিন শ্রেণীর আনন্দ আছে, ঐগুলি তাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ?

খুব সত্য।

এখন যদি তুমি তিন শ্রেণীর মানুষদের পরীক্ষা কর, আর পালা করে তাদের জিজ্ঞাসা কর, তাদের জীবনগুলির কোন্‌টি সব চেয়ে আনন্দদায়ক, তবে দেখা যাবে, তাদের প্রত্যেকে তার নিজের জীবনটিকে প্রশংসা করছে আর অন্যদের জীবনকে ছোট করছে ; টাকা-রোজগারী ধন বা শিক্ষার অভিজ্ঞানের সঙ্গে সোনা ও রূপার নীরেট সুবিধাগুলির তুলনা করবে, যদি তারা কিছু অর্থাগম না ঘটায়।

তিনি বললেন : সত্য।

আর যশ-প্রেমিক—তার মত কী হবে? সে কী ভাববে না যে ধনের সুখ ইতর সুখ, আর শিক্ষার আনন্দ, যদি তা খ্যাতি না আনে, তবে তার কাছে সব ধোঁয়া ও বাজে বুকনি?

খুব সত্য।

আমি বললাম : আমাদের কী মনে করতে হবে যে সত্যকে জানবার আনন্দের তুলনায়, আর সেই বৃত্তিতে অনুক্ষণ রত থেকে, সর্বদা শিখে, আনন্দের স্বর্গ থেকে বাস্তবিক খুব দূরে না রয়ে, অন্য আনন্দগুলির উপর দার্শনিক কোন মূল্য স্থাপন করবে? সে কী অন্য আনন্দগুলিকে অদরকারী আখ্যা দেবে না, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে যদি তাদের কোন আবশ্যকতা না থাকে তবে বরং সে ওগুলি পেতে চাইবে না?

তিনি উত্তর করলেন : সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

সুতরাং, প্রত্যেক শ্রেণীর আনন্দগুলি ও প্রত্যেকের জীবন নিয়ে বিবাদ অর্থহীন, আর প্রশ্ন এ নয়, কোন্‌ জীবন বেশি বা কম সম্মানজনক, অথবা উৎকৃষ্টতর বা নিকৃষ্টতর, কিন্তু এই যে, কোন্‌টা বেশি আনন্দজনক বা যন্ত্রণাহীন,—তখন আমরা কী করে জানব কে সত্য বলছে?

তিনি বললেন : আমি নিজে বলতে পারি না।

আচ্ছা, মাপকাঠিটা কী হওয়া উচিত? অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ও যুক্তি থেকে উৎকৃষ্টতর কিছু আছে কী?

তিনি বললেন : উৎকৃষ্টতর অন্য কিছু থাকতে পারে না।

আমি বললাম : তাহলে গভীর ভাবে চিন্তা কর। তিন ব্যক্তির মধ্যে আমরা যে সব আনন্দের কথা একাদিক্রমে বর্ণনা করেছিলাম, সেগুলি সম্বন্ধে কার সর্বাধিক অভিজ্ঞতা আছে? মূল সত্যের প্রকৃতি জানতে গিয়ে লাভ-প্রেমিকের কী লাভ সম্বন্ধে দার্শনিকের যে আনন্দের অভিজ্ঞতা আছে তার চেয়ে বেশি আনন্দের অভিজ্ঞতা আছে?

তিনি উত্তর করলেন : দার্শনিকের সুবিধাটা অনেক বেশি ; কারণ

শৈশবাবধি এখন পর্যন্ত প্রয়োজনবশত সে অন্য আনন্দগুলির স্বাদ বরং বেশি করে জেনেছে কিন্তু লাভ-প্রেমিক প্রয়োজন হয়নি বলে তার সকল অভিজ্ঞতায় সেগুলির স্বাদ বিশেষ গ্রহণ করে নি—অথবা, আমার বরং বলা উচিত, এমন কি যদি সে আকাঙ্ক্ষাও করত, তবু স্বাদ গ্রহণ করতে পারত কি না সন্দেহ—শিক্ষার ও সত্য জানবার মধুরতার স্বাদ।

সুতরাং, লাভ-প্রেমিকের উপর জ্ঞান-প্রেমিকের বড় এক সুবিধা আছে, কারণ তার অভিজ্ঞতা দ্বিগুণ।

হাঁ, খুব বড় সুবিধা।

আবার, যশের আনন্দ সম্বন্ধে দার্শনিকের কী অধিকতর অভিজ্ঞতা আছে, অথবা যশ-প্রেমিকের জ্ঞানের আনন্দের অভিজ্ঞতা বেশি ?

তিনি বললেন : না, শুধু তাই নয়, তিনটিই যে অনুপাতে তাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধি লাভ করে, সেই অনুপাতে সম্মানিত হয় ; কারণ ধনী মানুষের ও সাহসী মানুষের ও জ্ঞানী মানুষের সমভাবে অনুরাগীদের ভীড় আছে, আর তারা সকলেই সম্মান পায় বলে সম্মানের আনন্দ সম্বন্ধে সকলের অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু হওয়ার সত্য জ্ঞানে যে পরম আনন্দ পাওয়া যায় তা শুধু দার্শনিকই জানে।

সুতরাং, তার অভিজ্ঞতা তাকে অন্য যে কোন জনের চেয়ে উৎকৃষ্টতর বিচার-সামর্থ্য দেবে ?

অনেক বেশি উৎকৃষ্টতর।

আর একমাত্র সে সেই জন যার জ্ঞান আছে, অভিজ্ঞতাও আছে ?

আলবৎ।

অধিকন্তু, যে বিশেষ গুণ বিচারের হাতিয়ার, তা লোভী বা দুরাকাঙ্ক্ষী মানুষের অধিকারে নেই, কিন্তু শুধু দার্শনিকের অধিকারে আছে ?

কোন্ গুণ ?

যুক্তি। তার কাছে, আমরা যেমন বলছিলাম, সিদ্ধান্তটি থাকবার কথা।

হাঁ।

আর যুক্তির ব্যবহার হল বিশেষ ভাবে তার হাতিয়ার ?

আলবৎ।

যদি ধন বা লাভ মাপকাঠি হত, তবে লাভ-প্রেমিকের প্রশংসা বা নিন্দা নিঃসন্দেহে সব চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হত ?

সন্দেহ কী।

অথবা যদি যশ বা জয় বা সাহস মাপকাঠি হত, তবে দুরাকাঙ্ক্ষীর বা কলহপ্রিয়ের বিচার সত্যতর হত ?

পরিষ্কার।

কিন্তু যেহেতু অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা ও যুক্তি হল বিচারক—

তিনি উত্তর করলেন : একমাত্র সম্ভাব্য অনুমান হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞতা ও যুক্তির প্রেমিক যে আনন্দগুলি অনুমোদন করে সেগুলি সত্যতম।

এই ভাবে আমরা লাভ করলাম, আত্মার তিন আনন্দের মধ্যে জ্ঞানবান্ অংশের আনন্দ শ্রেষ্ঠ, আর আমাদের মধ্যে যে এটিকে নিয়ামক নীতি বলে গ্রহণ করেছে তারই জীবন সব থেকে আনন্দদায়ক।

তিনি বললেন : যখন জ্ঞানী মানুষ তার নিজের জীবন অনুমোদন করে তখন কর্তৃত্ব ভরা সুরে কথা কয়, সে ত প্রশ্নাতীত।

আর তারপর কোন্ জীবনের, আর কোন আনন্দের স্থান? বিচারক কী বলেন?

স্পষ্টত সেনার ও যশ প্রেমিকের ; অর্থ রোজগারীর চেয়ে সে নিজের বেশি কাছাকাছি।

লাভ-প্রেমিকের স্থান সকলের শেষে?

তিনি বললেন : খুব সত্য।

সুতরাং এই আহবে ন্যায়বান্ মানুষ ন্যায়হীন মানুষকে পরপর দু'দুবার ভূলুণ্ঠিত করেছে ; আর এখন আসছে তৃতীয় পরীক্ষা, এটা ওল্যাম্পিয়ার জেউস্ পরিত্রাতার নামে উৎসর্গীকৃত ; এক প্রাজ্ঞ আমার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলছে যে জ্ঞানীর আনন্দ ছাড়া আর কোন আনন্দ সম্পূর্ণ সত্য ও বিশুদ্ধ নয়—অন্য সব ছায়া মাত্র ; আর নিশ্চয় এবার বৃহত্তম ও নিশ্চিততম পরাজয় হবে।

হাঁ, বৃহত্তম ; কিন্তু তুমি কী ব্যাখ্যা করবে কেন?

আমি বিষয়টা নিয়ে পড়ব, আর তুমি অবশ্যই আমার প্রশ্নগুলির জবাব দেবে?

এগিয়ে যাও।

বল, তবে, আনন্দ কী যন্ত্রণার বিরুদ্ধ নয়?

সত্য।

আর এক নিরপেক্ষ অবস্থা আছে যেটা আনন্দও নয় যন্ত্রণাও নয়?

আছে।

একটা অবস্থা যা মধ্যবর্তী, আর দুটির প্রত্যেকটি থেকে আত্মার এক ধরনের বিশ্রাম—তুমি যা বলতে চাও তা এই ত?

হাঁ।

তোমার স্মরণ আছে, লোক যখন অসুস্থ হয় তখন কী বলে?

কী বলে তারা ?

যে যাই বল না কেন, কোন জিনিসই স্বাস্থ্যের চেয়ে বেশি আনন্দদায়ী নয়। কিন্তু পীড়িত হয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত কখনও জানে নি এটি সব চেয়ে বড় আনন্দ।

তিনি বললেন : হাঁ, আমি জানি।

আর যখন ব্যক্তিরা তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পায়, তখন তুমি নিশ্চয় তাদের বলতে শুনে থাকবে যে, যন্ত্রণার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেয়ে আনন্দদায়ক আর কিছু নেই ?

শুনেছি।

আর অন্য অনেক কষ্টভোগের দৃষ্টান্ত আছে যেখানে শুধু বিশ্রাম ও যন্ত্রণার অবসান, কোন নিশ্চয়াত্মক সম্ভোগ নয়, তারা বৃহত্তম আনন্দ বলে উচ্চ প্রশংসা করে ?

তিনি বললেন : হাঁ ; সে সময়ে তারা আরামে থাকতে পেয়ে বেশ আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হয়।

আবার, যখন আনন্দ নিঃশেষ হয়, তখন ঐ ধরনের বিশ্রাম বা অবসান যন্ত্রণাদায়ক হবে ?

তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ।

সুতরাং, মধ্যবর্তী বিশ্রামের অবস্থাটা হবে আনন্দ আর যন্ত্রণার মধ্যবর্তী কিছু ?

তাই ত হবে, মনে হয়।

কিন্তু যা এটাও নয়, ওটাও নয়, তা কী উভয় হতে পারে ?

আমার বলা উচিত, না।

আর আনন্দ ও যন্ত্রণা, উভয়ই আত্মার গতি, নয় কী ?

হাঁ।

কিন্তু যা কোনটাই না, তা বিশ্রাম আর গতি নয়, আর তাদের উভয়ের মধ্যবর্তী, এইমাত্র দেখান হয়েছে ?

হাঁ।

সুতরাং, আমরা কী করে নির্ভুল হতে পারি যদি বলি যে যন্ত্রণার অভাব হল আনন্দ, অথবা আনন্দের অভাব হল যন্ত্রণা ?

অসম্ভব।

সুতরাং, এটি শুধু বাহ্যিক আকার আর বাস্তব নয় ; অর্থাৎ বলা যায়, এই মুহূর্তে, আর যা যন্ত্রণাদায়ক তার তুলনায়, বিশ্রাম হল আনন্দ, আর

যা আনন্দকারী তার তুলনায় বিশ্রাম হয় যন্ত্রণাদায়ক ; কিন্তু যখন সত্যকে আনন্দের মাপকাঠি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, তখন এই সব প্রকাশ অবাস্তব নয়, কিন্তু এক ধরনের ছলনা ?

সেই হল অনুমান।

অন্য শ্রেণীর আনন্দগুলির দিকে দৃষ্টি রাখ। তাদের অব্যবহিত আগে কোন যন্ত্রণা নেই ; এবং তুমি আর কল্পনা করবে না, বর্তমানে যেমন হয়ত করছ, আনন্দ হল শুধু যন্ত্রণার অবসান, অথবা যন্ত্রণা আনন্দের।

তিনি বললেন : তারা কী, আর কোথায় আমি তাদের পাব ?

তাদের সংখ্যা অনেক : উদাহরণ হিসাবে ঘ্রাণের আনন্দগুলি নাও, এগুলি খুব বড়, আর অব্যবহিত আগে কোন যন্ত্রণা থাকে না ; তারা মুহূর্তেকের মধ্যে আসে, আর যখন তারা বিদায় নেয় পিছনে কোন যন্ত্রণা ফেলে যায় না।

তিনি বললেন : অতীব সত্য।

সুতরাং আমরা যেন বিশ্বাস করতে প্ররোচিত না হই যে বিশুদ্ধ আনন্দ হচ্ছে যন্ত্রণার অবসান, অথবা যন্ত্রণা আনন্দের।

না।

তথাপি, সংখ্যায় বহু আর প্রবল যে আনন্দগুলি দেহের ভিতর দিয়ে আত্মায় পৌঁছায় সেগুলি সাধারণত এই ধরনের—তারা যন্ত্রণার উপশম।

সেটা সত্য।

আর ভবিষ্যৎ আনন্দ ও যন্ত্রণার প্রত্যাশাগুলি তুল্য প্রকৃতির হয় ?

হাঁ।

আমি কী তাদের একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে দেব ?

বল শুনি।

আমি বললাম : তুমি এটা স্বীকার করবে যে প্রকৃতিতে একটা উচ্চতর ও নিম্নতর ও মধ্য অঞ্চল আছে ?

আমি স্বীকার করি।

আর যদি কোন ব্যক্তিকে নিম্নতর থেকে উচ্চতর অঞ্চলে যেতে হয়, সে কী কল্পনা করবে না যে সে উপরে যাচ্ছে ; আর যে মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে আর দেখে সে কোথা থেকে এসেছে, সে কল্পনা করবে যে সে ইতিমধ্যেই উচ্চতর অঞ্চলে অবস্থান করেছে, যদি সে আসল উচ্চতর জগৎ না দেখে থাকে ?

তিনি বললেন : সন্দেহ কী ; সে কী করে অন্য কিছু ভাবতে পারে ?

কিন্তু যদি তাকে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়, সে কল্পনা করবে, আর সত্য সত্য কল্পনা করবে যে, সে নিচে নামছে ?

সন্দেহ নেই।

আর ঐ সব ধারণা সঞ্জাত হবে সত্য উচ্চতর ও মধ্য ও নিম্নতর অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভিত থেকে ?

হাঁ।

সুতরাং, তুমি কী বিস্মিত হতে পার যে সত্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্য অনেক বিষয় সম্বন্ধে যেমন ভুল ধারণা আছে, আনন্দ ও যন্ত্রণা ও মধ্যবর্তী অবস্থা সম্বন্ধেও তেমন ভুল ধারণা থাকবে ; ফলে, যখন তারা শুধু যন্ত্রণার দিকে আকর্ষিত হয়, তখন তারা যন্ত্রণা অনুভব করে আর যে যন্ত্রণা ভোগ করে তাকে সত্য বলে মনে করে ; আর তুল্য ভাবে যখন যন্ত্রণা থেকে নিরপেক্ষ বা অন্তর্বর্তী অবস্থার দিকে বিকর্ষিত হয়, তখন তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা পূর্ণতা ও আনন্দের লক্ষ্য স্থলে পৌঁছেছে ; আনন্দ কী, তা না জানায়, তারা যন্ত্রণাকে যন্ত্রণার অভাবের সঙ্গে তুলনা করে ভুল করে, সেটা হয় যেন কালকে সাদার পরিবর্তে ধূসরের সঙ্গে তুলনা করার মত—আমি বলি, তুমি কী এতে বিস্মিত হতে পার ?

না, বাস্তবিক, বিপরীত হলে আমি অনেক বেশি বিস্মিত হতাম।

ব্যাপারটাকে এই ভাবে দেখ :—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আর ঐ ধরনের জিনিসগুলি, দৈহিক অবস্থার শূন্যগর্ভতা নয় কী ?

হাঁ।

আর অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা আত্মার শূন্যগর্ভতা ?

সত্য।

আর খাদ্য ও জ্ঞান হচ্ছে এটার ও ওটার অনুরূপ তৃপ্তিসাধন ?

আলবৎ।

আর তৃপ্তি কী পাওয়া যায় তার থেকে যার কম, অথবা তার থেকে যার বেশি, অস্তিত্ব সত্যতর হয়ে আছে ?

পরিষ্কার, তার থেকে যার বেশি আছে।

তোমার বিচারমতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর জিনিসগুলি বিশুদ্ধ অস্তিত্বের বৃহত্তর অংশের অধিকারী হয়ে রয়েছে—উদাহরণ স্বরূপ, খাদ্য ও পানীয় ও চাটনি ও সকল রকমের পুষ্টি ইত্যাদি অথবা সেই শ্রেণী যা সত্য মত ও জ্ঞান ও মন ও সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধর্মকে বিধৃত করে রেখেছে ? প্রশ্নটা এই ভাবে রাখ :—বেশি বিশুদ্ধ হওয়ার কে বেশি অধিকারী—যা অপরিবর্তনীয়, অমর ও সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আর এই ধরনের প্রকৃতি-বিশিষ্ট, আর এই ধরনের প্রকৃতিগুলিতে দেখা যায় ; অথবা

যা পরিবর্তনীয়, ও মরণশীলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর পরিবর্তনীয় ও মরণশীলে দেখতে পাওয়া যায়, আর যা নিজে পরিবর্তনীয় ও মরণশীল ?

তিনি উত্তর করলেন: অনেক বেশি বিশুদ্ধ হল তার হওয়াটা যে অপরিবর্তনীয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

আর অপরিবর্তনীয়ের সার ভাগ সার ভাগের যে পরিমাণ গ্রহণ করে সেই পরিমাণ জ্ঞানের অংশ কী গ্রহণ করে ?

হাঁ, জ্ঞানের সেই একই পরিমাণ অংশ।

আর সত্যের সেই একই পরিমাণ ?

হাঁ।

আর উল্টা দিকে, যা সত্যের কম অংশ অধিকার করে আছে তা সার ভাগেরও কম অংশ অধিকার করবে ?

কাজে কাজেই।

সুতরাং, সাধারণ ভাবে, সেই শ্রেণীর জিনিসগুলি, যেগুলি দেহের সেবা করে সেগুলি, যেগুলি আত্মার সেবা করে সেগুলির চেয়ে, কম সত্য ও সার ভাগের অধিকারী ?

অনেক কম।

আর দেহের নিজের কী আত্মার চেয়ে কম সত্য ও সার ভাগ নেই ?

হাঁ।

যা অধিকতর বাস্তব অস্তিত্বে ভর্তি, আর যার প্রকৃতই অধিকতর বাস্তব অস্তিত্ব আছে তা, যা কম বাস্তব অস্তিত্বে ভর্তি আর যার কম বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তার চেয়ে বেশি বাস্তব ভাবে ভর্তি ?

অবশ্য।

আর যদি প্রকৃতি অনুযায়ী বাস্তব দ্বারা পূরিত হওয়ায় একটা আনন্দ থাকে, তবে যা অধিকতর বাস্তব হওয়া দ্বারা অধিকতর বাস্তব ভাবে পূরিত হয়, তা অধিকতর বাস্তব ভাবে ও সত্য ভাবে ও নিশ্চিত ভাবে সত্য আনন্দ উপভোগ করবে; অপর দিকে, যা কম বাস্তব হওয়ায় অংশ গ্রহণ করে, তা কম সত্য ভাবে ও নিশ্চিত ভাবে তৃপ্ত হবে, আর এক মায়াময় ও কম বাস্তব আনন্দে অংশ গ্রহণ করবে ?

প্রশ্নাতীত।

সুতরাং, জ্ঞান ও ধর্মকে যারা জানে না, আর সর্বদা ব্যস্ত শিশ্নোদর-পরায়ণ; নিচে যায় আবার মধ্য পথ পর্যন্ত উপরে উঠে; আর যারা জীবন ধরে এই অঞ্চলে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কখনও উচ্চতর সত্য জগতে গিয়ে উপস্থিত হয় না; তারা না সেদিকে

তাকায়, না কখনও তাদের পথ খুঁজে পায়, না সত্য হওয়া যারা সত্য ভাবে পূরিত হয়, না কখনও বিশুদ্ধ ও স্থায়ী আনন্দের স্বাদ পায়। গবাদি পশুর মত, তাদের চোখগুলি সর্বদা নিচের দিকে তাকাচ্ছে, আর তাদের মাথাগুলি পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ছে, অর্থাৎ খাবার টেবিলের উপর ঝুঁকে থাকছে, এই ভাবে তারা চর্বি জমাচ্ছে ও খাচ্ছে ও বংশবৃদ্ধি করছে, আর এই সব আনন্দের প্রতি অত্যধিক প্রেমে, তারা লোহার তৈরি শিং ও খুর দিয়ে একে অন্যের সঙ্গে গুতোগুতি করছে ও লাথি মারছে; আর তাদের তৃপ্তিহীন লালসা হেতু তারা একে অন্যকে খুন করছে। কারণ নিজেদের তাই দিয়ে ভর্তি করে যা বাস্তব নয়, আর তাদের নিজেদের যে অংশকে ভর্তি করে সেটাও অবাস্তব ও রিপুপরতন্ত্র।

গ্লাউকোন্ বললেন: সত্য বলছি, সোক্রাতেস্, তুমি দৈববাণীর মত অনেকের জীবন বর্ণনা করছ।

তাদের আনন্দগুলি যন্ত্রণাগুলির সঙ্গে মিশে আছে—কী করে তারা অন্য রকম হতে পারে? কারণ তারা ত সত্যের ছায়া ও ছবি মাত্র, আর গুণ বৈষম্যে রঞ্জিত, সেটা আলো ও ছায়া উভয়কে বড় করে দেখায়, আর এই ভাবে তারা বোকাদের মনে তাদের নিজেদের সম্বন্ধে উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি রোপণ করে; আর তাদের জন্য লড়াই চালায়, স্তেসিখোরস্ যেমন বলেন, সত্যের অজ্ঞতা বশত গ্রীকরা হেলেনের ছায়ার জন্য ত্রোয়াইতে লড়াই করেছিল।

ঐ ধরনের ব্যাপার নিশ্চয় অপরিহার্য ভাবে ঘটবে।

আর আত্মার তেজী অথবা কামুক উপাদান সম্পর্কেও কী অনুরূপ ব্যাপার নিশ্চয় ঘটবে না? কামুক মানুষ তার ইন্দ্রিয়কে ত্যাগ করে না, তা নিয়ে কাজে লাগে, সে হিংসুক ও দুরাকাঙ্ক্ষী অথবা উগ্র ও কলহপ্রিয় অথবা ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট, যাই হোক না কেন, যদি সে যুক্তি বা কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে যশ ও জয় ও ক্রোধের চরিতার্থতা খুঁজতে থাকে তবে সে কী অনুরূপ অবস্থায় পড়বে না?

তিনি বললেন: তেজী উপাদান সম্পর্কেও একই ব্যাপার ঘটবে।

সুতরাং, আমরা কী বিশ্বাসের সঙ্গে জোর দিয়ে বলতে পারি না যে অর্থ ও যশ প্রেমিকরা যখন তাদের আনন্দগুলি যুক্তি ও জ্ঞানের নেতৃত্ব ও সঙ্গ স্বীকার করে খোঁজে, আর বিজ্ঞতা তাদের যে আনন্দগুলি নির্দেশ করে সেগুলির পশ্চাদ্ধাবন করে আর জয় করে, তখন তারা সত্যতম আনন্দগুলিকে যে উচ্চতম পরিমাণ পর্যন্ত তারা পাওয়ার যোগ্য সেই পরিমাণ লাভ করবে

কেননা তারা সত্যকে অনুসরণ করেছে ; আর তারা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক আনন্দগুলিকে পাবে, যেগুলি যদি প্রত্যেকের পক্ষে যা সর্বোৎকৃষ্ট তা তার কাছেও হয়, তবে তাই সে পাবে ?

হাঁ, নিশ্চিত ; যা সর্বোৎকৃষ্ট তা সর্বাধিক স্বাভাবিক বটে ।

আর যখন সমগ্র আত্মা দার্শনিক নীতি অনুসরণ করে, আর কোন ভাগাভাগি থাকে না, তখন ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি ন্যায়বান্ হয়, আর তাদের নিজ নিজ কর্তব্য করে, আর পৃথক পৃথক ভাবে তাদের সামর্থ্যের সীমা অবধি উৎকৃষ্টতম ও সত্যতম আনন্দগুলিকে উপভোগ করে ?

ঠিক তাই ।

কিন্তু যখন অন্য দুটি নীতির কোনটি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন এটি তার নিজের আনন্দ লাভ করতে অসমর্থ হয় আর বাকীগুলিকে এমন এক আনন্দ অনুসরণ করতে বাধ্য করে, যা হচ্ছে ছায়ামাত্র, আসল নয় ?

সত্য ।

আর তাদের যে সময়টা দর্শন ও যুক্তি থেকে দূরে কাটে, সেই সময় যত দীর্ঘ হয়, আনন্দটাও তত বেশি অদ্ভুত ও অলীক হয় ।

হাঁ ।

আর যা আইন ও শৃংখলা থেকে দূরতম স্থানে অবস্থান করে, তা কী যুক্তি থেকেও দূরতম স্থানে অবস্থান করে না ?

পরিষ্কার ।

আর আমরা দেখিয়েছিলাম, কামপূর্ণ ও স্বৈরশাসনতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাগুলি দূরতম স্থানে অবস্থিতি করে ?

হাঁ ।

আর রাজকীয় ও সুশৃংখল আকাঙ্ক্ষাগুলি নিকটতম ?

হাঁ ।

সুতরাং সত্য অথবা স্বাভাবিক আনন্দ থেকে স্বৈরশাসক দূরতম আর রাজা নিকটতম স্থানে বাস করবে ?

অবশ্য ।

কিন্তু, যদি তা হয়, তাহলে স্বৈরশাসক সর্বাপেক্ষা আনন্দহীন আর রাজা সব চেয়ে আনন্দময় জীবন যাপন করবে ?

অপ্রতিরোধ্য ভাবে ।

যে মাঝের সময়টা তাদের আলাদা করে রাখে তার মাপটা কী, জানাবে ?

তুমি আমাকে বলে দাও ।

দেখা যাচ্ছে, আনন্দগুলি সংখ্যায় তিন, একটি খাঁটি, দুটি কৃত্রিম : এখন

স্বৈরশাসনের বিধি লঙ্ঘনগুলি কৃত্রিম সীমা ছাড়িয়ে এক বিন্দুতে পৌঁছায় ; সে আইন ও যুক্তির রাজ্য থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেছে, আর তার বাসস্থান গ্রহণ করেছে কতকগুলি দাস আনন্দের সঙ্গে যারা তার মোসাহেব, আর তার নিকৃষ্টতার পরিমাপ করা যেতে পারে শুধু একটা অঙ্ক দিয়ে।

কী তুমি বলতে চাও ?

আমি বললাম : আমি ধরে নি, স্বল্পনায়ক থেকে স্বৈরশাসক তৃতীয় ; জনগণতান্ত্রিক মাঝখানে ?

হাঁ।

আর যা আগে বলা হয়েছে, তাতে যদি সত্য থাকে, তবে সে আনন্দের এক প্রতিমূর্তির সঙ্গে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, এই আনন্দ সত্য সম্পর্কে স্বল্পনায়কের আনন্দ থেকে তিনগুণ দূরে অপসারিত।

তা হবে।

আর রাজকীয় থেকে স্বল্পনায়ক তৃতীয় ; কারণ আমরা রাজকীয়কে ও অভিজনতান্ত্রিককে একজন বলে ধরি।

হাঁ, সে তৃতীয়।

সুতরাং, সত্য আনন্দ থেকে স্বৈরশাসকের দূরত্ব এক সংখ্যা দ্বারা সূচিত হতে পারে, তা হল তিন গুণ তিন ?

স্বপ্রকাশ।

সুতরাং, দৈর্ঘ্যের সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত স্বৈরশাসনতান্ত্রিক আনন্দের ছায়া হবে একটা সমতল ক্ষেত্র ?

আলবৎ।

আর যদি তুমি গতি বাড়াও আর সমতল ক্ষেত্রকে একটি ঘনক্ষেত্র কর, তবে রাজার থেকে স্বৈরশাসক কী বিশাল ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন তা দেখতে কোন অসুবিধা হয় না।

হাঁ, পাটিগাণিতিক সহজেই অঙ্কটা কষবে।

অথবা যদি কোন ব্যক্তি অপর প্রান্ত থেকে শুরু করে আর রাজা স্বৈরশাসক থেকে কী ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন, আনন্দের সত্যেতে তা পরিমাপ করে, তবে সে দেখতে পারে, যখন গুণটা সমাপ্ত হয়, তখন রাজা 729 গুণ বেশি আনন্দময় আর একই ব্যবধানে স্বৈরশাসক থেকে 729 গুণ বেশি নিরাপদ জীবন যাপন করছে।

কী বিস্ময়কর এ গণনা ! আর আনন্দ ও যন্ত্রণা সম্পর্কে ন্যায়বানকে ন্যায়হীন থেকে যা পৃথক করে কী বিশাল সেই দূরত্ব !

আমি বললাম : তবু সত্য গণনা, আর এমন এক সংখ্যা যা মানব-জীবনের সঙ্গে নিকট সম্পর্কযুক্ত, ,যদি মানবীয় জীবদের দিন ও রাত্রি ও মাস ও বৎসরগুলির সঙ্গে সংশ্রব থাকে ।[1]

তিনি বললেন : হাঁ, মানব জীবন নিশ্চয় তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ।

সুতরাং, যদি শুভ ও ন্যায়বান্ মানুষ এই ভাবে অশুভ ও ন্যায়হীন মানুষের চেয়ে আনন্দে এত শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তার শ্রেষ্ঠতা জীবনের উপযুক্ততায় ও সৌন্দর্যে ও ধর্মে সীমাহীন ভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে ?

সীমাহীন সে বিকাশ ।

আমি বললাম : বেশ, এখন বিতর্কের এই জায়গায় উপস্থিত হবার পর, আমরা সেই সব কথায় ফিরে যেতে পারি, যা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। কে একজন বলছিল না কী যে, ন্যায়বান্ বলে খ্যাত সম্পূর্ণ ন্যায়হীনের কাছে অন্যায় একটা লাভ ?

হাঁ, ওটা বলা হয়েছিল ।

সুতরাং, এখন, ন্যায় ও অন্যায়ের শক্তি ও দক্ষতা নির্ণয় করবার পর, এস, আমরা তার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলি ।

আমরা তাকে কী বলব ?

এস, আমরা আত্মার এক মূর্তি গড়ি, যাতে সে তার নিজের শব্দগুলিকে তার দুচোখের সামনে সশরীরে উপস্থাপিত দেখতে পারে ।

কী ধরনের ?

প্রাচীন দেবকাহিনীগুলির মিশ্র সৃষ্টিগুলির মত, আত্মার এক আদর্শ মূর্তি, যেমন খিমেরা বা স্কুল্লান বা কেরবেরস, আরও অনেকে আছে, যেখানে দুই বা অধিক প্রকৃতি একটিতে পরিণত হয়ে বেড়ে উঠে, বলা হয়।

এই ধরনের মিলনগুলি সম্ভব হয়েছে, বলা হয়।

সুতরাং, তুমি এখন আকৃতির নমুনা তৈরি কর ; একটা বাহুল্য-পূর্ণ বহুমস্তা দৈত্য, পোষা ও বুনো সকল ধরনের পশুদের মাথা-গুলির এক চক্র তার আছে, সে ইচ্ছামাত্র সেগুলির উৎপাদন ও রূপান্তর করতে সক্ষম।

তুমি শিল্পীতে বিস্ময়কর ক্ষমতাগুলির অবস্থান কল্পনা করছ ; কিন্তু,

1 ধরা যাক রাজকীয় আনন্দ=ক ; স্বল্পনায়ক আনন্দ=খ ; স্বৈরশাসক আনন্দ=গ । ক 1 হলে খ 3। কিন্তু ক : খ :: খ : গ । সুতরাং ক : গ=1 : 9। অতএব $ক^3 : গ^3$=1 : 729 ।

মোম বা অন্য রূপ পদার্থ থেকে ভাষা বেশি নমনীয়, এই হেতুতে যে রকম প্রস্তাব করছ সেই রকম একটা নমুনা তৈরি হোক।

এখন কল্পনা কর যে সিংহ যেমন, তুমি সে রকম একটা দ্বিতীয় আকৃতি, আর মানুষের একটা তৃতীয় আকৃতি গড়লে, দ্বিতীয়টা প্রথমটার চেয়ে, আর তৃতীয়টা দ্বিতীয়টার চেয়ে ছোট।

তিনি বললেন: ওটা সহজতর কাজ; তুমি যেমন বললে, আমি তাদের তেমন করেছি।

এখন ওগুলিকে জুড়ে দাও, আর তিনটা এক হয়ে যাক।

তা জুড়ে দেওয়া-হয়েছে।

তারপর এগুলির বাইরেটাকে একটি মাত্র মূর্তিতে ঢালাই কর; সেটা মানুষের মূর্তি হবে; সবটা মিলে এ রকম হবে যেন যে ভিতরটা দেখতে পায় না শুধু বাইরের খোলটাই দেখে, সে জন্তুটাকে একটি মাত্র মানব জীব বলে বিশ্বাস করতে পারে।

তিনি বললেন: আমি সে রকম করেছি।

আর এখন, যে বলে যে মানব জীবের পক্ষে ন্যায়হীন হওয়া লাভজনক, আর ন্যায়বান্ হওয়া অলাভজনক, এস আমরা তাকে উত্তরে বলি, যদি সে নির্ভুল হয়, তবে এই জীবটির পক্ষে লাভজনক হয় বাহুল্যপূর্ণ দৈত্যটাকে খাওয়ান আর সিংহটাকে ও তার সিংহ-তুল্য গুণগুলিকে জোরাল করা, কিন্তু মানুষটিকে না খাইয়ে দুর্বল করা, ফলে সে অন্য দুটির কোনটির দয়া-নির্ভর হয়ে টানাটানিতে পড়বে; আর তাদের একে অন্যের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন করার বা সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা সে করবে না— তারা একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবে আর কামড়াকামড়ি করবে আর একে অন্যকে খেয়ে ফেলবে; এটাই বরং তাদের করতে দেওয়া তার উচিত?

তিনি বললেন: নিশ্চিত; অন্যায়ের অনুমোদনকারী এই কথাই বলবে।

ন্যায়ের অনুমোদনকারী তাকে উত্তর দেয় যে তার সব সময় এমন ভাবে বলা ও চলা উচিত যেন অভ্যন্তরস্থ মানুষটি সমগ্র মানব জীবনটির উপর কোন না কোন উপায়ে পূর্ণতম কর্তৃত্ব লাভ করে। একজন ভাল কৃষকের মত সে বহু-মস্তা দৈত্যটির উপর সতর্ক চোখ রাখবে, শান্ত গুণাবলিকে লালন ও অনুশীলন করবে, আর বুনো গুণগুলিকে বাড়তে বাধা দেবে; সে সিংহ-হৃদয়কে তার মিত্র করবে, আর তাদের সকলের সাধারণ কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অংশগুলিকে একের সঙ্গে অন্যটি ও তার নিজের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করবে।

তিনি বললেন : হাঁ, ন্যায়ের অনুমোদনকারী সম্পূর্ণ এই কথাই বলবে।

আর এই ভাবে প্রতি দৃষ্টিকোণ থেকে, তা সেটা আনন্দ, যশ, বা সুবিধা যাই হোক, ন্যায়ের অনুমোদনকারী নির্ভুল ও সত্য কথা বলে, আর অননুমোদনকারী হল ভ্রান্ত ও মিথ্যুক ও অজ্ঞ ?

হাঁ, প্রতি দৃষ্টিকোণ থেকে।

এস, এখন, আমরা সেই ন্যায়হীনের সঙ্গে শান্ত ভাবে যুক্তিতর্ক জুড়ে দি, যে স্বেচ্ছায় ভ্রমে পড়ে নি। আমরা তাকে বলব : 'সুমিষ্ট মশাই, মহৎ ও নীচ বলে গণনা করা জিনিসগুলি সম্বন্ধে তুমি কী ভাব ? মহৎ কী তাই নয় যা পশুকে মানুষের অথবা বরং মানুষের মধ্যে দেবতার, বশীভূত করে ? আর নীচ কী তাই নয় যা মানুষকে পশুর বশীভূত করে ? সে উত্তরে কিছুতেই হাঁ না বলে থাকতে পারবে না—এখন সে পারে কী ?

না, যদি আমার মতের প্রতি তার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে।

কিন্তু যদি সে এতদূর পর্যন্ত একমত হয়, তবে, আমরা তাকে আর একটা প্রশ্নের জবাব দিতে অনুরোধ করব : 'তাহলে কোন মানুষ কী করে লাভবান্ হবে যদি সে সোনা ও রূপা এই শর্তে পায় যে তার মহত্তম অংশকে নিকৃষ্টতম অংশের দাসত্ব করতে হবে ? কে কল্পনা করতে পারে যে কোন ব্যক্তি টাকার জন্য তার ছেলে বা মেয়েকে দাসত্ব করবার উদ্দেশে বেচল ; বিশেষত যদি সে হিংস্র ও অশুভ মানুষদের কাছে বেচে লাভবান্ হয়, তবে যে টাকা সে পেল, পরিমাণে তা যত বড়ই হোক না কেন, কেউ কী বলবে যে সে একজন হতভাগা নীচ নয়, সে তার নিজের দেব-প্রতিম হওয়াকে বিনা অনুশোচনায় তার কাছে বেচছে যে সব চেয়ে দেবতাবিহীন ও ঘৃণ্য ? এরিফ্যুলে তার স্বামীর জীবনের দাম হিসাবে গলার হার গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এই লোক আরও মন্দ ভাবে ধ্বংস হবার জন্য ঘুষ নিচ্ছে।'

গ্লাউকোন্ বললেন : হাঁ, অনেক বেশি মন্দ—আমি তার হয়ে উত্তর দেব।

প্রাচীন কাল থেকে অমিতাচারী ব্যক্তি কী নিন্দিত হয়ে আসে নি ? কারণ তার মধ্যে প্রকাণ্ড বহু-রূপী দৈত্যটাকে এত বেশি পরিমাণে ছেড়ে রাখা আর ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হয়েছে যে কী বলব ?

পরিষ্কার।

আর মানুষের গর্ব ও বদ্ মেজাজকে নিন্দা করা হয়, যখন

তাদের মধ্যে সিংহ ও সাপ উপাদান উচিত অনুপাত ছাড়িয়ে বেড়ে উঠে এবং বল লাভ করে ?

হাঁ।

আর বিলাস ও কোমলতাকে নিন্দা করা হয়, কারণ তারা ঐ একই জীবকে শ্লথ ও দুর্বল করে, তাকে কাপুরুষ বানায় ?

খুব সত্য।

আর খোসামোদ ও নীচতার জন্য মানুষ কী তিরস্কৃত হয় না এই বলে, যে টাকার জন্য তেজী জন্তুটাকে অদম্য দৈত্যের অধীন করে, ঐ টাকা সে যতই পাক কখনই যথেষ্ট পরিমাণে পেতে পারে না ; কাদায় পদদলিত হবার জন্য, আর সিংহ থেকে বানরে পরিণত হবার জন্য, তার যৌবনের দিনগুলিতে তাকে অভ্যাস করায় ?

তিনি বললেন : সত্য।

আর হীন নিয়োগগুলি ও হাতের কাজগুলি কেন তিরস্কারের সামিল হয় ? শুধু এই কারণে যে তারা উচ্চতর নীতিকে স্বভাবত দুর্বল করে ফেলে ; ব্যক্তি তার অভ্যন্তরস্থ জীবগুলিকে শাসনে রাখতে সমর্থ হয় না, উল্টে তাদের মন যোগাতে হয় ; আর কী করে তাদের খোসামোদ করা যায়, তাই তার মহাপাঠ হয় ?

এই-ই কারণ বলে বোধ হয়।

আর, অতএব, তাকে উৎকৃষ্টতম নিয়মের মত নিয়মের অধীনে রাখতে ইচ্ছুক হয়ে, আমরা বলি যে তার সর্বোৎকৃষ্টের ভৃত্য হওয়া উচিত, তাতে আছে দেব-শাসন ; থ্রাসুমাখস্ যেমন কল্পনা করেছিলেন, ভৃত্যের অনিষ্ট করে নয়, কিন্তু এই কারণে যে প্রত্যেকের তার মধ্যে বাসকারী দৈবী বিজ্ঞতা দ্বারা শাসিত হওয়া উৎকৃষ্টতর ; অথবা, যদি এটা অসম্ভব হয়, তবে একজন বাইরের কর্তার দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত, যাতে আমরা সকলে, যতদূর সম্ভব, একই সরকারের অধীনে, বন্ধু ও সমান, হতে পারি।

তিনি বললেন : সত্য।

স্পষ্ট দেখা যায়, এটি আইনের অভিপ্রায় ; ঐ আইন সমগ্র নগরের মিত্র ; আর দেখা যায়, আমরা ছেলেমেয়েদের উপর কর্তৃত্ব খাটাই, আর তাদের স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করি, যে পর্যন্ত না আমরা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে মিল রেখে, তাদের মধ্যে এক সুনীতি প্রতিষ্ঠিত করেছি, আর এই উচ্চতর উপাদানের অনুশীলন দ্বারা তাদের অন্তরগুলিতে আমাদের নিজেদের এক অভিভাবক ও শাসককে বসিয়েছি ; আর যেমন এটি করা হয় তখন তারা তাদের পথ বেছে নিতে পারে।

তিনি বললেন : হাঁ, কারণ আইনের উদ্দেশ্য স্বপ্রকাশ।

সুতরাং কোন্ সেই দৃষ্টিবিন্দু আর কোন্ সেই কারণ যার জন্য আমরা বলতে পারি যে, কোন মানুষ অন্যায় বা অমিতাচার বা অন্য হীনতা দ্বারা লাভবান্ হয়? এমন কি, সে পাপিষ্ঠতা দ্বারা ধন বা দক্ষতা লাভ করতে পারলেও, সেটা ত তাকে নিকৃষ্টতর মানুষে পরিণত করে?

আদৌ কোন দৃষ্টিবিন্দু থেকেই নয়।

আর যদি তার ন্যায়হীনতা ধরা না পড়ে আর সে শাস্তি না পায়, তবে কী সে লাভ করবে? যে ধরা পড়ে না সে শুধু নিকৃষ্টতর হয়, আর যে ধরা পড়ে আর শাস্তি পায়, তার প্রকৃতির পাশব অংশকে চুপ করান আর মানবীয় করান যায়; তার মধ্যেকার অধিকতর শান্ত উপাদান মুক্তি পায়, আর তার সমগ্র আত্মা ন্যায় ও মিতাচার ও বিজ্ঞতা অর্জনের দ্বারা পূর্ণতায় ও মহত্ত্বে উন্নীত হয়; সৌন্দর্য, বল ও স্বাস্থ্যের দান গ্রহণ করে দেহ যতটা উন্নীত হতে পারে দেহের চেয়ে আত্মা যে অনুপাতে বেশি সম্মাননীয় সেই অনুপাতে, তার চেয়ে সর্বদা বেশি উন্নীত হতে পারে।

তিনি বললেন : আলবৎ।

এই মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষ তার জীবনের শক্তি-গুলিকে নিযুক্ত করবে। প্রথমত, সে সেই সব অধ্যয়নে শ্রদ্ধাশীল হবে যেগুলি এই সব গুণ তার আত্মায় মুদ্রিত করে দেবে, আর অন্যগুলিকে অগ্রাহ্য করবে?

তিনি বললেন : পরিষ্কার।

তারপর, সে তার দৈহিক অভ্যাস ও শিক্ষণকে নিয়ন্ত্রিত করবে, আর পাশব ও যুক্তিহীন আনন্দগুলির কাছে আত্মসমর্পণ ত করবেই না, এত দূরে অবস্থান করবে যে সে স্বাস্থ্যকে পর্যন্ত বেশ গৌণ ব্যাপার বলে গণ্য করবে; তার প্রথম উদ্দেশ্য হবে না কিসে সে সুন্দর অথবা শক্তিমান্ অথবা সুস্থ হতে পারে তা খোঁজ করা, এই হবে যে তার দ্বারা তার মিতাচার লাভ করবার সম্ভাবনা আছে কি না তা দেখা; সে সর্বদা দেহকে এমন ভাবে শান্ত ও সমাহিত রাখবার আকাঙ্ক্ষা করবে যে যেন আত্মার সমতান অক্ষুণ্ণ থাকে?

যদি তার ভিতর সত্যকার সঙ্গীত থাকে তবে নিশ্চিত সে তাই করবে।

আর ধনের অধিকরণে একটা শৃংখলা ও সমতানের নীতি আছে, সেটাও সে মেনে চলবে; সে জগতের নির্বোধ হাততালির লোভে নিজেকে কলুষিত হতে দেবে না, আর নিজের অনন্ত অকল্যাণের হেতু ধনকে স্তূপাকার করবে না?

তিনি বললেন : নিশ্চিত না।

সে তার অভ্যন্তরে স্থিত নগরের দিকে তাকাবে, আর লক্ষ্য রাখবে যেন সেখানে যে বিশৃঙ্খলা আধিক্য থেকে বা অভাব থেকে দেখা দিতে পারে তা না ঘটে ; আর এই নীতির উপর নির্ভর করে সে সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করবে, আর সামর্থ্য অনুসারে আয় ও ব্যয় করবে।

খুব সত্য।

আর, একই কারণে, সে হৃষ্ট হয়ে গ্রহণ ও উপভোগ করবে সেই রকম সব সম্মান যেগুলি, সে মনে করে, তাকে এক উৎকৃষ্টতর মানুষ রূপে পরিণত করবে ; কিন্তু বেসরকারী বা সরকারী সেগুলি সে ত্যাগ করবে, যেগুলি তার জীবনকে বিশৃঙ্খল করবার সম্ভাবনা আছে ?

সুতরাং, তাই যদি তার মনের কথা হয়, তবে সে কী একজন কূটনীতিবিদ্ হবে না।

মিশরের কুকুরের দোহাই ! সে হবে। যে নগর তার নিজের সেখানে সে নিশ্চয় হবে, যদিও তার জন্মভূমিতে হয়ত না, যদি না দৈব আহ্বান আসে।

আমি বুঝছি ; তুমি বলতে চাও যে সে শাসক হবে সেই নগরে আমরা যার প্রতিষ্ঠাতা, আর যা শুধু কল্পনায় রয়েছে ; কারণ আমি বিশ্বাস করি না যে এরকম একটি নগর পৃথিবীর কোথাও আছে।

আমি উত্তর করলাম : স্বর্গে। আমার ধারণা সেখানে একটি নমুনা আছে, যে বাসনা করে সে দেখতে পায়, আর দেখে সে তার নিজের বাড়ীর শৃংখলা বিধান করতে পারে। কিন্তু এ রকম এক নগর আছে, অথবা কোন দিন বস্তুত থাকবে কী না, কথা তা নয়, কারণ সে সেই নগরের ধরন অনুসারে জীবন যাপন করবে, অন্য কোনটার সঙ্গে তার কিছুই করবার নেই।

তিনি বললেন : আমি তাই মনে করি।

গ্রন্থ দশ

আমরা যে রাষ্ট্র কল্পনা করেছি, তার নানা উৎকর্ষ আমার চোখে পড়ছে। গভীর চিন্তার পর দেখছি, কবিতার যে নিয়মাবলি তৈরি করেছি, তা যথার্থ, আর তার চেয়ে বেশি খুশি আমি অন্য কিছুতে হই নি।

তুমি কোন্ বিষয়ে বলছ?

অনুকরণ প্রবণ কবিতার প্রত্যাখ্যান বিষয়ে। নিশ্চয় করে বলছি, ও-জিনিস গ্রহণ করা উচিত হবে না; কেননা এখন আমি ঢের বেশি পরিষ্কার ভাবে দেখছি যে যুক্তির বিভিন্ন অংশগুলি বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

তুমি কী বলতে চাও?

কাউকে যদি না বল ত বলি, কারণ আমি চাই না যে আমার কথা-গুলি বিয়োগান্ত নাট্যকারদের আর বাকী অনুকরণপ্রিয় জাতের কাছে পুনরাবৃত্ত হয়—কিন্তু তোমাকে বলতে আমার বাধা নেই যে, সকল কাব্যিক অনুকরণ শ্রোতাদের বুঝবার শক্তিকে ধ্বংস করে, আর তাদের সত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান হল একমাত্র প্রতিষেধক।

তোমার মন্তব্যের মর্ম ব্যাখ্যা করে বল।

আচ্ছা, আমি তোমাকে বলব। আমার যৌবনের উষাকাল থেকে হমেরসের প্রতি আমার একটা ভয়-মিশ্রিত ভালবাসা রয়েছে যা এখনও আমার ঠোঁটের আগায় আসা কথাগুলিকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে, কারণ তিনি হলেন গোটা বিয়োগান্ত দলের মনোমুগ্ধকর মহান্ দলপতি ও শিক্ষাদাতা; কিন্তু সত্যের চেয়ে মানুষকে ত বেশি মর্যাদা দেওয়া যায় না, আর অতএব আমি মন খুলে কথা বলব।

তিনি বললেন: অতি উত্তম।

সুতরাং, আমার কথা মন দিয়ে শোন, অথবা বরং উত্তর দাও।

তোমার প্রশ্নগুলি রাখ।

তুমি কী আমাকে বলতে পার, কাকে বলে অনুকরণ? কারণ আমার মনে হয়, আমি বাস্তবিকই জানি না।

তুমি জান না, অথচ আমি জানব, এ একটা কথার কথা না কি।

কেন নয়? কারণ এমন ত হতে পারে যে ঝাপসা চোখ প্রায়ই ধারাল চোখের চেয়ে তাড়াতাড়ি দেখতে পায়?

তিনি বললেন: খুব সত্য; কিন্তু তোমার সামনে, এমন কি যদি আমার কোন সঠিক ধারণাও থাকত, তবে তবু আমি তা উচ্চারণ করবার

সাহস সঞ্চয় করতে পারতাম না। সুতরাং, তুমি নিজেই অনুসন্ধানটা চালাবে।

বেশ, তাহলে, আমরা কী আমাদের অভ্যস্ত ধারায় অনুসন্ধান শুরু করব ? যখনই জনা কয়েকের একটা সাধারণ নাম থাকে, তখনই আমরা ধরে নি যে তাদের সকলের সম্বন্ধে অনুরূপ কল্পনা বা আকৃতি আছে। তুমি কী আমাকে ধরতে পারছ ?

আমি পারছি।

এস, যে কোন সাধারণ দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক ; জগতে বিছানা ও টেবিল আছে—প্রচুর আছে, নেই কী ?

হাঁ।

কিন্তু তাদের সম্বন্ধে মাত্র দুটি কল্পনা বা আকৃতি আছে—একটি, বিছানার কল্পনা, অন্যটি টেবিলের।

সত্য।

আর আমাদের ব্যবহারের জন্য, তাদের উভয় নির্মাতার একজন তৈরি করে বিছানা আর অন্যজন তৈরি করে টেবিল, পিছনে থাকে কল্পনা—এটি আর অন্য দৃষ্টান্তগুলি সম্পর্কে ঐ হয় আমাদের বলবার ধরন—কোন কারিকর কিন্তু নিজেরা কল্পনাগুলি তৈরি করে নি ; কী করে পারবে ?

অসম্ভব।

আর অন্য একজন শিল্পী আছে—আমি জানতে পারলে খুশি হব, তার সম্বন্ধে তুমি কী বলবে।

কে সে ?

সে একজন, যে অন্য সকল শিল্পীর রচনাগুলি নির্মাণ করে।

কী অসাধারণ মানুষ সে !

একটু দাঁড়াও, পরে ওভাবে বলবার তোমার বেশি কারণ থাকবে ; অসাধারণ কারণ সে শুধু সকল ধরনের পাত্র নয়, কিন্তু উদ্ভিদ্ ও জন্তুদের, নিজেকে আর সমুদয় জিনিসকে, পৃথিবী আর স্বর্গকে, আর যে সব জিনিস স্বর্গে অথবা পৃথিবীর নিচে আছে সেগুলিকে নির্মাণ করতে সক্ষম ; সে দেব-দেবীদেরও নির্মাণ করে।

সে নিশ্চয় একজন ঐন্দ্রজালিক, তাতে আর ভুল কী।

ওহো ! তুমি অবিশ্বাসী, তাই কী ? তুমি কী বলতে চাও এ রকম কোন নির্মাতা স্রষ্টা নেই, অথবা এক অর্থে এই সব জিনিসের নির্মাতা থাকতে পারে, কিন্তু অন্য অর্থে পারে না ? তুমি কী দেখছ যে এমন একটা উপায় আছে যে তুমি এগুলি সব নিজে নিজে করতে পারবে ?

কী উপায় ?

যথেষ্ট সহজ এক উপায় ; অথবা বরং কৌশলটি তাড়াতাড়ি আর সহজে সম্পন্ন হতে পারে, এমন অনেক উপায় আছে। একটা আয়নাকে চারদিকে ঘুরাও আর ঘুরাও, এর চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কিছু হয় না— তুমি খুব তাড়াতাড়ি সূর্য আর আকাশ, আর পৃথিবী আর নিজেকে, আর অন্য জন্তুদের ও উদ্ভিদ্দের, আর আমরা অন্য যে সব জিনিসের কথা এই মাত্র বলছিলাম সেগুলি, আয়নাতে তৈরি করবে।

তিনি বললেন : হাঁ ; কিন্তু সে ত হবে শুধু বাহ্য সাদৃশ্য।

আমি বললাম : অতি উত্তম কথা, তুমি এখন আসল বিষয়ে আসছ। আর আমি যা ধারণা করি তা হল, চিত্রকরও ঠিক এ রকম অন্য একজন যে সাদৃশ্যগুলির স্রষ্টা, নয় কী ?

অবশ্য।

কিন্তু, তাহলে আমি অনুমান করি, তুমি বলবে যে সে যা সৃষ্টি করে তা অসত্য। আর তবু একটা অর্থ আছে যে অর্থে চিত্রকরও একটা বিছানা সৃষ্টি করে ?

তিনি বললেন : হাঁ, কিন্তু কোন বাস্তব বিছানা নয়।

আর যে লোক বিছানা তৈরি করে তার সম্বন্ধে কী বলা যায় ? তুমি কী বলছিলে না সেও তৈরি করে তা, কল্পনা নয় যা,—আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে, বিছানার আসল অস্তিত্ব কিন্তু মাত্র একটি বিশেষ বিছানা।

হাঁ, আমি বলেছিলাম।

সুতরাং যদি সে যা আছে, তা না করে, তবে সে সত্য অস্তিত্বকে তৈরি করতে পারে না, কিন্তু শুধু অস্তিত্বের কিছু সাদৃশ্যকে পারে ; আর যদি কেউ বলত যে বিছানার নির্মাতার, অথবা অন্য কোন কারিকরের, বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তবে সে সত্য বলছে মনে করা কঠিন হত।

তিনি উত্তর করলেন : অন্তত পক্ষে দার্শনিকরা বলতেন যে সে সত্য বলছে না।

অতএব, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে তার কাজও সত্যের এক অস্পষ্ট প্রকাশ ?

আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এখন মনে কর যে এই মাত্র প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলির আলোকে আমরা অনুসন্ধান করি, এই অনুকারক কে ?

দয়া করে বল।

বেশ তাহলে, এখানে রয়েছে তিনটি বিছানা :—একটা প্রকৃতিতে

বর্তমান, ঈশ্বর তা তৈরি করেছেন, কারণ আমি মনে করি আমরা তা বলতে পারি—কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ স্রষ্টা হতে পারেন না।

না।

অন্য একটা রয়েছে তা ছুতারের কাজ?

হাঁ।

আর চিত্রকরের কাজটা হল তৃতীয়?

হাঁ।

সুতরাং, বিছানা তিন শ্রেণীর, আর তিন শিল্পী তাদের তত্ত্বাবধান করে; ঈশ্বর, ছুতার আর চিত্রকর?

হাঁ, তারা তিনজন।

খেয়াল থেকে হোক বা প্রয়োজন থেকে হোক, ঈশ্বর প্রকৃতিতে একটি বিছানা, আর একটি মাত্র বিছানা, সৃষ্টি করেছিলেন; এ ধরনের দুই বা তার বেশি আদর্শ বিছানা ঈশ্বর কখনও সৃষ্টি করেন নি, আর কখনও করবেন না।

সেটা কেন?

কারণ কি, যদি তিনি মাত্র দুটি করতেন, তবে তাদের পিছনে তথাপি তৃতীয় একটি দেখা দিত, ঐটিকে উভয়ে তাদের পরিকল্পনার জন্য পেত, আর সেটা হত আদর্শ বিছানা, অন্য দুটি নয়।

তিনি বললেন: খুব সত্য।

ঈশ্বর একথা জানতেন, আর তিনি এক বাস্তব বিছানার বাস্তব নির্মাতা হতে চেয়েছিলেন, এক বিশেষ বিছানার এক বিশেষ নির্মাতা নয়, আর সেই কারণে তিনি এক বিছানা সৃষ্টি করলেন, যা মূলত আর প্রকৃতিবশে একটি মাত্র।

আমাদের বিশ্বাস তাই।

আমরা কী তাহলে তাঁকে বিছানার স্বাভাবিক রচয়িতা অথবা নির্মাতা বলে উল্লেখ করব?

তিনি উত্তর করলেন: হাঁ; কেন না সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তিনি এর আর অন্য সব জিনিসের রচয়িতা।

আর আমরা ছুতার সম্বন্ধে কী বলব—সেও কী বিছানা তৈরি করে না?

হা।

কিন্তু তুমি কী চিত্রকরকে একজন স্রষ্টা ও নির্মাতা বলবে?

নিশ্চিত না!

তথাপি যদি সে নির্মাতা না হয়, তবে বিছানার সম্পর্কে সে কী ?

তিনি বললেন : আমি মনে করি যে অন্যরা যা তৈরি করে তার অনুকারক বলে তাকে সঙ্গত আখ্যা দিতে পারি।

আমি বললাম : উত্তম ; তাহলে প্রকৃতি থেকে অবরোহণ কালে যে তৃতীয় তাকে নাম দিচ্ছ অনুকারক ?

তিনি বললেন : নিশ্চিত।

আর বিয়োগান্ত কবিও একজন অনুকারক, আর অতএব রাজগিরি থেকে আর সত্য থেকে তিন গুণ দূরে অপসৃত ?

ও রকম বলে বোধ হয়।

সুতরাং, অনুকারক সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ নেই। আর চিত্রকর সম্বন্ধে কী ? আমি জানতে পেলে খুশি হব, গোড়া থেকে প্রকৃতিতে যা বর্তমান আছে, তা, না শুধু শিল্পীদের সৃষ্টিগুলিকে, অনুকরণ করছে সে, কোন্‌টা ভাবা যেতে পারে ?

পরেরটি।

তারা যেমনটি, না তারা যে ভাবে দেখা দেয় ? এটি নির্ণয় করা তোমার এখনও বাকী আছে।

তুমি কী বলতে চাও ?

আমি বলতে চাই যে, একটা বিছানার দিকে তুমি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তাকাতে পার, তেরছা ভাবে, অথবা সোজাসুজি, অথবা অন্য কোন কোণ থেকে, আর বিছানাটা ভিন্ন হয়ে দেখা দেবে, কিন্তু বিছানা বিছানাই, বাস্তবে অন্য কোন পার্থক্য নেই ? আর সব জিনিস সম্বন্ধেও একই কথা ?

তিনি বললেন : হাঁ, পার্থক্যটা শুধু বাহ্যিক।

এখন তোমাকে আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দাও ; কী হবে বলে চিত্রকরের কলা নির্ধারিত—জিনিসগুলি যা তার এক অনুকৃতি অথবা তারা যে ভাবে দেখা দেয় তার এক অনুকৃতি—বাইরের আকারের না বাস্তবের ?

বাইরের আকারের।

আমি বললাম : তাহলে অনুকারক সত্য থেকে অনেক দূরে সরে আছে, আর সব জিনিস করতে পারে ; কারণ সে সেগুলির ছোট একটা অংশের উপর হালকা ভাবে হাত দেয়, আর সেই অংশ একটা প্রতিমূর্তি ? উদাহরণ নাও : ধর এক চিত্রকর একজন চামার, ছুতার বা অন্য কোন শিল্পী আঁকবে, যদিও সে তাদের কলাগুলি সম্বন্ধে কিছু জানে না ; আর, যদি সে ভাল শিল্পী হয়, তবে যখন সে দূর থেকে তার আঁকা ছুতারের

ছবি দেখায়, তখন সে ছোট ছেলেমেয়েদের বা গোলা লোকদের ভুলাতে পারে, আর তারা ভাববে যে তারা একজন বাস্তব ছুতারের দিকে চেয়ে আছে।

নিশ্চিত।

আর যখনই কেউ আমাদের জানায় সে এমন একজন লোক পেয়েছে যে অন্য কারুর জানা সকল কলা, আর অন্য সকল জিনিস জানে, আর প্রত্যেক জিনিসকে অন্য লোকের চেয়ে বেশি নির্ভুল ভাবে জানে—সেই আমাদের এটা বলুক না কেন, আমার মনে হয়, আমরা শুধু অনুমান করতে পারি, সে একজন গোলা জীব, সে এক যাদুকর বা নাটুকে লোকের দেখা পেয়েছে, যে সম্ভবত তাকে ভুলিয়েছে, আর তাকে সে ভেবেছে সবজান্তা, কারণ সে নিজে জ্ঞান আর অজ্ঞতা আর অনুকরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে শেখে নি?

অতীব সত্য।

আর এই ভাবে, যখন আমরা শুনি লোকে বলাবলি করছে যে; বিয়োগান্ত নাট্যকাররা, আর হমেরস্, তিনিই তাদের দলপতি, সকল কলাকে ও সকল মানবীয় জিনিসকে, যেমন ধর্মকে তেমনি অধর্মকে, আর স্বর্গীয় জিনিসগুলিকেও জানেন, এ কারণে যে সু-কবি ভাল রচনা করতে পারে না যদি না সে তার বিষয়-বস্তু জানে, আর যার এই জ্ঞান নেই সে কখনও কবি হতে পারে না, তখন এখানেও এক অনুরূপ ধোঁকা আছে কি না তা আমাদের বিবেচনা করে দেখা উচিত। এমন হতে পারে, ঐ লোকরা অনুকারকদের পাল্লায় পড়েছে আর তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে; যখন তারা তাদের রচনাবলি দেখেছিল, তখন হয়ত তাদের স্মরণ ছিল না যে ওগুলি অনুকরণ মাত্র, সত্য থেকে তিনগুণ দূরে অপসৃত, আর সত্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকলেও সহজেই তৈরি করা যেতে পারে, কারণ তারা বাহ্য সাদৃশ্য মাত্র আর বাস্তব নয়?

তিনি বললেন : প্রশ্নটা সর্বতোভাবে বিবেচনা করা কর্তব্য।

এখন তুমি কী মনে কর যে যদি কোন ব্যক্তি মূলও করতে পারত, আর প্রতিমূর্তিও করতে পারত, তবে সে গভীর ভাবে নিজেকে প্রতিমূর্তি নির্মাণ শাখার ব্যাপৃত রাখত? সে কী অনুকরণকে তার জীবনের নিয়ন্তা নীতি হতে দিত, যেন তার ভিতরে উচ্চতর কোন জিনিস ছিল না?

আমি বলব, না।

প্রকৃত শিল্পী জানে, সে কী অনুকরণ করছিল; বাস্তবে, আর অনুকরণে নয়, তার আগ্রহ হবে; আর তার আকাঙ্ক্ষা হবে, তার নিজের

স্মরণ চিহ্নরূপে পিছনে রেখে যাওয়া কাজগুলি হবে বহুল আর সুন্দর; আর প্রশংসা রচয়িতা হবার পরিবর্তে, সে নিজে প্রশংসাগুলির পাত্র হতে বেশি পছন্দ করবে?

তিনি বললেন: হ্যাঁ, সেটা তার অনেক বেশি সম্মান ও লাভের উৎস হত।

আমি বললাম: তাহলে আমরা হমেরসের কাছে এক প্রশ্ন রাখব; চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে নয়, অথবা অন্য শিল্পগুলির কোনটি সম্বন্ধেও নয়, তিনি তাঁর কবিতায় সেগুলিকে প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন মাত্র; আমরা তাঁকে, অথবা অন্য কোন কবিকে, জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি না, তিনি, আস্ক্লেপিয়সের মত রোগীদের নিরাময় করেছেন কি না, অথবা আস্ক্লেপিয়সের মত একটা চিকিৎসা বিদ্যাভবন পিছনে রেখে গেছেন কিনা, অথবা তিনি চিকিৎসা ও অন্য কলাগুলি সম্বন্ধে শুধু শোনা কথা বলেন কি না; কিন্তু সামরিক কৌশল, রাজনীতি, শিক্ষা সম্বন্ধে জানবার অধিকার আমাদের আছে, ঐ গুলি হল তাঁর কাব্যের প্রধানতম ও মহত্তম বিষয়, আর আমরা সঙ্গত ভাবে ঐগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারি। সুতরাং আমরা তাঁকে বলি, বন্ধু হমেরস্, ধর্ম সম্বন্ধে তুমি যা বল, তাতে যদি তুমি সত্য থেকে মাত্র দ্বিতীয় থাকে থাক, তৃতীয় থাকে নয়—একজন প্রতিমূর্তি নির্মাতা বা অনুকারক না হও,—আর যদি তুমি সম্যক্ দেখতে সমর্থ হও কোন্ বৃত্তি-গুলি মানুষদের সরকারী ও বেসরকারী জীবনে উৎকৃষ্টতা অথবা নিকৃষ্টতা দান করে, তবে আমাদের বল কোন্ সেই রাষ্ট্র যা তোমার সহায়তা পেয়ে কখনও আরও ভাল ভাবে শাসিত হয়েছিল? লাকেদাএমোনের সুশৃংখলা ল্যুকারগসের কাছে ঋণী, অন্য অনেক বড় ও ছোট নগর অনুরূপ ভাবে অন্যদের কাছে উপকার পেয়েছে; কিন্তু কেউ কী বলে যে তুমি তাদের একজন ভাল আইন-প্রণেতা হয়েছ আর তাদের একটুও মঙ্গল করেছ? ইতালিয়া ও সিক্যুলিয়া খারোনদাস্কে নিয়ে গর্ব করে; আর আছেন সোলোন, তিনি আমাদের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেছেন; কিন্তু কোন্ সে নগর যা তোমার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে? এমন কোন নগর আছে কী যার নাম তুমি করতে পার?

গ্লাউকোন্ বললেন: আমি মনে করি, নেই। এমন কি হমেরস্-পন্থীরা নিজেরাও ভাণ করে না যে তিনি একজন আইন-প্রণেতা ছিলেন।

বেশ। এমন কোন লেখা যুদ্ধের বিবরণ আছে কী যা তিনি সাফল্যের সঙ্গে চালিয়েছিলেন, অথবা তাঁর পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, যখন তিনি জীবিত ছিলেন?

কিছু নেই।

কিন্তু, যদি হমেরস্ কখনও কোন সরকারী চাকরি না করে থাকেন, তবে কী তিনি বেসরকারী ভাবে কোন কিছুর চালক বা শিক্ষক ছিলেন? তাঁর জীবিত কালে তিনি কী বন্ধু লাভ করেছিলেন যারা তাঁর সঙ্গ করতে ভালবাসত, আর যারা ভবিষ্যৎ বংশীয়দের হমেরসীয় জীবন-ধারা দিয়ে গেছে, প্যাথাগোরাস্ যেমন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন; তিনি তাঁর বিজ্ঞতার জন্য কী গভীর ভালবাসা না পেয়েছিলেন, আর তাঁর নামে যে সম্প্রদায়ের নাম হয়েছিল তার জন্য আজ পর্যন্ত তাঁর শিষ্যরা খ্যাত হয়ে রয়েছেন?

তাঁর সম্বন্ধে এ ধরনের কিছুই লিপিবদ্ধ নেই। কারণ, এটা নিশ্চয়, সোক্রাতেস্, হমেরসের নিত্য সঙ্গী ক্রেয়োফুলস্, সেই মাংসল মনুষ্য পুত্রটি, যার নাম করলে আমাদের সর্বদা হাসি পায়, এত বোকা ছিল সে যে সেই বোকামির জন্য তাকে সঙ্গত ভাবে উপহাস করা চলত, যদি, যা বলা হয়, সে ও অন্যেরা হমেরস্‌কে তাঁর জীবদ্দশায় অত্যন্ত অবহেলা করত, তা সত্য হয়?

আমি উত্তর করলাম: হাঁ, ঐতিহ্য তাই বলে। কিন্তু, গ্লাউকোন্, তুমি কী ভাবতে পার যে যদি হমেরস্ বাস্তবিকই মানব জাতিকে শিক্ষা দিতে আর উন্নত করতে সমর্থ হতেন—যদি তিনি জ্ঞানবান্ হতেন আর অনুকারক না হতেন—তবে তুমি কী ভাবতে পার, আমি বলি, তাঁর অনেক শিষ্য থাকত না, আর তারা তাঁকে সম্মান বা ভালবাসা অর্পণ করত না? আব্‌দেরার প্রোতাগোরাস্ আর কেও-দ্বীপের প্রদিকস্ আর বহুসংখ্যক অন্যরা শুধু তাদের সমকালীনদের কাণে কাণে বলা চাই: 'আমাদেরকে তোমার শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার জন্য নিয়োগ না করা পর্যন্ত তুমি কখনও তোমার নিজের ঘর বা তোমার নিজের রাষ্ট্র চালাতে পারবে না'—ব্যস, তাদের এই উদ্ভাবনপটিয়সী প্রতিভার একটা ফল হয়, লোকে তাঁদের না ভাল-বেসে পারে না, তাঁদের সঙ্গীরা প্রায় তাদের কাঁধে তুলে ঘুরে বেড়াতে বাকী রাখে। আর এটা কী ধারণার যোগ্য যে হমেরসের, অথবা হেসিয়দসেরও, সমকালীনরা তাদের দুজনের একজনকেও কবিওয়ালার মত ঘুরে বেড়াতে দিত, যদি তাঁরা বাস্তবিক মানবজাতিকে ধার্মিক করতে সমর্থ হতেন? সেটাকে যেমন, তাঁদেরকেও তেমন, ত্যাগ করতে তারা অনিচ্ছুক হত না কী? আর বাড়ীতে তাদের সঙ্গে থাকতে কী বাধ্য করত না? অথবা, গুরু যদি থাকতে না চাইতেন, তবে কী শিষ্যরা সর্বত্র তাঁদের অনুগমন করত না, যে পর্যন্ত না তারা যথেষ্ট শিক্ষিত হত?

হাঁ, সোক্রাতেস্, আমি মনে করি, ওটা সম্পূর্ণ সত্য।

অতএব, আমরা কী নিশ্চয় অনুমান করব না যে, হমেরস্ থেকে শুরু করে এই সব কবি ব্যক্তিরা অনুকারক মাত্র ; তাঁরা ধর্ম ও ঐ ধরনের সব জিনিসের প্রতিমূর্তিগুলি নকল করেন, কিন্তু তাঁরা কখনও সত্যে পেঁছান না ? কবি চিত্রকরের মত ; আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি, চিত্রকর একজন চামারের প্রতিকৃতি তৈরি করবে, যদিও সে জুতা সেলাইয়ের কিছুই বুঝে না ; আর সে যতটা জানে যারা তার চেয়ে বেশি জানে না, আর শুধু রঙ ও রেখা দিয়ে বিচার করে, তাদের কাছে তার ছবি যথেষ্ট ভাল।

সম্পূর্ণ তাই।

অনুরূপ ভাবে, কবি তার বিশেষ্য ও ক্রিয়াগুলি দিয়ে বিভিন্ন কলার রঙ্ প্রয়োগ করে বলা যেতে পারে, সে তাদের প্রকৃতি শুধু ততটা জানে যতটা জানা ওগুলিকে অনুকরণ করার পক্ষে যথেষ্ট ; অন্য লোকরা তারই মত অজ্ঞ, আর শুধু তার শব্দগুলি থেকে বিচার করে, তারা অনুমান করে যে যদি সে জুতা সেলাইয়ের, অথবা রণ-কৌশলের, অথবা অন্য কিছুর কথা ছন্দ, তাল, লয়ে বলে, তবে খুব ভাল বলে—এই রকম হল সুর ও ছন্দের স্বভাবত সুমিষ্ট প্রভাব। আর আমার মনে হয় তুমি বার বার নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবে, সঙ্গীত তাদের উপর যে রঙ চড়ায় তা বর্জিত হলে ও সরল গদ্যে আবৃত্ত হলে, কবিদের কাহিনীগুলি কী এক দীন আকার ধারণ করে।

তিনি বললেন : হাঁ।

তারা সেই মুখগুলির মত যেগুলি সত্য সত্য সুন্দর নয়, কিন্তু শুধু লাবণ্যযুক্ত ; আর এখন যৌবনের লাবণ্য তাদের থেকে ঝরে গেছে ?

যথার্থ।

এইখানে আর একটি বিষয় রয়েছে ; অনুকারক অথবা প্রতিমূর্তি নির্মাতা সত্য অস্তিত্বের কথা কিছুই জানে না ; সে জানে শুধু বাহ্য সাদৃশ্যগুলির কথা। আমি কী ঠিক বলি নি ?

হাঁ।

এস, আমরা একটা পরিষ্কার বোঝাপড়ায় আসি, আর একটা অর্ধ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হই।

এগোও।

চিত্রকরের সম্বন্ধে আমরা বলি সে লাগাম আঁকবে, আর সে বলগা আঁকবে ?

হাঁ।

আর যে চামড়া ও পিতলের কাজ করে সে ঐগুলি তৈরি করবে ?

নিশ্চিত।

কিন্তু চিত্রকর কী বলগা ও লাগামের আকার নির্ভুল ভাবে জানে ? না, শুধু তাই নয়, এমন কি যে কারিকররা পিতল ও চামড়ায় কাজ করে ওগুলি তৈরি করেছিল তারাও জানে কি না সন্দেহ ; শুধু ঘোড়সওয়ার জানে, কী ভাবে ওগুলি ব্যবহার করতে হয়—সে তাদের নির্ভুল আকারটা জানে।

অতীব সত্য।

আমরা কী সকল জিনিস সম্বন্ধে এক কথাই বলতে পারি না ?

কী ?

তিনটি কলা আছে, তারা সকল জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ; একটি সেটি ব্যবহার করা, আর একটি সেটি তৈরি করা, তৃতীয় একটি সেটি তাদের অনুকরণ করা ?

হাঁ।

আর চেতন বা অচেতন প্রত্যেক সৃষ্ট জিনিসের, এবং মানবের প্রত্যেক কাজের, উৎকর্ষ বা সৌন্দর্য বা সত্য, প্রকৃতি বা শিল্পী ঐগুলিকে যে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত করেছে, তার সঙ্গে আপেক্ষিক সম্বন্ধে বিরাজ করছে ?

সত্য।

সুতরাং, যে তাদের ব্যবহার করে তার তাদের সম্বন্ধে নিশ্চয় সব চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা থাকবে ; আর ব্যবহার করতে করতে যে ভাল বা মন্দ গুণগুলি বিকাশ লাভ করে, সে নিশ্চয় নির্মাতাকে সেগুলি নির্দেশ করবে ; যথা, বীণা-বাদক বীণা-নির্মাতাকে বলবে, তার বীণাগুলির মধ্যে কোন্‌টি অনুষ্ঠাতার কাছে সন্তোষজনক ; সে তাকে বলবে কী ভাবে ঐগুলি তৈরি করা উচিত ; আর অন্যজন তার উপদেশগুলিতে মন দেবে ?

অবশ্য।

অতএব, একজন জানে আর কর্তৃত্বের সুরে বলে, বীণাগুলির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কী। অপর দিকে, অন্য জন তার উপর আস্থা রেখে, সে যা বলে তা করবে ?

সত্য।

যন্ত্র একটাই, কিন্তু নির্মাতা তার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্বন্ধে একটা নির্ভুল বিশ্বাসে গিয়ে শুধু পৌঁছাবে ; আর যে জানে, তার সঙ্গে কথা বলে আর তার যা বলবার আছে তা শুনতে বাধ্য হয়ে, এটা সে তার কাছ থেকে লাভ করবে ; অপর দিকে থাকবে ব্যবহারকারীর জ্ঞান ?

সত্য।

কিন্তু অনুকারকের কী দুটির একটিও থাকবে? সে কী ব্যবহার করে জানবে তার আঁকাটা নির্ভুল বা সুন্দর কি না? অথবা সে কী অন্য একজনের সংসর্গে আসতে বাধ্য হয়ে নির্ভুল মত লাভ করবে,—সেই একজন যে তার কী আঁকা উচিত সে সম্বন্ধে জানে আর তাকে উপদেশ দেয়?

কোনটা নয়।

সুতরাং, তার অনুকরণগুলির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সম্বন্ধে সে সত্য মত লাভ করবে না, তার চেয়ে বেশি জ্ঞানও লাভ করবে না?

আমি মনে করি, না।

তার নিজের সৃষ্টিগুলি সম্বন্ধে অনুকারক শিল্পী বুদ্ধিদীপ্ত অবস্থায় বিরাজ করবে?

না। শুধু তাই নয়, একদম উল্টা।

আর কোন জিনিসকে কিসে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট করে, তা না জেনেও সে অনুকরণ করতেই থাকবে, আর প্রত্যাশা করা যেতে পারে, ফলে অজ্ঞ জনসাধারণ যা উৎকৃষ্ট বলে মনে করে শুধু তা অনুকরণ করবে?

ঠিক তাই।

সুতরাং, এত দূর পর্যন্ত আমরা প্রায় বেশ সুন্দর ভাবেই একমত যে, অনুকারক যা অনুকরণ করছে তার সম্বন্ধে উল্লেখ করবার মত কোন জ্ঞান নেই। অনুকরণ হল এক ধরনের খেলা বা আমোদ, আর বিয়োগান্ত কবিরা, দীর্ঘহ্রস্ব বা বীররসাত্মক যে পদ্যই লিখুক, তারা সর্বোচ্চ স্তরের অনুকারক?

খুব সত্য।

আর আমার ব্যাকুল অনুরোধ, আমাকে বল, যা সত্য থেকে তিন থাক দূরে অবস্থিত তার সঙ্গে অনুকরণের সংশ্রব আছে বলে কী আমরা প্রমাণ করি নি?

আলবৎ করেছি।

আর মানবের কোন্ ধীশক্তির কাছে অনুকরণের আবেদন?

তুমি কী বলতে চাও?

আমি ব্যাখ্যা করব: কাছে থেকে দেখলে যে শরীরটা বড় বলে মনে হয়, যখন দূর থেকে দেখা যায় তখন সেটা ছোট দেখায়?

সত্য।

একই জিনিস জলের বাইরে এনে দেখলে সোজা, আর জলের মধ্যে বাঁকা দেখায়; আর বক্রোদর হয়ে যায় ন্যুব্জ, রঙের মায়ায় দৃষ্টি বিভ্রম

ঘটে। এই ভাবে সকল রকমের গোলমাল আমাদের মধ্যে ধরা পড়ে আর মানব মনের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভেল্কির খেলা আর আলো-ছায়া ও অন্যান্য কৌশল দিয়ে লোক ভুলান যায় ; ওগুলির প্রভাব আমাদের উপর ইন্দ্রজালের মত।

সত্য।

আর মাপবার আর সংখ্যা দ্বারা সূচিত করবার আর ওজন করবার কলাগুলি মানব বুদ্ধিকে বিপদ্ থেকে পরিত্রাণের জন্য আসে—তাদের সৌন্দর্য ঐখানে—আর দৃষ্টিগোচরে বড় বা ছোট, অথবা ভারী বা বেশি ভারী, আর আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে না, কিন্তু গণনাকে আর মাপকে আর ওজনকে পথ ছেড়ে দেয় ?

অতীব সত্য।

আর এটি আত্মাতে যে গণনাকারী ও যৌক্তিক নীতি আছে, তার কাজ, তাতে সন্দেহ নেই ?

সন্দেহ কী।

আর যখন এই নীতি মাপে আর প্রত্যয়িত করে যে, কতক জিনিস সমান, অথবা কতক অন্যদের চেয়ে বড় বা ছোট, তখন বাহ্যত এক প্রতিবাদ ঘটে ?

সত্য।

কিন্তু আমরা কী বলছিলাম না যে, এ রকম একটা প্রতিবাদ অসম্ভব —একই ধীশক্তি একই সময়ে একই জিনিস সম্বন্ধে পরস্পর বিপরীত মত অবলম্বন করতে পারে না ?

খুব সত্য।

সুতরাং, আত্মার যে অংশের এমন এক মত আছে যা মাপের বিপরীত আর যে অংশের মত অছে মাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এই দুই অংশ এক হতে পারে না ?

সত্য।

আর আত্মার সেই অংশেরই উৎকৃষ্টতর অংশ হবার সম্ভাবনা যা মাপ ও গণনার উপর আস্থা স্থাপন করে ?

আলবৎ।

আর যা ওগুলির বিরোধিতা করে তা আত্মার নিকৃষ্টতর নীতিগুলির অন্যতম ?

সন্দেহ নেই।

এই সিদ্ধান্তেই আমি পৌঁছাতে চেষ্টা করেছিলাম যখন আমি বলেছিলাম,

ছবি আঁকা বা রেখা টানা, আর সাধারণত অনুকরণ, তাদের নিজেদের উচিত কাজ করার কালে, সত্য থেকে বহু দূরে অবস্থান করে, আর আমাদের অন্তর্নিহিত এক নীতির সঙ্গী আর বন্ধু আর সহযোগী হয়, সে নীতি যুক্তি থেকে সমান দূরে অবস্থান করে ; আর তাদের কোন সত্য ও সুস্থ লক্ষ্য নেই।

ঠিক।

অনুকারক কলা হল নিকৃষ্টতর, সে এক নিকৃষ্টতরকে বিয়ে করে, আর নিকৃষ্টতর সন্তান সন্ততি লাভ করে ?

খুব সত্য।

যার নাম দি আমরা কবিতা, তার সম্পর্কে এটি কী শুধু দর্শনে সীমাবদ্ধ, অথবা এটি শ্রবণেও প্রসারিত ?

সম্ভবত কবিতা সম্বন্ধে একই জিনিস সত্য হবে।

আমি বললাম: চিত্রাঙ্কণের উপমা থেকে পাওয়া সম্ভব-অসম্ভবের উপর বিশ্বাস স্থাপন কোর না ; কিন্তু এস, আমরা আরও পরীক্ষা করি আর দেখি কাব্যিক অনুকরণ যে ধীশক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই গুণ ভাল না মন্দ।

সর্বতোভাবে।

প্রশ্নটা আমরা এই ভাবে রাখতে পারি:—অনুকরণ মানুষের ক্রিয়াকলাপ নকল করে ; ওগুলি স্বেচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত হতে পারে ; মানুষ মনে করে, ওগুলি থেকে একটা ভাল ফল বা একটা মন্দ ফল ঘটেছে, আর সেই অনুসারে তারা উৎফুল্ল বা দুঃখার্ত হয়। এর বেশি আর কিছু আছে কী ?

না, আর কিছু নেই।

কিন্তু এই সব অবস্থা বৈচিত্র্যে মানুষটি কী তার নিজের সঙ্গে ঐক্য রক্ষা করছে—অথবা বরং, যেমন দর্শনের দৃষ্টান্তে একই জিনিসগুলি সম্বন্ধে তার মতামতে, বিশৃংখলা ও বিরোধিতা ছিল, সেই রকম এখানেও তার জীবনে কী দ্বন্দ্ব ও অসামঞ্জস্য নেই ? প্রশ্নটা হয়ত আবার তুলবার দরকার ছিল না বললেই হয়, কারণ আমার স্মরণ আছে যে এই সবই আগে স্বীকার করা হয়েছে ; আর আমাদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে যে আত্মা একই মুহূর্তে এগুলি আর দশ হাজার বিরোধিতায় পূর্ণা।

তিনি বললেন: - আর আমরা ভুল করি নি।

আমি বললাম: হাঁ, এই পর্যন্ত আমরা নির্ভুল ছিলাম ; কিন্তু একটা ত্রুটি থেকে গেছে, এখন তা সংশোধন করতেই হবে।

ত্রুটিটা কী ছিল ?

আমরা কী বলছিলাম না যে একজন সৎ লোকের তার পুত্র বা তার অত্যন্ত প্রিয় অন্য কোন জিনিস হারাবার দুর্ভাগ্য ঘটতে পারে, সে বিয়োগ-ব্যথা অন্য একজনের চেয়ে বেশি স্থির থেকে বহন করবে ?

হাঁ।

কিন্তু সে কী কোন দুঃখ ভোগ করবে না ? অথবা আমরা কী বলব যে যদিও দুঃখ অনুভব না করে তার উপায় নেই, তথাপি সে তার দুঃখকে পরিমিত করবে ?

তিনি বললেন : পরেরটি সত্যতর বর্ণনা।

আমাকে বল ত : যখন সে সমতুল্যদের চোখের সামনে থাকে তখন, না যখন সে একা থাকে তখন, তার দুঃখের বিরুদ্ধে লড়াই করার আর স্থির থাকার সম্ভাবনা বেশি হবে ?

তাকে কেউ দেখছে, না দেখছে না, গুরুতর পার্থক্য সৃষ্টি করবে।

যখন সে নিজের মনে একা একা থাকে, তখন সে অনেক জিনিস বলবে ও করবে, গ্রাহ্য করবে না, কিন্তু ঐগুলি তাকে কেউ করতে দেখছে, এমন হলে সে লজ্জা বোধ করবে ?

সত্য।

তার অন্তর্নিহিত হয়ে আছে এক আইন ও যুক্তির নীতি, সেটা তাকে বাধা দিতে আদেশ করে, আর আছে তার দুর্ভাগ্যের অনুভূতি, সেটা তাকে তার দুঃখকে প্রশ্রয় দেবার জন্য জোর করে ?

সত্য।

কিন্তু যখন একজন মানুষকে একই বস্তুর থেকে ও দিকে দুই বিপরীত টানাটানি করা হয়, তখন আমরা জোর দিয়ে বলি, এটা আবশ্যিক ভাবে তার অন্তর্নিহিত দুই স্পষ্ট নীতিকে প্রকাশ করে ?

নিশ্চিত।

তারা একটি আইনের পরিচালনা অনুসরণ করতে প্রস্তুত ?

কী ভাবে তুমি বলতে চাও ?

আইন বলবে যে, দুঃখভোগে অটল থাকা হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট, আর অধীরতার কাছে আমাদের আত্ম-সমর্পণ করা উচিত নয়, কেননা কেউ জানে না এ রকম জিনিসগুলি শুভ না অশুভ; আর অধীর হয়ে কোন লাভ হয় না ; আরও কারণ, কোন মানব জীবন গভীর গুরুত্বপূর্ণ নয়, আর এই মুহূর্তে যা সব চেয়ে বেশি দরকারী তা পাবার পথে শোক বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: সব চেয়ে বেশি দরকারী কী?

যে, কী ঘটেছে সে বিষয়ে আমাদের পরামর্শ করা উচিত, আর যখন পাশার দান পড়ে গেছে তখন আমাদের ব্যাপারগুলি এমন ভাবে ব্যবস্থা করা উচিত যাকে যুক্তি শ্রেষ্ঠ বলে গণনা করে; যে সব ছোট ছেলেমেয়ে বাটিতে আছাড় খায়, তাদের মত, আঘাত পাওয়া অংশ ধরে রেখে আর চিৎকারে সময় নষ্ট করে, নয়, কিন্তু আত্মাকে আশু একটা প্রতিষেধক লাগাতে অভ্যস্ত করে, যা পীড়িত ও পতিত তাকে তুলে ধরে, আর আরোগ্যকারী কলার সাহায্যে দুঃখের কান্নাকে নির্বাসন দিয়ে।

তিনি বললেন: হাঁ, ভাগ্যের আক্রমণগুলিকে ঠেকাবার ঐ হল সত্য পথ।

আমি বললাম, হাঁ; আর যুক্তির এই ইঙ্গিত অনুসরণ করতে উচ্চতর নীতি প্রস্তুত আছে?

স্পষ্টত।

আর অন্য নীতি আমাদেরকে আমাদের কষ্টগুলি স্মরণে আনবার আর বিলাপ করবার দিকে প্রবণতা দেয়, আর কখনও ওগুলি যথেষ্ট হয়েছে বলে মনে করতে পারে না; ঐ নীতিকে আমরা অযৌক্তিক, বাজে ও ভীরু আখ্যা দিতে পারি?

বাস্তবিক আমরা পারি।

আর পরেরটি কী—আমি বিদ্রোহী নীতির কথা বলছি—অনুকরণের অনেক বিচিত্র মাল যোগায় না? অপর দিকে, জ্ঞানী ও শান্ত-স্বভাব, সর্বদা প্রায় সমভাবাপন্ন থাকে, তাকে অনুকরণ অথবা অনুসরণ করলে তার কদর বুঝা সহজ হয়, বিশেষত সমূকারী কোন উৎসবে, যেখানে নাট্যশালার মিশ্রিত জনতার সমাবেশ হয়। কারণ যে মনোভাবকে রূপ দেওয়া হয় তা এমন এক জিনিস যার সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই।

নিশ্চিত।

সুতরাং, জনপ্রিয় হওয়া যার লক্ষ্য, সেই অনুকারক কবি প্রকৃতির হাতে গড়া নয়, আত্মাতে অবস্থানকারী যৌক্তিক নীতিকে সন্তুষ্ট বা প্রভাবিত করবার জন্য তার কলা অভিপ্রেত নয়; কিন্তু সে কামুক ও উত্তেজনাপূর্ণ স্বভাবকে বেশি সমাদর করবে, সেটা সহজে অনুকরণ করা যায়?

স্পষ্টত।

আর এখন আমরা সঙ্গত ভাবে তাকে নিয়ে চিত্রকরের পাশে স্থাপন করতে পারি, কারণ দু-দিক থেকে সে তার সদৃশ: কেননা তার সৃষ্টিগুলি এক নিকৃষ্টতর স্তরের সত্যকে ধারণ করে—এটিতে, আমি বলি,

সে তার মত ; আর আত্মার এক নিকৃষ্টতর অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার দরুনও সে তার মত ; অতএব আমরা যদি তাকে এক সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রে ঢুকতে না দি তবে ঠিক করব, কারণ সে অনুভূতিগুলিকে জাগায় আর পোষণ ও শক্তিশালী করে, আর বুদ্ধিকে করে হীনবল। নগরে যেমন যখন অশুভগুলিকে কর্তৃত্ব লাভ করতে দেওয়া হয়, আর শুভ-গুলিকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, সেই রকম, আমরা এই মত অবলম্বন করি যে, মানবাত্মাতে অনুকারক কবি অশুভ কাঠামো প্রোথিত করে, কারণ সে অযৌক্তিক প্রকৃতিকে প্রশ্রয় দেয়, তার ছোট বড় সম্বন্ধে কোন বিচার বুদ্ধি নেই, কিন্তু একই জিনিসকে এক সময় বড় আর অন্য সময় ছোট মনে করে—সে প্রতিমূর্তি তৈরি করে, আর সত্য থেকে বহু দূরে অবস্থান করে।

ঠিক তাই।

কিন্তু আমরা এখনও আমাদের অভিযোগের সব চেয়ে ভারী দফাটি সামনে আনি নি :—এমন কি, সৎ যে তারও ক্ষতি করবার ক্ষমতা কবিতার কাছে (আর খুব কমই আছে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না); এটি নিশ্চয় এক ভীষণ জিনিস ?

হাঁ, নিশ্চিত, যদি তুমি যা বলছ ফলটা তাই হয়।

শোন, আর বিচার কর : আমি যাকে আমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলে ধারণা করি, সে যখন হমেরসের অথবা বিয়োগান্ত কবিদের কারও উক্তি মন দিয়ে শোনে—ঐ উক্তিতে তিনি কোমল-হৃদয় অনেক বীরকে আনেন, সে এক লম্বা বক্তৃতায় তার দুঃখগুলি টেনে টেনে বলে বেড়ায়, অথবা কাঁদে, আর বুক চাপড়ায়—তখন আমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, তুমি জান, সমবেদনার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে আনন্দ পায় ; আর যে কবি আমাদের অনুভূতিগুলি সব চেয়ে বেশি জাগায় তার চমৎকারিত্বে উল্লাসে উন্মত্ত হয়।

হাঁ, অবশ্য আমি জানি।

কিন্তু যখন আমাদের নিজেদের কোন দুঃখ আমাদের এসে আঘাত করে, তখন তুমি হয়ত লক্ষ্য করেছ আমরা নিজেরা বিপরীত গুণের জন্য গর্ব অনুভব করি—আমরা শান্ত ও স্থির থাকতে ইচ্ছুক হই ; এটা পুরুষোচিত অংশ ; অন্য যেটা আবৃত্তিতে আমাদের আনন্দ দিয়েছিল সেটা এখন একজন স্ত্রীলোকের অংশ বলে গণনা করা হচ্ছে।

তিনি বললেন : খুব সত্য।

সে যে কাজ করে, ব্যক্তিগত ভাবে যা করলে আমাদের মধ্যে যে কেউ ঘৃণা করবে, আর তার জন্য লজ্জিত হবে, এখন সে-ই অন্য জনকে প্রশংসা বা তার গুণ কীর্তন করা কী আমাদের পক্ষে সমীচীন হতে পারে ?

তিনি বললেন : না, সেটা নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত নয়।

আমি বললাম : না, কেবল তাই নয়, এক দৃষ্টিবিন্দু থেকে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

কোন্ দৃষ্টিবিন্দু থেকে ?

আমি বললাম : যদি তুমি বিবেচনা কর তবে দেখবে, যখন দুর্ভাগ্যে পড়ি তখন আমরা কান্না ও বিলাপের সাহায্যে আমাদের দুঃখ-নিবৃত্তি করতে একটা স্বাভাবিক ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা অনুভব করি, আর আমাদের নিজেদের দুর্দৈব নিয়ন্ত্রাধীন রাখার এই অনুভূতি কবিরা পরিতৃপ্ত করেন, আমাদের আনন্দিত করেন :—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত উৎকৃষ্টতর প্রকৃতি, যুক্তি বা অভ্যাস দ্বারা যথেষ্ট শিক্ষিত না হওয়ায়, করুণা-উপাদানকে জোর করে মুক্ত হতে দেয়, কারণ দুঃখটা অপরের ; আর দর্শক কল্পনা করে যে, তাকে প্রশংসা করায় আর করুণা দেখানতে তার নিজের পক্ষে অগৌরবের কিছু থাকতে পারে না ; যে তার কাছে আসে, সে বলে কী ভাল লোক সে, আর তার কষ্টগুলি নিয়ে হৈ চৈ করে ; সে মনে করে, আনন্দটাই লাভ, আর কেন সে উদ্ধত হয়ে এই আনন্দ আর কবিতা দুই-ই হারাবে ? খুব অল্প লোকই গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখে বলে, আমার ধারণা যে, অন্য লোকদের অশুভ থেকে অশুভের কিছুটা তাদের নিজেদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। আর এই ভাবে দুঃখের যে অনুভূতি অন্যদের দুর্ভাগ্যগুলির দর্শনে শক্তি সঞ্চয় করেছিল সেটা আমাদের মধ্যে অতি কষ্টে অবদমিত হয়।

কী দারুণ সত্য !

আর হাস্যকর সম্বন্ধেও কী একই কথা খাটে না ? এমন সব কৌতুক আছে যেগুলি তুমি নিজে করতে লজ্জিত হবে, আর তবু প্রহসন মঞ্চের উপর, অথবা বাস্তবিক বেসরকারী ভাবে, যখন তুমি ওগুলি শোন, বড় রকম আমোদ পাও, আর তাদের অশ্লীলতায় আদৌ বিরক্ত হও না ;—করুণার ব্যাপার পুনরাবৃত্ত হয় ; মানব প্রকৃতিতে একটি নীতি আছে, সেটা হাসির উদ্রেক করে, আর এটিক্ই তুমি একদা যুক্তির সাহায্যে অবদমিত করেছিলে, কারণ তোমার ভয় ছিল পাছে লোকে তোমাকে ভাঁড় বলে ধারণা করে ; এটি এখন আবার ছাড়া পায় ; আর রঙ্গালয়ে কৌতুক গুণ তোমাকে উত্তেজিত করে, পরে তুমি তোমার নিজের অজ্ঞাতসারে স্বগৃহে প্রহসনের কবির পাঠে অংশ গ্রহণে প্রণোদিত হও।

তিনি বললেন : সম্পূর্ণ সত্য।

আর কাম ও ক্রোধ ও অন্য সমুদয় রিপু সম্বন্ধে, আর আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রণা ও আনন্দ সম্বন্ধে, এক কথাই বলা যেতে পারে, এগুলিকে প্রত্যেক ক্রিয়া থেকে অবিচ্ছেদ্য বলে ধরা হয়—তাদের সবেতে কবিতা কামাদি রিপুকে শুকিয়ে মারার বদলে ইন্ধন যোগায় আর জলসিঞ্চন করে; আত্মা, তাদেরকে কর্তৃত্ব চালাতে দেয়, যদিও তাদের উপর কর্তৃত্ব করা তার উচিত, যদি কখনও মানব জাতির সুখ ও ধর্মভাব বাড়াতে হয়।

আমি এটা অস্বীকার করতে পারি না।

আমি বললাম : অতএব, গ্লাউকোন্‌, যখনই তুমি হমেরসের স্তুতি-কারকদের কারুর সাক্ষাৎ পাও যে ঘোষণা করে যে তিনি হেল্লাসের শিক্ষা-দাতা ছিলেন, আর শিক্ষার জন্য এবং মানবিক বস্তুগুলির সুশৃংখলা বিধানের জন্য তিনি পথ-প্রদর্শক হয়ে আছেন, আর তোমার তাঁকে বারে বারে গ্রহণ করতে হবে আর বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, আর তোমার সমগ্র জীবন তাঁর মত করে চালাতে হবে, তখন যারা এ সব জিনিস বলে তাদের ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে পারি—তাদের বর্তিকাগুলির প্রসার পর্যন্ত তারা চমৎকার লোক; আর আমরা স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি যে হমেরস্‌ কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আর বিয়োগান্ত লেখকদের মধ্যে প্রথম; কিন্তু আমাদের এই প্রত্যয়ে দৃঢ় থাকতেই হবে যে দেবতাদের উদ্দেশে গীতিগুলি আর বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রশংসাবলি হল একমাত্র কবিতা যা আমাদের রাষ্ট্রে ঢুকতে দেওয়া উচিত। কিন্তু যদি তুমি এগুলি ছাড়িয়ে যাও আর মধুময়ী গীতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে, মহাকাব্য বা গীতিকাব্যেয় আকারে, ঢুকতে দাও, তাহলে সর্বসম্মতিতে সকল সময়ে সর্বোৎকৃষ্ট বলে গণ্য, মানব-জাতির আইন ও যুক্তি নয়, কিন্তু আনন্দ ও যন্ত্রণা হবে আমাদের রাষ্ট্রের শাসনকর্তা।

তিনি বললেন : কথাটা অতীব সত্য।

আর এখন আমরা কবিতার বিষয়ে যখন ফিরে এসেছি, তখন আমাদের এই আত্মপক্ষ সমর্থন, আমাদের রাষ্ট্র থেকে একটি কলাকে নির্বাসনে পাঠাবার জন্য আমরা পূর্বে যে বিচার করেছিলাম তার যুক্তিসঙ্গতার প্রমাণ বলে গৃহীত হোক; ঐ কলার প্রবণতাগুলি কী, আমরা তা বর্ণনা করেছি; কারণ যুক্তি আমাদের গত্যন্তর রাখে নি। কিন্তু সে আমাদেরকে রূঢ়তা ও অভব্যতার দোষে দোষী না করে এজন্য, এস, আমরা তাকে বলি যে দর্শন ও কবিতার মধ্যে এক প্রাচীন বিবাদ বর্তমান; তার অনেক প্রমাণ আছে, যেমন এই বচন বলছে,

'ঘেউ ঘেউ করে সেই শিকারী কুকুরী তার প্রভুর পানে বিলাপ করছে',

অথবা একজনের কথা

'নির্বোধদের গর্বিত কথাবার্তায় শক্তিশালী',

আর

'প্রাজ্ঞদের জনতা জেউস্‌কে প্রতারণা করছে',

আর

'সূক্ষ্ম চিন্তাশীল যারা ভিখারী তারা তবু';

আর তাদের পরস্পরের প্রতি প্রাচীন শত্রুতার অসংখ্য নজির বর্তমান। এ সব সত্ত্বেও, এস, আমরা মিষ্ট বন্ধুটিকে আর অনুকরণের ভগিনীরূপা কলাগুলিকে আশ্বস্ত করি যে, যদি সে শুধু একটা সুশৃংখল রাষ্ট্রে তার টিকে থাকবার স্বত্ব প্রমাণ করে, তবে আমরা খুব খুশি মনে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাব—আমরা তার মোহিনী শক্তিগুলি সম্বন্ধে খুব সচেতন; কিন্তু তার দরুন আমরা ত সত্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। আমার খুবই মনে হয়, গ্লাউকোন্‌, আমি যতটা তুমিও ততটা তার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হও, বিশেষত যখন সে হমেরসের রচনায় দেখা দেয়?

হাঁ, বাস্তবিক, আমি পরম মুগ্ধ হই।

আমি কী তাহলে প্রস্তাব করব যে তাকে নির্বাসন থেকে ফিরে আসতে দেওয়া হোক, কিন্তু শুধু এই শর্তে—যে সে গীতিকাব্যের বা অন্য কোন ছন্দে নিজের পক্ষ সমর্থন করবে?

আলবৎ।

আর অধিকন্তু আমরা তার পক্ষ সমর্থনকারীদের মধ্যে কাউকে কাউকে গদ্যে তার স্বপক্ষে বলবার জন্য অনুমতি দিতে পারি যারা কবিতা-অনুরাগী আর তবু কবি নয়; তারা দেখাক, সে শুধু আনন্দদায়িনী নয়, কিন্তু রাষ্ট্রগুলির পক্ষে আর মানব জীবনের পক্ষে আবশ্যকও বটে; আমরা সদয় হয়ে নিশ্চয় শুনব; কারণ যদি এটা প্রমাণিত হয়, তবে আমরা লাভবান্‌ হব, সন্দেহ নেই—আমার মানে হল যদি কবিতাতে আনন্দ-দানের সঙ্গে একটা উপযোগিতা থাকে?

তিনি বললেন; নিশ্চিত, আমরা লাভবান্‌ হব।

কিন্তু যদি তার আত্ম-সমর্থন না টিকে, তবে, হে প্রিয় বন্ধু আমার, যারা কোন কিছুর প্রেমোন্মত্ত হয়, কিন্তু যখন তারা চিন্তা করে তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধ তখন নিজেদের উপর সংযম স্থাপন করে, সেই অন্য ব্যক্তিদের মত আমরাও প্রেমিকদের ধরন অনুসরণ করে তাকে ত্যাগ করব, যদিও বিনা সংগ্রামে নয়। মহৎ রাষ্ট্রগুলির শিক্ষা

আমাদের ভিতর কবিতার জন্য ভালবাসা রোপণ করেছে, আমরাও সেই ভালবাসা দ্বারা অনুপ্রাণিত, আর সেই কারণে আমরা চাই যে সে তার উৎকৃষ্টতম ও সত্যতম রূপে আমাদের কাছে দেখা দিক ; কিন্তু যত কাল সে তার আত্মসমর্থন দাঁড় করাতে অসমর্থ থাকে, তত কাল আমাদের এই তর্ক আমাদের কাছে একটা রক্ষাকবচ হয়ে থাকবেই, তার গানের সুরা শুনতে শুনতে আমরা এটা বারবার আবৃত্তি করব ; যেন আমরা ছেলেমানুষের মত তার প্রেমে পড়ে না যাই, যে প্রেম অনেককে বন্দী করে। যাই হোক, আমরা বেশ ভাল করে জানি যে, আমরা যে ভাবে বর্ণনা করেছি, কবিতা তা হওয়ায়, তাকে সত্যে পেঁৗছাবার সোপান বলে গভীর ভাবে গ্রহণ করবার দরকার নেই ; আর যে মন দিয়ে তার কথা শুনবে, তাকে তার ভিতরে অবস্থানকারী নগরের নিরাপত্তার কথা সর্বদা ভাবতে হবে, তাকে তার মোহিনী মায়ায় ভুলাবার শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে, আর আমাদের কথাগুলিকে আইন জ্ঞান করতে হবে।

তিনি বললেন : হাঁ, আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ?

আমি বললাম : হাঁ, হে আমার প্রিয় গ্লাউকোন্, কারণ যে বিচার্য বিষয়ে ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে, তা মহৎ, যেমন দেখছ তার চেয়ে মহত্তর,— একজন মানুষকে সৎ না অসৎ হতে হবে। আর কেউ যদি সম্মান অথবা টাকা পয়সা অথবা ক্ষমতার প্রভাবে থেকে, হাঁ, অথবা কবিতার উন্মাদনার থেকে, ন্যায় আর ধর্মকে অবহেলা করে তবে কী লাভ করবে ?

তিনি বললেন : হাঁ ; তোমার বিতর্ক আমার প্রত্যয়কে দৃঢ় করেছে, আমার বিশ্বাস অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রত্যয়কে করত।

আর ধর্মের অপেক্ষায় বসে থাকে মহত্তম দান ও পুরস্কারগুলি ; তাদের এখনও উল্লেখ করা হয় নি।

কী, এখনও মহত্তর কিছু আছে না কি ? যদি থাকে তবে তারা নিশ্চয় কল্পনাতীত মহত্ত্বপূর্ণ হবে।

আমি বললাম : কেন, ক্ষুদ্র এক কালের গণ্ডীতে কবে কী মহৎ হয়েছে ? গোটা তিন কুড়ি দশ বছর অনন্ত কালের তুলনায় নিশ্চয় একটা ছোট জিনিস বৈ কিছু নয় ?

তিনি উত্তর করলেন : বরং বল 'কিছু না।'

আর অমর কোন জীবের সমগ্রের কথা, না এই ক্ষুদ্র পরিসর স্থানের কথা, গভীর ভাবে ভাববে ?

সমগ্রের, নিশ্চিত ! কিন্তু কেন তুমি জিজ্ঞাসা করছ ?

আমি বললাম: তোমার কী জানা নেই যে মানবাত্মা অমর ও অবিনশ্বর?

তিনি বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন, আর বললেন: না, স্বর্গের দোহাই! আর তুমি কী বাস্তবিক তর্ক দ্বারা এটি সমর্থন করতে প্রস্তুত আছ?

আমি বললাম: হাঁ, আমার ত থাকা উচিত, আর তোমারও—এটা প্রমাণ করতে কোন মুস্কিল নেই।

আমি ত মহা মুস্কিল দেখি: এই তর্ককে তুমি বড় হালকা ভাবে নিচ্ছ। কিন্তু আমি এটি তোমার মুখে শুনলে খুশি হব।

মন দিয়ে শোন তবে।

আমি মনোযোগ দিচ্ছি।

একটা জিনিস আছে যাকে তুমি নাম দাও শুভ, আর একটা আছে যাকে তুমি নাম দাও অশুভ?

তিনি উত্তর করলেন: হাঁ।

তুমি কী আমার সাথে এক মত হয়ে চিন্তা করতে রাজি আছ যে, যা মূল পদার্থ দূষিত করে এবং ধ্বংস করে তা হল অশুভ, আর যা মূল পদার্থ রক্ষা করে ও উন্নত করে তা হল শুভ?

হাঁ।

আর তুমি স্বীকার কর যে প্রত্যেক জিনিসের শুভ আছে আর অশুভও আছে: চোখ উঠা চোখ দুটির অশুভ, আর গোটা দেহের অসুখ, যেমন শস্যের উদ্ভিদ্ রোগ আর কাঠের পচন, আর তামার ও লোহার মরচে ধরা; প্রত্যেক জিনিসে, অথবা প্রায় প্রত্যেক জিনিসে, এক সহজাত অশুভ আর অসুখ আছে?

তিনি বললেন: হাঁ।

আর যে কোন জিনিস এই অশুভগুলির কোনটি দ্বারা সংক্রামিত হলে, সেই অশুভ তাকে অশুভে পরিণত করে, আর সেটি শেষ কালে সমগ্র ভাবে টুকরা টুকরা হয়ে যায় আর বিলুপ্ত হয়?

সত্য।

সহজাত পাপ ও অশুভ হচ্ছে প্রত্যেকের বিনাশের কারণ; আর যদি তারা বিনাশ না করে তবে আর কিছুই নেই যা বিনাশ করবে; কারণ শুভ নিশ্চয় কখনও বিনাশ করবে না, আর যা শুভও নয়, অশুভও নয় তাও করবে না।

নিশ্চিত না।

সুতরাং যদি আমরা এমন প্রকৃতি পাই যার সহজাত এই দূষিতকরণ

থাকলেও তা টুকরা টুকরা হয়ে যেতে বা বিধ্বস্ত হতে পারে না, তবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে এ রকম এক প্রকৃতির বিনাশ নেই ?

সেটা অনুমান করা যেতে পারে।

আমি বললাম : আচ্ছা, এমন কোন অশুভ কী আছে যা আত্মাকে দূষিত করে ?

তিনি বললেন : হাঁ, আছে ; আমরা একে একে যে সব অশুভ পর্যালোচনা করছিলাম, সেগুলি : অসাধুতা, অমিতাচার, ভীরুতা, অজ্ঞতা।

কিন্তু এগুলির কোনটা কী তাকে টুকরা টুকরা অথবা বিনাশ করে ?— আর এখানে মনে করবার ভ্রমে আমাদের পড়তে দিও না যে, ন্যায়হীন ও নির্বোধ মানুষ, যখন সে ধরা পড়ে, তখন সে তার নিজের অন্যায়ের দরুন গতাসু হয় ; ওটা আত্মার অশুভ। দেহের উপমাটা নাও : দেহের অসুখ হচ্ছে একটা অশুভ, তা দেহকে ক্ষয় করে আর ক্ষীণ করে আর বিলোপ করে ; আর যে সমুদয় জিনিসের কথা আমরা এইমাত্র বলছিলাম তাদের বিলুপ্তি ঘটে তাদের নিজেদের দূষিতকরণের মাধ্যমে, সেটা তাদিগেতে সংলগ্ন আর তাদের মধ্যে সহজাত আর তাদের বিনাশকারী। এ কী সত্য নয় ?

হাঁ।

আত্মাকে অনুরূপ ধরনে বিবেচনা কর। অন্যায় অথবা অন্য অশুভ আত্মায় বাস করে, তা কি তাকে ক্ষয় ও গ্রাস করে ? তারা কী আত্মাতে সংলগ্ন হয়ে, আর তার মধ্যে সহজাত হয়ে, শেষে তাকে মরণের কাছে নিয়ে আসে, আর সুতরাং তাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ?

আলবৎ নয়।

আমি বললাম : আর তবু এটা অনুমান করা অযৌক্তিক যে, যে বাহ্য অশুভ তার নিজের মধ্যে অবস্থিত দূষিতকরণ দ্বারা অভ্যন্তর থেকে বিধ্বস্ত হয়ে যায় নি, বাইরে থেকে তার সংস্পর্শের মাধ্যমে কোন জিনিস বিলুপ্ত হতে পারে ?

তিনি উত্তর করলেন : এটা অযৌক্তিক বটে।

আমি বললাম : গ্লাউকোন্, বিবেচনা কর যে খাদ্য বাসি হোক, পচে যাক, অথবা অন্য কোন দোষযুক্ত হোক, তার অপকৃষ্টতা পর্যন্ত, যখন প্রকৃত খাদ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন, দেহকে ধ্বংস করবে বলে মনে করা হয় না ; যদিও খাদ্যের অপকৃষ্টতা যদি দেহে দূষিতকরণ চালান করে তবে আমাদের বলা উচিত দেহ নিজে দূষিত হয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে, সেটা হল এর দ্বারা আনীত অসুখ ; কিন্তু এক জিনিস, দেহ,

অন্য জিনিস, খাদ্যের অপকৃষ্টতা, আর ঐ অপকৃষ্টতা কোন সংক্রামকতা উৎপন্ন করে না, তার দ্বারা বিধ্বস্ত হতে পারে এটা আমরা একদম অস্বীকার করব ?

খুব সত্য।

আর, একই নীতিতে, যদি কোন দৈহিক অশুভ আত্মার অশুভ উৎপাদন করতে না পারে, তবে আমরা নিশ্চয় অনুমান করব না যে এক জিনিস, আত্মা, অন্য জিনিসের অন্তর্গত শুধু কোন বাহ্য অশুভ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে ?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, ওতে যুক্তি আছে।

সুতরাং, এস, আমরা হয় এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করি, নতুবা এটি যতক্ষণ অখণ্ডিত থাকে, ততক্ষণ আমরা যেন কখনও না বলি যে, জ্বর বা অন্য কোন অসুখ, অথবা গলদেশে রাখা ছুরি, অথবা এমন কি সমগ্র শরীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খণ্ডে কেটে ফেলা, আত্মাকে বিনাশ করতে পারে, যে পর্যন্ত না প্রমাণিত হয় দেহের প্রতি এই সব জিনিস করার ফলে সে নিজে আরও অপবিত্রা অথবা অসাধ্বী হয়েছে ; কিন্তু যদি আভ্যন্তরীণ অশুভ দ্বারা আত্মা, অথবা অন্য কোন জিনিস, বিধ্বস্ত না হয়, তবে বাহ্য অশুভ দ্বারা বিধ্বস্ত হতে পারে, একথা কোন লোকই সজোরে বলতে পারবে না।

তিনি উত্তর করলেন : আর কেউ নিশ্চয় কখনও প্রমাণ করবে না যে মানবাত্মাগুলি মৃত্যুর ফলে বেশি ন্যায়হীন হয়।

কিন্তু আত্মার অনশ্বরত্বকে বরং স্বীকার করবে না এমন কেউ যদি থাকে আর সাহসের সঙ্গে অস্বীকার করে বলে যে, যারা মরছে তারা বাস্তবিক বেশি অশুভ ও অসাধু, আর যদি বক্তা নির্ভুল হয়, তবে আমি বিবেচনা করি যে, ন্যায়হীনের পক্ষে অন্যায় নিশ্চয় অসুখের মত মারাত্মক হবে, আর যারা এই গোলমালের ভুক্তভোগী তারা অশুভের যে ধ্বংস করবার স্বাভাবিক সহজাত ক্ষমতা আছে, আর যা তাড়াতাড়ি বা দেরীতে তাদের হত্যা করে, তার দ্বারা তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু বর্তমানে দুষ্টেরা তার থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক ধরনে তাদের কাজের দণ্ডস্বরূপ অন্যদের হাতে মৃত্যু বরণ করে ?

তিনি বললেন ; না, শুধু তাই নয়, সে অবস্থায় অন্যায়, ন্যায়হীনের পক্ষে যদি বা মারাত্মক হয়, তবু তার কাছে তত বেশি ভয়াবহ হবে না ; কারণ সে অশুভ থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু আমি বরং আশঙ্কা করি, উল্টাটা সত্য হবে ; আর আশঙ্কা করি যে, যে অন্যায় ক্ষমতা

থাকলে অন্যদের হত্যা করবে, তা হত্যাকারী জীইয়ে রাখে—হাঁ, আর বেশ জাগ্রতও রাখে ; আত্মার আবাস স্থান মৃত্যুর আলয় থেকে এতই দূরে অবস্থিতি করে ।

আমি বললাম : সত্য ; যদি আত্মার সহজাত স্বাভাবিক পাপ বা অশুভ তাকে হত্যা বা বিনাশ করতে অসমর্থ হয়, তবে যে বস্তু অন্য কোন দেহের বিনাশ হবার জন্য নিয়োজিত, তা যার বিনাশ হবার জন্য নিয়োজিত, তাকে ছাড়া আত্মা বা অন্য কিছুকেই ধ্বংস করবে, এমন ভাবা কঠিন ।

হাঁ, তা ভাবা কঠিন ।

কিন্তু আত্মা সহজাত বা বাহ্য কোন অশুভ দ্বারা বিধ্বস্ত হতে পারে না, নিশ্চয় চিরকাল অস্তিত্ব বজায় রাখবে, আর যদি চিরকাল থাকে, তবে সে নিশ্চয় অমরা হবে ?

নিশ্চিত ।

আমি বললাম : ঐ হল সিদ্ধান্ত ; আর, এটা সত্য সিদ্ধান্ত হলে আত্মারা নিশ্চয় একই থাকবে, কারণ যদি কেউই বিনাশপ্রাপ্ত না হয়, তবে তারা সংখ্যায় হ্রাস পাবে না । তারা বাড়বেও না, কারণ অমর প্রকৃতিগুলির বৃদ্ধি মরণশীল কোন জিনিস থেকে আসতে বাধ্য হবে, আর সকল জিনিস এভাবে অমরতায় সমাপ্তি লাভ করবে ।

খুব সত্য ।

কিন্তু এটি আমরা বিশ্বাস করতে পারি না—যুক্তি আমাদের বিশ্বাস করতে দেবে না—তার মতন যেমন আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে আত্মা, তার সত্যতম প্রকৃতিতে, বৈচিত্র্যে আর পার্থক্যে আর বৈসাদৃশ্যে পূর্ণা —একটুও বেশি নয় ।

তিনি বললেন : তুমি কী বলতে চাও ?

আমি বললাম : এখন প্রমাণ হয়ে গেছে আত্মা অমরা, অমরা হওয়ায় সে নিশ্চয় সুন্দরতমা রচনা হবে আর অনেক মূলপদার্থের যৌগিক মিশ্রণ হতে পারে না ?

নিশ্চিত না ।

পূর্ববর্তী তর্ক প্রণালী স্পষ্টরূপে তার অমরত্ব প্রদর্শন করেছে, আর এ ছাড়া অন্য অনেক প্রমাণ আছে ; কিন্তু সে বাস্তবে যা তাকে সেই ভাবে দেখতে হলে, এখন তাকে যা দেখি সে ভাবে নয়, দেহ ও অন্য দুঃখক্লেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্তা সে ; যুক্তির চোখ দিয়ে তোমার তাকে মৌলিক বিশুদ্ধতায় ধ্যান করতেই হবে ; আর তখন তার সৌন্দর্য ফুটে বেরুবে ;

আর ন্যায় ও অন্যায়, এবং আমরা যে সব জিনিস বর্ণনা করেছি সেগুলি আরও পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পাবে। এত দূর পর্যন্ত, বর্তমানে তাকে যেমন দেখতে পাই, তার সম্বন্ধে আমরা সত্য কথা বলেছি, কিন্তু আমাদের মনে রাখতেই হবে যে আমরা শুধু তাকে এমন এক অবস্থায় দেখেছি যা সমুদ্র-দেব গ্লাউকসের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে; তাঁর মূল প্রতি-মূর্তি প্রায় চেনাই যায় না, কারণ ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে তাঁর স্বাভাবিক অঙ্গগুলিকে সকল দিক থেকে ভগ্ন আর নিষ্পিষ্ট আর ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর তাদের উপরে সামুদ্রিক গাছগাছড়া আর শামুক আর পাথর এক কঠিন আস্তরণ সৃষ্টি করেছে, যার ফলে তাঁর নিজের স্বাভাবিক আকৃতির চেয়ে কোন দৈত্যের আকৃতির সঙ্গে বেশি মিল হয়েছে। আর যে আত্মাকে আমরা দেখছি, সে অনুরূপ অবস্থায় পড়েছে, দশ হাজার অমঙ্গল দ্বারা বিকৃতা হয়েছে। কিন্তু ওখানে নয়, গ্লাউকোন্, ওখানে নয়, আর কোন স্থানে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে।

কোথায় তবে?

তার প্রজ্ঞা-প্রেমের দিকে। এস, আমরা দেখি, কাকে সে ভালবাসে, এবং অমর আর শাশ্বত আর স্বর্গীয়ের সঙ্গে তার নিকট আত্মীয়তা নিবন্ধন কোন্ সেই সমাজ আর কোন্ সেই আলাপ যা সে খোঁজে; আর কতই না অন্য রকম সে হবে যদি সমগ্র ভাবে এই উৎকৃষ্টতর নীতি সে অনুসরণ করে। আর এখন সে যেখানে আছে সেই সমুদ্র থেকে যখন এক স্বর্গীয় উত্তেজনা বশে বাইরে বাহিত হয়, আর পাথর আর শামুকের খোলা আর মাটি আর পাহাড়ের জিনিসগুলি থেকে ছাড়ান পায়, ওগুলি বন্য বৈচিত্র্যে আত্মার চারদিকে গজিয়ে উঠে, কারণ সে মাটি থেকে আহার জোটায়, আর এই জীবনের যেগুলিকে ভাল জিনিস আখ্যা দেওয়া হয় সেগুলিতে আবৃত হয়, তখন তুমি তাকে সেই রূপে দেখতে পাবে যা তার আসল রূপ, আর জানবে তার আকার এক অথবা অনেক, অথবা তার প্রকৃতি কী। তার পরিবর্তনগুলির, আর এই বর্তমান জীবনে যে সব আকার সে গ্রহণ করে সেগুলির, কথা আমরা এখন যথেষ্ট বলেছি বলে আমি মনে করি।

তিনি উত্তর করলেন: সত্য।

আমি বললাম: আর এই ভাবে আমরা বিতর্কের শর্তগুলি পূরণ করেছি; আমরা ন্যায়ের পুরস্কার ও গৌরবগুলি সূচিত করি নি; ওগুলি তুমি যেমন বলছিলে, হমেরসে ও হেসিয়দসে পাওয়া যাবে; কিন্তু তার নিজের স্বভাবে অবস্থিতা ন্যায়কে নিজের স্বভাবে অবস্থিতা আত্মার পক্ষে

সর্বোৎকৃষ্ট, এটা দেখান হয়েছে। ন্যায্য যা, লোক তাই করুক, তার হাতে গিগেসের আংটি থাকুক বা না থাকুক, এমন কি যদি সে গিগেসের আংটির সঙ্গে হাইডেসের মুকুটটিও মাথার পরে।

খুব সত্য।

আর গ্লাউকোন্, ইহ জীবনে আর মৃত্যুর পর, উভয়েতে ন্যায় ও অন্যান্য ধর্ম যে পুরস্কারগুলি আত্মার জন্য দেবতা ও মানুষদের কাছ থেকে আহরণ করে সেগুলি সংখ্যায় কত আর কী বড়, তা একে একে সবিস্তারে বর্ণনা করলে, এখন কোন ক্ষতি হবে না।

তিনি বললেন : নিশ্চিত না ?

তাহলে তর্কচ্ছলে তুমি আমার কাছে যা ধার নিয়েছিলে তা কী শোধ করবে ?

আমি কী ধার নিয়েছিলাম ?

ন্যায়বান্ মানুষ ন্যায়হীন আর ন্যায়হীন মানুষ ন্যায়বান্ রূপে দেখা দেবে, এই স্বীকৃতি। কারণ এই ছিল তোমার মত যে, এমন কি সম্ভবত ঘটনার সত্য অবস্থা দেবতাদের ও মানবদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না, তথাপি তর্কের খাতিরে এই স্বীকৃতি করা উচিত, যেন বিশুদ্ধ ন্যায়কে বিশুদ্ধ অন্যায়ের সঙ্গে ওজন করে তুলনা করা যেতে পারে। তোমার কী মনে আছে ?

যদি আমি ভুলে যেতাম তবে সেটা আমার পক্ষে খুবই দোষের হত।

সুতরাং যেহেতু মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে, আমি ন্যায়ের পক্ষ থেকে দাবী করছি যে, দেবতারা ও মানবরা যে শ্রদ্ধা তার প্রতি পোষণ করেন, আর যা তার প্রাপ্য বলে আমরা ধরে নি, এখন আমাদের তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ; সে বাস্তবতা দান করে, আর যারা তাকে সত্য ভাবে অবলম্বন করে আছে তাদের সাথে প্রতারণা করে না, এটা দেখান হয়েছে ; তাই যা তার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল, তা তাকে ফেরৎ দেওয়া হোক, যার ফলে সে লোকচক্ষুর গোচর হওয়ার জয়োল্লাস উপভোগ করতে পারে ; সেটা তার নিজেরও বটে, আর সেটা তার স্বকীয়দেরও বটে।

তিনি বললেন : দাবীটা ন্যায্য।

আমি বললাম : প্রথমত—আর এই হল তোমার ফিরিয়ে দেবার প্রথম জিনিস—ন্যায় ও অন্যায় উভয়ের প্রকৃতি দেবতারা সত্য ভাবে জানেন।

স্বীকার করা গেল।

আর যদি এমন হয়, তারা উভয়ে তাঁদের পরিজ্ঞাত, তবে একজন নিশ্চয় দেবতাদের বন্ধু আর অন্যজন শত্রু ? আমরা শুরুতে একথা স্বীকার করেছিলাম ?

সত্য।

আর মনে করা যেতে পারে, দেবতাদের যারা বন্ধু তারা শুধু পূর্বকৃত অপরাধগুলির ফলরূপে যে অশুভগুলি দেখা দেবে সেগুলি বাদ দিয়ে, তাঁদের কাছ থেকে সব জিনিসের উৎকৃষ্টতমকে লাভ করবে?

আলবৎ।

সুতরাং, নিশ্চয় ন্যায়বান্ মানুষ সম্বন্ধে এই হবে আমাদের ধারণা যে, এমন কি যখন তারা দারিদ্র্যে বা ব্যাধিতে বা অন্য কোন বাহ্য দুর্ভাগ্যে পতিত হয়, তখন শেষে, জীবনে ও মরণে, তারই মঙ্গল সাধনে সব জিনিস একত্রে কাজ করবে; কারণ যার আকাঙ্ক্ষা হল ধর্মের অনুশাসন মেনে ন্যায়বান্ ও ঈশ্বর-প্রতিম হওয়া, মানুষ যতটা স্বর্গীয় সাদৃশ্য লাভ করতে পারে তা লাভ করা, তার—এ রকম যে কোন জনের—দেবতারা যত্ন নেন?

তিনি বললেন: হাঁ; যদি সে ঈশ্বর সদৃশ হয়, তবে তিনি তাকে নিশ্চয় অবহেলা করবেন না।

আর ন্যায়হীন সম্বন্ধে কী বিপরীত অবস্থা কল্পনা করা যেতে পারে না?

নিশ্চিত।

সুতরাং এ ধরনের হল জয়পত্রগুলি, যা দেবতারা ন্যায়বান্‌কে দেন?

আমার তাই দৃঢ় বিশ্বাস।

আর মানুষদের কাছ থেকে তাঁরা কী পান? ব্যাপারগুলি আসলে যা সেই ভাবে দেখ; অমনি তুমি দেখবে যে চতুর ন্যায়হীনরা ঠিক সেই দৌড়েদের মতন, যারা যাত্রারম্ভের স্থান থেকে 'বুড়ী' পর্যন্ত ভালই দৌড়ায়, কিন্তু 'বুড়ী' ছোঁবার পর ফিরতি পথটা ভাল দৌড়ায় না; তারা লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড় মারে, কিন্তু শেষে তাদের বোকা বোকা দেখায়, তারা চুপি চুপি পালিয়ে যায়, তাদের কাণ দুটি কাঁধের উপর ঝুলে পড়ে, আর মাথা থাকে মুকুটহীন; কিন্তু সত্য দৌড়েরা সমাপ্তিতে পৌঁছায়, আর পুরস্কার লাভ করে, আর মুকুটভূষিত হয়। আর এই হল ন্যায়বান্‌দের পথ: সে সারা জীবন ধরে প্রত্যেক কাজের আর ঘটনার শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, তার একটা ভাল বিবরণ থাকে, আর সে মানব-প্রদত্ত পুরস্কার বয়ে নিয়ে চলে যায়।

সত্য।

আর এখন তুমি আমাকে নিশ্চয় সেই আশীর্বাদগুলি পুনরাবৃত্তি করতে দেবে যেগুলি তুমি ভাগ্যবান্ ন্যায়হীনদের প্রতি আরোপ করছিলে। আমি তাদের সম্বন্ধে তাই বলব যা তুমি অন্যদের সম্বন্ধে বলছিলে: যখন

তারা বয়সে আরও বুড়ো হয়, তখন তারা ইচ্ছা করলে তাদের নিজেদের নগরের শাসক হয় ; যাকে খুশি তাকে বিয়ে করে, আর খুশিমত যার সঙ্গে ইচ্ছা বিয়ে দেয় ; অন্যদের সম্বন্ধে তুমি যা যা বলেছিলে, সব আমি এখন এদের সম্বন্ধে বলছি। আর, অপর দিকে, ন্যায়হীনদের সম্বন্ধে আমি বলি যে, তাদের অধিকাংশ, যদিও বা তারা তাদের যৌবনে এড়িয়ে যায়, শেষ কালে ধরা পড়ে, আর তাদের পথের শেষে বোকা বোকা দেখায়, আর যখন তারা বুড়ো ও দুঃখী হবার সামিল হয়, তখন বিদেশীরা ও নাগরিকরা তাদের সমান ভাবে উপহাস করে ; তাদের মারধোর দেয় ; আর তারপর আসে সেই সব জিনিস যেগুলি ভদ্র কাণের পক্ষে শোনবার মত নয় ; তুমি তাদের যা সংজ্ঞা দিয়েছ তা সত্য ; তাদের পীড়ন হবে, চোখ দুটি পুড়িয়ে দেবে, যেমন তুমি বলছিলে। আর তুমি ধরে নিতে পার যে তোমার সন্ত্রাস কাহিনীর বাকীটা যেন আমি পুনরায় বর্ণনা করেছি। কিন্তু তাদের বর্ণনা করলেও, তুমি কী আমাকে ধরে নিতে দেবে যে, এই সব জিনিস সত্য ?

তিনি বললেন : আলবৎ, তুমি যা বলছ তা সত্য।

অতএব ন্যায় নিজে থেকে অন্য ভাল ভাল যে সব জিনিস ব্যবস্থা করে, সেগুলি ব্যতিরেকে এগুলি হল পুরস্কার আর প্রাপ্তি আর দান যা দেবতারা ও মানুষরা এ জীবনে ন্যায়বান্‌দের উপর বর্ষণ করেন।

তিনি বললেন : হাঁ ; আর তারা সুন্দর ও স্থায়ী।

আমি বললাম : তবু ত মৃত্যুর পর ন্যায়বান্ ও ন্যায়হীন উভয়ের জন্য ঐ যে সব প্রতিদান অপেক্ষা করে, সেগুলির তুলনায় এগুলি, সংখ্যার দিক থেকে বা বৃহত্ত্বের দিক থেকে, কিছুই নয়। আর তোমার সেগুলি শোনা উচিত, আর তখন ন্যায়বান্ ও ন্যায়হীন উভয়ে আমাদের কাছ থেকে সেই ঋণের পুরো শোধ পেয়ে যাবে যা যুক্তি প্রণালী তাদের কাছে ধারে।

তিনি বললেন : বল ; এমন জিনিস কম আছে, যা আমি এত খুশি হয়ে শুনব।

আমি বললাম : বেশ, আমি তোমাকে একটি গল্প বলব ; অদ্যুসেউস্ যে গল্পগুলি আল্‌কিনউস্‌কে বলেছিলেন, তার কোনটি নয় : এও একজন বীরের গল্প, আর্মেনিয়সের পুত্র এরের গল্প, জন্মসূত্রে সে পাম্‌ফ্যুলিয়াবাসী, যুদ্ধে নিহত হয়। আর দশ দিন পর মৃতদের দেহগুলি নেওয়া হল, তার আগেই পচন ধরেছিল। তখন দেখা গেল, এরের দেহ তখনও তাজা আছে। তাকে কবর দেবার জন্য বাড়ীতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল। যার

দিনের দিন, তখন সে মৃতের খাটে শোয়ান, সে আবার জীবন ফিরে পেল, আর অপর জগতে সে কী কী দেখেছে তা তাদের বলল। সে বলল, তার আত্মা দেহকে ছেড়ে যাবার পর এক যাত্রা শুরু করল। অনেক সঙ্গী জুটে গেল। তারা সবাই এক রহস্যময় স্থানে উপনীত হল। সেখানে পৃথিবীতে দুটি খোলা মুখ ছিল ; একত্র বেশ কাছাকাছি। আর তাদের উপরে স্বর্গে ওগুলির ঋজু ঋজু দুটি খোলা মুখ ছিল। মাঝখানটায় বিচারকরা আসীন ছিলেন। তাঁরা ন্যায়বানদের বিচার করলেন, আর তাঁদের রায়গুলি তাদের সম্মুখ ভাগে বেঁধে দিলেন। তারপর তাঁদের ডান হাতের স্বর্গের পথ ধরে উপরে উঠে যাবার আদেশ দিলেন। আর অনুরূপ ভাবে ন্যায়হীনদের বাঁ হাতের নিচের পথ দিয়ে নেমে যেতে বললেন। এরাও এদের কাজের প্রতীকগুলি বহন করছিল, কিন্তু সেগুলি তাদের পিঠে আটকান ছিল। এর কাছে গেল, আর তাঁরা তাকে বললেন যে তাকে সংবাদ-বাহক হতে হবে, অন্য জগতে মানুষদের কাছে বিবরণী বয়ে নিয়ে যেতে হবে ; আর তাঁরা তাকে যা কিছু শুনবার ও দেখবার সব শুনতে ও দেখতে বললেন। সুতরাং সে তাকিয়ে রইল। আর দেখতে পেল তাদের উপর বিচারের রায়গুলি দেওয়া হয়ে যাবার পর আত্মাগুলি একদিকে স্বর্গের একটা খোলা মুখে আর সেটার বরাবর পৃথিবীর খোলা মুখে চলে যাচ্ছে। আর অন্য দুটি খোলা মুখে অন্য আত্মাদের দেখল, কতক পৃথিবী থেকে উপরে উঠছে, ভ্রমণে তারা ধূলি-ধূসরিত ও জীর্ণ ; কতক স্বর্গ থেকে নিচে নামছে, তারা পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল। তারা মাঝে মাঝে আসতেই থাকল। মনে হল যেন তারা দীর্ঘ পথের যাত্রী। আর তারা খুশি মনে মাঠে চলে গেল, শিবির খাটাল, বড় উৎসবে যেমন হয়। আর যারা একে অন্যকে জানত তারা আলিঙ্গন করল আর কথাবার্তা কইল ; যে আত্মারা পৃথিবী থেকে এসেছিল তারা উৎসুক ভাবে উপরের ব্যাপারগুলির কথা জিজ্ঞাসা করল, আর যে আত্মারা স্বর্গ থেকে এসেছিল তারা নিচের ব্যাপারগুলি জিজ্ঞাসা করল। আর তারা একে অন্যকে বলছিল, পথে কী কী ঘটেছে ; নিচের থেকে যারা ছিল তারা পৃথিবীর নিচে তাদের ভ্রমণে (এখন ঐ ভ্রমণ হাজার বছর স্থায়ী হয়েছিল) তারা যে সব জিনিস সহ্য করেছিল ও দেখেছিল সেগুলি স্মরণে আসায় কাঁদছিল ও বিলাপ করছিল ; আর উপর থেকে যারা ছিল, তারা ধারণাতীত সৌন্দর্যময় স্বর্গীয় আনন্দ ও দৃশ্যগুলি বর্ণনা করছিল। গ্লাউকোন্, গল্পটা বলতে গেলে দীর্ঘ সময় লাগবে, অত সময় দেওয়া যায় না ; কিন্তু তার মর্ম ছিল এই:—সে বলল, তারা কারুর প্রতি অন্যায় আচরণের প্রত্যেকটির জন্য দশগুণ দুঃখ ভোগ করেছিল ;

অথবা একশ বছরে একবার।—এইটাই মানব জীবনের দৈর্ঘ্য বলে গণনা করা হত, আর এই ভাবে হাজার বছরে দশবার দণ্ড দান করা হত। যেমন ধর, যদি এমন কেউ থাকে যে অনেক মৃত্যুর কারণ, অথবা নগরগুলিকে ধ্বংস ও সেনাবাহিনীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল অথবা দাসত্বের নিগড়ে বেঁধেছিল, অথবা অন্য কোন অশুভ ব্যবহারে দোষী হয়েছিল, তবে তাদের প্রত্যেক ও সমুদয় অপরাধের জন্য তারা দশবার করে শাস্তি ভোগ করত। আর উপকার ও ন্যায় ও পবিত্রতার জন্য পুরস্কারগুলিও ছিল একই অনুপাতে। জন্মাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছোট শিশুদের মৃত্যু সম্বন্ধে সে যা বলেছিল তা পুনরাবৃত্তি করবার প্রয়োজন আমি দেখি না। দেবদেবীর প্রতি ও পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও ভক্তির অভাব, আর হত্যাকারীদের জন্য অন্য ও আরও ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থার কথা সে বর্ণনা করেছিল। সে উল্লেখ করেছিল যে যখন বিদেহী আত্মাগুলির এক জন অন্য জনকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মহান্ আর্দিয়াবাসী কোথায় আছেন?' তখন সে উপস্থিত ছিল। (এখন এই আর্দিয়াবাসী এরের সময়ের এক হাজার বছর আগে বর্তমান ছিল; সে পামফ্যুলিয়ার কোন নগরের স্বৈরশাসক ছিল, আর নিজের বুড়ো বাপকে ও দাদাকে হত্যা করেছিল, এবং আরও ভয়ানক ভয়ানক পাপকর্ম সব করেছিল।) অন্য আত্মার উত্তর ছিল: 'সে এখানে আসে না, আর কখনও আসবে না।' সে বলেছিল: এই ছিল অন্যতম ভীষণ দৃশ্য যা আমরা নিজ চোখে দেখেছি। আমরা গহ্বরের মুখের কাছে এসেছিলাম, আর আমাদের সমুদয় অভিজ্ঞতা সমাপ্ত করবার পর, উপরে উঠতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় এক আকস্মিক আর্দিয়াবাসী ও অন্য কয়েকজন দেখা দিল, এদের অধিকাংশ ছিল স্বৈরশাসক; আর স্বৈরশাসকরা ছাড়াও বেসরকারী ব্যক্তিরা ছিল, তারা বড় বড় পাপী: তারা যেমন কল্পনা করেছিল, তারা উপরের জগতে ঠিক উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু, যখনই এই অপরিশোধনীয় পাপীদের কেউ অথবা যাকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হয় নি এমন কেউ উপরে উঠতে চেষ্টা করছিল, তখনই মুখটা, তাদের ঢুকতে দেওয়ার পরিবর্তে হুংকার ছাড়ছিল; আর, অগ্নিময় আকৃতির বন্য লোকেরা সামনে দাঁড়িয়েছিল, যেই তারা আওয়াজ শুনল অমনি তাদের পাকড়াও করল আর বয়ে নিয়ে চলে গেল, আর আর্দিয়াবাসীকে ও অন্যদের মাথা ও পা ও হাত এক সঙ্গে বাঁধল তারা, আর তাদের ছুড়ে ফেলে দিল, আর বেত মেরে মেরে চামড়া তুলে নিল; আর রাস্তা বরাবর টানা-হ্যাচড়া করে পাশে নিয়ে গেল, পশমের মত কাঁটাগুলির উপর ধুনুচি-ধোলাই করতে থাকল, আর তাদের অপরাধগুলি পথিকদের

বলতে থাকল, আর তাদেরকে নরকে ফেলবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আর অনেক ত্রাস তারা সহ্য করেছিল, সে বলেছিল : সেগুলির মধ্যে কোনটাই সে ত্রাসের তুল্য নয় যা তাদের প্রত্যেকে সেই মুহূর্তে অনুভব করেছিল, পাছে তারা সেই স্বর শোনে ; আর যখন নীরবতা নেমে এল, তখন একে একে তারা অপার আনন্দে উপরে উঠে গেল। এর বলছিল, এই ছিল দণ্ড ও শাস্তিগুলি, আর আশীর্বাদগুলিও এত বড় ছিল।

এখন আত্মারা মাঠে থাকবার পর সাত দিন কেটে গেল, অষ্টম দিনে তারা তাদের যাত্রায় এগিয়ে যেতে বাধ্য হল, আর, তার চার দিন পরে, এর বলল, তারা এক জায়গায় এল যেখানে তারা উপর থেকে দেখতে পাচ্ছিল, রঙে রামধনুর মত, অথচ আরও উজ্জ্বল, আরও পরিষ্কার, স্বর্গ ও মর্ত্য বরাবর প্রসারিত সরল স্তম্ভের মত আলোর একটা রেখা। এটা সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীর মধ্য দিয়ে চলে গেছে। আর এক দিনের যাত্রা তাদের ঐ স্থানে নিয়ে এল, আর সেখানে আলোর মধ্যে তারা দেখল উপর থেকে নামিয়ে দেওয়া স্বর্গের শেকলগুলির প্রান্ত : কারণ এই আলো স্বর্গের কোমরবন্ধ, আর বিশ্বের বৃত্তকে একত্র ধরে রাখে, তিনতলা জাহাজের নিচের বরগার মত। এই প্রান্তগুলি থেকে প্রয়োজনের মাকু প্রসারিত আছে, যার উপরে সকল আবর্তনগুলি ঘটে। এই মাকুর দণ্ড ও আংটা ইস্পাতের তৈরি, আর পাকটা অংশত ইস্পাত আর অংশত অন্য দ্রব্য দিয়ে তৈরি। আকারে এটি পৃথিবীতে চালু পাকের মত ; আর তার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে একটা প্রকাণ্ড ফাঁপা পাক আছে, সেটা সম্পূর্ণ গভীর খাদযুক্ত, আর তার ভিতরে বসান আর একটা ছোট পাক, আর একটা, আর একটা, এবং অন্য চারটা, সবশুদ্ধ আটটা, খাপ খেয়ে বসে যাওয়া পাত্রগুলির মত ; পাকগুলির কিনারা উপরের পাশে দেখা যায়, আর তাদের নিচের পাশে সবগুলি একত্রে একটা অবিচ্ছিন্ন পাক সৃষ্টি করে। এটি ভেদ করে চলে গেছে মাকু, সেটা অষ্টমের কেন্দ্রের ভেতর ফুড়ে বেরিয়ে এসেছে। প্রথম ও সব চেয়ে বাইরে যে পাক রয়েছে তার বেড় সব চেয়ে চওড়া—আকারে প্রথমের পরে ষষ্ঠের স্থান ; ষষ্ঠের পরে চতুর্থ ; তারপর আসে অষ্টম ; সপ্তমটি পঞ্চম, আর পঞ্চমটি ষষ্ঠ, তৃতীয়টি সপ্তম, আর শেষ বা অষ্টমটি আসে দ্বিতীয় হয়ে। [স্থির নক্ষত্রগুলির মধ্যে] বৃহত্তমটি চুমকি খচিত ; সপ্তমটি [বা সূর্য] উজ্জ্বলতম ; অষ্টমটি (বা চাঁদ) সপ্তমটির প্রতিফলিত আলোকে রঞ্জিত ; দ্বিতীয়টি ও পঞ্চমটি [শনি ও বুধ] রঙে একে অন্যের তুল্য, আর আগেরটার চেয়ে বেশি হলদে ; চতুর্থটি [শুক্র] সব চেয়ে বেশি সাদা আলোযুক্ত ;

চতুর্থটির [মঙ্গল] রঙ লালচে ; ষষ্ঠটি [বৃহস্পতি] শুভ্রতায় দ্বিতীয়। এখন সমগ্র মাকুর একই গতি রয়েছে ; কিন্তু সেই সমগ্রটা এক দিকে ঘোরে। সাতটি আভ্যন্তরীণ বৃত্ত ধীরে ধীরে অপর দিকে ঘোরে : আর এগুলির মধ্যে দ্রুততম হল অষ্টমটি ; দ্রুততায় পরবর্তী স্থানে রয়েছে সপ্তমটি, ষষ্ঠটি ও পঞ্চমটি, এ কটি এক সঙ্গে ঘোরে ; দ্রুততায় এই বিপরীত গতির নিয়ম অনুসারে ঘুরছে বলে বোধ হয় চতুর্থটিকে ; তৃতীয়টি চতুর্থ আর দ্বিতীয়টি পঞ্চম। মাকু প্রয়োজনের দুই হাঁটুর উপর চলে ; আর প্রত্যেক বৃত্তের উপর পিঠের উপর আছে একজন কুহকিনী, সেও তাদের সঙ্গে ঘোরে, আর একটি মাত্র সুরে বা গতে গান করে। আটজনে মিলে এক স্বরমিল সৃষ্টি করে ; আর চারদিক বেষ্টন করে, সমান সমান দূরে, আর একটি দল, সংখ্যায় তিন, প্রত্যেকে সিংহাসনে উপবিষ্ট : এরা ভাগ্যদেবীরা, প্রয়োজনের কন্যারা, সাদা পোষাকে ভূষিত, মাথায় মালা, লাখেসিস ও ক্লোথো ও আত্রপস্, এরা কুহকিনীদের স্বরমিলের সঙ্গে তাদের গলাগুলিকে মেলায়—লাখেসিস অতীতের, ক্লোথো বর্তমানের, আর আত্রপস্ ভবিষ্যতের বিষয় গান করে ; ক্লোথো তার ডান হাত দিয়ে মাঝে মাঝে পাকের বা মাকুর বাইরের ঘূর্ণ্যমান্ বৃত্তটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরতে সাহায্য করে, আর আত্রপস্ তার বাঁ হাত দিয়ে ভিতরের গুলিকে ছুঁয়ে দিয়ে চালায়, আর লাখেসিস্ পালাক্রমে দুজনের প্রত্যেকের উপর হাত রাখে, প্রথমে এক হাত পরে অন্য হাত।

যখন এর ও আত্মারা পৌঁছেছিল, তখন তাদের কর্তব্য ছিল তৎক্ষণাৎ লাখেসিসের কাছে যাওয়া। কিন্তু সর্ব প্রথম এল এক ভবিষ্যদ্বক্তা, সে তাদের শ্রেণীবদ্ধ করে সাজিয়ে দিল ; তার পর সে লাখেসিসের হাঁটু থেকে জীবন-ভাগ্য ও নমুনাগুলি নিল আর বেদীর উপর উঠে এই ভাবে বলল : 'প্রয়োজনের কন্যা, লাখেসিসের বাণী শোন। হে মর্ত্য আত্মারা, জীবনের এক নূতন চক্র ও নশ্বরতা লক্ষ্য কর। তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিভা দেওয়া হবে না, কিন্তু তোমরা নিজেরা তোমাদের প্রতিভা বেছে নেবে ; আর যে প্রথম গুটি টানে সেই প্রথম বাছাই করবার সুযোগ পাক, আর যে জীবন সে বাছাই করে তাই হবে তার ভাগ্য। ধর্ম স্বাধীনা, আর যে ভাবে কোন মানুষ তাকে সম্মান বা অসম্মান করে, সে ভাবে সে বেশি বা কম পাবে ; দায়িত্বটা রয়েছে বাছাইকারীর—ঈশ্বরের কাজ ন্যায়সঙ্গত।' যখন ভাষ্যকার এই ভাবে বলছিল তখন সে গুটিগুলি অপক্ষপাতে তাদের সকলের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছিল ; আর প্রত্যেকে সেগুলি থেকে যে গুটি তার সামনে পড়েছিল তা তুলে নিয়েছিল, শুধু এর তোলে নি

(কারণ তাকে অনুমতি দেওয়া হয় নি), আর যেই প্রত্যেকে তার গুটি তুলে নিল, অমনি সে দেখতে পেল কোন্ সংখ্যা সে পেয়েছে। তখন ভাষ্যকার তাদের সামনে মাটিতে জীবন-নমুনাগুলি রেখেছিল ; আর যত আত্মা উপস্থিত ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি জীবন ছিল, আর তারা ছিল সকল রকমের। প্রত্যেক জন্তুর আর প্রতি অবস্থার মানুষের জীবন ছিল। আর তাদের মধ্যে ছিল স্বৈরশাসকের অবস্থাগুলি, কতকগুলি স্বৈরশাসকের অবস্থা জীবনব্যাপী হয়েছিল, অন্যগুলি মাঝামাঝি সময়ে ভেঙে পড়েছিল আর শেষ হয়েছিল দারিদ্র্যে ও নির্বাসনে ও ভিক্ষাবৃত্তিতে। আর বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনও ছিল, কতক ছিল যারা তাদের আকার ও সৌন্দর্যের জন্য, তাদের বলশালিতা ও খেলায় পটুতার জন্যও বটে, অথবা আবার তাদের জন্ম ও পূর্ব পুরুষদের গুণাবলির জন্য বিখ্যাত ; আর কতক ছিল তাদের বিরুদ্ধ গুণাবলির জন্য বিখ্যাতের বিপরীত। আর অনুরূপ ভাবে স্ত্রীলোকদেরও ; কিন্তু তাদের মধ্যে বিশেষ কোন চরিত্র ছিল না, কারণ আত্মা, এক নূতন জীবন বাছাই করবার সময়, নিশ্চয় ভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু অন্য প্রত্যেক গুণ বর্তমান ছিল, আর তারা সব একে অন্যের সঙ্গে, আর ধনের ও দারিদ্র্যের, আর অসুখ ও স্বাস্থ্যের সঙ্গেও, মিশে গিয়েছিল ; আর মাঝামাঝি অবস্থাও ছিল। আর হে আমার প্রিয় গ্লাউকোন্, এইখানে আমাদের মানবিক অবস্থার চরম বিপদ্ ; আর অতএব যতদূর সাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এস, আমাদের প্রত্যেকে অন্য প্রত্যেক রকম জ্ঞান পরিহার করুক, আর একটি মাত্র জিনিস খুঁজুক ও অনুসরণ করুক, এই আশায় যে সে দৈবাৎ শিখতে সমর্থ হতে পারে, আর এমন একজনকে খুঁজে পেতে পারে যে, তাকে শুভ কী ও অশুভ কী শিখতে আর শুভ ও অশুভের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে, আর ঐ ভাবে সর্বদা ও সর্বত্র সুযোগ আসা মাত্র উৎকৃষ্টতর জীবন বেছে নিতে সমর্থ করবে। এই সব জিনিস আলাদা ভাবে ও এক সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, ধর্মের উপর এগুলির প্রভাব তার চিন্তা করে দেখা উচিত ; তার জানা উচিত কোন বিশেষ আত্মাতে যখন দারিদ্র্য বা ধনের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন সৌন্দর্যের ফল কী হয়, আর যখন মহৎ বা হীন কুলে জন্মের সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী পদের, সবলতা ও দুর্বলতার, চাতুর্য ও নির্বুদ্ধিতার, আর আত্মার প্রকৃতি দত্ত ও স্বোপার্জিত গুণাবলির, একত্র সংযোগ হয় তখন তাদের ক্রিয়ার শুভ বা অশুভ ফলগুলি কী হয় ; তার পর সে আত্মার প্রকৃতির দিকে তাকাবে, আর এই সব গুণাবলির বিবেচনা থেকে নির্ণয় করতে সমর্থ হবে কোন্টা উৎকৃষ্টতর আর কোন্টা নিকৃষ্টতর ;

আর এই ভাবে সে বাছাই করবে ; যে জীবন তার আত্মাকে অধিকতর ন্যায়-হীন করবে তাকে অশুভ নাম দেবে, আর যে জীবন তার আত্মাকে অধিকতর ন্যায়বান্ করবে তাকে শুভ নাম দেবে ; আর অন্য সবকে সে অগ্রাহ্য করবে। কারণ আমরা দেখেছি আর জানি যে জীবনে ও মরণের পর এই হল সর্বোৎকৃষ্ট পছন্দ। সত্য ও সাধুতায় অখণ্ড বিশ্বাস, মানুষকে তার সাথী করে নিশ্চয় নিচের জগতে নিয়ে যাবে যেন সেখানে সে ধনের আকাঙ্ক্ষা বা অশুভের অন্য প্রলোভনগুলি দেখে ঝলসান্-চোখ না হয়ে পড়ে, পাছে স্বৈরশাসন ও অনুরূপ নীচাশয়তাগুলির খপ্পরে পড়ে সে অন্যদের অপ্রতিরোধ্য ক্ষতি করে না বসে, আর নিজে আরও বেশি খারাপ অবস্থার ভুক্তভোগী না হয় : কিন্তু তাকে জানতে দাও কী করে মধ্যপন্থা বাছতে হয়, আর উভয় দিকে চরম পন্থাগুলিকে, যতদূর সম্ভব, শুধু এ জীবনে নয় কিন্তু পরে যতগুলি জীবন আসতে পারে, সেই সবে এড়ান যায়। কারণ এই হল সুখের উপায়।

আর অপর জগৎ থেকে সংবাদ-বাহকের বিবরণী অনুসারে, সেই ভবিষ্যদ্বক্তা সে সময়ে যা বলেছিল তা হচ্ছে এই : 'এমন কি, শেষ আগন্তুকের জন্যও এক সুখময় ও অনাকাঙ্ক্ষিত নয় এমন অস্তিত্ব নির্নীত হয়ে আছে, যদি সে বিজ্ঞতার সঙ্গে বাছাই করে আর শ্রম করতে করতে বেঁচে থাকে। যে প্রথম বাছাই করে সে যেন অসাবধান না হয়, আর শেষের জন যেন নিরাশ না হয়।' আর যখন তার বলা শেষ হয়েছিল, তখন যার প্রথম বাছাই করবার কথা সে সামনে চলে এসেছিল, আর মুহূর্ত মধ্যে চরমতম স্বৈরশাসন বেছে নিয়েছিল ; তার মন মূর্খামি ও কামুকতার অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায়, সে বাছাই করার আগে সমগ্র ব্যাপারটা ভেবে নেয় নি, প্রথম দৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে পারে নি যে তার ভাগ্যে লেখা ছিল যে, অন্যান্য অশুভের মধ্যে তাকে নিজ ছেলেমেয়েদের খেয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু যখন সে ভাববার সময় পেল, আর দেখল তার ভাগ্যে কী আছে, তখন সে নিজের বুক চাপড়াতে লাগল আর তার বাছাইয়ের জন্য বিলাপ করতে লাগল, ভবিষ্যদ্বক্তা কী বলেছিল ভুলে গেল ; কারণ তার দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেকে দোষ দেবার পরিবর্তে সে দৈবকে ও দেবতাদের, আর নিজেকে ছাড়া সব কিছুকে, দুষেছিল। এখন যারা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল সে তাদের মধ্যে একজন ছিল, আর পূর্ব জীবনে এক সুশৃংখল রাষ্ট্রে বাস করত, আর তার ধর্ম ছিল একটা অভ্যাসের ব্যাপার মাত্র, আর তার কোন দর্শন ছিল না। আর অন্য যারা অনুরূপ ভাবে পরাজিত হয়েছিল, এটা তাদের সম্বন্ধেও সত্য হয়েছিল ; তাদের

অধিক সংখ্যক স্বর্গ থেকে এসেছিল আর অতএব পূর্বে কখনও পরীক্ষায় যারা অনুশীলিত হয় নি ; অপর দিকে যে সব তীর্থযাত্রী পৃথিবী থেকে এসেছিল, তারা নিজেরা ভুক্তভোগী ছিল আর অন্যদের ভুগতে দেখেছিল, তারা বাছাই করতে গিয়ে তাড়াহুড়া করে নি। আর তাদের এই অনভিজ্ঞতার জন্য, আর ভাগ্য ব্যাপারটা আকস্মিক এই হেতুতে, অনেক আত্মা একটা শুভ নিয়তির স্থলে অশুভ নিয়তি অথবা অশুভ নিয়তির স্থলে শুভ নিয়তি বিনিময় করেছিল। কারণ যদি কোন মানুষ তার এই জগতে পৌঁছাবার পর প্রথম থেকে সর্বদা নিজেকে অভ্রান্ত দর্শনে উৎসর্গ করত, আর গুটির সংখ্যা সম্বন্ধে মোটামুটি ভাগ্যবান্ হত, সে এখানে সুখী হতে পারত, যেমন সন্দেশ-বাহক বলেছিল, আর অন্য এক জীবনে তার যাত্রা আর এ জীবনে ফিরে আসা বন্ধুর ও মাটির তলা দিয়ে হওয়ার পরিবর্তে মসৃণ ও স্বর্গীয় হত। সে বলেছিল, সব চেয়ে অদ্ভুত ছিল দৃশ্যটা—বিষাদময় ও হাস্যকর ও আশ্চর্য ; কারণ আত্মাদের বাছাইটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করা হত। সেখানে সে দেখেছিল যে আত্মা একদা অর্ফেউসের ছিল সে হাঁসের জীবন পছন্দ করছে ; স্ত্রী জাতিকে সে ঘৃণা করেছিল, কারণ তারা তার হত্যাকারী ছিল, সে জন্য কোন স্ত্রীলোক থেকে জাত-হতে ঘৃণা হয়েছিল। থাম্যুরাসের আত্মাকেও নাইটিঙ্গিলের জীবন পছন্দ করতে দেখেছিল। অপর দিকে, হাঁস ও গায়ক পাখীরা মানুষ হতে চাইছিল। যে আত্মা বিংশতিতম গুটি পেয়েছিল সে সিংহের জীবন পছন্দ করেছিল, সে হল তেলামোনের পুত্র আইয়াস্ ; অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে বিচারে তার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছিল তা স্মরণ করে সে মানুষ হতে অনিচ্ছুক ছিল। পরের জন আগামেমনোন ঈগল পাখির জীবন গ্রহণ করেছিল, কারণ আইয়াসের মত সে নিজের যন্ত্রণাভোগের কারণরূপে মানবিক প্রকৃতিকে ঘৃণা করেছিল। প্রায় মাঝখানে এল আতালান্তার ভাগ্য ; একজন মল্লযোদ্ধা কী রকম মহা খ্যাতি লাভ করে তা দেখে সে প্রলোভন সামলাতে পারে নি। তার পিছনে পিছনে এসেছিল এপেয়স, পানপেউসের পুত্র, সে কলাদক্ষা চতুরা এক নারীর প্রকৃতিতে পরিণত হল। আর অনেক দূরে যাদের বাছাই ছিল তাদের শেষ দলে খের্সিতেস্, তার আত্মা বানরের আকার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। অদ্যুসেউসের আত্মাও এসেছিল, তখনও তার বাছাই করা হয় নি। তার গুটি শেষ গুটি। এখন পূর্ব জীবনের শ্রমকষ্ট স্মৃতি তাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহ থেকে মুক্ত করেছিল, সে অনেকক্ষণ ধরে এক বেসরকারী মানুষের নিরুদ্বেগ জীবনের খোঁজে চারদিকে ঘুরে বেড়িয়েছিল ; এটি পেতে তাকে

বেগ পেতে হয়েছিল ; একটা জায়গায় পড়েছিল আর অন্য প্রত্যেকে এটিকে অবহেলা করেছিল ; যখন সে এটি দেখতে পেল তখন বলল যে তার গুটি যদি শেষটি না হয়ে প্রথমটি হত তবে সে একই কাজ করত, আর সে এটা পেয়ে পরম পরিতুষ্ট হয়েছে। আর শুধু মানুষরাই জন্তু বনে যায় নি, কিন্তু আমি নিশ্চয় উল্লেখ করব যে পোষা ও বুনো জন্তুগুলি ছিল, তারা একটা অন্যটাতে আর সদৃশ মানব প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল—শুভরা শান্ত আর অশুভরা দুর্দান্ত হচ্ছিল, সব রকম সংযুক্তি হচ্ছিল।

আত্মারা সব এখন তাদের জীবন বাছাই শেষ করেছে। আর তাদের বাছাইয়ের ক্রম অনুসারে তারা লাখেসিসের কাছে গেল ; তাদের জীবনের অভিভাবক হবার আর পছন্দকে কাজে পরিণত করবার জন্য তারা আলাদা আলাদা ভাবে যে প্রতিভাকে পছন্দ করেছিল, লাখেসিস্ তাদের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিল ; এই প্রতিভা আত্মাগুলিকে প্রথমে ক্লোথোর কাছে নিয়ে গেল আর তার হাতে চালান মাকুর আবর্তনের মধ্যে টেনে নিয়েছিল ; এই ভাবে প্রত্যেকের নিয়তি অনুমোদিত হল ; আর তারপর, যখন তারা এটিতে ফাঁসবদ্ধ হল, তাদেরকে আত্রপসের কাছে বয়ে নিল ; সে সুতাগুলি কাটল আর তাদের অখণ্ডনীয় করল ; সেখান থেকে একবারও না ঘুরে দাঁড়িয়ে তারা প্রয়োজনের সিংহাসনের তলা দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেল ; আর যখন তারা সবাই অতিক্রম করল, তখন কাঠফাটা রোদে চলে চলে বিস্মরণের সমতল ভূমিতে এল : সে এক অনুর্বর পতিত জমি, সেখানে না আছে গাছ পালা, না সবুজ তৃণ। আর তারপর সন্ধ্যার দিকে অমনোযোগিতা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেছিল, কোন পাত্রই তার জল ধরে রাখতে পারে না ; এই জলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তারা সকলে পান করতে বাধ্য হয়েছিল, আর বিজ্ঞতা যাদের রক্ষা করে নি, তারা যা দরকার তার চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলেছিল ; আর প্রত্যেকে যেই জল খেল, অমনি সব জিনিস ভুলে গেল। এখন, তারা বিশ্রাম করতে গিয়েছিল, তার পর রাত্রির মাঝখানে এল বজ্র, ঝড় ও ভূমিকম্প, আর তারপর মুহূর্ত মধ্যে, নক্ষত্র-পাতের মত তাদের জন্মলাভের জন্য সকল রকমে তাদের ঠেলে উপরে তোলা হল। সে নিজে জল পান করতে গিয়ে বাধা পেয়েছিল ; কিন্তু কী প্রকারে বা কোন্ পথে সে দেহে ফিরে এসেছিল তা বলতে পারে নি ; শুধু, সকাল বেলা, হঠাৎ জেগে, সে নিজেকে চিতার খাটের উপর শায়িত দেখতে পেল।

আর গ্লাউকোন্, এই ভাবে কাহিনীটি রক্ষা পেয়েছে, বিনষ্ট হয় নি,

আর আমাদের রক্ষা করবে, যদি আমরা বলা কথার বাধ্য হই; আর আমরা নিরাপদে বিস্মরণী নদী পার হয়ে যাব, আর আমাদের আত্মা কলুষিত হবে না। এ কারণ আমার পরামর্শ এই যে, আমরা বিবেচনা করব যে আত্মা আমরা, আর প্রত্যেক ধরনের শুভ আর প্রত্যেক ধরনের অশুভ সহ্য করতে সমর্থ, সুতরাং আমরা দৃঢ় ভাবে স্বর্গীয় পথে সব সময় চলব, আর ন্যায় ও ধর্মকে সর্বদা অনুসরণ করব। এই ভাবে একে অন্যের ও দেবতাদের প্রিয় হয়ে বেঁচে থাকব, যখন এইখানে থাকি, আর যখন, উপহার সংগ্রহ করবার জন্য চারদিকে গমন রত খেলার বিজয়ীদের মত, আমরা আমাদের পুরস্কার লাভ করি, এই উভয় অবস্থাতে। আর এটি আমাদের পক্ষে শুভদায়ক হবেই হবে এ জীবনে আর হাজার বছরের তীর্থ-যাত্রায়, যা আমরা বর্ণনা করছিলাম।